উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে

পীর সৈয়্যদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)

প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ

মোঃ রফিকুল ইসলাম

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)

প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ

মোঃ রফিকুল ইসলাম

"উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ"

কপিরাইট © ২০২৬ মোঃ রফিকুল ইসলাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই গ্রন্থের সকল স্বত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের অধীনে সংরক্ষিত। লেখকের পূর্বলিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোনো অংশ কোনো রূপে বা কোনো মাধ্যমে—ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং কিংবা অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে—পুনর্মুদ্রণ, বিতরণ, সংরক্ষণ বা প্রেরণ করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন এবং আইনগতভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রচলিত কপিরাইট বিধান অনুসারে পর্যালোচনা, গবেষণা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ বা একাডেমিক রেফারেন্সের উদ্দেশ্যে সীমিত উদ্ধৃতি প্রদান করা যেতে পারে।

উল্লেখ থাকে যে, বইটি অ্যাকশন এন্ড লাইট এর স্ব-অর্থায়নে "Conservation and Revitalization ofthe Spiritual Heritage ofthe Northern Part of Bangladesh" (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন) প্রকল্পের অধীনে মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণার ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত।

লেখকঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকাশের স্থানঃ জয়পুরহাট, বাংলাদেশ
মুদ্রণের তারিখঃ ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ ঈসায়ী। রোজ বুধবার।
আইএসবিএন (ISBN)ঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-৮৮৫০-০
মূল্যঃ ৬৩০/- (ছয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র।)
প্রকাশনায়ঃ অ্যাকশন এন্ড লাইট (Action and Light), জয়পুরহাট, বাংলাদেশ।
প্রকাশকালঃ ১লা শাবান ১৪৪৭ হিজরি, ২১ জানুয়ারী ২০২৬ ঈসায়ী, ৮ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,
প্রাপ্তি স্থানঃ লাইব্রেরী অব অ্যাকশন এন্ড লাইট, ধানমন্ডি, জয়পুরহাট।
যোগাযোগঃ rofiqulislam7829@gmail.com অথবা actionandlightbd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.actionandlight.com

পর্যালোচনা পরিষদঃ

অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

অধ্যাপক ডক্টর রওশন জাহিদ
অধ্যাপক, ফোকলোর এন্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

ডক্টর গোলাম সারওয়ার
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রংপুর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর, বাংলাদেশ ।

ডক্টর পরিমল সরকার
গবেষক ও পরামর্শক, জয়পুরহাট, বাংলাদেশ ।

মোঃ আল ইমরান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, শাহ্জাদপুর সরকারি কলেজ, শাহ্জাদপুর, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ ।

জেমস সরেন, গবেষক ও উন্নয়ন কর্মী, সমন্বয়ক, রিচার্স সেল, অ্যাকশন এন্ড লাইট (Action and Light), জয়পুরহাট, ঢাকা, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

উত্তর জনপদের সাধন পথের দুই বাতিঘর

রাজশাহী্র হযরত শাহ্ মোহাম্মদ মাওলা বক্স শাহ্

মখদুমী আল সাবরী (রহ.)

ও বগুড়া ধুনটের আফজাল হোসেন আল কাদেরী

(রহ.) ।

আধ্যাত্মিক আলোকবর্তিকার এক প্রামাণ্য দলিল বক্ষমাণ “উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে। পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)-এর বর্ণাঢ্য জীবন এবং উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারা প্রসারে তাঁর অবদানকে কেন্দ্র করে রচিত এই গ্রন্থটি নিছক কোনো জীবনচরিত নয়; বরং এটি এ অঞ্চলের আধ্যাত্মিক জাগরণের এক নির্মোহ দালিলিক বিশ্লেষণ ।

একাডেমিক ও গবেষণার দৃষ্টিতে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে উত্তরবঙ্গের তিনটি প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র–সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল এবং রামশহর দরবার শরীফের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পারস্পরিক যোগসূত্রগুলো উন্মোচন করেছেন। সাধারণত সুফি সাধকদের জীবনকথা কেবল অতিপ্রাকৃত গল্পের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু এই গ্রন্থে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)-এর আধ্যাত্মিক দর্শনকে যেভাবে সুন্নাহর কঠোর অনুসারী নকশবন্দি ধারার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে বগুড়া ও রংপুর অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কার এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতা আনয়নে এই ধারার দরবারগুলোর ভূমিকা অনন্য। বিশেষ করে রামশহর দরবার শরীফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কীভাবে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠিত হয়েছে, তা এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, সুফিবাদ নিয়ে গবেষণারত শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠক–উভয়ই এই গ্রন্থের মাধ্যমে এক নতুন দিক নির্দেশনা পাবেন। ইসলামের

প্রকৃত নির্যাস যে আউলিয়া কেরামদের মাধ্যমে এই প্রান্তিক জনপদে পৌঁছেছে, তার একটি সার্থক চিত্রায়ন এখানে পাওয়া যায়। লেখকের এই শ্রমসাধ্য কাজটির সাফল্য কামনা করছি। ইতি-

ডক্টর মোঃ গোলাম সারওয়ার
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ ।

বিস্‌মিল্‌লা-হির্ রহ্‌:মা-নির্ রহিঃ---ম।

"উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী রঃ প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ি, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে–এ এক বিরাট আনন্দের সংবাদ আশেকে আওলিয়া ও সত্যপথ অন্বেষী সকলের জন্য। তাজকেরাতুল আওলিয়া যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে ঈমানি চেতনা জাগ্রত করে মুমিনের জীবন গঠনে এক অনন্য পথনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুজুর্গ ও সুফি সাধক, কুতুবুল ইরশাদ, আওলাদে রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্ল-হ ও তাঁর হাবিবের ইশক-মহব্বতের উজ্জ্বল সূর্য, হাদীয়ে জামান, খাজায়েনে রহমত–হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী কুদ্দুছা সির্রুহুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও ওয়ায়েছিয়া তরিকার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি "সৈয়দ সাহেব" নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও ত্বরিকতের খেদমতের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মুরিদকে কামেল-মোকাম্মেল বানিয়েছেন ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ঊনসত্তরজন কামেল-মোকাম্মেলের মাধ্যমে আলোর মশাল প্রজ্বলিত করে যান। আজ তাঁরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুফিবাদের ধারক ও বাহক হিসেবে ইলমে মারেফতের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

সেই ঊনসত্তরজনের মধ্যে অন্যতম–সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর প্রথম মুরিদ ও প্রধান খলিফা কামেল মোকাম্মেল হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি জহুরুল হক কুদ্দুছা সির্রুহুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সিঙ্গেরগাড়ি); তাহার হাত ধরে সৈয়দ সাহেবের অসংখ্য মুরিদ তৈরি হয়। এর মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি

কাজেম উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি (সড়াইল); এবং শাহে কাশফ হযরত মাওলানা ডাক্তার মুহাম্মদ কহর উল্ল্যাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (রামশহর) হুজুর কিবলা ছিলেন অন্যতম।

উত্তরবঙ্গে সুফি আদর্শের প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় এই তিন দরবার শরীফের অবদান সত্যিই অতুলনীয়।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী কুদ্দুছা সির্রুহুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফাগণের প্রতিষ্ঠিত দরবারসমূহ আজ শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, বরং বিশ্বের নানা প্রান্তে তাঁদের আওলাদ ও আসহাবের মাধ্যমে ইলমে মারেফতের জ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি অধম সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফে প্রচলিত এক গজলে একটি পংক্তি সংযোজন করেছি–যা পীরবাবা জ্ঞানসিন্ধু, শ্রুতিধর পণ্ডিত, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি কুদ্দুছা সির্রুহুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হতে শ্রুত একটি ঘটনার আলোকে রচিত।

কুদরতে বে-ছবে মালিন, কুদরতে বে-ছবে মালিন,
তামাম জাহান পালন করেন রব্বুল আলামিন।

কুদরতেরই হাতজোড়া, শক্ত করে রজ্জু ধরা,
মুরিদ মুক্তি না পাইলে, হাত তো তিনি খুলবেন না।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী কুদ্দুছা সির্রুহুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের পর তাঁর হাতজোড়া বুকের উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ছিল–অনেক চেষ্টা করেও তা সোজা করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে উত্তরসূরীগণ বিভিন্ন ঘটনার আলোকে উপলব্ধি করেন যে, তিনি তাঁর সিলসিলার মুরিদদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আল্ল-হর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ

করে থাকার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত রেখে গেছেন। পরবর্তীতে তাঁকে সেই অবস্থাতেই পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে দাফন করা হয়।

এই বইটি পাঠের মাধ্যমে পাঠক মহান আল্ল-হর প্রিয়, কবুলিয়তপ্রাপ্ত বান্দাদের জীবনী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন এবং সেই আলোকে নিজেদের জীবনকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে অনুপ্রাণিত

হবেন–ইন শা আল্ল-হ।

এই প্রকাশনার নেক উদ্দেশ্য আল্ল-হ পাক কবুল করুন–

এই দোয়া ও প্রত্যাশায়,

শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম আজিজি
(পি.এইচ.ডি., ইতালি-চিলি)
লেখক, গবেষক, সায়েন্টিফিক এডিটর,
সাররান সায়েন্টিফিক এডিটিং,
বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

সনির্বন্ধ ক্ষমা প্রার্থনা

আমি বিনয়ের সাথে স্বীকার করছি যে, **'উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ'** শীর্ষক গবেষণামূলক বইটি লেখার পূর্বে মেহেদীবাগী সিলসিলার খুলনা, তালোড়া, সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ সমূহের গদ্দীনশীন পীরসাহেব (মাঃ আঃ) গণের মৌখিক ও লিখিত এজাজত এবং দোয়ানামা নেয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশত তা নেয়া সম্ভব হয়নি, আমার এই সীমাবদ্ধতার জন্য তাহাদের নিকট আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

আশাকরি, তাহারা বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। গদ্দীনশীন পীরসাহেব (মাঃ আঃ) গণ, তাহাদের আওলাদগণ, ভক্ত অনুসারী বৃন্দ, সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা সহ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির নিকট লেখা ও তথ্যের মধ্যে কোন প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন প্রকার সংযোজন-বিয়োজনের বিষয়ে কাহারও কোন পরামর্শ থাকলে

rofiqulislam7829@gmail.comঅথবা

actionandlightbd@gmail.com ঠিকানায় মেইল করে অথবা যেকোন মাধ্যমে আমাকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন ও সংযোজন-বিয়োজন করা হবে।

একান্ত আশাবাদ

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের জীবন ও কর্ম আধ্যাত্মিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলী মানুষ তাঁর এই আধ্যাত্মিক বুদ্ধিদিপ্তী দ্বাড়াই বিশ্লেষণ করে থাকেন। মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহলাভে ধন্য হয়ে চেষ্টা ও সাধনার সমন্বয়ে সেই আধ্যাত্মিকতার সাফল্যের শীর্ষে পৌছেঁ ইনছানে কামেল হতে হয়।

'উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ' শীর্ষক গবেষণামূলক এই বইটি পুরোপুরি পড়ে মর্ম উপলব্ধি করে অনুসরন করতে পারলে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশা করা যায়। মানুষের রূহের জগতে বাইয়াত হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

অনুবাদঃ " হে নবী! সবাইকে স্মরণ করিয়ে দাও, তোমার প্রতিপালক যখন আদমসন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদের বের করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি!' এ ব্যবস্থা এজন্যে করা হয়েছে, যাতে তোমরা মহাবিচার দিবসে না বলতে পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।'" (সূরা আরাফ: ৭:১৭২)

এই বাইয়াতের অনুকরণে নবীয়ে দুজাহান (ﷺ) থেকে আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে বাইয়াতের পদ্ধতি চালু রয়েছে। ইহা মানুষের হেদায়েতের একমাত্র সত্য, সঠিক ও সরল পথ। তাসাউফ পন্থীগণের মতে ইহাই অপরাপর বাতিল ৭২ ফেরকা থেকে ভিন্ন।

আমার এই গবেষণামূলক বইটি বিশ্বের সুফি ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে বিবেচিত হলে; আল্লাহপাক এর বান্দা, নবীজি (ﷺ) এর উম্মত, আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের আশেক বান্দাগণের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সেই ঐশ্বীপ্রেমে ফানা ফিল্লাহ্, বাকা বিল্লাহ্ তে উপনিত হওয়ার সাধনার পথের বিন্দুমাত্র সহায়ক হলেই আমার এই পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

গবেষণার মূল উদ্দীপনা

প্রদীপের আলোর জয়গান সবাই গায় এবং শোনে কিন্তু সেই প্রদীপের জ্বালানী বা তেলের কবিতা কেউ লেখেনা। সকলেই গোলাপ ফুলের সুগন্ধীর পাগল। কিন্তু সেই গোলাপ ফুল বাগানের মালিক কে কতজন চেনে বা তাঁর খোঁজ রাখে? ভালো রাস্তায় সবাই চলে, ভালো নৌকায় সবাই ওঠে। কিন্তু কেউ সেই রাস্তার প্রকৌশলী বা নৌকার কারিগড়ের খবর রাখেনা। এইসব যেন জগতের বাস্তবতা।

প্রদীপের তেলের কথা ভুললে প্রদীপ জ্বলবেনা, বাগান মালিককে উপেক্ষা করলে গোলাপ ফুল ফুটবেনা, প্রকৌশলী বা কারিগড় ছাড়া রাস্তা বা নৌকা নির্মান সম্ভব নয়। অধিকন্ত পূণঃপ্রজ্বলন, পূণঃউৎপাদন, পূণঃসংস্করণ, পূণঃনির্মান এবং মেরামতের বিষয়ও থেকে যায়, এসব ক্ষেত্রে সেই রুপকার বা তাদের প্রতিনিধির প্রয়োজন হবেই। তাই ভিত্তি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) বলেছেন,

"কেউ যদি আমাকে খোঁজো, তবে সড়াইলে আসিও, আমাকে পাবে"।

সেই সড়াইল গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে ছোট বেলা থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব এবং জয়গান শুনে আসছি।

সেই মহাত্মা সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসু মনের অভিপ্রায় মেটাতে সড়াইল দরবার শরীফের উরশ শরীফ সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান গুলিতে যথাসম্ভব উপস্থিত হয়েছি, একই কারণে তাঁর আওলাদগণের এবং খলিফাগণের উত্তর বঙ্গের

অধিকাংশ দরবার শরীফ সহ সারাদেশের অনেক দরবার শরীফে গমনাগমন করেছি।

ইহাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, উত্তর বাংলা সহ পুরো বাংলাদেশে এমনকি সারা বিশ্বের বহু দেশে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর প্রচারিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারা সিলসিলার বা পরস্পরার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তাঁর হাতে গড়া খলিফা গণের অনেক কে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। এমনকি তাঁর সিলসিলার অধঃস্তন পঞ্চম পীরসাহেবগণ পর্যন্ত অনেক পীরসাহেব কে নিয়ে অর্ন্তজাতিকভাবে একক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে।

অথচ পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) কে নিয়ে একক কোন গবেষণা তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ একটি বইও লেখা হয়নি। তাঁর শেখানো ছবক শিক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ আল্লাহর অলি-অওলিয়া হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শেখানো তাসাউফের ছবক বা ক্লাশ বা শ্রেণী সমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর নামে লিখে প্রকাশ করা হয়নি একটিবারও।

তার আধ্যাত্মিক যোগ্য উত্তরসূরীগণ হয়তো ইহাতে কোনো কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন! অথবা বিষয়টি তাদের ভাবনায় জায়গা পায়নি। কিন্তু ইহা যে ঐতিহাসিক বিরাট শূণ্যতা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর সুফল থেকে বঞ্চিত হবে তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

সেই উদ্দীপনা থেকেই এককভাবে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম, অবদান এবং প্রভাব উপস্থাপনার জন্যই **'উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ'** শীর্ষক গবেষণামূলক বইটি লেখাা।

তার জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার বিস্তর সুযোগ রয়েছে। আশাকরি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ জনেরা আগামীতে এবিষয়ে শুভ দৃষ্টিপাত এবং হস্তক্ষেপ করবেন।

অনেক ইচ্ছা থাকা পরও সময় এবং অনিবার্য কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমার আহরিত এ সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং কিছু বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে লিপিব্ধ করতে পারলামনা। তবে আল্লাহ্ তৌফিক দান করলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংযোজন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

বিশেষ আকুতি

উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির অপজোয়ারের উত্থাল-পাতাল ঢেউয়ের সাথে প্রবাহিত নানা ধরণের রোগ জিবাণু যুক্ত ঘোলাজলের বিধ্বংসী আক্রমন হতে নিজেকে, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে ইলমুল মুকাশাফা তথা বাতেনী বিদ্যা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। এই এলমে মারেফাত পীর বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়ে রিয়াজত ও সাধনা করে অর্জন করতে হয়। কিন্তু এর সাধারণ তথ্যগত বিষয় গুলো এ সংক্রান্ত বই পুস্তক বা কিতাব পাঠ করে জানা যায়।

তাই সকল শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ধারাবাহিকভাবে ইলমে তাসাউফ অন্তর্ভুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। এলাকা ভিত্তিক অলি-আওলিয়াগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করা এবং সেগুলো শ্রেণীভেদে সহজপাঠ হিসেবে অধ্যায়ন করার মাধ্যমেও এই মহৎ কাজের সূচনা করা যেতে পারে।

এজন্য যে কেবল রাষ্ট্রকে কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্ব নিতে হবে এমনটা নয়। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক সমিতির মত সংগঠনগুলো থেকেও ইহা করা সম্ভব। কিন্তু এসব করার জন্য একাডেমিক গবেষণাসমৃদ্ধ তথ্যের যেমন যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়েছে, তেমনি আভাব রয়েছে এ বিষয়ে যথেষ্ঠ উদ্যোগ ও পারদর্শী শিক্ষাদাতার। তবে একেবারে হতাশ হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

শুরু করা এবং চালিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ঠ পরিবেশ এখনো আছে। নতুবা যেভাবে তরিকত-তাসাউফ বিরোধী অপস্রোত চলছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সুফিবাদী তরিকা সমূহ আরও সংকটের সম্মুখীন হবে।

এখানে আর একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার আর তা হলো- তরিকত তাসাউফ বিরোধীরা খুবই সক্রিয়। তবে ইহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, তাদের এই বিরোধিতা কেবল পরশ্রীকাতরতারই বহিঃপ্রকাশ। বিরুদ্ধবাদীরা তাসাউফ পন্থীদের সফলতায় স্রেফ হিংসাপরায়ন। আর ইহাই সত্য যে, তাদের এই হিংসাপরায়নতাই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ঠ হবে, এ সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদঃ “আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, কানকে করেছেন বধির আর চোখ ঢেকে দিয়েছেন পর্দায়। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।” (সূরা আল-বাকারা: ২:৭)

তাই এখনই যথাযথ উদ্যোগ নিতে না পারলে হেরা গুহার জ্যোতি, আহলে সুফ্ফার জ্ঞান আর বেলায়েতের রহমত থেকে মুসলিম সমাজ তথা মানবজাতি অনেকটা বঞ্চিত হবে। আর আল্লাহ্ না করুন! সেটাই যদি হয় তবে মানব সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

তাই তরিকত তানাউফের খেদমতের ক্ষুদ্রতম উদ্যোগ হিসেবে এবং সুফি সংস্কৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরতে **‘উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ’** শীর্ষক গবেষণামূলক বইটি লেখার প্রচেষ্টা।

মহান মালিক মওলা রাব্বুল আলামীন তাঁর আশরাফুল মাখলুকাতকে হেদায়েত আর হেফাজতের অছিলা হিসেবে বইটি কবুল করুন, আমীন।

কৃতজ্ঞতা

মহান রব্বুল আলামীন-এর দরবারে অগণিত শুকুরিয়া - আলহামদুলিল্লাহ্! তাঁর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামীন (ﷺ) এর প্রতি অসংখ্যবার দরুদ শরীফ- 'ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। অতঃপর আহলে বাইয়াত (রাঃ), রসুল (ﷺ) এর পরিবারের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ (রাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের ফায়েজ ও রুহানী দোয়ার প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

তারপর বুকভরা ভালোবাসা সহ কৃতজ্ঞতার সাথে যার নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন নিভৃতচারী নিখাদ অলি প্রেমিক গবেষক, জয়পুরহাটের জ্ঞানভিত্তিক নতুন ধারার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'অ্যাকশন এন্ড লাইট' এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর সাজ্জাদুল বারী লিয়ন।

যিনি Action and Light সংস্থার স্ব-অর্থায়নে "Conservation and Revitalization ofthe Spiritual Heritage ofthe Northern Part of Bangladesh" (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন) প্রজেক্টের অধীনে আমাকে **'উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ'** গবেষণার সুযোগ দিয়েছেন এবং সংস্থা থেকে এই গবেষণামূলক বইটি প্রকাশের সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যায়ভার বহন করেছেন।

ডক্টর সাজ্জাদুল বারী লিয়ন এর সার্বক্ষণিক উৎসাহ উদ্দীপনা নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করা এবং এর গ্রন্থিত রুপ দেয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতনা। উল্লেখ্য যে, গবেষণার শিরোনাম তিনিই নির্ধারণ করেছেন এবং গ্রন্থের মূল অধ্যায় বিন্যাসও তারই করা।

বিশেষ প্রেমভক্তিসহ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নাতির ছেলে 'খুলনা নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ' এর গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব হযরত

মাওলানা সৈয়দ নাসরুল্লাহ্ মাহমুদ (মাঃ আঃ) কে। বিগত ৩০ বছর যাবৎ যাকে দেখে দেখে, যার কথা শুনে শুনে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে বুঝার এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি।

রুহানী দোয়ার জন্য আকণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি 'তালোড়া কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ' এর গদ্দিনশীন পীরজাদা পীর জনাব হযরত সৈয়দ ইউসুফ জামিল গরিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাঃ আঃ) কে, যাকে দেখলে এবং যার সহবতে থাকলে উপলব্ধি করা যায় যে, পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সত্যিই একজন আওলাদে রসুল (ﷺ)।

স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই শাহ্জাদপুর নিবাসী আওলাদে ওয়াইসী শাহ্ সুফি সৈয়দ হুমায়ুন পারভেজ সাব্বির (মাঃ আঃ) কে, যিনি তরিকত-তাসাউফ বিষয়ে লেখালেখি করার জন্য বহু আগেই আমাকে দোয়াসহ এজাজত দিয়েছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহ স্মরণ করছি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ছহবতে ধন্য সড়াইল দরবার শরীফ এর প্রথম গদ্দিনশীন পীরজাদা পীর জনাব মরহুম মগফুর হযরত আল্লামা শাহ্ সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) কে।

১৯৯২-২০০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর ছহবতের তাছির আমার আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ১০ বছরের অধিক সময় ব্যাপী তাঁর নিকট থেকে তরিকত তাসাউফের বিভিন্ন রকম বহু দুষপ্রাপ্য তথ্য জেনেছি।

সেই সঙ্গে স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই সড়াইল দরবার শরীফ এর দ্বিতীয় গদ্দিনশীন পীরজাদা পীর জনাব হযরত মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এবং তাঁর বড় ভাই পীরজাদা পীর বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) কে। যাদের নিকট থেকে ২০০৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে অদ্যাবধী পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন ও কর্মের নানা বিষয় জেনে আসছি।

'রংপুর সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর গদ্দিনশীন পীর জনাব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) কে বিশেষভাবে শুকুরিয়া জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণার শুরু থেকেই তাঁর সমর্থন, তথ্যগত সহযোগীতা, পরামর্শ ও কবুলিয়াত দোয়া আমাকে উৎসাহ এবং শক্তি যুগিয়েছে।

হৃদয় নিংড়ানো অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমেরিকা প্রবাসী লেখক, গবেষক, সায়েন্টিফিক এডিটর, পীরজাদা জনাব ডক্টর শাহ্ মোহাম্মদ গাউসুল আজম (মাঃ আঃ) এর প্রতি, এই গবেষণা কাজে যিনি ছিলেন আমার প্রধান অনুপ্রেরণা এবং তাঁর হস্তক্ষেপ ছাড়া আমার এই লেখনী পূর্ণতা পেত না।

তথ্য ও দোয়া দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য 'রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ' এর গদ্দিনশীন পীর জনাব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ) এর প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

খুলনা, তালোড়া, সড়াইল, সিঙ্গেরগাড়ী ও রামশহর দরবার শরীফের আওলাদ গণ এর প্রতি অত্যন্ত বিনয়, ভক্তি ও মহব্বতের সহিত কৃতজ্ঞতা রইল। যাদের ত্যাগ ও আন্তরিকতায় এই গবেষণাটি পূর্ণতা পেয়েছে।

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার বহু দরবার শরীফ এর অনেক জাকের, ভক্ত এবং অনুসারী বৃন্দের নিকট থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

পর্যালোচনা পরিষদ এর সাত জন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি রইল চির কৃতজ্ঞতা। জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফের বিশিষ্ট খলিফা জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান রাজু (মাঃ আঃ) এর নিকট থেকে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও অশেষ দোয়া পেয়েছি, তাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। যার নিকট থেকে মুক্ত চিন্তা করতে শিখেছি সেই দিগন্ত বিস্তৃত মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব

সড়াইলের ইঞ্জিনিয়ার জনাব এবিএম মোজাম্মেল হক তালুকদার দুলাল কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সাহিত্য পর্যালোচনায় উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহের লেখক ও প্রকাশকদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি রেফারেন্সে উল্লেখিত বই ও লেখনি সমূহের লেখকগণকে।

১৯৯৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ বছরে একটু একটু করে সংগ্রহ করা তথ্যগুলি আমি এই গবেষণায় সন্নিবেশ করেছি।

একেবারে নিখাদ এবং নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, এই সুদীর্ঘ সময় ধরে তথ্য সংগ্রহে যারা আমাকে সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমার জন্মদাতা পিতা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন আকন্দ এবং আমার গর্ভধারিনী মাতা মোছাঃ রহিমা বেগম। তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা ছাড়া আজ এই গবেষণা পূর্ণরুপ পেতনা।

বছরাধিক সময় ধরে এই গবেষণার চূড়ান্ত পান্ডুলিপি লেখার সময় আমার স্ত্রী মোছাঃ দিলরুবা খাতুন এর সহযোগীতা ও ত্যাগের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

এই সময়ে অনেকটা স্নেহবঞ্চিত করতে হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণী পড়ুয়া আমার মেয়ে মোছাঃ রাফিয়া রাইসা দিয়া কে, স্কুল ছুটির দিন গুলোতে পাশে এসে বলতো, আব্বু তোমার এই কাজ কবে শেষ হবে আর আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবে, তাঁর এই ত্যাগের প্রতি স্নেহপূর্ণ কৃতজ্ঞতা রইল।

লেখার কলেবর সীমিত রাখার প্রয়োজনে যাঁদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, নানাভাবে সহায়তা প্রদানকারী তাঁদের সবার প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে রইল গভীর কৃতজ্ঞতা।

এই বইটি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রযুক্তির কল্যাণে অবাধ তথ্য প্রবাহের এই যুগে আল-কুরআন এর নানাধর্মী ব্যাখ্যা, আল-হাদীস এর বিভিন্নমুখী বর্ণনা, ইজমা আর কিয়াসের জটিলতার কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ আজ প্রায় দিশেহারা। কিন্তু সাধারণ মানুষ সরল পথের সন্ধান করেন এবং সহজভাবে জীবনের সমস্যা সমূহ সমাধান করতে চায়। তাদের উত্তরনের সোজা পথের দিশার জন্য কবির ভাষায় বলতে হয়-

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে, আমরাও হব বরণীয়।"

শেষ নবী (ﷺ) এর প্রচারিত শান্তির ধর্ম ইসলামের বয়স আজ ১৪১৫ বছর। যদিও তরিকত তাসাউফ তথা সুফিবাদে ইসলাম অবিকল ও হুবহু রয়েছে, তবুও কথায় কথায় লোক মুখে শোনা যায়, আগের সময়ের আওলিয়ায়ে কেরামগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখন আর সেরকম কাউকে পাওয়া যায়না। বিধায় তাদের সামনে সেই আদি অলি-আল্লাহ্ গণের নিয়ম, নীতি ও আদর্শ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"ইসলাম সে তো পরশ মানিক, তারে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার ধন্য হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি।"

'ইসলাম' একটি অমূল্য পরশ পাথরের মতো, যার স্পর্শে মানুষের জীবন আলোকিত ও পবিত্র হয়। যারা সত্যিকারের ইসলামের আদর্শ লাভ করেছেন, তাদের জীবন ধন্য হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই ইসলামের মহিমা প্রকাশ পায়।

এই বইতে ইসলামের পরশ মণি তুল্য ত্রিশোর্ধ আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনীর আলোকপাত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে দুইশত বছর পূর্বের অলি-আল্লাহ্ ও

রয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো এসমস্ত কামেল মোকাম্মেল পীরগণের জীবনকাল যদিও নিকট অতীতের তবুও তারা অনুসরন ও অনুকরণযোগ্য কারণ তারা প্রকৃত বেলায়েতের অধিকারী ছিলেন এবং তাদের উত্তরসুরী যাদেরকে এখন আমরা দেখছি তারাও সেই একই বেলায়েতের ঝান্ডা বহন করছেন। তাদের কিছু কিছু কর্মকাণ্ডআমাদের বুঝে আসেনা, যেমন- হযরত মুসা (আঃ) এর বুঝে আসেনি হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) এর কার্যকলাপ। তবুও তাদের সংশ্রবেই ইসলাম তথা প্রকৃত সত্যের সন্ধান মিলবে। তারাই প্রকৃত ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া।

সুতরাং আল-কুরআন এর সেই সিরাতাল মুস্তাকীম এর পথ অনুসরণের জন্য ‘উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রেক্ষিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ’ বইটি পড়া প্রয়োজন

সূচীপত্র (index)

প্রথম অধ্যায়..১-২০

১.১ মুখবন্ধ (Preface)ঃ...১-৬

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৬

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ৮

১.৭ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা এলাকা...১১

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০

১.৯ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা.. ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন ও কর্ম...........................২০-১০২

২.১ বংশ পরিচয়ঃ ২০

২.২ সমসাময়িক সুফি বুর্জুগ ও মহান ব্যক্তিবর্গঃ............................ ২৭

২.৩.১ খেলাফত প্রাপ্তিঃ.. ৩১

২.৩.২ সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ ৩৩

২.৩.৩ লেখনি ও নছিহতনামাঃ..৩৯

২.৩.৫ ছেফতের বিবরণঃ..৫৬

২.৩.৬ কারামত নামাঃ...৬৬

২.৪ খেলাফত প্রদানঃ ৬৭

২.৪.৪ প্রতিনিধি বা গদ্দিনশীন নিযুক্তকরণঃ ৭৪

২.৬ তরিকার বিস্তারে স্ববংশীয় আওলাদ গণের ভূমিকাঃ ৮১

২.৭ তরিকা বিস্তারে ওয়াইসীয়া-ওয়াজেদীয়া সমন্বিত বংশের আওলাদ গণের ভূমিকাঃ..৯২

২.৮ সুফি সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রচারিত সিলসিলার বর্তমান চিত্রঃ ৯৯

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উত্তর বাংলায় 'নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' সুফি ধারার প্রচারে শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদান...১০৩-১৮৬

৩.১ প্রেক্ষাপটঃ...১০৩

৩.২ এলমে মারেফাতের শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ.............................১০৮

মোরাকাবায় বসা বা ফায়েজ তালাশ করা বা আমলের রাস্তা বান্ধাঃ ১২১

৩.৩ ইলমে মারেফাতের ছবক শিক্ষা প্রদানঃ..........................১২৬

৩.৩.১৫ আঠারো মোকাম ও চব্বিশ দায়েরাঃ ১৪৩

৩.৪ আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের পদবী (Designation) সমূহঃ ১৪৮

৩.৫ পাঁচওয়াক্ত নামাজ প্রসঙ্গঃ.. ১৫০

৩.৫.২ নামাজের মোরাকাবাঃ ১৫১

৩.৫.৪ তওবার নামাজঃ...১৫৭

(১) ফাতেহা শরীফঃ...১৬৩

(২) খতম শরীফঃ ১৬৪

৩.৫.১০ মাগরিবের নামাজের পরের অজিফাঃ ১৭০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রভাবঃ..........................১৮৭-২৩৯

৪.১ সামাজিক প্রভাব..১৮৮

৪.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব..১৯৪

৪.২.২ মিলাদুন্নবী (ﷺ)ঃ.. ১৯৫

৪.২.৩ ‘দিওয়ানে ওয়াইসী’ ২০৪

৪.২.৪ তরিকার গজলঃ..২১২

৪.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব..২১৭

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম..২২৪-২৮৯

৫.১.১ বংশ পরিচয়.. ২২৪

৫.১.৬ পীরের সান্নিধ্য প্রাপ্তি ও আধ্যত্মিকতায় সিদ্ধি লাভ ২২৭

৫.১.৮ খেলাফত লাভ ও তরিকত প্রচারে আত্মনিয়োগ ২৩০

৫.১.১১ কারামতঃ..২৩২

৫.২ উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদান......২৩৬

৫.২.২ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) বাতেনি ঠিকানা ‘সিঙ্গেরগাড়ী’ ২৩৭

৫.২.৭ খেলাফত প্রদানঃ ২৩৯

৫.২.১২ তরিকত প্রচারে স্ববংশীয় অধঃস্তন আওলাদগণের অবদানঃ ..২৪৩

৫.৩.১ সামাজিক প্রভাবঃ ২৮২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ, জয়পুরহাটঃ..২৯০-৩৬৫

৬.১ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন ও কর্ম.................................২৯০

৬.১.৭ আপন পীরের নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্তিঃ ২৯৭

স্বীয় মুর্শিদের খলিফাদের তালিকায় পীর জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ)ঃ ২৯৮

৬.১.১০ সড়াইলে সৈয়দ সাহেবের ঠিকানাঃ..........................৩০০

৬.১.১৫ কঠিন রিয়াজত ও সাধনায় উত্তীর্নঃ..............................৩০৩

৬.১.১৬ সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ...........................২৯৮

৬.২ পীর সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর অবদান........৩০৭

৬.২.১ ‘সড়াইল খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠা ৩০৭

৬.২.৬ বাদশাহী বাহন হাতিঃ ৩১০

৬.২.১৩ সড়াইল হাট খোলায় দাদাপীর সাহেবের ঘরঃ ৩১৯

৬.২ ১৪ সড়াইল ওরছ শরীফ প্রতিষ্ঠাঃ ৩২৩

৬.২.১৫ সড়াইল নবান্ন উৎসব এর প্রচলনঃ..........................৩২৬

৬.২.১৮ তরিকত-তাসাউফ প্রচারে স্ববংশীয় আওলাদগণের ভূমিকাঃ.৩২৯

৬.৩ সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর প্রভাব...৩৫২

সুমহান ব্যক্তিত্বঃ ৩৫২

সুফি সংস্কৃতি সংরক্ষণাগার সড়াইল দরবার শরীফঃ ৩৫৪

সপ্তম অধ্যায়ঃ রামশহর নকশাবন্দিয়-মুজাদ্দেদিয় দরবার শরীফ, গোকুল, বগুড়া...৩৬৬-৩৯২

৭.১ পীর শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ নকশাবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম ৩৬৬

৭.১.৩ এলমে মারেফাতে দীক্ষা গ্রহণের প্রেক্ষাপটঃ ৩৬৯

৭.২ উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দাদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ)'র অবদান... ৩৭১

৭.২.২ রামশহর দরবার শরীফের সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ. ৩৭১

৭.২.৫ তরিকার খেদমতে নিয়োজিত খেলাফত প্রাপ্ত স্ববংশীয় আওলাদগণঃ ৩৭৫

৭.৩ উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পীর কহর উল্ল্যাহ (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রভাব... ৩৮৬

৭.৩.১ সামাজিক প্রভাবঃ... ৩৮৬

৭.৩.২ সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ... ৩৮৮

৭.৩.৪ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রামশহর দরবার শরীফের অবদানঃ ৩৯০

উপসংহার (Conclusion) ৩৯৩

গ্রন্থপঞ্জী (References)ঃ..৩৯৮

প্রথম অধ্যায়

১.১ মুখবন্ধ (Preface)ঃ

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির বিকাশে সুফিবাদ এক অনন্য ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুফিগণের আন্তরিকতা, সহনশীলতা ও নিঃস্বার্থ দাওয়াতি পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের মূল নৈতিকতা ও মানবিকতা বাংলার মাটি ও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বাংলার প্রতিটি অঞ্চলেই সুফিদের অবদান রয়েছে; বিশেষত দরবার বা খানকাহ্-ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এই সুফি সাধক গণ মানুষের নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার কাজ করেছেন যুগের পর যুগ ধরে।

ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকেই সুফি সাধকগণ এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আলো ছড়ানোর পাশাপাশি মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের দাওয়াতি পদ্ধতি, দরবারভিত্তিক আধ্যাত্মিক চর্চা, ও জনসম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ। সেই ধারাবাহিকতায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকা একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক স্রোতধারা হিসেবে উপমহাদেশে আত্মপ্রকাশ করে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, যার মূল ভিত্তি ছিল শরিয়তের কঠোর অনুসরণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা।

প্রজ্ঞা ও প্রেমের নকশবন্দিয়া তরিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি (১৩১৮-১৩৮৯) ছিলেন বোখারার (বর্তমান উজবেকিস্তানের) অধিবাসী। এই তরিকার সূফীগণ নিজেদের অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ গভীরতায় প্রবেশ করে জীবনভর আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে তাতে কায়েম ও দায়েম থাকেন।

"দিল বা ইউরু দাস্ত বা কওর"

অর্থাৎ অন্তর আল্লাহর সাথে এবং হাতে কাজ। 'মস্তিষ্ক ভাববে, মন যুক্ত থাকবে, হৃদয়প্রাণ আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকবে, আর হাত কাজ করবে'- ইহা নকশবন্দিয়া তরিকার দর্শন। এই তরিকার মূলনীতি হলো-'ওকুফে ক্বলবী' বা আল্লাহর সাথে আত্মার গভীর সংযোগ।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা মূলত নকশবন্দিয়া তরিকা থেকেই উদ্ভূত একটি সুফিবাদি তরিকা। এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত 'দীন-এ-ইলাহী' ধর্ম থেকে মুক্তকারী, ইমামে রব্বানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহঃ) (১৫৬৪-১৬২৪)। যিনি 'মুজাদ্দেদ আলফে সানী' বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন বর্তমান ভারতের পাঞ্জাবের অধিবাসী। আল্লাহ্ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অনুবাদঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি আল্লাহতে সমর্পিত হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা: ২:২০৮)

হয়তো এই আয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করেই হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী (রহঃ) নকশবন্দিয়া তরিকার মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন এবং নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকাকে সমন্বয় করে 'নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' তরিকা নামে সহজতর রুপদান করে প্রচার করেন। ইহা তরিকত জগতের সুফি ধারায় ছিল এক নবজাগরণ।

'নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' তরিকার মূল দর্শন ছিল ইসলামী শরিয়তের কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে তরিকতের চর্চা, আমিত্ব বিসর্জন, আত্মশুদ্ধি, ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন।

এই পদ্ধতির ভিত্তি ছিল অর্ন্তজগতের শুদ্ধিকরণ ও বাহ্যিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। এই দর্শন সময়ের সাথে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে উত্তর বাংলা অন্যতম।

কাদেরিয়া এবং চিশতিয়া তরিকা ছাড়া বিগত ৩০০ বছর যাবৎ উত্তরবঙ্গ সহ পুরো বাংলাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ দরবার শরীফ (ওয়াইসীয়া, মেহেদীবাগী, এনায়েতপুরী, ফুরফুরা, ফুলতলী, জৈনপুরী, কুতুববাগী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, নেছারাবাদী) সমূহের সিলসিলার উর্দ্ধদিকে গেলে 'নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' তরিকার মহান বুজুর্গ পীর শহীদ সৈয়দ আহমদ গাজী বেরলভী (১৭৮৬-১৮৩১) রহমতুল্লাহি আলাইহির সাথে মিলে যায়।

আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের দর্শনের নাম সুফিবাদ। সুফিবাদের এই দর্শন নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার দর্শনের সাথে মিলে যায়। তাই নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা একটি সুফিবাদী তরিকা। বিধায় পৃথিবীতে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার বহু বুজুর্গদের নামের সাথে 'সুফি' লকব যুক্ত হয়েছে।

যেমন- নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রতিনিধিত্বকারী একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য বুজুর্গ হলেন কলিকাতা মহানগরীর প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)। তাঁর অগাধ জ্ঞান, আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মভোলা অসংখ্য মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে নিজেদের অন্তরকে কুফর ও শিরক মুক্ত করে আল্লাহওয়ালা হয়েছেন।

তিনি শুধু কলিকাতার গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রচার করে মানুষের অন্তরের জাগরণ ঘটাতে, তাদেরকে আত্মিক শুদ্ধির পথে আহ্বান জানাতে এবং দরবার ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে জীবনের একটি দীর্ঘ সময় বাংলার বহু অঞ্চল জুড়ে, বিশেষ করে উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম ও মফস্বল শহর অঞ্চল সফর করে কাটিয়েছেন।

তাঁর এই কঠোর সাধনার ফসল হিসেবে তিনি বহু খানকা ও দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেসবের মধ্যে উত্তর বাংলার সিঙ্গেরগাড়ী (নীলফামারী, রংপুর), সড়াইল (জয়পুরহাট, বগুড়া) এবং রামশহর (বগুড়া) দরবার শরীফ তাঁর এই অমর কৃতিত্বের জীবন্ত স্বাক্ষী।

এই দরবার শরীফসমূহ শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্থান নয়, বরং শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মিলনকেন্দ্রও বটে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই দরবারগুলোতে শুধু জিকির-আযকার বা বাইয়াত-মুরিদির কাজই হয়না; বরং এখানকার পীরসাহেব ও খলিফা গণ আধ্যাত্মিক, মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দরিদ্র-অসহায় ও পথভ্রষ্ট মানুষদের জীবনের গতিপথের ইতিবাচক পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তরুন সমাজের চরিত্রগঠনে, নারীদের হক আদায় ও সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান প্রতিষ্ঠায় এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণে এই দরবারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, এগুলোর সব ক্ষেত্রেই পীর শাহ্ সুফি

হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য।

বর্তমান সময়ে যখন ধর্মীয় চর্চা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে, তখন অতীতের এসব দরবার ভিত্তিক আধ্যাত্মিক আন্দোলনের তাৎপর্য নতুনভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। অনেক সময় দরবার ও পীরতন্ত্র নিয়ে একরকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো বহু দরবার শরীফ, বিশেষ করে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার দরবার শরীফ সমূহ, সমাজ সংস্কার, আত্মিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার বাতিঘর হিসেবে সব সময় কাজ করেছে এবং এখনও করছে।

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে কিভাবে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা, মানবিক আবেগ ও তরিকতের নিয়মতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

তিনি কিভাবে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ তরিকাকে উত্তর বাংলার মাটিতে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর একটি অনুসন্ধানী বিশ্লেষণও ফুটে উঠেছে।

তাঁর জীবনদর্শন, দাওয়াতি কার্যক্রম, অধ্যাত্মিক ছবক সমূহ শিক্ষাদান পদ্ধতি, দরবারভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রয়াস এবং উত্তর বাংলার মুসলমানদের সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে তাঁর প্রভাব এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।

সর্বোপরি, এই গবেষণা উত্তর বাংলার আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অবদান রাখা এক গুরুত্বপূর্ণ সুফি সাধকের কর্মজীবন ও দাওয়াতি কৌশলকে আলোচনায় এনে, তাঁর কর্মকান্ডকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তার অসিয়ত নামায় তিনি তাঁর আওলাদগণের বিষয়ে নেগাহবান থাকতে বলেছেন। তাঁর খলিফা গণ তাঁর জেসমানি আওলাদগণকে তাঁর সমতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুসরন করেছেন, তাদের উত্তরসূরীগণ এখনও করেন।

তার পরবর্তী গদ্দিনশীন জেসমানী আওলাদগণ বংশানুক্রমিকভাবে এই সিলসিলার খেদমত করে যাচ্ছেন, তাই তাদের বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, তাঁর মাধ্যমে যেসকল দরবার শরীফ সমূহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সিঙ্গেরগাড়ী (রংপুর), সড়াইল (জয়পুরহাট) এবং রামশহর (বগুড়া) দরবার শরীফ সমূহের প্রতিথযশা তিন জন পীরসাহেবগণ সহ তাদের পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত গণের পূণ্যময় জীবন ও কর্মকাণ্ডনিয়ে সংক্ষেপে অলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে এই তিন দরবার শরীফের সামগ্রিক কার্যক্রম, সামাজিক অবদান, এবং উত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে তাঁদের প্রভাব নিয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাটি সুফিবাদ, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে এক অনালোচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও আলোকিত আধ্যাত্মিক অধ্যায়কে তুলে ধরার ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।

এর ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে আধ্যাত্মিকতার একটি অপ্রকাশিত ও আঞ্চলিকভাবে বিস্মৃত অধ্যায় পুনরায় গবেষণার আলোয় আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সাধু এবং চলিত উভয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, অনেক সময় স্পষ্টতার জন্য সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটাতে হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম এবং আধুনিক বানানরীতি অনুসরনের চেষ্টা করা হয়েছে, তবে সব সময় পুরোপুরি অনুসরন করা সম্ভব হয়নি। বিদেশী শব্দ সমূহ হুবহু রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

রেফারেন্স তালিকা (Reference List) বা গ্রন্থপঞ্জী লেখার ক্ষেত্রে এপিএ পদ্ধতির অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। [The APA (American Psychological Association) method]

উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস সহ আরও কিছু রোগ শরীরে নিয়ে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আর্থিক টানাপোড়নের সংসারের বাস্তবতার বেড়াজালে পিষ্ট হতে হতে বহু কষ্ট করে কিছু সময় বের করে এই গবেষণাটি আমাকে করতে হয়েছে। তাই সবধরণের ভুলত্রুটি থাকাটা একেবারেই স্বাভাবিক। ভুলত্রুটি গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার নিকট বিনীত অনুরোধ রইল।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives ofthe Research)

গবেষণার মূল লক্ষ্য (Main Aim)ঃ

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার প্রচার ও প্রসারে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর দাওয়াতি কর্মকান্ড, আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট দরবারগুলোর (সিঙ্গেরগাড়ী সড়াইল ও রামশহর) ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে তাঁর অবদান অনুধাবন ও প্রকাশ করা।

ইহা হারিয়ে যাওয়ার আশংকায় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর জীবন ও কর্মের বিলুপ্তপ্রায় তথ্য সমূহকে ইতিহাসে স্থান দেয়া এবং জীবনের সাথে কঠোর যুদ্ধ করে টিকে থাকা তাঁর আওলাদগণের পরিচিতি তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

১.৩ বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Special Objectives)ঃ

১. উত্তর বাংলার প্রেক্ষাপটে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার উত্থান ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং এর গঠনতাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করা।

২. পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর জীবন ও কর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন।

৩. সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ সমূহের ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা চিহ্নিত করা, যা পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর দাওয়াতি কর্মকান্ডের প্রতিফলন।

৪. উত্তর বাংলার সমাজে দরবার কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গঠনে সুফি দর্শনের প্রভাব ও পরিবর্তনমূলক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

৫. অন্যান্য সুফি তরিকাগুলোর সঙ্গে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া ধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর অবদানকে মূল্যায়ন করা।
৬.আলোচিত তিনটি দরবার ভিত্তিক ইসলামী আধ্যাত্মিক চর্চার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে একটি প্রেক্ষিত নির্মাণ করা।

১.৪ গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the Research)ঃ

এই গবেষণায় বাংলাদেশ তথা উত্তর বাংলার আধ্যাত্মিক ইতিহাস ও সুফি সংস্কৃতির বিকাশে পীর হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর প্রচারিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অবদান তথা গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে তাঁর এই অবদান একাডেমিক চর্চায় তুলনামূলকভাবে অবহেলিত, বলা যায় একেবারেই উপেক্ষিত।

বর্তমান সমাজের চিত্র এতটাই নেতিবাচক ও হতাশাজনক হয়েছে যে, বাপ, দাদারা তরিকত-তাসাউফ চর্চা করে চলে গেছেন, এখনো করছেন, ইহা দেখার পরও কয়েকটি চটি বই পুস্তক পড়া কিছুসংখ্যক হতভাগা সন্তানেরা পীর-দরবেশ এমনকি ইলমে বাতেনকে অস্বীকার করছে, যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

আরও সোজা সাপ্টা করে বললে বলা যায়, বাবারা/মায়েরা পীরসাহেবদের দরবার শরীফ বা মাজার শরীফ সমূহে কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে বা অউলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের বরকতপূর্ণ দোয়ার ফসল হিসেবে যেসব সন্তান পেয়েছেন, সেইসব সন্তানেরাই আজকের সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পীর ও মাজার বিরোধীদের দলভুক্ত।

এইরুপ আত্মবিধ্বংসী অপজ্ঞানের ধারা ঠেকানোর জন্য সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর প্রচারিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার একটি কাঠামোগত ও একাডেমিক রুপ দেয়া এখন সময়ের দাবি।

ইহার কাঠামোগত ও একাডেমিক একটি রুপ দেয়া সম্ভব হলে এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে নবরুপে উদ্ভাসিত হবে, যা ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী তথ্যভান্ডার হয়ে উঠবে।

সেই সাথে, নতুন শেঁকড়ের সংযোগে মৃতপ্রায় বৃক্ষ যেমন তারুণ্যলাভে পত্রময় হয়ে ফুল ও ফলে রাজরুপ পায়, ঠিক তেমনিভাবে ঘুণে ধরা নৈতিক স্থখলনের এই সমাজ ব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার সঞ্জীবনী সুধা পেয়ে প্রকৃত শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হবে।

১.৫ গবেষণার ধরণ (Type of Research)ঃ

গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগে এই গবেষণা সম্পাদন করেছি। এখানে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকায় তাঁর ধর্মীয় দর্শনের সুদূর প্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই দর্শনের প্রসারে দরবার শরীফ ভিত্তিক কার্যক্রমকে বিশ্লেষণ করে সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইহার প্রতিফলন তুলে ধরা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)ঃ

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার (Method Used) করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬.১ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল (Primary Data Collection techniques)

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Historical Analysis Method)

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর জীবন ও কর্ম, আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এবং উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রসারের ধারাবাহিকতা ও প্রভাব কে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক দলিল, স্মারক, ও প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি (Ethnographic Method)

সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ সমূহের কার্যক্রম এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং জাকের/মুরিদ/ভক্ত/অনুসারীদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানে যেমন, সুফি উৎসব, ফাতেহা শরীফ, ওরস শরীফ ইত্যাদিতে সরাসরি অংশগ্রহন করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে ।

মৌখিক ইতিহাস (Oral History)

দরবার শরীফ সমূহের বর্তমান গদ্দিনশীন পীরসাহেব, খাদেম, অনুসারী, এবং স্থানীয় বয়োঃজ্যেষ্ঠদের অনানুষ্ঠানিক (Informal) সাক্ষাৎকার গ্রহন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো যথাসম্ভব যাচাই করে উপস্থাপন হয়েছে।

১.৬.২ মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল (Secondary Data Collectiontechniques)

১. দরবার শরীফ সমূহের প্রকাশনা সমূহ

২. ব্যক্তিগত পত্রালাপ ও স্মৃতিচারণা
৩. বই, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র
৪. ইতিহাসভিত্তিক দলিল, নিউজ রিপোর্ট
৫. সুফিবাদ, নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ওপর অনলাইন প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটসমূহ।

১.৬.৩ তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis)ঃ

তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে (Thematic Analysis)। এতে পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর দাওয়াতি কৌশল, এবং নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রভাব পরিমাপক বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি দরবার শরীফের পৃথক বৈশিষ্ট্য কার্যক্রম ও সেগুলির প্রভাব চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৭ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা এলাকা (Perspective Related Field-Based Research Areas)ঃ

ক. সিঙ্গেরগাড়ী নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া জহুরিয়া দরবার শরীফ, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, রংপুর, বাংলাদেশ।
খ. সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ, পাঁচবিবি, জয়পুরহট, বাংলাদেশ ।
গ. রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ, গোকুল, বগুড়া, বাংলাদেশ ।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations ofthe Research)ঃ

১.৮.১ তথ্য ও প্রামাণ্য নথির ঘাটতিঃ

সুফি ব্যক্তিত্ব পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন ও কর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মৌখিক সূত্রনির্ভর হওয়ায় এবং সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফ সমূহে দরবার ভিত্তিক প্রথাগতভাবে সংরক্ষিত লিখিত নথি না পাওয়ায় নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ভক্ত অনুসারী তথ্যদাতাদের ওপর বিশ্বাস করতে হয়েছে। এখানে স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহ পাক এই ভক্ত অনুসারীদের মাধ্যমেই পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে অমর করে রেখেছেন, নতুবা তাঁর ইন্তেকালের শতাধিক বছর পরে এসে এই গবেষণা কোনক্রমেই সম্ভব হতনা।

১.৮.২ মৌখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর তরিকা প্রচার শুরু করার প্রায় ১৫০ বছর পরে এসে তাঁর জীবন ও কর্মের একই ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক স্থানীয় অনুসারী বা দরবার শরীফ সংশ্লিষ্টদের স্মৃতিভিত্তিক বর্ণনায় পক্ষপাতদুষ্টতা বা অতিরঞ্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে মূল ঘটনা একই হওয়ায় তথ্যসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, তাঁর খলিফাসমূহের তালিকার ক্রম যে যার ইচ্ছা ও সুবিধামতো সাজিয়েছেন, আবার শ্রেষ্ঠ খলিফা বা আধ্যাত্মিক খাস প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর প্রিয় খলিফা সড়াইলের পীর কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এবং এনায়েতপুরের পীর খাজা ইউনুছ আলী (রহঃ) এর তথ্য পাওয়া গেছে।

এমনকি এই দুই দরবার শরীফের দুইজন পীর সাহেবের কারামত বর্ণনার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

আবার একইসঙ্গে সিঙ্গেরগাড়ী ও সড়াইল দরবার শরীফ কে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) এর বাতেনী ঠিকানা বলে দাবি করা হয় ।তবে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এরুপ পূণরাবৃত্তি নতুন বিষয় নয়।
আবার বর্ণনাকারীর ধারাবাহিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ঘটনার মূল বিষয় প্রায় হারিয়ে গেছে বলেও মনে হয়েছে। সেগুলি অবশ্য গ্রহণ করা হয়নি।

১.৮.৩ গবেষণার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাঃ

গবেষণাটি সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়, উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকায় পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদানের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
বিশেষকরে, অনেক আশা থাকা সত্ত্বেও পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ৬৯ জন খলিফার মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভক্ত অনুসারীর দরবার- সিরাজগঞ্জের বিশ্ব শান্তি মঞ্জিল 'এনায়েতপুর দরবার শরীফ' সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। একইসঙ্গে বাদ দিতে হয়েছে, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার পীর শাহ্ সুফি গুল মোহাম্মদ মুজাদ্দেদি গগনপুরী (রহঃ), এবং পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা আহমদ আলী মুজাদ্দেদি শাহ্জাদপুরী (রহঃ) এর বর্ণনা।

১.৮.৪ সময়সীমা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকা উত্তর গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় বারবার যাতায়াত করে গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ছিল ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ মাসের দাবদাহ ও কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় এবং পৌষ-মাঘ মাসের শীতের সময় দরবার শরীফ সমূহে ফাতেহা শরীফ এবং ওরছ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই

সময় গুলোতে দরবার শরীফ সমূহে ভক্ত আশেকানদের বহুল উপস্থিতির জন্য প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ ও যাচাইয়ের জন্য বছরের পর বছর গমনাগমন করতে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দরবার শরীফ সমূহে আবাসন ব্যবস্থা ভালো না থাকায় শীত ও বর্ষা মৌসুমে বিশ্রামের ঘাটতি জনিত শারীরিক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে।

১.৮.৫ দর্শন ও তরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয় বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা বা সুফি দর্শন অনেক উচ্চতাত্ত্বিক এবং নিগুঢ় রহস্যময় বিষয়।

আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা খুবই কঠিন, বিধায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ বিশ্লেষণের প্রকট সীমাবদ্ধতার জন্য তা এড়িয়ে গেছি।

তাই এই গবেষণায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার কেবলমাত্র বাহ্যিক আমল সমূহ এবং আচারিক দিক গুলোর বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১.৮.৬ পাঠ্য উপকরণের সীমাবদ্ধতাঃ

পর্যবেক্ষণ থেকে দ্ব্যার্থহীনভাবে বলা যায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) অনেক উচ্চস্তরের একজন সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট দরবার শরীফ সমূহের প্রকাশিত কিতাব বা বই, প্রবন্ধ সংখ্যা একেবারেই সীমিত। আর এসব নিয়ে ফরমাল গবেষণা একেবারে হয়নি বললেই চলে।

১.৮.৭ ধর্মীয় অনুভূতির সীমাবদ্ধতাঃ

সুফি সাধক পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সম্পর্কে আশেক, জাকের, ভক্ত অনুসারীদের ভক্তি ও বিশ্বাসের মাত্রা এত বেশি যে, তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এমনকি সাধারণ আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রতিটি শব্দ ব্যবহারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। আলোচিত তিনটি দরবার শরীফ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রেও একই বিষয় মাথায় রাখতে হয়েছে। কারণ একটাই- ইহা ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়। আর প্রতিটি ধর্মীয় অনুভূতি অদেখা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ পাক বলেন,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون

অনুবাদঃ "আল্লাহ সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ নিয়মিত দান করে)"। (সূরা আল-বাকারা: ২:৩)

১.৯ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা (Literature Review)ঃ

ইমামে রব্বানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আলফে সানী রহঃ (১৫৬৪-১৬২৪) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে মূলতঃ ১৬০০ সালের পরে। পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) কর্তৃক উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার খেদমত তথা প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৮৯০ সালের পর। তিনি ১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২ বঙ্গাব্দে) ৬৯ জন উপযুক্ত মুরদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত প্রদানের পর এই তরিকার প্রচারে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়।

উপমহাদেশে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার মূল উদ্দীপনা ছিল আত্মশুদ্ধি, শরিয়তের কঠোর অনুসরণ এবং তরিকতের আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ চর্চা করে হকিকতের জ্ঞান অর্জন করা।

উত্তর বাংলায় এই তরিকার সম্প্রসারণে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) যে অনন্য ভূমিকা পালন করেন, তা নিয়ে একাডেমিক কোনো গবেষণা পাওয়া যায়নি। তাই এই গবেষণাপত্রে সেই শূন্যতা পূরণের কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে।

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক ও উপমহাদেশীয় পর্যায়ে বেশ কিছু গবেষণা থাকলেও, পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ভূমিকা নিয়ে একাডেমিক গবেষণা অনুপস্থিত বা পাওয়া যায়নি। তাই এই গবেষণাটি এই বিষয়ে এক অর্থে একটি অগ্রণী প্রয়াস। বিশেষ করে উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার প্রচার ও প্রসারে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একক ভুমিকা নিয়ে করা প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়াস মাত্র।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বংশপরিচয় (Historical Context and Lineage) প্রসঙ্গে বলতে হয় পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বংশের সনদ নামা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

তার সমসাময়িক সময়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি মানুষের আত্মশুদ্ধি করার খেদমতের পথকেই বেচে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং সিলসিলা সম্পর্কে পূর্বের খুব বেশি একটা সমৃদ্ধ লেখা পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর স্মৃতি রক্ষা হয়েছে মাত্র।

পীরে কামেল সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর প্রানপ্রিয় খলিফা সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবনী সর্ম্পকে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে 'পরশমণি' কেতাব লেখেন মোঃ আঃ গণি মন্ডল। এই কেতাবে পীরে কামেল সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর পীর-মুরিদীর জীবন সম্পর্কে অনেক বিবরণ রয়েছে।

এই কেতাবে উল্লেখ আছে, পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বলেছেন, *"আমি তরিকত সর্ম্পকে যা কিছু বলি তাঁর সবই আমার পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর কথা"*। তাই 'পরশমণি' কেতাবে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সর্ম্পকে বর্ণিত বিষয়গুলির অধিকাংশই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

রংপুরের আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হোসেন (রহঃ) তাঁর লিখিত 'জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবনী' গ্রন্থে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর উত্তর বাংলায় তরিকত প্রচারের শুরুর প্রেক্ষাপট তুলেধরেছেন।

২০১৯ সালে বগুড়ার মোঃ আব্দুল হান্নান ও মোঃ আসাদুজ্জামান সোহেল কর্তৃক সম্পাদিত "রামশহরী পীর ক্বিবলাহ্ ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (কোঃ আঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কারামত" বইতে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সর্ম্পকে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসেছে।

জয়পুরহাটের হযরত মীর মকবুল আলী চৌধুরী (রঃ)- ১৩৩১ বঙ্গাব্দে "মকবুলুচ্ছালেকিন" নামক পুস্তকে 'হযরত মৌলানা কামেল মোকাম্মেল সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মহবুব ছোবহানী পীর ও মোরশেদ কেবলার কামালত ও কেরামত ও ছেফতের বিবরণ' শীর্ষক ছন্দাকারে উল্লেখ করেছেন। পুরো ছন্দটি এই গবেষণায় 'ছেফতের বিবরণ' নামে তুলে ধরা হয়েছে।

মোঃ আব্বাছ আলী খান তাঁর লেখা 'সুফি ছাহেবের জীবনী' কিতাবে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) সর্ম্পকে বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

বগুড়ার সুফি মোঃ ফজলার রহমান (রহঃ) রচিত 'প্রাথমিক জেকের ও মোরাকেবা শিক্ষা নকশেবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া' গ্রন্থে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর কাশফ্ এর হাল একটি বিবরন তুলে ধরেছেন।

তার ব্যক্তিগত জীবন ও কৃচ্ছসাধন (Biography and Mujahada) তথা তাঁর জন্ম, শৈশব, শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার (মুজাহাদা) পর্যায়গুলো নিয়ে বিদ্যমান বইগুলোতে যেসমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলির প্রায় সবই এই গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

পাবনার সুফি আহমদ জান মুজাদ্দেদি (রহঃ) তাঁর 'এরশাদে মাবুদিয়া বা খোদা প্রাপ্তির সরল পথ' কিতাবে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

সিরাজগঞ্জের সুফি আহাম্মদ আলী মুজাদ্দেদি (রহঃ) তাঁর 'ছাইফুল হুজ্জাত' কিতাবে 'সেজরায়ে তাইয়েবা' শিরোনামে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

তার কারামত ও অলৌকিক ক্ষমতা বা ঘটনা (Miracles and Charisma) বর্ণনায় পূর্ববর্তী লেখকগণ তথ্যের সঠিকতা নিরুপণের থেকে আবেগকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি কেবলমাত্র কারামতের মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা সমীচীন হবেনা ভেবে এখানে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হলো।

সুফি খাজা মুহাম্মদ ছাইফুদ্দিন শম্ভুগঞ্জি (রঃ) তাঁর 'আদর্শ মুর্শিদ' গ্রন্থে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর কারামত ও অন্যান্য বিষয় সর্ম্পকে বিবরন তুলে ধরেছেন। সেখান থেকে তিনটি কারামত এই গ্রন্থ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর 'চলন বিলের ইতিহাস' লেখনিতে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সর্ম্পকে তথ্য তুলে ধরেছেন বলে জানা গেছে কিন্তু সেই লেখা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক দর্শন ও শিক্ষা (Spiritual Philosophy andteachings), ইশক-এ-ইলাহি বা খোদা প্রেম, এবং মুরিদদের প্রতি তাঁর নসিহত বা বাণীসমূহ নিয়ে রচিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের অপ্রতুলতা থাকলেও যা পাওয়া গেছে তাঁর সবটুকুই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

নাটোরের কবিরত্ন মুহাম্মদ হাসার উদ্দিন ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'সৌভাগ্যের সোপান' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ 'জনাব পীর দস্তগীর কেবলা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর নছিহত নামা' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশ করেন। উক্ত নছিহত নামাটি হবহু এই গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া ২০১৭ সালে 'সীরাতে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ)' বই লেখেন। আমার জানামতে এই বইটিই কেবল তাঁর একক নামে প্রকাশ করা প্রথম বই।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়ার লেখা 'সীরাতে সুফি ফতেহ আলী ওয়সী (র.)', 'সীরাতে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.)', 'সিরাতে সৈয়দ খাজা বাহাউদ্দিন (র.)' গ্রন্থে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়।

মোঃ রেফাউল কবির কর্তৃক ২০২২ সালে সম্পাদিত 'হারিয়ে যাওয়া অলি-আল্লাহ্দের খোঁজে' বাইতে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং তাঁর প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফার বিবরণ তুল ধরা হয়েছে।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর নিজস্ব লিখনী ও সাহিত্যকর্ম (Literary Contribution) পাওয়া যায়নি তবে তাঁর সম্পর্কে রচিত সাহিত্যকর্মগুলো নিয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের সমুদয় মূল্যায়ন গ্রহণ করা হয়েছে। তার সামাজিক প্রভাব ও সংস্কার (Socio-Religious Impact) বিশেষ করে ইসলাম প্রচার বা সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আগের কোন লেখায় তেমন কোন পৃথক তথ্য পাওয়া যায়নি।

তাকে নিয়ে লেখা পূর্বের গ্রন্থগুলোতে তথ্যের যে ঘাটতি (Research Gaps) রয়েছে তা নয়, বরং তাঁর জীবনের অংশ বিশেষ ফুটে উঠেছে, আরও কিছু বিষয় অর্ন্তভুক্ত এবং স্পষ্ট করা যেত বলে মনে হয়েছে।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে লেখা প্রাথমিক উৎস গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা (Evaluation of Sources) যেমনঃ তাঁর এবং মুরিদদের লেখা ডায়েরি বা সমসাময়িক বিবরণ এবং মাধ্যমিক উৎসের মধ্যে পার্থক্য ও সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেগুলি বাস্তবে দেখা সম্ভব হয়নি তবে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টায় বিন্দুমাত্র অবহেলা করা হয়নি।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে নিয়ে করা পূর্বের লেখাগুলোর একটি গঠনমূলক বিশ্লেষণ (Critical Analysis) করার চেষ্টা হয়েছে যাতে নতুন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন ও কর্ম

২.১ বংশ পরিচয়ঃ

হাবিবুল্লাহ্ হুজুর পাক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) প্রিয়তম কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ জহুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এবং বেলায়েতের সম্রাট হযরত ইমাম মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর বড় সাহেবজাদা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর বংশের উত্তরসূরী ছিলেন সৈয়দ শাহ্ এছ্হাক বাগদাদী (রহঃ)।

সময়ের প্রয়োজনে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব কাধেঁ নিয়ে সৈয়দ শাহ্ এছ্হাক বাগদাদী (রহঃ) এর পূর্বসূরীগণ মদিনা শরীফ হতে ইরাকের বাগদাদে আগমন করেন।

একই কারণে সৈয়দ শাহ্ এছ্হাক বাগদাদী (রহঃ) ১৪১২ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ শাহ্ আলী বাগদাদী রহঃ (মাজার শরীফ ঢাকার মীরপুরে) এবং শাহ্ সুফি হাছেন তেগবোরহান বাগদাদী রহঃ (মাজার ফরিদপুরের গের্দার মুন্সির বাজারে) কে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ হতে দিল্লীতে আসেন এবং দিল্লীর ফতেহ্দীন এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁরা ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের ফরিদপুরের ফতেহবাদের গের্দা এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

সৈয়দ শাহ্ এছ্হাক বাগদাদী (রহঃ) এর পরবর্তী বংশধর সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বাগদাদী (রহঃ) একজন বুজুর্গ অলি ছিলেন।

তার অত্যন্ত ধার্মিক সন্তান হযরত মাওলানা সৈয়দ বাশারত আলী বাগদাদী (রহঃ) এর ঔরসজাত সূর্য সন্তান হলেন পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)।

সৈয়দ শাহ্ এছ্হাক বাগদাদী (রহঃ) বাগদাদ হতে আসার পথে শেষ নবী মোহাম্মদ (ﷺ) এর কেশধাম, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর জুলফ এবং পীরানে পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রহঃ) এর পিরহান্ মুবারক বংশগত উত্তরাধিকার হিসাবে সাথে এনেছিলেন। অতি মূল্যবান ও মুবারক এই কেশধাম, জুলফ ও পিরহান্ গুলি এখনও ফরিদপুরের গের্দায় তাদের বংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট সংরক্ষিত আছে এবং প্রতি ঈদে জনসাারণের সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষ বরকতের উদ্দেশ্যে ভক্তি সহকারে সেগুলি দর্শন, চুম্বন এবং ধোয়া পানি পান করে থাকেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) একজন ফাতেমী বংশীয় সায়্যেদ বা সৈয়দ।

আল্লাহপাক বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অনুবাদঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ স্রষ্টায় পুরোপুরি সমর্পণ)। অতীতে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, এ সত্যজ্ঞান পাওয়ার পরও পরস্পর বিদ্বেষবশত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আসলে যারা সত্য অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের যথাযথ হিসাব গ্রহণ করবেন।" (সুরা আলে ইমরান: ৩:১৯)

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পূর্বসূরীগন বংশ পরম্পরায় আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন এবং উত্তরসূরীগণ অদ্যাবধী এই খেদমত জারি রেখেছেন।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পিতা ঢাকার নওয়াব বাহাদুর কে.সি.এস.আই. খাজা আব্দুল গণি (১৮১৩-১৮৯৬) এর নায়েব পদে চাকরী করতেন।

তাঁর নানা মুন্সী হযরত মনিরুদ্দিন খান বাহাদুর (রহঃ) ব্রিটিশ সরকারের বিচার বিভাগে সদরে আমীনে আলা পদে (জজের সমতুল্য পদ) ঢাকা ও চট্রগ্রামে কর্মরত ছিলেন।

২.১.১ বেলাদাৎ শরীফ বা শুভ আর্বিভাবঃ

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতিকে প্রেরণ করেছেন। মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে সময়ান্তরে ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক সর্বশেষ নবী, ইমামুল মুরসালীন,খাতামুন্নাবিয়্যীন, মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নবী-রসুল প্রেরণের রেসালাতের ধারা বন্ধ করেন। কিন্তু মানবজাতির হেদায়েতের প্রয়োজন ফুরিয়ে না যাওয়ায় রেসালাতের বিকল্প হিসেবে বেলায়েতের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ফতেহবাদের গের্দায় (বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়) খুবই সম্ভ্রান্ত এক সৈয়দ পরিবারে ভারতীয় উপমহাদেশে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব, কলিকাতা-৪৬, রাম মোহন বেড়ালেন এর ৯/১ মেহেদীবাগের ‘খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ’ এর প্রতিষ্ঠাতা পীর কুতুবুল এরশাদ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ) এর শুভ আবির্ভাব হয় ।

তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া ‘সিরাতে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী’ (পূণমুদ্রণ ডিসেম্বর,২০২২) গ্রন্থে উল্লেখ করেন সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী

(রহঃ) বাংলা ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে (অর্থাৎ ১২৫০ বঙ্গাব্দের পর) জন্ম গ্রহন করেন। সুতরাং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জন্মসাল ১২৫০ বঙ্গাব্দের বা ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ধরা যায়না। মোঃ আঃ গণি মন্ডল এর লেখা সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন আহাম্মদ তালুকদার (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ ‘পরশ মণি’ থেকে জানা যায় ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু বক্কর সিদ্দীক (তিনি ১২৬৩ মতান্তরে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহন করেন) সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে ‘বড় ভাই’ সম্বোধন করতেন,। সেই হিসেবে ধরে নেয়া যায় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জন্ম ১২৬৩ বঙ্গাব্দের পূর্বে।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) যে আত্মপ্রচার বিমুখ একজন ব্যক্তি ছিলেন ইহা তারই একটি প্রমান। উচ্চ শিক্ষিত ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই মহাপুরুষের কুষ্ঠিনামায় যে তাঁর জন্মতারিখ লিপিবদ্ধ ছিলনা ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং এবিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। ইতিহাসের বহু মহাপুরুষের সঠিক তিরোধান দিবস পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই সঠিক আবির্ভাব দিবস যেমন পাওয়া যায়না, ঠিক তেমনি মহামানব সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি।

তবে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর সুযোগ্য ছাহেবজাদাগণ এবং তাঁর রুহানী আওলাদগণ তাদের ওয়ালেদ এবং মহান মুর্শিদের জন্মতারিখ উদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সম্ভব হত। সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জন্মের প্রায় ১৮২ বছর পরে এসে তাঁর সঠিক জন্মতারিখ উদ্ধার করা আর সম্ভব হচ্ছেনা।

শারীরিক গঠনঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির। চেহারা ছিল জ্যোতির্ময়, দর্শনধারী, পরিস্কার ও গোলগাল। শক্তিশালি বাহু,

খাড়া নাক, কান ও ওষ্ঠ স্বাভাবিক আকৃতির, চোখের ভ্রু গভীর কালো, চোখের পাপড়ি কালো, চোখের মণি হালকা কালো, ঘন লম্বা চাপ দাড়ি এবং গোফ ছিল অতি ছোট।

পোশাক পরিচ্ছদঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সুন্নতি লেবাস পড়তেন, মাথায় অধিকাংশ সময়ে সাদা পাগড়ি পড়তেন। চামড়ার চটি পড়তেন, অজুর সময় বৌল ওয়ালা খড়ম পড়তেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সুন্নতের পাবন্দী ছিলেন। দিলের হুজুরীর উপর অধিক জোড় দিতেন। তাঁর অধিকাঃশ জাকেরের মধ্যেই জজবা বিদ্যমান ছিল। তাঁর কাশফের প্রভাব যথেষ্ট ছিল কিন্তু তিনি সে দিকে কম নযর দিতে বলতেন। এ মনীষীর যখন গভীর ধ্যানস্থ থাকতেন তখন তাঁর দিকে তাকালে জাকেরের হৃদয়ে ঐশী বারকী নূর বর্ষন হতো।

তার সহবতে ফায়েজের চাপে আশেকগণ বেকারার থাকতেন। সিলসিলার প্রতিটি দরবার শরীফের জাকেরদের বিশ্বাস তাঁর রূহানি দৃষ্টিপাত কিম্বা নাম স্মরণে তারা এখনও পূর্বের ন্যায়ই ফায়েজ ও তাওয়াজ্জুহ্ লাভ করে থাকেন।

২.১.২ বসবাসঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জন্মস্থান বাংলার ফরিদপুরের গের্দায় হলেও সেখানে তাঁর বসবাস করা হয়নি। পিতার নির্দেশ মোতাবেক ফরিদপুরের গের্দায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ থাকতেন। তিনি চাকরিজীবী পিতার কর্মস্থলে পিতার সঙ্গেই থাকতেন। সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ

আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ বাশারত আলী বাগদাদী (রহঃ) নায়েবের পদে চাকরীর সুবাদে নওয়াব খাজা আব্দুল গণি কর্তৃক কলিকাতার **৩১** ইলিয়াট লেনে একটি বাড়ি প্রাপ্ত হন এবং সেখানে স্ব-পরিবারে বসবাস করতেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) পিতার সঙ্গে সেখানেই বসবাস করতেন।

পিতার অবর্তমানে পরবর্তীতে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) কলিকাতার নতুন গোরস্থানের উত্তরে গোবরা এলাকায় কলিকাতা-৪৬, রাম মোহন বেড়ালেন এর ৯/১, ঠিকনায় পনের হাজার টাকা মূল্যে (সেই সময় এক টাকায় ২ মণ ধান পাওয়া যেত) ৬ বিঘা ৭ কাঠা জমির একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করে পরিবার সহ বসবাস করতে থাকেন। তিনি এই বাগান বাড়ির নাম 'খানকায়ে মুজাদ্দেদীয়া' রেখে প্রধান ফটকে তা পাথরে খোদায় করে লিখেছিলেন। তিনি সেই জমি আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন বলেও তথ্য পাওয়া যায়।

এই খানকায়ে মুজাদ্দেদীয়ায় তিনি অতি শান ও আজমতের সহিত ওরছ মাহফিল করতেন। সেই সময় এই এলাকাটি 'মেহেদীবাগ' বসতি এলাকা নামে পরিচিত ছিল ।

বিধায় পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) কে মেহেদীবাগী বলা হয় এবং তিনি মেহেদীবাগী হুজুর বা মেহেদীবাগীর পীর বা সৈয়দ পীর বা **সৈয়দ সাহেব হুজুর** নামেই অদ্যাবধী পরিচিত।

২.১.৩ সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততীঃ

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং তাঁর অধঃস্তন আওলাদবৃন্দ সকলের জীবন ও কর্ম নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে অতিবাহিত হয়েছে। তাই এখানে তাঁর সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততীর আলোচনা করা প্রয়োজন।

হাদিয়ে জামান পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) চট্রগ্রামের সাতকানিয়ার পুকুরিয়ার জমিদার জনাব আব্দুল লতিফ চৌধুরীর নাতি জনাব মৌলভী ওম্মেদ আলীর স্বতী-সধবা ও ধার্মিক মেয়ে জনাবা সৈয়দা জাহেদা খাতুন (রহঃ) কে বিবাহ করেন।

জনাবা সৈয়দা জাহেদা খাতুন (রহঃ) তরিকতের একজন একনিষ্ঠ খাদেমা ছিলেন। সৌভাগ্যবতী এই মহিয়সী নারীর মাজার, কলিকাতার মানিকতলার ২৪/১ মুন্সীপাড়া লেন, দিল্লিওয়ালা কবররস্থানে আপন পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর মাজারের পার্শ্বে অবস্থিত।

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ঔরসে এবং জনাবা সৈয়দা জাহেদা খাতুন (রহঃ) গর্ভে তিন ছেলে এবং চার মেয়ের আর্বিভাব হয়। উনারা সকলেই উচুঁ স্তরের বুজুর্গ অলি ছিলেন এবং তরিকতের প্রচার ও প্রসারে আমৃত্যু খেদমত করেছেন।

তিন ছাহেবজাদাঃ

১. পীরজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহাম্মদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)

২. পীরজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ডাক্তার হাজি গাজি মাহমুদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং

৩. পীরজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হামিদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ)

২.১.৪ কর্মজীবনঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) পিতার ইন্তেকালের পর নায়েবের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চাকরি জীবন পরাধীন হওয়ায় বেশিদিন তিনি এ পদে থাকেননি। একসময় টুপি ও কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর দান-খয়রাতের অভ্যাস ছিল অতিরিক্ত। দান করতে করতে একসময় ব্যবসার পুঁজি পর্যন্ত শেষ করে এক প্রকার নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

এই সময়ে মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপন পীরভাই কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস শামসুল উলামা পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি গোলাম সোলেমানী সাহেব এর পরামর্শে স্বীয় মুর্শিদের মাকিতলার মাজার শরীফ জিয়ারত করে সেখানে মোরাকাবা করতে থাকেন এবং দিলের দৈনন্দিন হাল আপন পীর বোন নেসবতে জামিয়ার অধিশ্বর সৈয়দা বানু জোহরা খাতুন (কুঃ ছিঃ আঃ) কে অবগত করতে থাকেন এবং অবশেষে কামিয়াবি লাভ করেন।

এক পর্যায়ে রূহানিয়াতে হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাস নির্দেশ পেয়ে, বাহ্যত উপরোক্ত পীরভাই হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি গোলাম সোলেমানী সাহেব এর উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং পীর বোন দোররে মাকনুন (গুপ্ত মতি বা লুকানো মুক্তা) সৈয়দা বানু জোহরা খাতুন (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অনুমতিতে এবং তরিকা প্রচারের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

২.২ সমসাময়িক সুফি বুর্জুগ ও মহান ব্যক্তিবর্গঃ

প্রাপ্ত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জাহেরী জীবনকাল ১৮৪৩-১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ।

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, সুফি, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বদের যুগ।

যারা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী কে দিয়েছিলেন অনেক কিছু। সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ছিলেন সেইসব বুজুর্গ ও মহান ব্যক্তিবর্গেরই একজন।

নিচে সেই সময়কার সমসাময়িক সুফি বুজুর্গ এবং ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিবর্গের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো–

আধ্যাত্মিক মহান ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশে মাইজভাণ্ডারিয়া তরিকার প্রবর্তক শাহ্ সুফি সাইয়্যিদ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রহঃ (১৮২৬-১৯০৬)। বাংলা অঞ্চলের প্রভাবশালী সুফি ও শিক্ষানুরাগী নেতা, পীর আলীপুর হজরত খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ রহঃ (১৮৮৮-১৯৬৫)।

আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারক, স্যার সাইয়্যিদ আহমদ খান রহঃ (১৮১৭-১৮৯৮)। লাহোরের সুফি চিন্তক, আলীগড় আন্দোলনের সহযোগী হজরত খান বাহাদুর খাজা কামালউদ্দিন রহঃ (১৮৭০-১৯৩২)। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি, আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক সৈয়দ আমীর আলী রহঃ (১৮৪৯-১৯২৮)। ইসলামী ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক আল্লামা শিবলী নোমানী রহঃ (১৮৫৭-১৯১৪)। চিশতিয়া, সাবেরিয়া, নানুতুবী সিলসিলার শায়খ সুফি হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহঃ (১৮১৭-১৮৯৯) প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহঃ (১৮৩৩-১৮৮০)।

নকশবন্দি, চিশতি, কাদরিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া চার তরিকার খলিফা, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা আলেমদের অন্যতম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহঃ (১৮২৯-১৯০৫)। বাংলাদেশি ইসলামি পণ্ডিত ও সুফিবাদী রাজনীতিবিদ মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহঃ (১৮৯৫- ১৯৮৭)।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় নেতা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং প্রথিতযশা আলেম 'সদর সাহেব' হুজুর খ্যাত গওহরডাঙ্গার পীর হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহঃ (১৮৯৬-১৯৬৯) প্রমুখ।

বিশ্বের সমসাময়িক (১৮৪৩-১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ) ঐতিহাসিক বিজ্ঞানীঃ

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা উদ্ভাবক বৈদ্যুতিক বাতির সফল রুপদানকারী বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison, ১৮৪৭-১৯৩১)।

ফরাসি অণুজীববিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদ অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্কের টিকা তৈরি কারী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, ১৮২২-১৮৯৫)।

আধুনিক ব্যাকটেরিয়াবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জার্মান চিকিৎসক এবং অণুজীববিজ্ঞানী রবার্ট কখ (Robert Koch, ১৮৪৩-১৯১০)। আধুনিক জিনতত্ত্বের জনক অস্ট্রিয়ান ধর্মযাজক এবং জীববিজ্ঞানী গ্রেগর মেন্ডেল (Gregor Mendel, ১৮২২-১৮৮৪)।

স্কটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদজেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell, ১৮৩১-১৮৭৯)। পর্যায় সারণীর উদ্ভাবক রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিভ (Dmitri Mendeleev, ১৮৩৪-১৯০৭)।

এক্স-রে আবিষ্কারক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম কনরাড রন্টজেন (Wilhelm Conrad Röntgen, ১৮৪৫-১৯২৩)।

রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম মৌল আবিষ্কারক পোলিশ এবং ফরাসি পদার্থবিদ ও রসায়নবিদমারি কুরি (Marie Curie, ১৮৬৭-১৯৩৪)।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রবর্তক, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein, ১৮৭৯-১৯৫৫)। আধুনিক অল্টারনেটিং কারেন্ট বা (AC) বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী সার্বীয়-মার্কিন উদ্ভাবক এবং প্রকৌশলী নিকোলা টেসলা (Nikolatesla, ১৮৫৬-১৯৪৩)। টেলিফোন আবিষ্কারক, স্কটিশ বংশোদ্ভূত উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell, ১৮৪৭-১৯২২) প্রমুখ।

বিশ্বের সমসাময়িক (১৮৪৩-১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ) ঐতিহাসিক রাজনীতি ও সমাজসংস্কারকঃ

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নেতা মাহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। ভারতীয় স্বাধীনতার বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বাঙ্গালী কবি, সুরকার, গায়ক, মনবতাবাদী বাউল সম্রাট, সাধক মহাত্মা লালন সাইঁজি (১৭৭৪-১৮৯০)। দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩)। দার্শনিক ফ্রিডরিখ নীটশে (১৮৪৪ -১৯০০) প্রমুখ।

২.৩ নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার শিক্ষালাভঃ

ফার্সি ভাষার শ্রেষ্ঠ বাংগালী কবি ছিলেন কলিকাতা মানিকতলার রসুলেনোমা পীরকুতুবুল এরশাদ হাফেজ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী কুদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ (১৮২০-১৮৮৬)।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ বাশারত আলী বাগদাদী (রহঃ) ছিলেন শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর একজন ভক্ত ও আশেক মুরিদ।

সৈয়দ বাশারত আলী বাগদাদী (রহঃ) এর বাড়িতে শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) আসতেন। সেই সুবাদে বাল্যকালেই সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) কে শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) মুরিদ শিষ্য হিসেবে কবুল করেন এবং খাস তাওয়াজ্জুহ্ দান করেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) ক্রমান্বয়ে তরিকতের ছবক গুলো আয়ত্ব করে মাকামগুলো অতিক্রম করতে থাকেন এবং কালক্রমে বেলায়েতে কামালিয়াতে কামিয়াবী লাভ করে হয়ে যান রসুলেনোমা পীরহযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ৩৫ জন খলিফার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খলিফা।

আল্লাহর রহমতে এবং আপন মুর্শিদ শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অছিলায় তিনি নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, ওয়াইসিয়া এবং মাসুমিয়া তরিকার নেসবতে কামালিয়াত এবং আপন পীর বোন বাংলার রাবেয়া দোররে মাকনুন হযরত সৈয়দা বানু জোহরা খাতুন কুদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ (১৮৫৯-১৯৪১) এর অছিলায় নেসবতে জামিয়ার কামালিয়াত লাভ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে **নেসবতে জামিয়া হলো**- আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বা এমন এক উচ্চ পর্যায়ের রূহানি ব্যবস্থা, যেখানে নানা তরিকার মূল ফয়েজ একত্র হয়। অর্থাৎ, "নেসবতে জামেয়া" হলো সেই সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ধারার সাথে সংযুক্ত থাকা, যেখানে আল্লাহর নিকটবর্তী বিভিন্ন অলি ও তরিকাগুলোর ফয়েজ (আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ) মিলিত হয়।

২.৩.১ খেলাফত প্রাপ্তিঃ

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর খেলাফতের দালিলিক প্রমাণ হিসেবে নিম্নে তাঁর পীর কুতুবুল এরশাদ রসুলনোমা পীর আল্লামা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ফার্সি ভাষায় লেখা দিওয়ানে ওয়াইসী কিতাবে বর্ণিত তাঁর ৩৫ জন মুরিদ ও খলিফাগণের নাম এবং বাসস্থান হুবহু উল্লেখ করা হলো, যেখানে ২০ নং ক্রমিকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নাম রয়েছে।

১. মাওলানা আবদুল হক সাহেব (রহঃ), গ্রাম ও পোঃ-সিজগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
২. মৌলভী আইয়াজ উদ্দিন সাহেব (রহঃ), আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৩. সুফি নিয়াজ আহমদ সাহেব (রহঃ), কাতরাপোতা, জেলা-বর্ধমান, ভারত।
৪. সুফি একরামুল হক সাহেব (রহঃ), পুনাসী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

৫. মৌলভী মতিয়র রহমান সাহেব (রহঃ), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৬. হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব (রহঃ), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৭. মৌলভী আবদুল আজিজ সাহেব (রহঃ), চন্দ্র জাহানাবাদ, জেলা-হুগলী।
৮. মৌলভী আকবর আলী সাহেব (রহঃ), সিলেট, বাংলাদেশ।
৯. মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব (রহঃ), ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০. মৌলভী আহমদ আলী সাহেব (রহঃ), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
১১. শাহ্ দিদার বখস সাহেব (রহঃ), পদ্মপুকুর, জেলা- হাওড়া, ভারত।
১২. শাহ্ বাকি উল্লাহ সাহেব (রহঃ), কানপুর, জেলা-হুগলী, ভারত।
১৩. মৌলভী আবু বকর সাহেব (রহঃ), ফুরফুরা, জেলা- হুগলী, ভারত
১৪. মাওলানা শাহ্ সুফি গোলাম সালমানী (রহঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৫. মৌলভী গনিমত উল্লাহ সাহেব (রহঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৬. মুন্সী সাদাকাত উল্লাহ সাহেব (রহঃ), ফুরফুরা, ভারত।
১৭. মুন্সী শারাফাত উল্লাহ সাহেব (রহঃ), খাতুন, জেলা-হুগলী, ভারত।
১৮. শায়েখ কোরবান আলী সাহেব (রহঃ), বানিয়া তালাব, কলিকাতা, ভারত।
১৯. শামসুল ওলামা মৌলভী মির্জা আশরাফ আলী সাহেব (রহঃ), কলিকাতা।
২০. সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী সাহেব (রহঃ), মেহদীবাগ, কলিকাতা।
২১. মৌলভী গুল হুসাইন সাহেব (রহঃ), খোরাসান, আফগানিস্তান।
২২. মৌলভী আতাউর রহমান সাহেব (রহঃ), চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৩. মৌলভী মুবিনুল্লাহ্ সাহেব (রহঃ), রামপাড়া, জেলা-হুগলী, ভারত।
২৪. মৌলভী সৈয়্যেদ যুলফিকার আলী সাহেব (রহঃ), টিটাগড়, জেলা-চব্বিশপরগনা, ভারত।
২৫. মৌলভী আতায়ে এলাহি সাহেব (রহঃ), মঙ্গলকোট, জেলা- বর্ধমান, ভারত।
২৬. মুন্সী সুলায়মান সাহেব (রহঃ), জেলা-চব্বিশ পরগনা, ভারত।
২৭. মৌলভী নাছির উদ্দিন সাহেব (রহঃ), জেলা- নদিয়া, ভারত।
২৮. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব (রহঃ), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
২৯. মৌলভী কাজী খোদা নাওয়াজ সাহেব (রহঃ), দাহসা, জেলা- হুগলী, ভারত।

৩০. মৌলভী আবদুল কাদের সাহেব (রহঃ), বৈদ্যবাটি, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩১. কাজী ফাসাহতুল্লাহ্ সাহেব (রহঃ), চব্বিশ পরগনা, ভারত।
৩২. শায়েখ লাল মোহাম্মাদ সাহেব (রহঃ), চুচুড়া, জেলা- হুগলী, ভারত।
৩৩. মৌলভী সৈয়্যেদ আযম হুসাইন সাহেব (রহঃ), অবস্থান-মদীনা শরীফ।
৩৪. মৌলভী মোহাম্মদ সৈয়্যেদ ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব (রহঃ), শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, ভারত।
৩৫. মৌলভী হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম সাহেব (রহঃ), ফুরফুরা, জেলা-হুগলী।

২.৩.২ সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ

'সাজারাহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ গাছ বা বৃক্ষ, কিন্তু নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলায় এটি কেবল বংশলতিকা নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক জীবন্ত বৃক্ষ, যা মুরীদের হৃদয়কে হুজুর পাক (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার রূহানী নূরের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে। প্রত্যেক ওলি বা শায়খ হলেন এই বৃক্ষের একটি করে শাখা । আর সেই শাখার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে নূর, মারিফাত ও বরকত, যা প্রতিটি মুরীদের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে জীবন্ত বা অমর করে রাখে।

'সাজারাহ' ছালেক কে শেখায়, ছলেকের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কোথা থেকে আসে এবং কিভাবে আল্লাহর রহমত এই সিলসিলার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার দৃষ্টিতে 'সাজারাহ' কেবল নামের তালিকা নয়, এটি একটি জীবন্ত উপস্থিতি। যখন কেউ 'সাজারাহ পাঠ করে বা তাঁর উপর ধ্যান করে, সে আসলে সেই সব পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যারা যুগে যুগে আল্লাহর নূর বহন করেছেন।

'সাজারাহর' প্রতিটি নাম এক একটি রূহানী তরঙ্গের স্টেশন, এক একটি আশীর্বাদ ও আত্মিক অবস্থান, যা ছালেকের অন্তরকে পবিত্র করে।

স্বাভাবিকভাবেই সকল কিতাবাদিতে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সাজারা মুবারক একই রকম থাকা উচিৎ। কারণ ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক

আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়। সিলসিলা পরম্পরায় কার পীর কে, বা কে কার নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেছেন ইহা তাঁর প্রমাণক। কিন্তু বিভিন্ন লেখনিতে ইহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রসুল (ﷺ) থেকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) পর্যন্ত কেহ ৩২ জনের, কেহ ৩৩ জনের আবার কেহ ৪০ জন পীরের নাম উল্লেখ করেছেনে।

বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের অবতারণা করে। তবে ইহার একটি সাধারণ জবাব হল একই সুফির ৪ থেকে ৭ টি তরিকার সিলসিলা পরম্পরায় খেলাফত লাভের ফলে ইহা হতে পারে। এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গবেষণালব্ধ কোন প্রকাশনা না থাকায় বাহ্যত ইহার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ফার্সি ভাষায় লেখা মূল ‘দিওয়ানে ওয়াইসী’ কিতাবে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সাজারা মুবারকে রসুল (ﷺ) থেকে সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) পর্যন্ত ৩১ জনের নাম উল্লেখ আছে।

সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এতই উচ্চ মাকামের একজন আশেকে রসুল (ﷺ) ছিলেন, তিনি যে হাদিস শরীফ বর্ননা করতেন, কোন মুহাদ্দিস যদি সেটির ভূল ধরতেন, তবে সেই মুহাদ্দিস কে রসুল (ﷺ) দিদার দিয়ে বলে দিতেন যে, ‘ফতেহ আলী’ যা বর্ণনা করেছেন তাহা সত্য।

মোঃ মোবারক আলী রহমানী রচিত ‘হায়াতে একরাম’ (১৩৮৩ বঙ্গাব্দে পূণশী, মুর্শিদাবাদ, ভারত থেকে প্রকাশিত) কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। কলিকাতা মাদ্রাসার মোদাররেস মাওলানা ছায়াদাত হোছেন ছাহেব একদিন বিবি ছালেট মসজিদে সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নিকট বসে হাদিস শুনার সময় বলেন, বর্ণিত হাদিসটি ছহীহ্ নয়, এমন সময় সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) উক্ত মাওলানা ছায়াদাত হোছেন ছাহেবের প্রতি এস্তগরাকের ফয়েজ নিক্ষেপ করে হযরত রসুল (ﷺ) এর

জিয়ারত করায়ে দেন, তখন হযরত রসুল (ﷺ) বলেন, হে ছায়াদাত উহা আমার ছহীহ্ হাদিস।

তাই আশেকে রসুল (ﷺ), সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর লেখা মূল 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের তথ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিয়ে, সেই ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে, সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নামের আগের ক্রমে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নাম সংযোজন করে এবং সেইসাথে ঐতিহাসিক কিছু তথ্য যুক্ত করে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার তথা সুফি ধারার সোনার শেকলসম সিলসিলা পরম্পরায় পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বটবৃক্ষসম সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. **মোর্শেদে কামেল মোকাম্মেল, আল্লাহ ও রসুল পাকের এস্ক ও মহব্বতের সূর্য, ফাতেমী বংশীয় আওলাদে রসুল (ﷺ), কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সাহেব, ওফাত ১১ নভেম্বর ১৯১৯, মাজার শরীফ; ৯/১, রাম মোহন বেড়ালেন, মেহদীবাগ, কলিকাতা-৪৬, ভারত।**

২. আরেফে রাব্বানী মাহবুবে সোবহানী, মাহবুবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন কুতুবুল এরশাদ রসুলনোমা আল্লামা হযরত শাহ্ **সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী** রহমতুল্লাহি আলাইহি। ওফাৎ ১৩০৪ হিঃ ৮ই রবিউল আউয়াল, ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বাংলা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ ইংরেজী, রোজ রবিবার বৈকাল ৪.০০ ঘটিকা। প্রকৃত মাজার শরীফ; ২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এবং প্রতীকী মাজার শরীফ; দরবারে আওলিয়া সুরেশ্বর দ্বায়রা শরীফ, থানা- নড়িয়া, জেলা- শরিয়তপুর, বাংলাদেশ।

৩. সালেকীনদের শিরোমণি, আরেফীনদের মূল, হযরত মাওলানা শাহ্ **সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী** (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মাজার শরীফ; মালিয়াশ, থানা- মিরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৪. মাহবুবে সোবহনী ইমামুত তরিকত হযরত মাওলানা **শহীদ সৈয়দ আহমাদ গাজী বেরলভী** (রহঃ)। তাঁর জন্ম ৮ রবিউল আউয়াল ১২০১ হিজরি। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ধর্ম যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরি, ২৩ যিলকদ, বালাকোর্ট শহরে শহীদ হন।

৫. আলেমকুল শিরোমণি এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (রহঃ), জন্ম ১১৫৯ হিজরি, ওফাৎ ১২৩৯ হিজরি, ৭ই শাওয়াল। মাজার শরীফ- দিল্লী, ভারত।

৬. হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)। তিনি সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। জন্ম ১১১৪ হিজরি, ৪ঠা শাওয়াল। ওফাত ১১৭৬ হিজরি, মাজার শরীফ- দিল্লী, ভারত।

৭. হযরত শাহ্ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ), মাজার শরীফ- দিল্লী, ভারত।

৮. হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী (রহঃ) মাকান ও মাজার শরীফ যমুনা নদীর তীরে, আগ্রা, ভারত।

৯. হযরত মাওলানা সৈয়্যেদ আদম বিননূরী (রহঃ)। মাকান বন্দর (বেনুর), ওফাৎ ১০৫৩ হিজরি, মাজার শরীফ মদীনা মনোওয়ারা।

১০. হযরত ইমামে রাব্বানী, কাইয়্যুমে জামান, **মুজাদ্দেদে আল-ফেসানি** শায়খ আহমাদ সেরহিন্দি (রাঃ)। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশধর, এই জন্য তাঁহাকে ফারূকী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ১০০০ বৎসর পরে দ্বীনে তরিকত

সংস্কার সাধন করেন বলিয়া তাঁহাকে মুজাদ্দেদে আল ফেসানীবলা হয়। জন্ম ৯৭১ হিজরি, ১৪ই শাওয়াল, ওফাত ২৮ শে সফর, মাজার শরীফ- সেরহিন্দ, ভারত।

১১. দ্বীনের অপ্রতিদ্বন্ধী ধারক ও বাহক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ খাজা বাকিবিল্লাহ (রহঃ)। জন্ম স্থান কাবুল, নিবাস দিল্লী, জন্ম ৯৭১ হিজরি, (মতান্তরে ৯৭২ হিঃ) ওফাৎ ১০১২ হিজরি, ২৫শে জমাদিউস সানী, মাজার শরীফ-দিল্লী, ভারত।

১২. হযরত মাওলানা খাজাকী আমকাঙ্গী, (রহঃ)। জন্ম ৯১৮ হিজরি, ওফাৎ ১০০৮ হিজরি, ২২শে শাবান। মাজার শরীফ-কসবা, আমকাঙ্গ, ভারত।

১৩. হযরত মাওলানা দরবেশ (রহঃ)। ওফাৎ ৯৭০ হিজরি, ১৯ শে মুহাররম, মাজার শরীফ এছফেয়ার।

১৪. জনাব হযরত মাওলানা যাহেদ ওয়াকশী (রহঃ)। ওফাৎ ৯৩৬ হিজরি, ১লা রবিউল আউয়াল, মাজার শরীফ- ওয়াকশ।

১৫. হযরত মাওলানা খাজা উবায়দুল্লাহ্ আহরার (রহঃ)। মাজার শরীফ-ওয়াকশ, সমরকান্দ।

১৬. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রহঃ)। মাকান কাবুল ও গজনীর মধ্যবর্তী চারখ গ্রামে। ওফাৎ ৮৫১ হিজরি, মাজার শরীফ ইয়ালকেন।

১৭. ইমামে তরিকত শামসুল আরিফিন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহঃ)। তিনি নকশেবন্দিয়া তরিকার ইমাম। মাজার শরীফ-কসবা, আরকান।

১৮. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমীর সৈয়্যেদ কুলাল (রহঃ)। তিনি ২০ বৎসর পীরের খেদমত করিয়াছেন। ওফাৎ ৭৭২ হিজরি, ১৫ই জমাদিউস সানী। মাজার শরীফ রমিতনের নিকটবর্তী বুখারা।

১৯. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বাবা সামাছী (রহঃ)। মাজার শরীফ-কসবা, সামাছ।

২০. তাঁহার মুরিদ হযরত আলী আরামিতিনী (রহঃ)। মাকান রামিতন। জন্ম ৬৯১ হিজরি, মাজার শরীফ-খারিজম, (খারজুম)।

২১. হযরত মাহমুদ আনঞ্জির ফাগনুবী (রহঃ)। ওফাৎ ৭১৬

২২. হযরত মাওলানা আরেফ রেওগিরী (রহঃ)। মাজার শরীফ, রেওগির।

২৩. রইসুত তরিকত আরেফে রব্বানী হযরত মাওলানা খাজায়ে খাজেগান আবদুল খালেক গজদেওয়ানী (রহঃ)।

২৪. হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রহঃ)। জন্ম ৪৪০ হিজরি।

২৫. শায়খে তরিকত হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসি (রহঃ)।

২৬. কুতুবে জামান শায়েখ আবুল হাসান খারকানী (রহঃ)। জন্ম ১৫৩ হিজরি, ওফাৎ ২০৩ হিজরি, মাজার শরীফ-খেরকান।

২৭. সুলতানুল আরেফিন হযরত আবু ইয়াযিদ বোস্তামী (রহঃ)। মাজার শরীফ-বোস্তাম।

২৮. ইমামুল আজম হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)। জন্ম ৮০ হিজরি, ১৭ই রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৮ই রমজান, জন্মস্থান মদীনা শরীফ। মাজার শরীফ জান্নাতুল বাকী মদীনা।

২৯. তাবেঈনদের প্রথম সারির এক অপ্রতিদ্বন্ধী আলোচিত ব্যক্তিত্ব হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রহঃ)। জন্মস্থান মদীনা মুনাওয়ারা, মাজার শরীফ মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে ।

৩০. হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। তিনি ২৫০ বৎসর বয়সে (মতান্তরে ৩৫০ বৎসর) ৩৩ হিজরিতে ওফাত প্রাপ্ত হন। জন্মস্থান মক্কা শরীফ, রওজা শরীফ -মদীনা মুনাওয়ারা ।

৩১. আমিরুল মুমিনীন হযরত আবুকর সিদ্দীক (রাঃ)। জন্মস্থান মক্কা শরীফ, রওজা শরীফ- মদীনা মুনাওয়ারা।

৩২. আফজালুল আম্বিয়া ওয়াররসুল ইমামুল ক্বিবলাতাঈন রহমাতুল্লিল আলামীন আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। জন্মস্থান মক্কা শরীফ, ওফাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল, রওজা শরীফ- মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব।

২.৩.৩ লেখনি ও নছিহতনামাঃ

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নিজের কোন লেখা কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী এক্সারসাইজ খাতায় লিখে রাখতেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। নাটোরের কবিরত্ন হাসার উদ্দিন তাঁর 'সৌভাগ্যের সোপান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নাতি খুলনার সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) তাকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জ্ঞানগর্ভ নছিহতনামা ও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত হাতে লেখা একটি এক্সারসাইজ খাতায় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি কিতাব প্রদান করেন।

জৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কর্তৃক বাবুস সালাম ১৪ নং দেবেন বাবু রোড খুলনা থেকে কবিরত্ন হাসার উদ্দিন কর্তৃক রচিত 'সৌভাগ্যের সোপান' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নিম্নোক্ত নছিহতনামাটি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কর্তৃক ০৫-০২-১৩৮২ বঙ্গাব্দ তারিখে লেখা 'সৌভাগ্যের সোপান' গ্রন্থের দোয়া শিরোনামের মুখবন্ধে উল্লেখ আছে।

জনাব দস্তগীর হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী পীর কেবলা (রঃ) এর নছিহত নামাঃ

পীরের হকঃ

সমস্ত জায়গার জাকেরান, যাহারা হজরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ) এর তরিকায় খেলাফতের দস্তার, তোমাদের দাদাপীর ছাহেব কোদ্দেছা ছের রুহুল আজীজ এর মাজার হইতে পাইয়াছে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদিগকে তরিকায় আনিয়া আল্লাহর ও রসূল (ﷺ) এর মহব্বত এবং আল্লাহর জেকের ও হুজুরী শিক্ষা দিতেছে, তাহাদের সকলের জন্য তাহারা এ নেয়ামত যে অছিলায় পাইয়াছে তাহার হক আদায় করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

দুনিয়ায় বাপমায়ের হক আদায় করা আওলাদের উপর ফরজ। বাপমায়ের কদমের নীচে আওলাদের বেহেশত। সেই বাপমায়ও আওলাদের নাবালেগ অবস্থা পর্যন্ত মোহাফেজ।

কিন্তু পীর তোমাদের মোয়তের সময় এবং কবরে ও কেয়ামতে হেফাজত করেন, যদি তোমরা পীরের দেওয়া শিক্ষামত আল্লাহর ও রসুল (ﷺ) এর তাবেদারি করিয়া আসিতে থাক। এ কারণে পীরের হক বাপমায়ের হকের চেয়ে বেশী।

সব অপরাধের সংশোধন আছে কিন্তু পীরের কাছে যে অপরাধ করে এবং পীরকে যে আজাব দেয়, কোন কালেই তাঁর সংশোধন নাই। হজরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ) মোকামাতে ইমামে রব্বানীতে পরিষ্কার লেখা আছে যে, পীরের অছিলায় আল্লাহর যে যে নেয়ামত পাইয়াছ, তাহার এক নেয়ামতের হক নিজের জান ও মাল নেছার তছদক করিলেও আদায় করিতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন, "ইয়াবকু কাছিরা" খুব বেশি করিয়া কাঁদ। রসূল (ﷺ) ফরমাইয়াছেন,"কাঁদ। যদি কাঁদা নাও আসে, তবে কাঁদার মত মুখ করিয়া আল্লাহর দিকে থাক।"

(১) কাঁদার সময় দেল সহজে আল্লাহর দিকে রুজু হয়। আল্লাহর ভয়ে অথবা হযরত রসূলে করিম (ﷺ) এর মহব্বতে যাহার চোখের একটি পাপড়ির জড় ভিজে তাহার সেই চক্ষু ও চক্ষুর বদৌলতে সমস্ত শরীর জাহান্নামের আযাব হইতে নাজাত পাইয়া বেহেশতে যাইবে। ইহা আল্লাহ্ গফুরের রাহিম একরার করিয়াছেন। হাদিস শরীফে ইহা পরিষ্কার লেখা আছে।

(২) তাহার পরে জজবা এক নেয়ামত অর্থাৎ দিল মনের টান। এক পলকের জজবা সারে জাহানের জেন ও এনসানের এবাদাতের চেয়ে বেশী মর্তবা রাখে।

(৩) তাহার পরে আল্লাহর জেকের কলব ও অন্যান্য সকল লতিফা তাজা হইয়া জারি হয়। আল্লাহর জেকেরের এত বড় মর্তবা যে, জাকেরিনের জেকের মজলিস আরম্ভ হলে আল্লাহর ফেরেশতা সেই মজলিসে নাজিল হয় ও জাকেরিনদের মাথার উপর পর (পালক) বিছাইয়া দেয়।

ইহা তক ফেলা আসমান পর্যন্ত পড়ে পড়ে ভরিয়া যায়- এতই ফেরেশতা আসে। ঐ সকল ফেরেশতা খাস এ কাজের জন্যই নিযুক্ত।

যখন জেকেরের মজলিস শেষ হয়, ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট যাইয়া জাকেরিনদের অবস্থা বর্ণনা করেন। আল্লাহ গফুরের রাহিম রহমতের জোশে সমস্ত জাকেরিনদের বখশে দেন।

এমনকি ঐ মজলিশে কোন বদকার বা ফাসেক থাকিলে তাহাকেও জাকেরিনদের বদৌলতে বখশে দেন।

ইহা তোমরা অনেকবার দেখিয়াছ; কত বদকার জেকেরের মজলশে এসে তরিকায় দাখিল হয়েছে। আল্লাহর করম ও বকশেশ না হইলে কেহই তরিকায় দাখিল হইতে পারে না।

(৪) তাহার পর জাকেরের লতীফায় নূর হওয়া। আল্লাহর ফেরেশতাগণ জাকেরিনদের দেলের ময়লা দূর করিয়া দেলে ও সমস্ত লতিফায় নূর ভরিয়া দেয়।

কুরআন পাকের ২২ পারায় ছুরা আহযাবের ছয় রুকুতে আছে, ফেরেশতাগণ তোমাদের দেলের আধার দূর করিয়া নূর ভরিয়া দেয়।

(৫) তাহার পর লতিফা সমূহ উরুজ হয়, ছায়ের করে, ফেরেশতাগণ সঙ্গে থাকে। কুরআন পাকের ২৯ পারায় ছুরা মেরাজে আছে, ফেরেশতা এবং মানুষের রূহ এক সঙ্গে উরুজ করে।

(৬) তাহার পর জিয়ারত নছিব হওয়া, যাঁহার জিয়ারতই হউক। এ সমস্ত বাদেও তোমাদের বাতেনে ও দুনিয়ার কাজ কর্মে কত ফায়দা পাইয়াছ এবং কত মুশকিল আছান হইয়াছে।

উপরি উক্ত যত নেয়ামত তোমরা পীরের অছিলায় পাইয়াছ তাহার কোন একটি নেয়ামতের হক আদায় করার শক্তি তোমাদের আছে কি? বিচার করিয়া দেখ, কাহ্যারো সেই শক্তি নাই।

এই সমস্ত নেয়ামতের কথা কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে পরিষ্কার লেখা আছে, তোমাদিগকে লেখাইয়াও দিয়াছি। যদি কেহ না লিখিয়া থাক, খলিফাদের যাঁহার নিকট পাও, লিখিয়া রাখ।

শরীয়ত ও তরিকত এর সম্পর্কঃ

কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ঈমান থাকে না। তোমাদের পীরসাহেব কেবলা কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ মোতাবেক তরিকা শিক্ষা দিয়াছেন এবং শরীয়ত মোতাবেক ঠিকমত চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহার শরীয়ত ঠিক নাই, তাহার তরিকার ফল নাই।

শরীয়ত ছাল ও তরিকত মগজ। যে ফলের ছাল বা ছিল্কা নষ্ট, তাহার মগজও নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য শরীয়ত ছাল এবং তরিকত মগজ ইহা নাকেছ আঁকলের বুঝ।

হজরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ) মকতুবাতের জেলদে ছানির ৪৬ নম্বর মকতুবে মওলানা হামিদ বাঙ্গালিকে লিখিয়াছেন যে, হজরত মুজাদ্দেদ আলফে

সানী (রঃ) শরীয়ত যেমন নামাজ আর তাহা ছিল কামালাতে নবুয়াত ও বেলায়াত যাহা তরিকায় হাছিল হয় উহা যেমন তাহারাত। তরিকার কাজসকল ওজুর ন্যায়।

উহার দ্বারা দেলের জাহের বাতেন মাছেওয়া আল্লাহ্ হতে পাক হয়। শরীয়ত নামাজের ন্যায় আমল।

দেল পাক হইয়া উরুজ হইয়া পাক দরবারে হাজির হয়। অতএব, শরিয়তকে সমস্ত কামালাতে নবুয়াত ও বেলায়াতের মূল বুঝিয়া লও।

যাহার শরীয়ত ঠিক নাই, তাহার তরিকার ফায়দা বোজনী, সমস্ত শয়তানী। যাহাদের শরীয়তের সঙ্গে তরিকত হাছিল হয়, তাহারাই কামেল বুজুর্গ।

শরীয়ত নামাজের ন্যায়। নামাজ উরুজুল মুমেনিন। উরুজের অর্থ সমস্ত ত্যাগ করিয়া আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর কোরব হুজুরিতে দেল ও লতিফায় চলিয়া যাইয়া হাজির হওয়া, ইহাই বেলায়েতে নবুয়তের কামাল।

ইহাকে কামেল শরীয়ত বলে। শরীয়ত অহি অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ) হজরতের নিকট আনিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহব্বতের স্বরূপঃ

পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব ব্যারাম অবস্থাতেও কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া ঘুম ও আরাম ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র আপন মুরিদানের সাথে মেহনত করিয়াছেন। তখন সকলকে তিনি ফয়েজ বুঝাইয়াছেন, এখন অনেকেই এমন কাবেল হইয়াছে যে, তাহারা দূরে ও নিকটে সমান ফয়েজ পাইতে পারে, যদি মহব্বত ও নিয়ত ঠিক থাকে।

মহব্বত এক ছিকা উপর হইতে আসিয়াছে, উপরে বেহেশত নীচে জাহান্নাম। যে বস্তু ছিকার মধ্যে থাকে তাহার পরিবার ভয় নাই। যে ছিকা হইতে বাহির হয়, সে নিচে পরিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়।

কুরআন পাকে ছুরা হজ্জ এর দ্বিতীয় রুকুতে ছেজদার মোকামের উপরে (১৫ আয়াতে) বলা হয়েছে, তুমি টান এক দড়ি আসমান হইতে তারপর আবার কাটিয়া দাও।

আল্লাহর মহব্বতের দড়ি আসমান হইতে আসিয়াছে বান্দার মনে; বান্দা একবার ঐ দড়ি ধরে, পড়ে মন হইতে উহা ত্যাগ করে।

যে উপরে দড়ি ধরিয়া থাকে, সে অবশ্যই একদিন উপরে উঠীবে। যদি দড়ি ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উঠিবার আশা কখনো থাকে না।

উপরে বেহেশত, নীচে জাহান্নাম। আল্লাহর মহব্বতের দড়ি ধরিয়া থাকিলে এবং দেলে রছুলে পাক (ﷺ) এর মহব্বত রাখিলে আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিয়া তোমাদেরকে মহব্বত করিবেন এবং তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে। মহব্বতের দড়ি ছাড়িয়া দিলে কুফরীর মধ্যে পড়িয়া জাহান্নামের কুয়ায় পড়িবে।

তরিকার ফয়দা পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় নেয়ামতঃ

তোমরা বুদ্ধিমান। এখন বুঝিয়া শুনিয়া চল। কুরআন ও হাদিস শরীফ হইতে যাহা লেখা হইল; তাহা বুঝিতে না পারিলে পীরের নিকট নিরালায় বসিয়া বুঝিয়া লও, তরিকায় যে জাকেরের মধ্যে চারিটি নেয়ামত আছে; সেই জাকের তরিকার ষোলআনা ফায়দা পাইতেছে।

সেই চারি নেয়ামতের হেফাজতের জন্য পীরসাহেব কেবলা হামেশা তাকীদ করিয়াছেন। সেই চারি নেয়ামত হইলঃ প্রথম সাহস; দ্বিতীয় আদব, তৃতীয় বুদ্ধি এবং চতুর্থ মহব্বত। এই চারি নেয়ামত আল্লাহ্ ও রসুলের (ﷺ) রেজামন্দির জন্য আবশ্যক।

খোদার রাস্তায় কৃপণ নেক কাজ করিতে পারে না। কম সাহসী লোক কাজের শেষ ফল পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। বেয়াদব, বুদ্ধিহীন এবং কম মহব্বতের লোক কখনো সুখী হইবার আশা করিতে পারেনা। যে আল্লাহকে হামেশা মনে

রাখে এবং হামেশা আল্লাহর হুজুরির ধ্যান করে সেই লোক সত্যিকারের জাকের। এইরূপ হওয়া বড় মরদের কাজ। কামেল মরদ না হইলে সে জাকেরীনের মজলিসে নাই।

কুরআন শরীফের সূরা আলে এমরানের চতুর্থ রুকুতে আছে, হে রসূল (ﷺ), আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বতে রাখ তবে আমাকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন ও তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন।

সূরা আন-নূর এর ৩৭ নং আয়াতে আছে, ঐ সকল লোক উহাদিগকে ভুলাইতে পারে না ব্যবসায় বা ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামাজ পড়া ও যাকাত দেওয়া হইতে, অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেও উহারা আল্লাহকে ভোলেনা।

সেরহিন্দ শরীফে হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ) এর দরবারে, আজমীর শরীফে হযরত চিশতি (রঃ), বোগদাদ শরীফে হযরত গাওছ পাক (রঃ) দরবারে, মদীনা শরীফে হযরত রসূল (ﷺ) এর দরবারে এবং আল্লাহ পাক এর খাস ঘর বয়তুল্লাহ্ শরীফে ছারে জাহান হইতে খরচ আসে।

গায়েব হইতে খানা আসার অর্থ আসমান হইতে আসা নয়। আল্লাহর হুকুম আমীর গরীব, নবাব বাদশাহ্ সকলের প্রতি সমান। তবে তৌফিকের পরিমাণ অনুযায়ী দানের হুকুম। যে যে রকম নিয়তে দান করে সে সেইরুপ ফল ও আনন্দ পায়। আল্লাহ্ পাক বলেন, মানুষকে জান মাল দিয়াছি আখেরাতের নেকি হাছিলের জন্য, কিন্তু ফ্যাসাদ ও দুনিয়ায় আরাম করিবার জন্য নহে।

সূরা তওবার ১৪ রুকুর ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল বেহেস্তের বদলে খরিদ করেন। এইরূপে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার ইমানদারদের ঈমান পরীক্ষা করিয়া লন।

সূরা আন-কাবুতের প্রথমে আছে, মানুষ কি মনে করে আমরা বিশ্বাস করি, ঈমান আনিয়াছি, বলিলেই তাহারা বাঁচিয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা

করা হইবে না? বস্তুত আল্লাহ্ মোমেন্দের ঈমান যাচাই করিয়া নিবেন। মোমেনগণ সাবধানে থাক।

তোমাদের চাচাপীর হযরত মাওলানা গোলাম ছোলেমানী (রঃ) এর ওরছ তাহার সাগরেদগণ করিতেছে, মাজার বান্দিয়া দিয়াছে। তোমাদের দাদাপীর সাহেবের ওরছ, তাঁহার আল আওলাদের লেখাপড়া ও বাসা খরচ প্রভৃতির বন্দোবস্তু সাগ্রেদগণ করিয়াছে।

এখলাছঃ

তোমরা এখলাছের সহিত ওরছ করিতে থাক। এখলাছ অর্থ বুঝিয়া লও। যে কোন কার্যকালে উহাতে খাছ আল্লাহর রেজামন্দির খেয়াল অর্থাৎ নিয়তকে এখলাছ বলে যাহাতে মনে ও মগজে শেরকী বা রেয়াকারী না আসে। এখলাছ ব্যতীত ফানা হাছিল হয় না।

জাকেরদের ভাগ্য এইরূপ ফানা লাভ হয়। জেকের আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহবুব (প্রিয়)। বোখারী শরীফে আছে, জাকেরেরা আল্লাহর ধ্যানে এমনভাবে ডুবে ও এমন আনা ফানা হয় যাহার বিষয় আল্লাহ্ নিজে বলেন, আমার বান্দা আমার কোরবতে আমার এমন মাহবুব হয় যে, আমি হই তাহার কান যাহা দ্বারা সে শুনে,

তাহার চোখ যাহা দিয়া সে দেখে, তাহার হাত যাহা দিয়া সে ধরে, তাহার পা যাহা দিয়া সে চলে।

অন্য হাদিসে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ বলেন যে আমি হই তাহার দেল যাহা দিয়া সে কথা বলে। ইহা হাদিসে কুদছি। হাদিছে আছে, আল্লাহর হুজুরে দেল না বাঁধিয়া নামাজ পড়িলে নামাজই হয় না। এরূপ অবস্থায় নমাজ বরং শেরেকীতে পরিণত হয় এবং ঐরুপ নমাজি নূর হইতে মহজম হয়।

কুরআন শরীফের সূরা নিসার ১৮ রুকুর ১১৬ আয়াতে আছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য অপরাধের জন্যে

যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করলে সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়।”

জাকের যখন কামেল ফানা লাভ করিবেন তখন মালুম হইবে যে, আল্লাহই সমস্ত কাজ আঞ্জাম করিতেছেন; তখন করণীয় কাজে কোন বাঁধা আসিবে না। সমস্ত কাজের ফায়েজ হইতে থাকিবে এবং প্রতি কাজে আল্লাহর তরফ হইতে এ রকম হুজুরি আসিবে যাহাতে যে নেক কাজ যে ভাবে করা আবশ্যক দেলে তাহার ছাপ পড়িবে। তখন নফসে শয়তানের ওয়াছ ওয়াছা থাকিবে না। তখন এমন ভাবে আল্লাহর রহমত নাজেল হইতে থাকিবে যে, বৃষ্টির ধারার ন্যায় ফায়েজ লাভ হইবে।

যাহারা তালিম দিতেছ, তাহারা আপন আপন এলাকার জাকেরানকে পীরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকের হক আদায়ের প্রতি সজাগ করিবে। নিজের দান অপেক্ষা ইহাই তাহাদের অধিক কর্তব্য।

কষ্ট ও অধিক বোঝার কারণ যেন কোন লোকের জেকরে গাফলত না আসে সে দিকে খেয়াল রাখা সকলেরই কর্তব্য, যেন আখেরাত নষ্ট না হয়।

তোমরা বিভিন্ন গ্রামে দাওয়াত পৌঁছাইতে যাও। সেখানে জেকেরের মজলিস কর। তাহা হইলে তোমাদের ও জাকেরদের ফায়দা বাড়িতে থাকিবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ছওয়াব পাইতে থাকিবে। কেতাবে আছে, জাকেরগণ আপন হায়াতে যে সব জায়গায় জেকেরের সহিত থাকে কিম্বা বেড়ায়, তাহার মোয়তের পরে সেই সমস্ত জায়গায় কেয়ামত পর্যন্ত রহমত নাজেল হইতে থাকিবে। হালাল রুজি হইতে দান করিলে ফায়দা ও সওয়াব লাভ হয়।

পীর মুরিদের সম্পর্কঃ

মানুষের দুই জীবন। বাপমার অছিলায় শরীরের জন্ম দুনিয়া দেখিবার জন্য; আর পীরের অছিলায় দেল ও লতীফা সমূহের জীবিতাবস্থা রসূল (ﷺ) কে চিনিবার জন্য এবং বেহেশত ও আল্লাহ্‌কে পাইবার জন্য।

পীরের মেসাল যেমন আব্রা নায়ছা অর্থাৎ মেঘের পানির ফোঁটা, যে ফোঁটা ঝিনুকের মধ্যে পড়িলে মতি জন্মে। মুরিদের মেসাল যেমন ছদাফ অর্থাৎ ঝিনুক। মুরিদের দেল ও লতিফাসকল আল্লাহর পিয়ারা ও রহমতের পাত্র- পীরে কামেলের দিকে রাখিলে উহাতে আল্লাহর তরফ হইতে নূর আসে।

যে মুরিদ আদব ও মহব্বতের সাথে ঠিকভাবে লাগাইয়া রাখিতে পারে তাহার দেল ও লতিফায় আব্রে নায়ছার ন্যায় ফায়েজ আসিয়া ভর্তি হইয়া থাকে। এরূপ মুরিদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট মতির চেয়েও হাজার গুণ পিয়ারা।

কুরআন শরীফের সূরা তহরিমে আছে, *"হে ঈমান্দারগণ তোমরা নিজদিগকে এবং পরিজনবর্গকে ঐ দোযখ থেকে বাঁচাও, যাহার খড়ি হইবে মানুষ ও পাথর এবং তথায় কঠোর ও নির্মম জবরদস্ত ফেরেশতাগণ মোকাররর আছে।"*

২.৩.৪ অমূল্য বাণী মুবারকঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর একটি চিরস্মরণীয় বাণী হলো-

"ও মিঞারা! তরিকতে যদি ফায়দা চাও তবে মহব্বত রাখ রসুলের সঙ্গে ও আলে রসুলের সঙ্গে তবে তো আল্লাহ পাইবে। মহব্বত রাখ পীরের সঙ্গে ও আলে পীরের সঙ্গে তবে তো তোমার তরিকা কায়েম থাকিবে। আর তরিকা হচ্ছে মহব্বতের জিনিস।"

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, মুখে যিনি যাই বলুন না কেন, পীর-মুরিদীর জগতে প্রকৃতপক্ষে পীর কে রসুল (ﷺ) এর স্থলে এবং পীরের পরিবার বর্গকে রসুল (ﷺ) এর পরিবারের স্থলে বিবেচনা করা হয়। এই আলে পরিবার বলতে পীরের পরিবার বর্গকে বুঝানো হয়েছে।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর এই বাণী তথা আলে পরিবারের সঙ্গে মহব্বত রাখার কঠোর অনুসরণ সড়াইল দরবার শরীফে আজও বিদ্যমান। সড়াইল দরবার শরীফ থেকে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী

মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বংশের অধ্বঃস্তন পরিবার বর্গকে এখনো নিয়মিত নজরানা প্রদান করা হয়ে থাকে।

তাই সুফিবাদী তাসাউফ পন্থীরা তাদের ভাব গান বা গজল আকারে এভাবে প্রকাশ করে থাকেন-

"এখন রসুল জিন্দা নাই বলো কোরআন কোথায় পাই,
আপন আপন পীরের কাছে বিলায়ে দাও দেহখানি
ধ্যানেতে দিদার করে আরেফগণ পাইয়াছে মানিক"

এই দেহ বিলানোর অর্থ নফছের মোকাম গুলির শুদ্ধতার জন্য সেগুলোকে আপন পীরের নফছের মোকাম গুলির সাথে মিশানোকে বুঝায়।

পথভ্রষ্ট বাতিল ফেরকার তরিকত পন্থীরা অবশ্য এই দেহ বিলানোর অপব্যাখ্যা করে থাকেন, সেটা ভিন্ন কথা। নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরিকায় এধরণের অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই।

নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরিকায় সুফিবাদের যে কোন পরিভাষার ব্যখ্যার ক্ষেত্রে কোরআন এবং সূন্নাহের অনুস্মরণ করা হয়ে থাকে।

এই তরিকা শরিয়তের খেলাফের ঘোরবিরোধী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়, হকপন্থী চিশতিয়া এবং কাদেরীয়া তরিকাতেও কোরআন-সূন্নাহর কঠোর অনুশাসন মেনে চলা হয়।

আর একটি কথা না বললে প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আর তা হলো- অশেক মুরিদগণ পীরের দরবার শরীফ কে মদিনা শরীফের সমমানের মনে করে থাকেন। অনেক ভক্ত মুরিদ পীরের বাড়ির চৌহদ্দী বা সীমানার মধ্যে বাহ্যপদার্থ ত্যাগ করেননা। আমি অনেক ভক্ত আশেক দেখেছি যারা তদের পীরকে দাওয়াত করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান, কিন্তু নিজেরা পীরের দরবারে যাননা। তারা স্পষ্ট করে বলেন যে, সেখানে গিয়ে পায়খানা-প্রসাব করব কোথায়?

বলতে হয় ইহা সম্পূর্ণ আদব আর মহব্বতের বিষয়। ভক্ত-আশেক ভেদে ইহা স্বতন্ত্র।

২.৩.৫ ছেফতের বিবরণঃ

পীর হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ এর স্বনামধন্য খলিফা জয়পুরহাট জেলার আক্কেল পুর উপজেলার মিঠাপুরের বাসিন্দা হযরত মীর মকবুল আলী চৌধুরী রহঃ (সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের সময় জানা যায় তিনি মীর সাহেব নামে পরিচিত এবং তাঁর অনেক কারামত ছিল) ১৩৩১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মকবুলচ্ছালেকিন' নামক গ্রন্থের ৩৭-৪৫ পৃষ্ঠায়
'হযরত মৌলানা কামেল মোকাম্মেল সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মহবুব ছোবহানী পীর ও মোরশেদ কেবলার কামালত ও কেরামত ও ছেফতের বিবরণ'
নিম্ন বর্ণিত ছন্দাকারে তুলে ধরেছেন। আদি ও আসল তথ্য সমৃদ্ধ লেখাটি খুবই মূল্যবান। তাই এখানে ছন্দরুপটি হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

"অধীনের পীরের নাম শুন সবে ভাই, খোলসা তাঁহার আমি সবাকে শুনাই।
মোরশেদ কামেল মেরা বোলন্দ একবাল, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মৌলানা কামেল।
কলিকাতা হাল সাকিন করি যে প্রকাশ, একত্রিশ নম্বর এলিয়াট লেনে বাস।
একত্রিশ নম্বর জান বাসার ঠিকানা, মেহেদি বাগান বলি বলে সর্ব জনা।
হাজার তা'রিফ করি শানেতে তাহার, ১৩০০ সালে তেনার এ দেশে ছফর।
ছাব্বিশ বছর তিনি ওয়াজ নছিহতে, বহুত লোকেরে শিক্ষা দিল তাছাউফেতে।
লতিফা কলব হইতে ২৪ দায়েরা, করিল খেদমত যারা পাইল তাঁহারা।
রাত্র দিন চিন্তা করি মনে আপনার, এ মতো দয়ার পীর কে হইবে আর।
হাজার তা'রিফ করি শানেতে তাঁর, বাড়ি বাড়ি ফেরে পীর দেল ধুইবার।
রংপুর জেলা হইতে শুরু যে করিয়া, দিনাজপুর বগুড়া আর পাবনা তক লইয়া।

রাজশাহী জেলা আর মহকুমা নাটোর, যশোহ্র ফরিদপুর কলিকাতা শহর।
এইতক লইয়া তিনার সরহদ্দ হইল, হাজারে হাজারে লোক শিক্ষা যে করিল।
কত যে মুরিদ তাঁর লেখা জোখা নাই, তাহার ঠিকানা করা শক্তি নাহি ভাই।
কেহত ধুইয়া দেল সাফাই করিল, কেহ আশেকেতে পড়ি পাগল হইল।
কেহত হইল অলি আল্লাহর আশেক, কেহ মতি ভরাইলো দিলেতে বেশক।
শিখিয়া লইল যারা হইয়া আশেক, মহব্বতের শিকলেতে বান্ধে তা সবাক।
পিছে পিছে ফিরে তাঁরা কান্দে ও ডরায়, শত শত লোক তাঁর পিছে পিছে যায়।
বেহুঁশের দারু যেন খাইল তাহারা, পীরের পিছেতে চলে আশেকেতে ভরা।
যাহারা চিনিল পীর আশেক হইল, পতঙ্গের মত আসি ফান্দিয়া পড়িল।
খাওয়ার ফোরসত কেহ নাহি পায় ভাই, পীরের সোহবত ছাড়া অন্য কাজ নাই।
ফায়দা উঠিল জান সেই আশেকেরা, কি কব তাহার হাল খেদমতেতে পুরা।
এহি মত ফিরে পীর সফরের মোকাম, তাহাতেই পুরা হইল আশেকের কাম।
বাড়ি বাড়ি ফিরিবারে ফোরসত নাহি পায়, ওরছ করিল শুরু জায়গায় জায়গায়।
খাওয়ার ছামান তাঁর হাজারে হাজার, কোথা হইতে আসে তাহা কে করে শোমার।
মুরিদ ও বেমুরিদ ফকির সবায়, সকলে আসিয়া জমা হয় সেই জাগায়।
খাইয়া শুমার তাঁরা করিতে না পারে, দেখিয়াছি আমি ভাই আপন নজরে।

দুইবার গিয়াছিলাম ওরছ কামিদায়, প্রথম বারের কথা কহি যে সবায়।
তিন দিন যাবত সে ওরছ যে হইল, হাজার লোকের কম তথায় না ছিল।
কোরআন খতম পড়া জেকের আজকার, মৌলুদ শরীফ আর তারিফ আল্লাহর।
নফি এছবাত তাঁর নাহিক শুমার, হাজারে হাজার নফি এই কারবার।
তাহাতে হইল এক আজব কারখানা, আসিয়া বলেন এক মৌলভী বেনা।
কোথা হইতে আসিয়াছিল মৌলভী একজন, বদনাম করেন কত তাছাওফ কারণ।

হাদিছ কোরানে তাহা পাওয়া নাহি যায়, কান্দা কাঁটা করে আর অজুদ যে হয়।
বদনামি শুনিল যদি পীর গুণধাম, ডাকিয়া আনাইল তারে সেইত মোকাম।
আইল মৌলভী যদি ফের মহফেলে, পীরের জমা হইল যত লোক সেইখানে।
জাকেরানের সঙ্গে যত হাজিগণ ছিল, ডাকাইয়া তাহাদের হাজির করিল।
জিজ্ঞাসা করেন পীর হাজিগণ তরে, তোমরাও গিয়েছিলে হজ করিবারে।
জেদ্দা হতে যবে যাও মক্কার শহর, কি কারণে কান্দ সবে বলত সত্ত্বর।
আর যবে মদীনাতে যাওয়ার সময়, মদিনার মসজিদ যবে দেখা যায়।
সে সময় কান্দ কেন কহ বিবরণ, হাজিগণ কহিলেন তাহার কারণ।
মহব্বতের জোশ আর গুনাহর ডরেতে, কোথা হইতে আসে কান্দা, পড়ে বেহুঁশেতে।

মৌলভী কতেক ভাই সে মাহফিলে ছিল, তাহাদের ডাকিয়া যে নিকটে আনিল।
আয়াত কোরআন পড়ি কহিতে লাগিল, এই আয়াতের মানি তোমরা যে বল।
কান্দিবার হুকুম আছে কোরআন ভিতর, আয়াতের ঠিক মানে বলোনা সত্তর।
সেই যে মৌলভী সাহেব তাহাকে পুঁছিল, এই আয়াতের মানে তুমি কি বল।
রসুলের (ﷺ)হাদিস ভাই শুনাইল কত, মানে মর্ম বল সবে তাঁর ঠিক মত।
সেইত বেচারা মৌলভী মাহরুম হইল, পীর কেবলা তাঁর তরে বলিতে লাগিল।
হাদিস কোরআনে যাহা হুকুম আছে, তাহাতে মনকের কেহ কহনা আমায়।
ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইয়াছে, প্রকাশিয়া বল মিয়া এইত মজলিশে।
সে বলে হইয়াছে ক্ষতি অবশ্যই আমারে, পীর কেবলা বলে দোয়া দিব তোমা তরে।
নিকটেতে আসো মিয়া দোয়া করি আমি, তরিকার বাবে যাহা করেছ বদনামী।
এ কথা শুনিয়া সেহি নিকটে পহুঁছিল, মাথায় দিয়া হাত দোয়া তারে দিল।
তাহা দেখি মুরিদানে পড়ে গেল শোর, কান্দিতে লাগিল সবে আশেকের জোর।
ষোল কুড়ি বৎসর তক মেহানত করিনু, মাথায় দিয়া হাত দোয়া না পাইনু।

কি করিতে কি হইল আজব কারখানা, দোয়ার বরকত মোরা কখনও দিব না।
এ বলিয়া হাত তোলে আল্লাহর নিকটে, পীরকে ধরিতে যাই পড়িলাম সংকটে।
দিব না দিবনা দোয়া লিব মোরা ছিনে, ওয়াজ্‌দ হইল কত পড়িল জামিনে।
সেইত মৌল্‌ভী কোথা পলাইয়া গেল, পীরকে লইয়া এখন মশকিল হইল।
হাতে হাত জুড়ি মোরা সকলে মিলিয়া, যাহারা হুঁশেতে আছে একতা হইয়া।
পীরকে ঘিরিয়া থাকি হাতে হাত জুড়ি, পীরের উপরে কেহ নাহি যায় পড়ি।
ধরিতে আসেন সবে পীরের কদম, দোয়া দেও পীর কেবলা আমরা অধম।
পীর কেবলাকে লইয়া গেলাম ঘরের অন্দর, জাকেরান পড়িয়া কান্দে চান্দার ভিতর।
একজন জাকেরান বড় জোরওয়ার, জজবাতে পড়িয়া সেহি করে সোরসার।
লইয়াছি দোয়া আর বরকত তাহার, খোদার মরজিতে আছে ছিনাতে আমার।
ছিনা ছিনা মিলা লহো ভাই জাকেরান, মিলে জুটে বাটিয়া লহ সবে মেহেরবান।
তাহা শুনি সকলেতে মিলিতে লাগিল, আমার মনের খাহেশ তাহাই হইল।
আমিও মিলিয়া চুমি ছিনা যে তাহার, পীর ভাই জনাব আইল ছিনা মিলাবার।
এহিত আযব কারণ দেখিছি নজরে, এত লোক পড়ি গেল জজবার মাঝারে।
তাহার ঠিকানা করা মুস্কিল আমার, গণনা করা তার নাহিকো শুমার।
পড়ের রোজে গিয়াছিলাম পীরের খেদমতে, বিদায় হইয়া যাব নিজের বাড়িতে।
হুকুম করিল মোরে পীর গুণের চূড়া, পরকালের জোয়ান তুমি দুনিয়ার বুড়া।
এ বলিয়া পীর কেবলা দোয়া দিল মোরে, সন্তোষ হইয়া আসি বাড়ি যাইবারে।
কমজোড় শরীয় মোর ভাঙ্গা বাম পদ, কত কষ্টে পহুঁছিয়াছি নাহি তার হদ।
একদিনে বার ক্রোশ সকালে লইয়া, নিরাপদে পহুঁছি আমি বাটিতে আসিয়া।
খোদার মরজিতে আর দোয়ার বরকতে, হাটিয়া আইলাম আমি হইয়া রোখছত।

দিনাজপুর জেলার অধীন একবার, ছফরে সঙ্গেতে ছিলাম আমি গুনাহগার।
আমার সঙ্গেতে এক লোক ছিল ভারী, বদনা ও গাঠুরি সব লিত কান্ধে করি।

সেই জন বলে আমার নিকটে গোপনে, আপনার সাথ হইতে যাব নিকেতে।
এতোদিন হইল আছি এখানে বসিয়া, হাল গরু ক্ষেত কৃষি গেল নষ্ট হইয়া।
এক মুরিদের বাড়ি খানা যে খাইয়া, দোছরা জায়গায় যাইতে বিদায় হইয়া।
গাড়িতে ছয়ার হইল মাল মাত্তা নিয়া, ভাবিতে লাগিলাম আমি গাঠুরি লইয়া।
শেষেতে সাহস করি আপন মনেতে, ভার করি লইয়া যাব শরম কি তাতে।
দুনিয়ার ইজ্জত লইয়া কি করিব নাম, পরকালে যদি পাইব তাহার যে দাম।
ইতিমধ্যে খোদার কি মর্জি হইল, পীর কেবলা ডাকি আমায় কহিতে লাগিল।
আমার ছোয়ারির গাড়ির পিছনেতে, বদনা ও গাঠুরি তোমার বান্ধি দেও তাতে।
তখনই বান্ধিনু আমি হুকুমে তেনার, কেমনে জানিতে পাইলেন ভেদ পুসিদার।
সকলে কহেন কেন এ হুকুম ভাই, কি কারণে বান্ধ তাহা শুনিবারে চাই।
কেহ নাহি জানে সে গোপন কারখানা, দেখি কি হুকুম করে পড়ে যাবে জানা।
কহিতে লাগিল পীর রাহার উপর, দেখিতেছি কত জনা ঈমানের চোর।
বাটীর আবাদ ক্ষেত মনে যে করিয়া, পীরের নিকট হইতে যায় যে পলাইয়া।
সকলে কহেন কথা চুপেতে হইল, পীর কেবলা কেমনে বুঝিতে পারিল।
নছিহত করেন কত সকলের তরে, বেহুকুমে পীরের, যাবে আপনার ঘরে।
পীরের হুকুম ছাড়া নাহি কোন কাজ, যদি কর পরে যাবে লোকসানির মাঝ।
যাহা কিছু ফায়দা পাইলে সঙ্গেতে থাকিয়া, এই ভুলে যাবে সব লোকসাানি হইয়া।
এক দফা যাইতেছিলাম কোন খানে, হুকুম করিল পীর ডাকি সর্ব জনে।
মিঠাপুরের মির কোথা ডাকো তাঁর তরে, গাড়িতে ছয়ার করে দেহ যে তাহারে।
এত রাস্তা হাটীতে নাপারিবে কদাচন, বুড়া মানুষ কষ্ট তাঁর হইল স্মরণ।
আমি বলি না চড়িব যাইব হাটিয়া, সকলেতে ধরি দিল গাড়িতে তুলিয়া।
এইতো দয়ার পীর দয়া করে মোরে, গাড়িতে উঠাইয়া দিল মহব্বত করে।
হায়রে দয়ার পীর কেমনে ভুলিব, জেন্দেগী থাকিতে নাহি ভুলিতে পারিব।
একদফা রেলের গাড়ি ছোয়ার করিয়া, মাল ও ছামানা সহ বিদায় হইয়া।

মুরিদানে দিল তখন বিদায় করিয়া, আপনিত যাইতেছেন বাড়িতে চলিয়া।
পীর কেবলার কান্দা দেখি মুরিদের তরে, মুরিদেরা কান্দে সবে আশেকের জোরে।
আপনি বিদায় হইল দোয়া দিতে দিতে, মুরিদান বিদায় হইল বাড়িতে যাইতে।
এহি মত কতবার পীরের সঙ্গেতে, খেদমতে হাজির ছিলাম কত ছফরেতে।
আর কথা কত আছে তেনার আসল, লিখিলে পুস্তক বাড়ে ছাড়িনু সকল।

দুশমন হইল যারা শুন তাঁর হাল, না গেল পীরের কাছে জানি জুয়াজাল।
কেহ বলে যাদুগীর মালুম যে হয়, এমন আশ্চর্য যাদু না দেখি কোথাও।
এমত ভাবিয়া কেহ নিকটে না যায়, চমৎকার হইয়া লোক ভাগিয়া পলায়।
বসিবার জায়গা কেহ দিতে নাহি চায়, যাদুর ভয়েতে তারা পলাইয়া যায়।
শয়তানী দাগায় পড়ি দুশমন যত, বঞ্চিত হইল তারা এই নিয়ামত।

খন্দকার খলিফা যত এই দেশে ছিল, মুরিদান পেশা তাদের কম হইয়া গেল।
সেইসব মুরিদান পীরকে ছাড়িয়া, তাছাউফ এলেম শিখে মনে খুশি হইয়া।
সাবেক পীরের যে ধোকাবাজি কাজ, তাহা ছাড়ি আইলো সবে তরিকার মাঝ।
তাছাউফ এলেম শিখে নিল যে তাহারা, কোরআন হাদিস মতো পাইয়া ইশারা।
যে বাড়িতে যাইত পীর জিয়াফত পাইয়া, মুরিদানে কত শত সঙ্গেতে করিয়া।
প্রতি ওয়াক্তে নামাজেতে জজবা কত হয়, দশ কুড়ি পঁচিশ যে এর কম নয়।
যেখানে ওরছ করে পীর গুণধাম, মুরিদান মাঝে যায় খবর তামাম।
খাওয়ার সামান কত জুটে সেহি ঠাঁই, তাহার হিসাব আর লেখা যোখা নাই।
খরচ হইয়া যত বাঁচিয়া যে রয়, তাহার ওয়ারেছ জানো পীর কেবলা হয়।
কত হাজার লোক জমা ওরছেতে হয়, মৌলুদ কোরআন পাঠ জেকের তথায়।
কতলোক সেখানেতে মজুদ যে হয়, তাহার ঠিকানা করা মশকেল আমার।
কান্দাকাটি শোরগোল সেখানেতে কত, হাশর ময়দান যেন শুরু হওয়া মত।

পীরের তারিফ আমি কি লিখিব আর, লিখিবার শক্তি নাই তারিফ তাঁহার।
যাহারা আশেক হইল খেদমতেতে পুরা, মতির দোকান পাইল সেই আশেকেরা।
আমি খাকছার ভাই অসার জীবন, খেদমত বিহনে সব গেল অকারণ।

কলিকাতা গিয়াছিলাম ওরছে যখন, একত্রিশ নম্বর জাগা বড় অনটন।
তিন চারি বাসা ভাড়া করিয়া লইল, মসজিদে মসজিদে কত বাসা বানাইল।
এই মতো কষ্টে সেথা ওরছ হইল, জায়গার লাগিয়া পীর বড় ব্যস্ত ছিল।
ডেগচা খরিদ জন্য হুকুমের মতে, ডেগচা খরিদ চান্দা দেহ সকলেতে।
জমিতে লাগিল চান্দা সেই মহফেলেতে, শত টাকা জমা হইল সেই কারণেতে।

দাদাপীরের মাজারেতে জিয়ারতে গিয়া, হুকুম করিল পীর সবার লাগিয়া।
নামাজ আছর পড়ি সেই মসজিদেতে, দুই পাই হারে চান্দা দেহ সকলেতে।
খাদেম আছেন যারা এখানে মকরর, সকলে হাজির কর তাহার গোচর।
হুকুম করিবামাত্র আর দেরী নাই, চৌদ্দ পনের টাকা জমা হইল ভাই।
খাদেম পাইয়া খুশী হাজারে হাজার, তথা হইতে ফিরে চলি বাসায় আবার।

ভাবিয়া মনেতে পীর ওরছ কারণ, কিনিলেন জমি এক খুঁজিয়া তখন।
ছয় বিঘা সাত কাঠা একটি বাগান, পনের হাজার মূল্য শোন ভাইজান।
নয় নম্বর জাগা সেহি বড়ই বাহার, রাম মোহন বেরা লেন গোবরা নাম জার।
খবর পাঠাইল যদি মুরিদান কাছে, ওরছ করার জমি খরিদ হইয়াছে।
বায়না নামা করা হইল কিছু টাকা দিয়া, মুরিদান বাঁকি টাকা দেহ যে মিলিয়া।
মনজুর করিল সবে পীরের হুকুম, আড়ে দীর্ঘে ষোলক্রোশ পড়ে গেল ধুম।
জমিতে লাগিল টাকা হাজারে হাজার, পনের হাজার টাকা শোধ হইল তার।

আল্লাহর নামেতে ওয়াক্ফ করি সেই জমি দিল, মুরিদান মিলি তথা অরছ করিল।
অছিয়াত করে তবে মুরিদান গণে, আমার বাদেতে ওরুছ হবে এখানে।
কবর হইবে মেরা এই ঠিকানায়, মসজিদ বানাবে সবে মিলিয়া হেথা।
কবুল করার মত কাজ যেন হয়, বেহুদার কোন কথা নাহি যেন রয়।
ফাল্গুন মাসেতে সবার ফোরছত সময়, ওরছ করিবে সবে মিলিয়া হেথায়।
সকলে মনজুর করে পীরের কওলে, ওরছ করিব মোরা মিলিয়া সকলে।

মনেতে ভাবিয়া ছিলাম খেদমতে পীরের, কিছুদিন থাকিব যে খেদমতে হাজের।
মন সাধ পুরাইব আল্লাহ্ যদি করে, এইত বাসনা ছিল মনের মাঝারে।
মনসাধ মনে রৈল পুরা না হইল, আখেরী ছফর পীর কবুল করিল।
তের শত ছাব্বিশ সালে কার্তিক মাসেতে, পঁচিশা তারিখ জান মঙ্গলবারেতে।
দিবাগতে রজনীর আট ঘটিকায়, জাহান হইতে তিনি হইলেন বিদায়।
তিনপুত্র চারি কন্যা দুনিয়ায় রাখিয়া, মুরিদানের মহব্বতের শিকল কাটিয়া।
জাবেদানি মোল কেলে গেলেন চলিয়া, সকলের দয়ামায়া সকলই ছাড়িয়া।
এতদরথে মুরিদানে পড়ে গেল সোর, দৌড়াইয়া চলিল কত কলিকাতা শহর।
কান্দিয়া কান্দিয়া কত পাগলের আকার, বাড়ি ঘর ছাড়ি চলে কত জনে আর।
পীরাম্মাজান তিনি পীরের আগেতে, বিদায় হইয়া গিছে এ জামানা হইতে।
পীর গুণধাম যদি ওফাত করিল, খরিদা জমিতে তাঁর মাজার হইল।
তেনার কওল মতে হইল মাজার, ফাল্গুন মাসেতে সেথা ওরছ প্রচার।
কতজনা রূহানী ফয়েজ পাইতেছে, যেমন জেন্দার হালে বখশেশ করেছে।
কামেল ও মোকাম্মেল দেল ছাফ যার, আল্লাহর রহম হউক মাজারে তাহার।
মাজারের নিকটেতে মছজেদ বানায়, ওরছ হইতেছে সেথা ফাল্গুন মাহায়।
এমত দয়ার পীর গেল যে ছাড়িয়া, হায় হায় করে সবে মুরিদ মিলিয়া।
হায় হায় কি হইল কোথা গেল পীর, এই ছিল এই নাই ভাবিয়া অস্থির।

দয়াবান পীর যদি গেলেন ছাড়িয়া, কেমনেতে আশেকেরা যাইবে ভুলিয়া।
অধীন আরজ করে জনাবে সবার, পীরের কারণে দেল বড় বেকারার।
আসুখের গলি বিছে আমি যে পড়িয়া, উঠিতে নারিয়া আছি বেকারার হইয়া।

কেবল জিঞ্জিরায় গাথা পুঞ্জি পাট্টা নাই, বুড়ির নকল এক শুন সবে ভাই।
হজরত ইউসুফ যবে মেছেরে আইল, মালেক তাহার তরে বেচিতে আইল।
মিশরের শহরেতে বুড়ি এক ছিল, ইউসুফ খরিদে বুড়ি কমর বান্ধিল।
জাতিতে ছিলেন জোলা অর্থ সর্ত নাই, লইয়া সুতার বোঝা চলিল তথায়।
সকলে বলেন তুমি যাও কি লইয়া, সুতা দিয়া কেমনেতে লিবে কিনিয়া।
বেবাহা কিসমত লইয়া যায় কত মন, তুমি কেন যাও বুড়ি নাহি অর্থ ধন।
বুড়ি বলে শুন বাবা করি নিবেদন, সকলে কি কিনিতে পারিবে সেহি ধন।
যাহার নছিব হবে সেই জনা পাবে, নাম মেরা খরিদ্দারের জিঞ্জিরাতে রবে।
হাসর কিনাবা তক রবে নাম মেরা, এইত আশায় যাই শুন হে মাজেরা।
সেইমত হাল মেরা শুন হে মমিন, তাছাওয়াফের জিঞ্জিরাতে থাকি রাত্রদিন।
খাতেমা বেল খায়ের হয় আল্লাহর নামেতে, এইত আশায় থাকি এই জিঞ্জিরাতে।

কি কব পীরের কথা দয়া যে তাঁহার, দয়া করে দিলো মোরে পাগড়ী মাথার।
খেলাফত পাগড়ি যদি দিল আমা তরে, শিক্ষার হুকুম দিল আমায় খাতিরে।
সেই হইতে শিক্ষা কাজে কোমর বান্ধিনু, পীর কেবলার অসিলায় শিক্ষা কত দিনু।
পীর কেবলার বাড়ি ছিল জেলা ফরিদপুর, মৌজা গের্দা নাম শোন হে খবর।
প্রথম বোগদাদে বাস ছিল তেনাদের, হিন্দুস্থানে আসিলেন করিতে ছায়ের।
বোগদাদে জুলুম হইল তাঁহার কারণে, হিন্দুস্থানে আসি বাস করিলেন এখানে।
সেই হইতে এদেশের বাসিন্দা হইল, তেনার যে পিতা আসি কলিকাতা রহিল।

তেনার নাম জান সৈয়দ বাশারাত আলী, মৌলভী আলেম ছিল বড় বুজুর্গ অলি।
নবাব আব্দুল গনির তিনি এজেন্ট হন, কলিকাতা বাসা এক পাইল তখন।
তেনার পিতার নাম সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, অলি কামেল দরজা তাঁর সেই আল্লাহর।
আর এক নাম ছিল মদন মিয়া যার, নামাজের সেজদায় জান ফানি হইল তার।
তিন পরস্ত তক লিখি তাঁহার যে নাম, পড়িয়া ওয়াকেফ হও যত খাছ আম।
সৈয়দ সাহেবের তিন পুত্র নাম তা সবায়, বড় পুত্রের নাম সৈয়দ আহমদুল্লাহ কয়।
দ্বিতীয় জনের নাম হাজী মহমদুল্লাহ, ছোট পুত্রের নাম সৈয়দ হামিদুল্লাহ।
মৌলভী খেতাব সবার বড় তেজময়, সুফি মেজাজ সবার সবে ভাল কয়।
তাছাওফ এলেম তাঁরা শিখি সকলেতে, ফিরিতেছেন মুরিদানের শিক্ষার কামেতে।
তাঁদের উপড়ে আল্লাহ্ হও ভালোবাসা, মুরিদানে শিক্ষা নিবে এই মনে আশা।
এই তক ক্ষান্ত দিলাম আমার পীরের বয়ান।"

২.৩.৬ কারামতনামাঃ

নবী (আঃ) গণের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হলে তাকে মু'জিজা বলে। আর অলি-আল্লাহ্ (রহঃ) গণের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হলে তাকে কারামত বলে। কারামাতুন আওলিয়ায়ে হাক্কুন- অলি আল্লাহ্ গণের কারামত সত্য। পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পুরো জীবনটি কারামতে ভরা। তাই গজল আকারে বলা হয়-

"হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী ভেদেরও দরিয়ারে; সে দরিয়ার কুল কিনারা কে করিতে পারেরে"

তার কারামত সমূহের কিছু উল্লেখ না করলে তাঁর মহান জীবনের একটা অংশ অনুল্লেখ থেকে যাবে। লিখিতভাবে সংরক্ষণের অভাবে কারামত সমূহের অনেক

বিবরন পাওয়া যাযনা। তাঁর পীর-মুরিদি জীবদ্দশার বহু করামতের মধ্যে নমুনা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

কারামত একঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবনের সবচেয়ে বড় কারামত হলো তাঁর মুরিদগণের অনেককেই তরিকতের প্রায় সব ছুলুক শেষ করাতে পারা।

তিনি মুরিদগণকে প্রথম দশ লতিফা, ছুলতানুল আজকার, দায়রা-ই এমকানের স্তর আলমে নাছুত (বস্তু জগৎ) ও আলমে আরোয়াহের (রুহের জগৎ) যাবতীয় মাকাম, ফানাফিশ শায়খ (এ দায়রা থেকে রূহানি জগতের রহস্যময় ও মহাবিস্ময়কর জ্ঞানের পথচলা শুরু হয়), দায়রায়ে জেলালের মঞ্জিল (দায়রায়ে জেলালের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সমস্ত গুপ্তরহস্য ও সিফাতের জ্ঞান অর্জন করে থাকেন) যেখানে রয়েছে- বেলায়েতে ছোগরা, বেলায়েতে কোবরা, বেলায়েতে আওলিয়া, দায়রায়ে মহব্বত, দায়রায়ে মাইয়াত, আল্লাহর কুওত (আল্লাহর শক্তি), আল্লাহর ছামাদিয়াত (ছামাদ অর্থ- আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, অবিনশ্বর, চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ), মাকামে মুসাবী, মাকামে ইব্রাহীম, মাকামে ঈসাবী, দায়রায়ে বেলায়তে মুহাম্মদী, দায়রায়ে হাকিকতে কুরআন, দায়রায়ে হাকিকতে সালাত, দায়রায়ে হাকিকতে সাওম, নিসবতে নক্সবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়ার চব্বিশ দায়রা, নিসবতে চিশতিয়া, নিসবতে মাদারিয়া, নিসবতে সোহরাওয়ার্দীয়া, নিসবতে কাবরূইয়া, নিসবতে মোসাফিয়া, নিসবতে রসুল করিম (ﷺ), আল আসহাব ও আজওয়াজে মোতাহেরাত, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আখাছুল খাছ মাকামের উরূজ, ফানা, বাকা ও নিসবতে জামেয়ার সমস্ত ছুলুক হাসিল এবং ছায়েরে ইলাল্লাহ (তওবা, মোহাছেবা, মোয়াতেবা, মোয়ামেলাত, ইস্তেকামাত), ছায়েরে মা'আল্লাহ (ময়েল, উলফৎ, উন্স, মহব্বত, ইশক), ছায়েরে ফিল্লাহ (আলমে নাছূত, আলমে মালাকুত, আলমে জবরুত, আলমে লাহুত, আলমে ছেউদ/হাহুদ) এবং আবেদিয়াতের মাকামসমূহ হাসিল করাতেন।

কারামত দুইঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এক সফরে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া গ্রামে তাঁর খলিফা ও জামাতা জনাব সুফি তোজাম্মেল আলী চৌধুরী (রঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

সেখানে খানা খাওয়া শেষে তিনি চার বছরের একটি শিশু ছেলেকে নিজ উরুতে বা কোলে বসিয়ে নিজের প্লেটের অবশিষ্ট সবটুকু দুধভাত খাইয়ে দেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর কোলে বসে দুধভাত খাওয়ার পর চার বছর বয়সের সেই শিশু ছেলেকে যে ব্যক্তিই কোলে নিল সে ব্যক্তিরই জিকিরে জজবা হাল শুরু হতে লাগলো। এ খবর যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন এক জনের পর অন্যজন কোলে নিতে শুরু করলো, বিশেষ করে নারীরা এসুযোগ আর হাত ছাড়া করেননি।

অল্প সময়ের মধ্যে এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে এখবর ছড়িয়ে পড়ে এবং একটা পর্যায়ে শিশু ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন খুঁজে পাওয়া গেল ততক্ষণে শিশু ছেলেটির দশ গ্রাম ঘোরা হয়ে গেছে এবং বহু সৌভাগ্যবান নারী-পুরুষ তাকে কোলে নিয়ে জিকিরের জজবা হাল প্রাপ্ত হয়েছেন।

সৌভাগ্যবান এই শিশু ছেলেটি ছিল সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রথম মুরিদ ও খলিফা রংপুর (বর্তমানে নিলফামারি জেলার কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত) সিঙ্গেরগাড়ির শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর ছাহেবজাদা পাগলাপীর শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ)।

শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) কে কোলে নিলেই মানুষের জজবা হত বা পাগলপ্রায় হয়ে মানুষ জিকির করত জন্য পরবর্তীতে তিনি পাগলাপীর শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) নামে খ্যাতি লাভ করেন।

কারামত তিনঃ

ঝোপগাড়ী হুজুর খ্যাত পীরে কামেল আওলাদে ওয়াইসী সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ) সড়াইল ওরছ শরীফে বর্ণনা করেন, বাংলাদেশের বগুড়া জেলার গোকূল

রাম শহর এলাকায় ১৫/১৬ বছরের একটি প্রতিবন্ধী ছেলে ছিল। ছেলেটি সব সময় শুয়ে থাকত। বসতে, হাটতে এমনকি কথা বলতে পর্যন্ত পারতনা।

উক্ত এলাকার লোকজন সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর খলিফা এবং রামশহরের পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর নিকট গিয়ে তাকে বলেন, আপনার কলিকাতার পীর যদি এই রোগীটিকে সুস্থ্য করতে পারেন তবে আমরা তাকে সত্যপীর হিসেবে জানব এবং তাঁর নিকট মুরিদ হব। পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) বিষয়টি তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে অবগত করলে তিনি বলেন,

"রোগের আরোগ্যকারী মহান আল্লাহ্ তায়ালা, তবে তিনি অছিলা ছাড়া কোন কিছু করেন না।

আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে উক্ত রোগীর আরোগ্যকারীর অছিলা হিসেবে কবুল করেন, তবে রোগী সুস্থ্য হতেও পারে।"

এক পর্যায়ে কোন একদিন পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) উক্ত রোগীর বাড়িতে উপস্থিত হন। বহু লোকের জমায়েত হয়। তিনি চৌকির উপর (খাট) উপবিষ্ট হন। ছেলেটিকে তাঁর সামনে বসা লোকজনের সাথে শুয়ে রাখতে বলেন এবং রোগীর বাবা-মা এর নিকট থেকে ছেলের নাম জেনে নেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার নাম কি? ছেলেটি জীবনে প্রথম বার কথা বলে স্পষ্ট করে তাঁর নাম বলে। তোমার বাবার নাম কি? ছেলেটি স্পষ্ট করে বাবার নাম বলে, তোমার মায়ের নাম কি? ছেলেটি স্পষ্ট করে তাঁর মায়ের নাম বলে।

এরপর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর ব্যবহৃত লাঠি (আশা মুবারক) ছেলের হাত বরাবর উচুঁ করে বলেন, *"লাঠিটি ধরো"*। ছেলেটি জীবনে প্রথম বার তাঁর হাত উঠিয়ে লাঠি ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু মেহেদীবাগী (রহঃ) লাঠিটি ধরতে না দিয়ে ছেলেটির কোমরের দিকে টেনে নেন, ছেলেটি তখন লাঠিটি ধরার জন্য শোয়া থেকে উঠে বসে পড়ে। মেহেদীবাগী (রহঃ) এবার লাঠিটি ক্রমান্বয়ে উচুঁ করতে থাকেন এবং লাঠিটি ধরতে বলেন, এভাবে লাঠিটি ধরার জন্য এক পর্যায়ে ছেলেটি সোজা দাঁড়িয়ে যায়। তখন মেহেদীবাগী (রহঃ) ছেলেটিকে বলেন, *"তোমার বাবা কোনটি?"* ছেলেটি তাঁর বাবাকে দেখিয়ে দেয়। মেহেদীবাগী (রহঃ) ছেলেটিকে তাঁর বাবার নিকট যেতে বলেন, ছেলেটি

হেঁটে হেঁটে তাঁর বাবার নিকট যায়। একইভাবে মায়ের নিকট যেতে বলেন এবং মায়ের নিকট যায়। উপস্থিত জনতা এ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নিকট বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মুরিদ হন।

কারামত চারঃ

পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় একদা নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার গগনপুর গ্রামে তাঁর খলিফা সুফি গুল মোহাম্মদ (রহঃ) এর বাড়িতে তশরিফ এনেছেন, একটি মাটির দেয়ালবিশিষ্ট ঘরে অবস্থান করছেন। স্থানীয় কিছু লোক তাঁর নিকট কারামত দেখতে চাইলে তিনি বললেন, *“আমি কি ই বা জানি, আর কী-ই বা দেখাব!”*। কিন্তু তারা সকলেই বার বার কারামত দেখতে চাইলেন। তখন তিনি সেই ঘরের মাটির দেয়ালে তাঁর পবিত্র শাহ্‌াদৎ আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন,‘ তোমরা এই মাটির দেয়ালে কান পাত’। তারা সকলেই দেয়ালের সাথে কান লাগানোর সাথে সাথে দেয়াল থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির শুনতে পেল। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন জমায়েত হতে শুরু করল। যারা কান পাতেন তারাই জিকির শুনতে পান এবং অনেকের জজবা হাল হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত এইরুপ ঘটতে থাকে। উক্ত ঘটনার পর সেই এলাকায় নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

উক্ত ঘরখানা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। একখানা কাঠের দরজা। এই দরজা ধরে হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ঘরে প্রবেশ করতেন। ১৯৯৯ সালে একবার ঘরের কাঠের দরজাটি চুরি হয়ে যায়। চুরির ঘটনায় স্থানীয় আশেকগণ কান্নাকাটি করে আল্লাহ কে বলেন, আয় আল্লাহ্! আমাদের বিশ্বাস মহান আওলিয়ার শেষ চিহ্নটুকু আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে রাখতে পারবে না, মালিক তুমি তা ভালো করেই জানো। পরদিন ফজরের নামাজের আগেই চোর দরজাটি ফেরত দিয়ে গেছে। উক্ত দরজা পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। সেই মাটির ঘরটি এখনও তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে হবহু রাখা আছে। ঐ ঘরে নিয়মিত তরিকতের তসবিহ-তাহলিল ও জিকির-আজকার করা হয়।

চিত্রঃ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত মাটির ঘর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

কারামত পাঁচঃ

সুফি মুহাম্মদ ছাইফুদ্দিন এনায়েতপুরী শম্ভুগঞ্জি (রহঃ) এর 'আদর্শ মুর্শিদ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, একবার হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর গ্রামে তাঁর প্রিয় শিষ্য শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রহঃ) এর বাড়িতে তশরিফ ফরমাইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষ্যে অন্দর মহলে বাড়ির ও গ্রামের কিছু মেয়েলোক তাঁর পাক নসিহত শোনার জন্য সমবেত হয়। তাহাদিগকে নাসিহত করার এক পর্যায়ে তিনি একটি সাদা পরিষ্কার ধবধবে চাদরের এক প্রান্ত নিজ হস্তে ধারণ পূর্বক উহার অপর প্রান্ত পর্দার অন্তরালে সমবেত সকল মহিলাকে ধরিতে আদেশ ফরমান। তদনুযায়ী অন্দর মহলের সকলেই অতীব ভক্তি সহকারে চাদরখানি শক্ত করিয়া ধারণ করিলে তিনি ফরমান দেন, 'এই দামন তোমরা শক্ত করিয়া ধারণ কর, যেন কোন ক্রমেই ইহা হস্তচ্যুত না হয়। যত কষ্টই হউক না কেন এ দামন ছাড়িয়া দিও না। অন্যথায় পদচ্যুত হইয়া তোমরা জাহান্নামে পড়িয়া যাইবা।'

শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রহঃ) এর স্ত্রী জনাবা হযরত গোলেনূর (রহঃ) উক্ত চাদর ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত সৈয়দ হুজুর পাকের এই

সাবধান বাণীর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হস্তস্থিত দুগ্ধের মত সাদা ধবধবে পরিষ্কার সেই কোমল চাদরখানি সুতীক্ষ্ণ সুচের মত আমাদের হস্তে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই চাদরখানি ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া উহা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু আমি এবং আরও কতিপয় মেয়েলোক প্রাণপণে চাদরখানি ধরিয়া রাখিলাম। অতপর তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, তোমরা চাদরখানা কিছুতেই ছাড়িয়া দিও না। এ দামন হইল নবীর সত্য তরিকা। ভাবিয়া দেখ, তোমরা হস্তে পরিষ্কার সাদা চাদর ধারণ করিলা অথচ উহা সুতীক্ষ্ণ সুচের মত তোমাদের হস্তে বিদ্ধ হইতেছে। শয়তান এই চাদর ত্যাগ করিবার জন্য তোমাদের মনে নানান ওয়াছ ওয়াছা দিতেছে। তোমাদের অনেকেই মনে মনে ভাবিতেছ কেনই বা এই চাদরখানি ধরিতে আসিলাম। মনে রাখিও আল্লাহকে পাইতে হইলে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সকল কষ্ট সহ্য করিয়া যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহারাই আল্লাহকে লাভ করে।

এই অবস্থায় চাদর ধারণকারিণী মহিলাগণ মনে মনে যাহা ভাবিতেছিল বা সৈয়দ হুজুর পাককে মনে মনে যাহা প্রশ্ন করিতেছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে গুলির উত্তর বলিয়া দিতেছিলেন।

এই সময় জনাবা হযরত গোলেনূর (রহঃ) মনে মনে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) কে এই বলিয়া আরজ করিলেন, হুজুর আমি তরিকার ভাল বুঝ পাই না। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) ফরমান দেন, *"তোমরা পর্দানশিন সতী, ভদ্রঘরের সন্তান। হালাল রুজি খাও। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর, রোযা রাখ, নিয়মিত স্বামীর সেবা কর। তোমরাইত তরিকার বুঝসূঝ পাইবার উপযুক্তা।"*

কারামত ছয়ঃ

সুফি মুহাম্মদ ছাইফুদ্দিন এনায়েতপুরী শম্ভুগঞ্জি (রহঃ) এর 'আদর্শ মুর্শিদ' গ্রন্থ বর্ণিত আছে, হযরত সৈয়দ হুজুরে পাক (রঃ) একদা পাল্কী যোগে ডেমরা (পাবনা) নিবাসি জনাব মুন্সী আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে মুরিদান সমভিব্যাহারে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে হঠাত তিনি পাল্কী নামাইতে আদেশ করিলেন। আর আপন মুরিদানকে ফরমাইলেন, বতসগণ তোমরা সকলেই ওজু করিয়া আল্লাহর জালালী কুওয়াতের কেল্লায় হেফাজতে থাকিবার

নিয়াত করিয়া মোরাকাবায় বসিয়া যাও। প্রচন্ড রৌদ্রের ভিতরে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপি মোরাকাবা করিবার পর তিনি পাল্কী উঠাইতে আদেশ করিলেন।

ডেমরার নিকটবর্তী হইলে সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত গ্রামখানি সম্পূর্ণ ভাবে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে মুলী আহমদ জান সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর, গ্রামের সমস্ত গৃহই দেখিতেছি দগ্ধীভূত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তথায় শুভাগমন করিলে হুজুরকে থাকিতে দিব কোথায়?

হযরত সৈয়দ হুজুরে পাক (রঃ) প্রতি উত্তরে বলিলেন, বতস! সেই চিন্তার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমরা খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া আমাকে বাড়িতে লইয়া চল। অতপর তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের সমুদয় গৃহই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে কিন্তু মুন্সী আহমদ জান সাহেবের বাড়িখানা কুয়াতের কেল্লার হেফাজতে রহিয়াছেঃ ইহার একটিও ঘর অগ্নিতে দগ্ধীভূত হয় নাই।

তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত সৈয়দ হুজুরে পাক (রঃ) কি কারণে পথিমধ্যে পালকি থামাইয়া সকলকে আল্লাহর কুয়াতের কেল্লার হেফাজতে থাকিবার নিয়ত করাইয়া প্রখর রোদ্রের মধ্যে মোরাকাবায় বসাইয়াছিলেন।

কারামত সাতঃ

হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর খলিফা পাবনা জেলার ডেমরা নিবাসী জনাব শাহ্ সুফি আবুল কাশেম আনছারী আল মুজাদ্দেদি (রহঃ) সাহেব তাঁর প্রণীত 'কারামাতে কামেলীন' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, বগুড়া জেলার মোকামতলা হাটের পূর্ব পাশ হইয়া ডাকুমারা হাটের দিকে যে পথ গিয়াছে সেই পথে আমরা পীর কেবলার সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন ডাকুমারা হাটে পৌঁছিলাম; তখন ঐ দেশের নাড়া বেশরা দলের হিংসুক দুষ্কৃতকারী বহু লোক লাঠিসহ আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁরা বলিতে লাগিল, তুমি কেমন পীর যে দেশের মূর্খ লোকদিগকে যাদু টোনার দ্বারা বাধ্য করিয়া মানুষ হইতে টাকা পয়সা লুটিয়া লইতেছ। ইহার সদুত্তর না পাইলে তোমাকে যাইতে দিব না।

তখন হুজুর কেবলা আমাদিগকে আছরের নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন অত্র তাদেরকে বলিলেন, আছরের নামাজ পড়িয়া তোমাদের কথার উত্তর দিব। তোমরা ততক্ষণ অপেক্ষা কর।
আমরা জামাতে আছরের নামাজ পড়িলাম। মোনাজাত করার পূর্বে পীর কেবলা বলিলেন, তোমরা জালালী ফায়েজ খেয়াল কর। আর দেলে দেলে আল্লাহর কাছে বলিতে থাক যে, আল্লাহ্ পাক ঐ লোকদিগকে হেদায়েত করেন। এইভাবে মোনাজাতে আমার শামিল থাক। আমরা তাহাই করিলাম। তাহাতে যেন আগুনের তাপ আমাদের শরীরে লাগিতেছে এইরূপ বোধ করলাম।
মোনাজাত শেষ করিয়া পীর কেবলা (রহঃ) বলিলেন, তোমরা উঠ, তাড়াতাড়ি চল, এই স্থানে আল্লাহর গজবের আলামত পাইতেছি।
গজবের ফেরেশতা পৌঁছাইতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি রওয়ানা হইলাম। নাড়ার দল লাঠীয়াল লোকেরা মূর্তিবত নির্বাক নিঃস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।
আমরা ডাকুমারা হাট ত্যাগ করিয়াছি, তখন ঐ স্থান হইতে নিম্নোক্ত সব ভয়ার্ত শোরগোল শুনিতে পাইলাম, আমাদের মারিয়া ফেলিল রে, মরিলাম রে, বাচাও রে ইত্যাদি। এইভাবে আল্লাহর গজবে বেশরা লাঠীয়াল দলের সকলেই সেদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

২.৪ খেলাফত প্রদানঃ

খেলাফত প্রদান তরিকত তাসাউফ প্রচার এবং প্রসারের একটি চিরায়ত এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। খেলাফত মজলিশের আয়োজন করে আনুষ্ঠানিকভাবে অথবা অনানুষ্ঠানিকভাবে ঘরোয়া প্রক্রিয়ায় ইহা হয়ে থাকে, এমনকি মর্শিদগণ একাকীও খেলাফত দিয়ে থাকেন। মূল উদ্দেশ্য যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদান। পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) ঢালাওভাবে খেলাফত প্রদান করেননাই।
যথাযোগ্য আদব সম্পন্ন তাঁর মুরিদ বর্গের কেউ খেলাফতের দাবিও কখনো করেননি। এমনকি প্রথম সারির কয়েকজন খলিফা খেলাফত নিতে অনিচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।

তাদেরকে তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) এর সত্য তরিকা প্রচারের জন্য আল্লাহ্ পাকের হুকুম হয়েছে, খেলাফত নিয়ে ইসলামের প্রকৃত স্বাদ সাধারণ মানুষের নিকট পৌছাঁতে হবে। ঘরে আরাম আয়েসে বসে থাকলে হবেনা। নবীজি (ﷺ) যেভাবে কষ্ট করে মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, সেভাবে গ্রামে-নগরে ঘুরে ঘুরে তরিকত তাসাউফের খেদমত করতে হবে।

তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ শে বৈশাখ বাংলা-ভারতের তাঁর ২৪ লক্ষ মুরিদের মধ্যে মাত্র ৫৬ জন যোগ্য মুরিদ কে পীর হিসেবে তরিকতের কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য খেলাফত প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে আরও ১৩ জন যোগ্য মুরিদ কে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁর খলিফার সংখ্যা মোট ৬৯ জন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রথম মুরিদ সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফের পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কে প্রধান খলিফা হিসেবে দাবি করা হয়। আবার শ্রেষ্ঠ খলিফা বা আধ্যাত্মিক খাস প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর খলিফা সড়াইলের পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এবং এনায়েতপুরের পীর শাহ্ সুফি খাজা ইউনুছ আলী (রহঃ) এর তথ্য পাওয়া যায়। যেহেতু পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন তালিকা নেই, সেহেতু খেলাফত প্রদানের ১১০ বছর পরে এসে কেবলমাত্র মৌখিক তথ্যের আলোকে খেলাফতের জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর খলিফাগণের তালিকাক্রম তৈরি করা সম্ভব নয়। তাঁর ৬৯ জন খলিফার কাউকেই ছোটকরে দেখার কোন প্রকার অবকাশ নেই।

তবে তাঁর প্রথম মুরিদ সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফের পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ), ইহাতে যেমন কেহ দ্বিমত পোষন করেননা, ঠিক তেমনি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর সকল জাকের ও খলিফাগণ শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) কে 'বড় ভাই' সম্বোধন করে ডাকতেন ইহাতেও সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। তাই খলিফাগণের তালিকা উপস্থাপনে এখানে পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর নাম ১ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হলো।

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর খলিফাগণ-

২.৪.১ প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফাঃ

১. জনাব শাহ্ সুফি জহরুল হক (রঃ), সিঙ্গেরগাড়ী, কিশোরগঞ্জ, নিলফামারী, রংপুর।
২. জনাব শাহ্ সুফি খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী (রঃ), এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।
৩. জনাব শাহ্ সুফি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (রঃ), কামদিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৪. জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ), সড়াইল, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৫. জনাব শাহ্ সুফি এমাদুদ্দিন চৌধুরী ওরফে ইমানী মিয়া (রঃ), কামদিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৬. জনাব শাহ্ সুফি চৌধুরী হোসেন আলী মুন্সী (রঃ), কামদিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৭. জনাব শাহ্ সুফি আব্দুল্লাহ্ মিয়া (রঃ), গোবরা, গোপালগঞ্জ।
৮. জনাব শাহ্ সুফি তোজাম্মেল আলী চৌধুরী (রঃ), তালোড়া, দুপচাচিঁয়া, বগুড়া। (ইনি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) এর মেঝ জামাতা ছিলেন)।
৯. জনাব শাহ্ সুফি শেখ গুল মোহাম্মদ (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
১০. জনাব শাহ্ সুফি হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
১১. জনাব শাহ্ সুফি রহিম উদ্দিন দেওয়ান (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
১২. জনাব শাহ্ সুফি আহম্মদ আলী সরকার (রঃ), চিনাধুকুরিয়া, শাহ্জাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
১৩. জনাব শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রঃ), রামশহর, গোকুল, বগুড়া।
১৪. জনাব শাহ্ সুফি মহিউদ্দিন খন্দকার (রঃ), পাড় মনোহরা, পাবনা।

১৫. জনাব শাহ্ সুফি মিয়া আহম্মদ জান (রঃ), ডেমরা, পাবনা।
১৬. জনাব শাহ্ সুফি আলহাজ্জ চৌধুরী মেহের উদ্দিন (রঃ), সমশিরা, বগুড়া।
১৭. জনাব শাহ্ সুফি আজগর আলী খন্দকার (রঃ), আশকোলা, গোকুল, বগুড়া।
১৮. জনাব শাহ্ সুফি দেওয়ান মুহাম্মদ নাছের আলি (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
১৯. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী মানিক উদ্দিন (রঃ), কল্যাপাড়া, বগুড়া।
২০. জনাব শাহ্ সুফি হাজি মৌলভী সৈয়দ কফিল উদ্দিন (রঃ), কাহ্‌লু, বগুড়া।
২১. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী বাহার উল্লাহ্ (রঃ), নরহট্ট, বগুড়া।
২২. জনাব শাহ্ সুফি কলিম উদ্দিন (রঃ), বুড়িগঞ্জ, বগুড়া।
২৩. জনাব শাহ্ সুফি কেরামত আলী (রঃ), পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
২৪. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী তলিম উদ্দিন (রঃ), শাহ্‌জাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
২৫. জনাব শাহ্ সুফি জমশেদ আলী খন্দকার (রঃ), এরুলিয়া, বগুড়া।
২৬. জনাব শাহ্ সুফি বাশারাতুল্লাহ (রঃ), নিশিন্দিয়া, বগুড়া।
২৭. জনাব সুফি মুন্সী কাজেম উদ্দিন (রঃ), সলপ, সিরাজগঞ্জ।
২৮. জনাব শাহ্ সুফি আজিমুদ্দিন খাঁ (রঃ), ধুনট, বগুড়া।
২৯. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী রমযান আলী (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৩০. জনাব শাহ্ সুফি মীর মকবুল আলী (রঃ), বদলগাছি, নওগাঁ।
৩১. জনাব শাহ্ সুফি শেখ জহর উদ্দিন (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৩২. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী ময়েজ উদ্দিন (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৩৩. জনাব শাহ্ সুফি শেখ যহির উদ্দিন (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৩৪. জনাব শাহ্ সুফি মোবারক আলী (রঃ), মহাদেবপুর, নওগাঁ।
৩৫. জনাব শাহ্ সুফি হাজি মুন্সী কেরামত আলী (রঃ), এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।
৩৬. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী ইব্রাহীম ফকির (রঃ), বদল গাছি, নওগাঁ।
৩৭. জনাব শাহ্ সুফি যহির উদ্দিন খন্দকার (রঃ), গোকুল, বগুড়া।
৩৮. জনাব শাহ্ সুফি ফয়েজ উদ্দিন আকন্দ (রঃ), শাহ্‌জাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
৩৯. জনাব শাহ্ সুফি হাজি গয়রতুল্লাহ্ মোল্লা (রঃ), জোকা নোহাটা, মোহাম্মদপুর, মাগুড়া।

৪০. জনাব শাহ্ সুফি হাবিবুর রহমান (রঃ), নোয়াখালী।
৪১. জনাব শাহ্ সুফি হাজি তাজ উদ্দিন মিয়া (রঃ), এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।
৪২. জনাব সুফি হাজি মোহাম্মদ চৌধুরী গোলাম আকবর (রঃ), সমশিরা, বগুড়া।
৪৩. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সী নছিমুদ্দিন (রঃ), বনওয়ারি নগর, পাবনা।
৪৪. জনাব শাহ্ সুফি সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া (রঃ), রংপুর।
৪৫. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ মিয়া (রঃ), সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।
৪৬. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী নোয়াজ আহম্মদ (রঃ), শাহ্‌াপুর, নোয়াখালী।
৪৭. জনাব শাহ্ সুফি মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রঃ), শাহ্‌াপুর, নোয়াখালী।
৪৮. জনাব শাহ্ সুফি হাজী আরজ উল্লাহ (রঃ), লাঙ্গলু, বগুড়া।
৪৯. জনাব শাহ্ সুফি মোহাম্মদ আশেক উল্লাহ (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৫০. জনাব শাহ্ সুফি হাজী হায়াত মাহমুদ (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৫১. জনাব শাহ্ সুফি শেখ এলাহী বক্স (রঃ), বেড়াখাই, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৫২. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি কলিম উদ্দিন সরকার (রঃ) বড়াইল, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৫৩. জনাব শাহ্ সুফি মহাম্মদ দেল বক্স সরকার (রঃ), পত্নীতলা, নওগাঁ।
৫৪. জনাব শাহ্ সুফি জমির উদ্দিন খাঁ, সলপ, সিরাজগঞ্জ।
৫৫. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি কছির উদ্দিন (রঃ), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং
৫৬. জনাব শাহ্ সুফি মনির উদ্দিন খন্দকার (রঃ), পাবনা।

২.৪.২ দ্বিতীয় দফার ১৩ জন খলিফাঃ

১. জনাব শাহ্ সুফি দবির উদ্দিন খাঁ (রঃ), বেহার, বুড়িগঞ্জ, বগুড়া।
২. জনাব শাহ্ সুফি শাবান খাঁ (রঃ), বেহার, বুড়িগঞ্জ, বগুড়া।
৩. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী কছিম উদ্দিন (রঃ), পাটকান্দি, কলম, রাজশাহী।
৪. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী আব্দুল আজিজ (রঃ), জান্তিগাথী, পাঙ্গাশী, পাবনা।
৫. জনাব শাহ্ সুফি মৌলভী মনছুর রহমান (রঃ), ঘাসুরা, বগুড়া।

৬. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি আরেফ আলী (রঃ), লক্ষণ পারা, পত্নীতলা, নওগাঁ।
৭. জনাব শাহ্ সুফি হাজি নিয়তুল্লাহ্ মন্ডল (রঃ), এরুলিয়া, বগুড়া।
৮. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি দবির উদ্দিন মিয়া (রঃ), রাম কৃস্টপুর, তারাশ, পাবনা।
৯. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি মোছলেম উদ্দিন (রঃ), জলসোদা, পাবনা।
১০. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি জান বক্স (রঃ), দারিয়াপুর, শাহ্জাদপুর, পাবনা।
১১. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি আলিম উদ্দিন (রঃ), নবগ্রাম, তাড়াশ, পাবনা।
১২. জনাব শাহ্ সুফি ডাক্তার বসির উদ্দিন (রঃ), আমবাড়ি, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা এবং
১৩. জনাব শাহ্ সুফি মুন্সি গিয়াস উদ্দিন সোনার (রঃ), গোপালপুর, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা ।

২.৪.৩ প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষনঃ

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদান পর্যালোচনা করতে গিয়ে উপরে উল্লেখিত তাঁর খলিফাগণের তালিকা হতে জেলা ভিত্তিক সংখ্যার তথ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কেবল মাত্র উত্তর বাংলায় সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং তাঁর খলিফাগণ এর তত্ত্বাবধানে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারের ৬৪ টি দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) ছাড়া অন্য কোন পীর কর্তৃক উত্তর বাংলায় এককভাবে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার এত বিশাল সংখ্যক দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা হয়নি, এমনকি অন্য কোন সিলসিলার কোন পীরসাহেব এর দ্বারাও এককভাবে এত বড় খেদমত হয়নি।

১.	রংপুর	২ জন
২.	গাইবান্ধা	৭ জন
৩.	জয়পুরহাট	৪ জন
৪.	বগুড়া	১৮ জন
৫.	নওগাঁ	১৫ জন
৬.	রাজশাহী	১ জন
৭.	সিরাজগঞ্জ	৮ জন
৮.	পাবনা	৯ জন

উত্তর বাংলায় ৬৪ জন

৯.	মাগুড়া	১ জন
১০.	নোয়াখালী	৩ জন
১১.	গোপালগঞ্জ	১ জন

দক্ষিণ বাংলায় ৫ জন

মোট ৬৯ জন

চিত্রঃ খলিফাগণের জেলা ভিত্তিক সংখ্যা।

খেলাফত প্রদানের ১১০ বছর পরে এসেও অদ্যাবধী প্রায় অধিকাংশ দরবারে তরিকত প্রচারের সিলসিলা জারি রয়েছে।

কিছু দরবারের কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে, অপরদিকে কিছু দরবারের খেদমত এত পরিমাণে বেড়েছে যে তারা এবং তাদের সিলসিলার অধঃস্তন খলিফাগণ দেশের গন্ডি পেড়িয়ে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে সফলভাবে মেহেদীবাগী সিলসিলার নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার তরিকার প্রচার করছেন।

এসব দরবার শরীফের মধ্যে বর্ণিত গবেষণায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর এই ৩টি দরবার শরীফ আদি ও আসলরুপে

শানসওকত ও জৌলুশের সহিত মেহেদীবাগী সিলসিলার নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২.৪.৪ প্রতিনিধি বা গদ্দিনশীন নিযুক্তকরণঃ

আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের আপত্তি সত্ত্বেও দুনিয়াতে অসংখ্য মাখলুকাতের মধ্যে তাঁর প্রিতিনিধি (খলিফতুল্লাহ্) হিসবে মানুষকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ পাক বড় আশা করে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদঃ "স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি', তখন তারা বলল, 'আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুনখারাবি করবে? আমরা তো সর্বদাই আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন।' আল্লাহ জবাবে বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" (সূরা আল-বাকারা: ২:৩০)

ফেরেশতাদের আপত্তি সত্তেও মহান আল্লাহ্ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন। তাই বলা হয়-

"প্রেমের জন্যই সৃষ্টি মানব জাতির, নচেৎ ফেরেশতা ছিল যথেষ্ট বন্দেগীর।"

ইহা ঐশ্বরিক প্রেম, জাগতিক কোন প্রেম নয়। আমরা বুঝি কিংবা না বুঝি মানব জীবনের ইহকালীন-পরাকালীন সবকিছুই আধ্যাত্মিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। হযরত হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসুলগণ নিজ নিজ স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করে গেছেন। শেষ নবী রহমাতুল্লিল আলামীন (ﷺ) বিদায় হজ্ব করে মদীনায় ফেরার পথে ঐতিহাসিক গাদীরে খুমে সামিয়না টানিয়ে মঞ্চ তৈরি করে প্রায় এক লক্ষ সাহাবীর (রাঃ) উপস্থিতিতে

ঘোষণা করেন, "হে মানব মন্ডলী । আমি কি সকল মু'মিনদের চেয়ে সর্বোত্তম নেতা নই ? তোমরা কি জানোনা আমি প্রতিটি মু'মিনের প্রানের চেয়েও প্রিয় নেতা?" তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, জ্বি ইয়া রসুল আল্লাহ" ! অতঃপর তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর হাত সকলের সম্মুখে উঁচু করে তুলে ধরলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, নবী (ﷺ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর হাত এমনভাবে উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন যে তাদের উভয়ের বাহুমুলদ্বয় সবাই দেখতে পেয়েছেন । অতঃপর দুজাহানের নবী (ﷺ) বললেন,

ايها الناس! الله مولاى و انا مولاكم، فمن كنت مولاه فهذا على مولاه،
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

অনুবাদঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ আমার প্রভূ ও নেতা, আর আমি তোমাদের নেতা বা মওলা। সুতরাং আমি যার মওলা বা অভিভাবক আলীও তাঁর মওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ যে আলীকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস, যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তাকে শত্রু গণ্য কর।"

আর যে তাকে সাহায্য করে তুমিও তাকে সহায়তা দান কর এবং যে তাকে ত্যাগ করে তুমিও তাকে পরিত্যাগ কর।" পরক্ষণেই অবতির্ণ হলো-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অনুবাদঃ "আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্মবিধানকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহতে পরিপূর্ণ সমর্পণকেই তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।"(সূরা আল-মায়েদা: ৫:৩)

সঙ্গে সঙ্গে সওেয়ারে কায়েনাত রসুল (ﷺ) বললেন,

الله اكبر على اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب بر سالتى و
الولايه لعلى

অনুবাদঃ "আল্লাহু আকবার, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং নেয়ামত সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । আমার রব আমার রেসালাত ও আলীর (রাঃ) বেলায়াতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

অতঃপর সকলে পর্যায়ক্রমে হযরত আলী (রাঃ) কে অভিন্দন জ্ঞাপন করতে লাগলেন । ইত্যবসরে হযরত ওমর (রাঃ) বলে উঠলেন,

هنيئا لک يا ابن ابی طالب اصبحت و امسيت مولی کل مؤمن و مؤمنه

অনুবাদঃ "শুভ হোক আপনার জন্যে হে আলী বিন আবি তালিব (রাঃ)। আজ থেকে আপনি সকল মুমিন নর নারীদের মওলা হিসেবে পরিগণিত হলেন।"

খেলাফতের সেই ধারাবাহিকতায় বেলায়াতের অধিকারী আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণও সকলেই নিজ নিজ স্থলাভিষিক্ত বা গদ্দিনশীন নিযুক্ত কর থাকেন। এই খলিফা বা প্রতিনিধ বা গদ্দিনশীন অর্থ একজনের পরিবর্তে অপরজনে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা।

জগতে এর বহু উদাহরণ আছে, তবে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতিনিধি।

রাষ্ট্র প্রধানের একজন প্রতিনিধি যেমন দায়িত্ব পালন করেন এবং সম্মানীত হোন ঠিক তেমনি পীর-মুরীদির জগতে গদ্দিনশীন পীরগণও অনুরুপ দায়িত্ব পালন করেন এবং সম্মানীত হওয়ার অধিকার রাখেন।

খেলাফত প্রদান করে নিজের পরবর্তী খাস প্রতিনিধি নির্ধারণ করা বা গদ্দিনশীন নিযুক্ত করা সুফিবাদের বা তরিকত জগতের একটি ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়া। কুতুবুল এরশাদ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ শে বৈশাখ এক খেলাফত প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁর বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহাম্মদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) কে উপস্থিত জাকেরানদের সম্মুখে নিজ গদিতে (পীরের আসন) বসিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গদ্দিনশীন বা স্থলাভিষিক্ত তথা প্রতিনিধি ঘোষণা করেন।

২.৫ ওফাত লাভঃ

মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অনুবাদঃ "(মনে রেখো) প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" (আনকাবুত: ২৯:৫৭), (সূরা আলে ইমরানঃ ৩:১৮৫), (আম্বিয়াঃ ২১:৩৫)

ইহা বিধির অমোঘ বিধান। হাবিবে খোদা রসুলে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যও ইহা প্রযোজ্য হয়েছে।

তবে জীব বা প্রাণীর মৃত্যু, সাধারণ মানুষের মৃত্যু, মুমিন বান্দার ইন্তেকাল , আওলিয়ায়ে কেরাম এবং নবী-রসুলর ওফাত এসবের মধ্যে সূক্ষ্ম-বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

মুমিন বান্দার ইন্তেকাল হয়, তাদের কারও দেহ বিনাশ হয়, আবার কারও দেহ অক্ষত থাকে।

আওলিয়ায়ে কেরামের ওফাত লাভ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা লোক চক্ষুর আড়াল হন, এক জগৎ হইতে আরেক জগতে ভ্রমন করেন মাত্র। আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা রিজিক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অনেকে তাহাঁদেরকে মৃত মনে করেন, সেটা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, আর যাহারা তাহাঁদেরকে জীবিত মনে করেন, তাহাদের নিকট তাহারা জীবিত এবং ইহাই অকাট্য সত্য। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

অনুবাদঃ " যারা আল্লাহর পথে মৃত্যবরণ করেন, তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।" (সূরা আল-বাকারাঃ ২:১৫৪)

নবী-রসুল গন ওফাত লাভ করেন। We can say they are just transferred (উই ক্যান সে, দ্য আর জাস্ট ট্রান্সফারড)। তাঁরা স্ব-শরীরে রওজা মোবারকে জীবিত রয়েছেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন দায়িত্বও পালন

করছেন। যেমন- মৃত্যুবরণ কারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের দায়িত্তে রয়েছেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুফিবাদের ভাষায় মৃত্যু হলো বনের পাখি খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে বনে ফিরে যাওয়া বা আসল ঠিকানায় প্রত্যাবর্তন করা।

মৃত্যুর সেই অমোঘ বিধান মতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুজর্গ ও সুফি সাধক, কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, আওলাদে রসুল (ﷺ), আল্লাহ ও রসুল পাক (ﷺ) এ এস্ক ও মহব্বতের সূর্য্য হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী, কাদরী, চিশতী, নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ) ১৩৩৮ হিজরি ১৭ই সফর, বাংলা ১৩২৬ সালের ২৫ শে কার্তিক মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় তার পবিত্র হাত দুটি মুনাজাতের ভঙ্গিতে (হাত জোড় করে অনুরোধের ভঙ্গিতে) বুকে নিয়ে মহা প্রভূর সান্নিধ্যে গমন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

আল্লাহ্ পাক তাঁর এই বন্ধুর উপর আবাদাল আবাদ পর্যন্ত রহমতে কামেলা বর্ষন করুন, আর এই মহান অলির রুহানী ফুয়ুজাত আমাদের উপর নসিব করুন, আমীন!

২.৫.১ পবিত্র জানাজাঃ

কোন এক সময় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর পীর ভাই ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুবক্কর সিদ্দিক (রহঃ) কে তাঁর নামাজে জানাজার ইমামতি করার জন্য অছিয়ত করেন। ফুরফুরার পীর (রহঃ) তখন তাকে বলেন যে, 'বড় ভাই' আপনি তো জানেন, আমি দূর দূরান্তে ওয়াজ নছিহত করে বেড়াই, আপনি কখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, আমি কিভাবে সেই খবর পাব আর এই অছিয়ত পূরণ করব? তখন মেহেদীবাগী (রহঃ) তাকে বলেন, *"যখন দেখবেন যে, হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই আপনার মাথা থেকে পাগড়ি পড়ে যাবে, তখন বুঝবেন আপনার এই বড় ভাই আর দুনয়িায় নেই, সেটাই আমার চলে যাওয়ার সময়।"*

একদিন ফুরফুরার পীর (রহঃ) দূরে কোথাও ওয়াজ করতে যাওয়ার জন্য কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে সঙ্গীসাথি সহ টিকিট করে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন আসবে। এমন সময় কোন কারণ ছাড়াই তাঁর মাথার টুপি পাগড়ি সহ খুলে মাটিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মরন হয় মেহেদীবাগী (রহঃ) এর অছিয়তের কথা।
সঙ্গীসাথিদেরকে তিনি বললেন, আজকে আমার আর ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া হবেনা, আপনারা গিয়ে সমাধা করেন। দ্রুত গতিতে তিনি মেহেদীবাগে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর বাসায় গেলেন। গিয়ে দেখেন সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর প্রাণপাখি সবেমাত্র দেহ থেকে বের হয়েছে, ছাহেবজাদাগণ মুনাজাতের ভঙ্গিতে থাকা তাঁর হাত সোজা করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না।
ফুরফুরার পীর (রহঃ) তাদেরকে বললেন, বাবারা তোমরা আমার ভাই এর হাত সোজা করার বৃথা চেষ্টা করোনা, তিনি আল্লাহর নিকট মুরিদদের গোনাহ্ মাফের জন্য দোয়া করতেছেন। অতপর সময় মত ফুরফুরার পীর (রহঃ) জানাজা করে তাঁর অছিয়ত পালন করেন। পরবর্তীতে কাশফ্ওয়ালা অনেক জাকের হজ্ব করতে গিয়ে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) মুনাজাতরত অবস্থায় (হাত জোড় করে অনুরোধের ভঙ্গিতে) কাবা শরীফের গিলাফ ধরে মুরিদদের গোনাহ্ মাফের জন কাঁদতে দেখেছেন।

২.৫.২ মাজার শরীফঃ

পীর কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ খাজা ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর মাজার শরীফ কলিকাতা-৪৬, রাম মোহন বেড়ালেন এর ৯/১ মেহেদীবাগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ' এ অবস্থিত।
১৩৯২ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাস, বাংলা ১৩৭১ সনের বৈশাখ মাস মোতাবেক ইং ১৯৭২ সনের এপ্রিল মাসে ক্ষুদ্র পরিসরের এই মাজার শরীফ

এর গম্বুজ তৈরী এবং বেষ্টনী পুনঃ নির্মাণ করেন তাঁর একজন নারী মুরিদ এবং তাঁর প্রতিথযশা খলিফা সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের পীরে কামেল শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রহঃ) এর স্ত্রী জনাবা মোসাম্মৎ গেলেনুর (রহঃ)। মাজার শরীফের প্রবেশ পথের গেটের বাম পিলারে টাইলসে খোদাই করে নিম্নের কবিতাটি লেখা আছে।

"জীবন সন্ধ্যায় ডাকি বাবাজান অশ্রুসজল মিনতি নিয়ে। পার কবে নিও সায়াত সাগর চরণ তরণী দিয়ে।

দিতে পারি নাই কভূ কোনদিন কিছু নজরানা, লহ মোর এই জীবনের শেষ তুচ্ছ অর্ঘ্যখানা।

রসুলের প্রিয় বন্ধু তুমি তৌহিদের আল নূর, নাহি ভুলি যেন ইহ-পরকালে দুঃখিনী গোলেনুর।"

১২ ররিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরী, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা মোতাবেক ১০ মার্চ ২০০১ ইংরেজী সন, রোজ মঙ্গলবার, মাজার শরীফটি পূণঃ নির্মান করেন শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রহঃ) এর নাতি শেরপুর জেলার মুর্শিদপুর দরবার শরীফ এর পীর খাঁজা মুহঃ বদরুদ দোজা হায়দার (মাঃ আঃ)।

ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার দেশ-বিদেশের আশেক ভক্তদের যৌথ সহযোগীতায় মাজার শরিফটি ২০২৪ সালে বড় আকারে পুনর্সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

চিত্রঃ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুদ্দেছাআঃ) এর মাজার শরীফ, কলিকাতা, ভারত।

২.৬ তরিকার বিস্তারে স্ববংশীয় আওলাদ গণের ভূমিকাঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অধঃস্তন আওলাদগণের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন অলিয়ে কামেল এর আবির্ভাব হয়। যারা নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের বিষয়ে আলোকপাত না করলে গবেষণার বিষয়বস্তুর অপূর্ণতা থেকে যাবে।

তাই পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পরবর্তী গদ্দিনশীন পরম্পরায় যারা দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করছেন তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

২.৬.১ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ)ঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বড় ছাহেবজাদা এবং স্থলাভিষিক্ত পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর মুরিদ ও খলিফাগণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, তিনিও তাদেরকে খুব স্নেহ মমতা করতেন।

ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এই কামেল মোকাম্মেল অলি তাঁর দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করেছেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে এই মহান অলি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার শরীফ, কলিকাতা মেহেদীবাগে পিতার মাজার শরীফের পাশে অবস্থিত।

তাঁর ইন্তেকালের পর খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগের পরবর্তী গদ্দিনশীন হন তাঁর ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)।

২.৬.২ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাজি গাজি ডাক্তার মাহমুদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)ঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর মেঝ ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাজি গাজি ডাক্তার মাহমুদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) স্ব-পরিবারে কলিকাতা মেহেদীবাগ হতে হিজরত করে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া

গ্রামের বসবাস করতেন। এখানে তিনি খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। তালোড়া গ্রামে বসবাস করার সুবাদে ইনি **তালোড়ার হুজুর** নামে পরিচিত ছিলেন। জবরদস্ত এই অলি-আল্লাহ বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) ভারতীয় মিশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফেরা সৈনিক হিসেবে তিনি গাজী উপাধীতে ভূষিত হন।

ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ছোট ভাই হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হামিদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কে পুত্র স্নেহে লালন-পালন করেন। তিনিও তাঁর বড় ভাই এর মত পিতার নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার একজন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন এবং যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজে বাইয়াত-মুরিদের কাজ করতেন এবং খেলাফত প্রদান করতেন। নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার গগনপুর এলাকার হযরত সুফি আমিন উদ্দিন (রহঃ) তাঁর একজন খলিফা ছিলেন। তিনি আপন ভাতিজা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কে তরিকার খেদমতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন এবং তাঁর পরবর্তী গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

১৯৭৪ সনের ২৯ শে জুলাই এই মহান মুর্শিদ ইহলোক ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া গ্রামের গয়াবান্দা মুন্সিপাড়ায় খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

২.৬.৩ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হামিদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ)ঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর তৃতীয় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হামিদ উল্লাহ

মেহেদীবাগী (রহঃ)। তিনিও তাঁর বড় ভাই এবং মেঝ ভাই এর মত পিতার নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার একজন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন এবং আজীবন কলিকাতা মেহেদীবাগে অবস্থান করে যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। পিতার অবর্তমানে আশেক-ছালেকদের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। মুরিদ-মুরিদানগণও তাকে উপযুক্ত সম্মান করতেন। তাঁর মাজার শরীফ, কলিকাতা মেহেদীবাগে পিতার মাজার শরীফের পাশে।

তার এক পুত্র ও এক কন্যা। ছেলের নাম সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)। সৈয়দ হামিদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পরবর্তী সাজ্জাদানশীন তাঁর একমাত্র ছাহেবজাদা সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)।

২.৬.৪ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)ঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহাম্মদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একমাত্র ছাহেবজাদা সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কলিকাতা মেহেদীবাগে তাঁর দাদার দরবার শরীফের বাড়িতে বসবাস করতেন। সেখান থেকেই তরিকা প্রচার ও প্রসারের কাজ করতেন।

তাঁর বাবা এবং দাদার তরিকা প্রচারের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ।

তাঁর দাদার সকল খলিফা গণের দরবার শরীফ সমূহ বঙ্গদেশে অবস্থিত। তাই তরিকত তাসাউফ প্রসারের প্রয়োজনে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পর তিনি স্ব-পরিবারে কলিকাতা মেহেদীবাগ হতে হিজরত করে বাংলাদেশের খুলনায় আগমন করে ১৪ নং বাবুস সালাম দেবেন বাবু রোডে বসবাস শুরু করেন।

এখানে তিনি খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফে প্রতিষ্ঠা করেন এবং খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ও নাটোর অঞ্চলে তরিকা প্রচারের কাজ অত্যন্ত

দক্ষতার সাথে করেছেন। তাঁকে ছোট অবস্থায় রেখে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন জন্য সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে তিনি **নাবালেগ হুজুর** নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের ২১ শে আষাঢ় এই মহান অলি ইন্তেকাল করেন। খুলনা শহরের বর্তমান ১৪ নং বাবুস সালাম দেবেন বাবু রোডে খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। তাঁর একজন সুযোগ্য মুরিদ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার তেলীপাড়া মাদানী মসজিদের ইমাম জনাব আছমত আলী সিরাজী মেহেদীবাগী সিলসিলার খেদমতে নিম্নোক্ত বই সমূহ রচনা ও সংকলন করেন।

১. আমলের শক্তি জাকেরের মুক্তি (প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ২০১৬)।
২. ভাবে ভক্তি-ভক্তিতে মুক্তি (প্রকাশ ১লা জানুয়ারী ২০১৬)।
৩. তরিকতের আহ্বান ও প্রয়োজন (প্রকাশ ১লা নভেম্বর ২০১৬)।

তিনি তাঁর ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) কে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

২.৬.৫ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)ঃ

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হামিদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একমাত্র ছাহেবজাদা এবং সৈয়দ হাজি গাজি ডাক্তার মাহমুদ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পালক পুত্র ও ভাতিজা হলেন শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ)। তিনি বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া গ্রামের গয়াবান্দা মুন্সিপাড়ায় ‘কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ, এ বসবাস করতেন।

সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) খুবই সহজ সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি একজন বাকসিদ্ধ অলি-অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। সব

সময় আল্লাহ-রসুলর এস্কের জালালিয়াতে মজ্জুব হয়ে থাকতেন বলে তিনি **তালোড়ার পাগলা হুজুর** নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিচের গজলটি বেশি বেশি গাইতেন যা আজও তালোড়া দরবার শরীফের জাকেরগণ গেয়ে থাকেন।

"পড়হো কলেমা মুহাম্মদ কা, মুহাম্মদ নাম লে লে কর
মুহাম্মদ কো করো রাজি, মুহাম্মদ নাম লে লে কর
দারে জান্নাত পেজা পৌঁছা, মুহাম্মদ নাম লে লে কর,
কারে জান্নাত নেঘার আপনা, মুহাম্মদ নাম লে লে কর।"

বিশ্ব অলির গাজী নগর, গয়াবান্দা, মুন্সিপাড়া, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়ায় তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ অবস্থিত। তাঁর ইন্তেকালের পরে গদ্দিনশীন হন তাঁর ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গাজনাফুর রহমান ইউসুফ জামিল গরিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি)।

আমি ২০০৪ সালে **'কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ, তালোড়া'** এর ওরছ শরীফে অংশগ্রহণ করি। সেখানে সিলসিলার অনেক প্রবীন জাকেরগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই গবেষণায় অনেক সহায়ক হয়েছে।

চিত্রঃ ‘তালোড়া, কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ’ এর ২০১৬ খ্রীস্টাব্দের উরশ শরীফের দাওয়াত পত্র।

২.৬.৬ পীর সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি)ঃ

সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একমাত্র ছাহেবজাদা সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ ওরফে নাছিরুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) খুলনা শহরের ১৪ নং বাবুস সালাম দেবেন বাবু রোডে পিতার বাড়িতে বসবাস করছেন

এবং অদ্যাবধী পিতার গদীতে আসীন হয়ে খুব সুন্দরভাবে নকশাবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার খেদমতের সুন্দর আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অনেকটা সংসার বিরাগী এবং প্রায় সারা বছর তরিকতের খেদমতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে থাকেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে তিনি **খুলনার হুজুর** নামে পরিচিত।

১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২০২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে সড়াইলের ওরছ মুবারকের আখেরী মোনাজাতের পূর্বে দেয়া তাঁর বক্তব্য আমি বহুবার শুনেছি। সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ (মাঃ আঃ) ওরছ মাহফিলের বক্তব্যে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন চরিত আলোকপাত করেন এবং মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিয়ে নছিহত করে থাকেন।

তিনি মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে, রসুল (ﷺ) নূরের তৈরী, রসুল (ﷺ) হাজির-নাজির, প্রভৃতি বিষয়ে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে জাকেরগণের ঈমান মজবুত রাখার জন্য নছিহত করেন।

যারা এসবের বিরুদ্ধবাদী তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক না করার জন্য জাকেরগণকে উপদেশ দেন। তাঁর কথা হলো যার ভালো লাগবে সে করবে, যার ভালো লাগবেনা সে করবেনা। পীরের এবং পীরের আওলাদগণের সঙ্গে আদব রক্ষার বিষয়ে তিনি সবাইকে শর্তক থাকতে বলেন। তিনি বলেন, সাবধান! সাপের বিষের ওঝা মিলবে, কিন্তু পীরের বিষের ওঝা নেই। পীরের কোন কিছু ভালো না লাগলে তা থেকে প্রয়োজনে দূরে থাকবেন, কিন্তু রিরুদ্ধাচরন করবেন না।

তিনি জোড় দিয়ে একটা কথা বলেন,

'আকলমান্দারা ইশারা বদাস্ত/ ইশারা কাফি'- অর্থাৎ জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

সবার নিকট নিজের জন্য দোয়া চান এবং সবার জন্য দিল খোলাছা করে দোয়া করেন। তাঁর উপস্থিতিতে ওরছ মাহফিলে প্রচুর ফয়েজ ওয়ারেদ হয়।

তিনি নিচের গজলটি প্রায়ই গেয়ে থাকেন-

"খোদার প্রিয় পীর মোদের সৈয়দ ওয়াজেদ আলী নাম এ ধরায়, স্বর্গ মর্ত্য সুরুজেতে যার তাজাল্লী ঢেউ খেলায়
সে সাধুর প্রেম সুধার আছে যেই পিপাসায়, ফায়েজ বিজলীতে তাঁর 'এলমে লাদুন্নি' শিক্ষা হয়
এলমে বাতেন নাহি যার হাসরেতে সে অন্ধ হয়, এস্কে খোদা নাহি যার দোজখেতে সেই রয়।"

জৌনপুরী সিলসিলার একজন খলিফা, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার হযরত মাওলানা মোঃ আরিফুর রহমান। তিনি সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) এর একজন আশেক। তিনি 'বাবা নাছির উল্লাহ্'র শ্মান' নামে একটি গজলের বই সংকলন করেন, যেখানে মুর্শিদের শ্মান নামে ৩৫ টি গজল সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি গজল বাবা নাছির উল্লাহ্ কে নিয়ে লেখা। তিনি সড়াইলের প্রথম গদ্দিনশীন পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর ছোট ছাহেবজাদী মোছাঃ ঝরনা তালুকদার (মাঃ আঃ) কে বিবাহ করেন। তাঁর চার জন পুত্র সন্তান। তিনি অনেকটা সংসার বিমুখ এবং প্রায় সারা বছর সফরে থাকেন।

সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) ইতিমধ্যেই তাঁর তৃতীয় ছাহেবজাদা হাফেজ হযরত মাওলানা **সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি)** কে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেছেন।

খুলনা 'খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ' এ প্রতি বছর ২১ শে আষাঢ় পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ এবং **ফালগুন মাসের প্রথম শুক্র, শনি, রবিবার** শান শৌকতের সহিত পীর হযরত মাওলানা

শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বার্ষিক ওরছ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। ফয়েজপূর্ণ এই ওরছ মুবারকে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার বহু আশেক-ভক্ত-জাকেরগণ অংশগ্রহন করে থাকেন। আমি ১৯৯৬ সালে খুলনা 'খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ' এর ওরছ শরীফে অংশগ্রহণ করি। সেখানে সিলসিলার অনেক প্রবীন জাকেরগণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়, তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এই গবেষণায় অনেক সহায়ক হয়েছে।

২.৬.৭ পীর সুফি সৈয়দ গাজনাফুর রহমান ইউসুফ জামিল গরিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাঃ আঃ)ঃ

বাংলাদেশের বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া গ্রামের গয়াবান্দা মুন্সিপাড়ায় খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফে অবস্থান করে ইনিও শান ও আজমতের সহিত তরিকা প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি 'অজিফা শরীফ' নামে একটি আমলের বই সংকলন করেছেন।

বর্তমানে এই দরবার শরীফ **'কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ, তালোড়া'** নামে পরিচিত।

এখানে প্রতিবছর ২৮, ২৯, ৩০ অগ্রহায়ন কুতুবুল এরশাদ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ওরছ মুবারক ধুমধামের সহিত পালিত হয়। ১৭ই সফর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে পবিত্র ফাতেহা শরীফ, অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ডাক্তার হাজি গাজি মাহমুদ্ উল্লাহ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ, পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ওফাত দিবসে ফাতেহা শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এই দরবার শরীফের ওরছ

মুবারক এবং ফাতেহা শরীফ সমূহে প্রচুর ফয়েজ ওয়ারেদ হয়। অনুষ্ঠান সমূহে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার বহু আশেক-ভক্ত-জাকেরগণ অংশগ্রহন করে থাকেন।

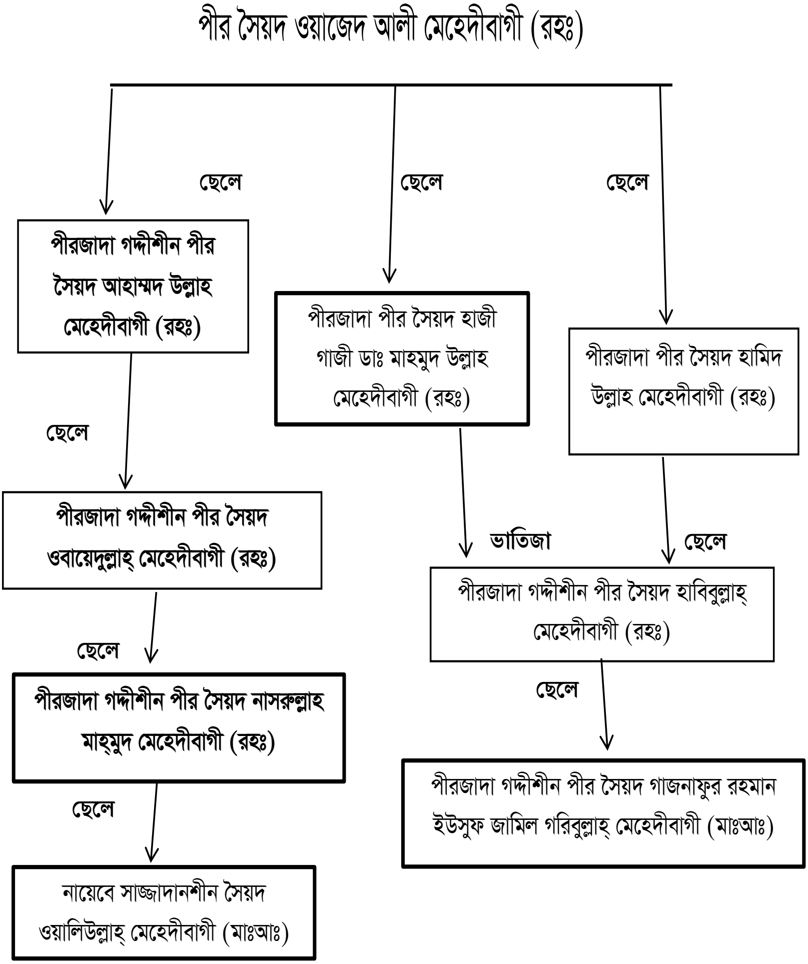

চিত্রঃ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃছেঃআঃ) এর গদ্দিনশীন পরস্পরা এবং অধঃস্তন আওলাদবৃন্দ।

২.৭ তরিকা বিস্তারে ওয়াইসীয়া-ওয়াজেদীয়া সমন্বিত বংশের আওলাদ গণের ভূমিকাঃ

পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর মেয়ে সৈয়দা জহুরা খাতুন (রহঃ) এর ছেলে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এহসান আহমদ মাসুম মুর্শিদাবাদী (রহঃ) বিবাহ করেন পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর তৃতীয় মেয়ে সৈয়দা খাদিজা বিবি (রহঃ) কে। অধিকন্তু তিনি সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর ছেলে সুফি সৈয়দ মোস্তফা আলী (রহঃ) এর মেয়ে এর মেয়ে সৈয়দা ফাতেমা খাতুন (রহঃ) কেও বিবাহ করেন। ফলে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর বংশের মধ্যে সমন্বয় বা সংযুক্তি ঘটে।

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার ওয়াইসীয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার প্রচার ও প্রসারে এই উভয় পীরের সমন্বিত বংশীয় গদ্দিনশীন পরস্পরা ও অধঃস্তন আওলাদবৃন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখেন। তাদের ভূমিকায় উত্তর বাংলা সহ সারা বাংলাদেশে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং তাঁর খলিফাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে তথা মেহেদীবাগী সিলসিলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাদের অবদানে অত্র এলাকার উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর বিশাল সংখ্যক মানুষ হেদায়েতের নূরের সন্ধান পেয়েছেন।

বিধায় আলোচ্য গবেষণার সম্পূর্ণতা প্রদানের জন্য এখানে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার প্রচার ও প্রসারে তাদের অলোচনা করা হলো।

২.৭.১ শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ এহসান আহমদ মাসুম মুর্শিদাবাদী (রহঃ)ঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এহসান আহমদ মাসুম মুর্শিদাবাদী (রহঃ) ১৮৯১ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদের শাহ্পুরে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হোসেন (রহঃ), আর মাতা হলেন দোররে মাখনুন হযরত

সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী কুদ্দেছা ছির রুহুল আযিয (১২৭৮-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর তরিকতের বাগানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর তৃতীয় মেয়ে সৈয়দা খাদিজা বিবি (রহঃ) এর স্বামী পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এহসান আহমদ মাসুম মুর্শিদাবাদী (রহঃ) এবং তাঁর আওলাদগণ অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

তারা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রায় সকল খলিফাগণের দরবার শরীফ সমূহে সফর করতেন এবং এখনও করেন। দরবার শরীফ সমূহে তরিকত তাসাউফের মেহেদীবাগী-ওয়াইসীয়া নেসবত জারি রাখার ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে।

গবেষণায় তাদের সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে এবং তাদের সাথে যতটুকু যোগাযোগ করা বা সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হলো।

সৈয়দা খাদিজা বিবি (রহঃ) ছিলেন সৈয়দ এহসান আহমদ (রহঃ) এর প্রথম স্ত্রী। সৈয়দ এহসান আহমদ (রহঃ) এর ঔরসে এবং সৈয়দা খাদিজা বিবি (রহঃ) এর গর্ভের তিন কন্যা ছিলে সন্তান জন্ম গ্রহন করেন।

তারা হলেন-

১. সৈয়দা হোসনা বানু (রহঃ), তাঁর দুই পুত্র।
২. সৈয়দা শহর বানু (রহঃ), তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা।
৩. সৈয়দা নাঈমা বানু (রহঃ), যিনি বিয়ের পূর্বে ষোল বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর ছেলে শাহ্ সুফি সৈয়দ মোস্তফা আলী (রহঃ) এর মেয়ে সৈয়দা ফাতেমা খাতুন (রহঃ) হলেন সৈয়দ এহসান আহমদ মুর্শিদাবাদী (রহঃ) এর দ্বিতীয় স্ত্রী। সৈয়দ এহসান আহমদ মুর্শিদাবাদী (রহঃ) ঔরসে এবং সৈয়দা ফাতেমা খাতুন এর গর্ভে তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যা জন্ম গ্রহন করেন।

তাঁর তিন পুত্র হলেন-

১। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী ওরফে জাহাঁগীর (রহঃ),
২। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ (রহঃ), এবং
৩। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ)।

সৈয়দ এহসান আহমদ মাসুম মুর্শিদাবাদী (রহঃ) ১৯৪৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাতা দোররে মাকনুন হযরত সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর মাজার শরীফে তাকে সমাহিত করা হয়েছে।

২.৭.২ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী ওরফে জাহাঁগীর (রহঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী ওরফে জাহাঁগীর (রহঃ) বিবাহ করেন শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর ছেলে সুফি সৈয়দ মোস্তফা আলী (রহঃ) এর মেয়ে সৈয়দা তামান্না খাতুন এর মেয়ে **সৈয়দা হাসমত আরা বেগম (রহঃ)** কে ।

সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী (রহঃ) অনেক বড় দরজার অলি ছিলেন। তিনি লেখক এবং কবিও ছিলেন। তিনি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর জীবনী লিখেন এবং তাঁর লেখা ‘দিওয়ানে ওয়াসী’ কিতাবটি কবিতার ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন (অপ্রকাশিত)। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলা শহরের শেরখালী এলাকায় বসবাস করতেন। সেখানেই তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। তাঁর চারপুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান।

২.৭.৩ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ ওয়াইসী (রহঃ)ঃ

সৈয়দ এহসান আহমদ মুর্শিদাবাদী (রহঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ (রহঃ)। তরিকত তাসাউফ প্রচারের

উদ্দেশ্যে তিনি দেশের নানা এলাকায় সফর করতেন এবং সড়াইল দরবার শরীফে আসতেন।

সড়াইলের পীরসাহেবগণের প্রতি তিনি খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তাদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করতেন। সড়াইলের মাজার শরীফ দুটির সংস্কার করার বিষয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতেন।

তিনি রাজশাহ্ী শহরের মীরের চক এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর **ব্যবহৃত পাগড়ী এবং জুতা মুবারক** সংরক্ষণ করেন।

রাজশাহ্ী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুবাদে তাঁর বাসভবনে আমার কয়েকবার যাওয়ার এবং একরাত্রী যাপনের সুযোগ হয়েছিল। সড়াইল দরবার শরীফেও তাঁর সাথে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তরিকতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আমার সাথে আলাপ করেন এবং দোয়া করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী এবং এলমে তাসাউফে খুব সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি খুবই সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। তিনি মেহেদীবাগী-ওয়াইসীয়া সিলসিলার জাকেরদেরকে খুব মহব্বত করতেন, জাকেরগণও তাকে উপরওয়ালা হুজুরের আওলাদ মেনে সম্মান করে হাদিয়া নজরানা পেশ করতেন।

তিনি আফসোস করে বলতেন, *"বর্তমান সময়ে মানুষ পীরের নিকট আসে দুনিয়াবী মকসুদ পূরণের আর সমস্যা সমাধানের আশায়, কিন্তু পীর মুরিদীর আসল মকসুদ পরকালীন"।*

তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে।

সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ (রহঃ) শেষ জীবনে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঢাকার মীরপুরে বসবাস করতেন এবং সেখানেই ১৩ ই জমাতিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ৬ এপ্রিল ২০১২ সালে ইন্তেকাল করেন। শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার অর্ন্তগত সুরেশ্বর দরবার শরীফে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত।

২.৭.৪ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল বাশার ওয়াইসী (রহঃ)ঃ

সৈয়দ এহসান আহমদ মুর্শিদাবাদী (রহঃ) এর তৃতীয় পুত্র পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ) ১৯৪৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ভারতের মুর্শিদাবাদে জন্ম গ্রহন করেন।

তিনি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বগুড়া শহরের নিশিন্দারা এলাকার ঝোপগাড়ী মহল্লায় বসবাস শুরু করতেন। এখানে তিনি দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইসূত্রে তিনি **'ঝোপগাড়ীর হুজুর'** নামে পরিচিত ছিলেন।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণে তিনি ঝোপগাড়ী থেকে হিজরত করে শাহ্জাদপুরের শেরখালীতে গমন করে আজীবন বসবাস করেন এবং সেখানে **'আওলাদে ওয়াইসী দরবার শরীফ'** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অত্যন্ত জজবিয়াত হালতের কামেল অলি ছিলেন। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ) এর সাথে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তিনি আজিজি ও এনকেছারির সহিত পীর শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ), এবং দোররে মাকনুন হযরত সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর জীবনী আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। 'আওলাদে ওয়াইসী দরবার শরীফ' এ শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ), এবং দোররে মাকনুন হযরত সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর ব্যবহৃত জামা কাপড় ও সরঞ্জামাদী সংরক্ষিত আছে। ২০১৬ সালের ২১ শে ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি নিচের গজলটি বেশি বেশি গাইতেন-

"আজ আমার আখেরের পীরধন কোথায় গেলে পাবোগো, আজ আমার আখেরের মুর্শিদ কোথায় গেলে পাবো গো,

মনিকতলায় গেলে পাবো দাওয়া মানকিতলায় চলিয়া যাব গো, বিষে অঙ্গ জড় জড় দাওয়া পাবো কোথায় গো

শাহ্পুর গেলে পাবো দাওয়া শাহ্পুর চলিয়া যাব গো, আজ আমার আখেরের অলি কোথায় গেলে পাবো গো,

আজ আমার আখেরের দয়াল কোথায় গেলে পাবো গো, মেহেদীবাগে গেলে পাবো দাওয়া সেথায় চলিয়া যাবগো।"

২.৭.৫ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফরিদুন কারদার শাহ্বীন ওয়াইসী (রহঃ):

সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী (রহঃ) এর বড় ছাহেবজাদা পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফরিদুন কারদার শাহ্বীন (রহঃ)। তিনি শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর নিজ হাতে লেখা **দেওয়ানে ওয়াইসী কিতাবের পান্ডুলিপি** সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডায়েরী সংরক্ষণ করেন।
সুফি সৈয়দ ফরিদুন কারদার শাহ্বীন (রহঃ) পিতার অবর্তমানে ছোট ভাই বোনদের সকল দায়িত্ব পালন করেন এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তরিকত প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতেন। তিনি সড়াইল দরবার শরীফের ওরছ মুবারক সমূহে নিয়মিত আসতেন।
১৯৯৬ সালে সড়াইল দরবার শরীফের ওরছ মুবারকে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। তাঁর মাধ্যমে ১৯৯৬-২০০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে **সৈয়দা হাসমত আরা বেগম (রহঃ)** এর সাথে আমার পত্র মারফত পরিচয় হয় এবং সময়ান্তরে দফায় দফায় পত্র যোগাযোগ হয়, তাঁকে আমি যথাসাধ্য এবং যৎসামান্য নজরানা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে প্রেরণ করতাম, তিনি চিঠির মাধ্যম প্রাণভরে আমার জন্য দোয়া করতেন। তাঁকে আমি দাদীমা সম্বোধন করতাম, আর তিনি আমাকে ভাই ডাকতেন। মহিয়সী সৈয়দা হাসমত আরা বেগম (রহঃ) এর পবিত্র কবুলিয়াত দোয়া আমার জীবনের এক অমূল্য পাথেয়। তিনি ৩১ শে জুলাই ২০২১ ইন্তেকাল করেন।
সুফি সৈয়দ ফরিদুন কারদার শাহ্বীন (রহঃ) ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। মেহেদীবাগী-ওয়াইসীয়া নেসবতের অনেক তথ্য এবং ব্যাক্তিগত বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করতেন, আমার জন্য মন খুলে দোয়া করতেন। তাঁকে আমি হুজুর সম্বোধন করতাম, আর তিনি আমাকে মামা ডাকতেন, বলতেন, 'আপনি আমাকে হুজুর ডাকবেননা, আপনি আমার মায়ের ভাই মামা, এবং আমি আপনার ভাগনা'।

মাজার শরীফ জিয়ারতের নিয়মাবলী সহ তাসাউফের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে তাঁর নিকট তালিম পেয়েছি। ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে আমাকে ফোন করে বললেন যে, 'মামা, আমি আর এখানে থাকবনা, আমার আর সহ্য হচ্ছেনা'। শাহ্জাদপুরের শেরখালীতে পিতার মাজার শরীফেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

২.৭.৬ পীরজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ হুমায়ুন পারভেজ ওরফে শাব্বির আহমদ ওয়াইসী (মাঃ আঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী ওরফে জাহাঁগীর (রহঃ), এর মেঝ ছাহেবজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ হুমায়ুন পারভেজ সাব্বির আহমদ (মাঃ আঃ) উচ্চ শিক্ষিত একজন কবি, লেখক ও গণমাধ্যম কর্মী।

শাহ্ সুফি সৈয়দ হুমায়ুন পারভেজ শাব্বির আহমদ (মাঃ আঃ) এর সাথে শাহ্জাদপুরের শেরখালীতে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তারপরও তরিকত তাসাউফ বিষয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। সুফিবাদ বিষয়ে ফেসবুকে আমার কিছু লেখা পড়ে তিনি খুশি হয়ে আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, *"রফিকুল সাহেব, লেখাগুলো চালিয়ে যান, সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) একজন খাঁটি আওলাদে রসুল (ﷺ), আমি আওলাদে ওয়াইসী সৈয়দ হুমায়ুন পারভেজ দোয়া করি, সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর দোয়া সব সময় আপনার সাথে থাকবে।"*

তিনি বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে শাহ্জাদপুরের শেরখালীতে বসবাস করছেন এবং মেহেদীবাগী-ওয়াইসীয়া সিলসিলার নেসবতের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

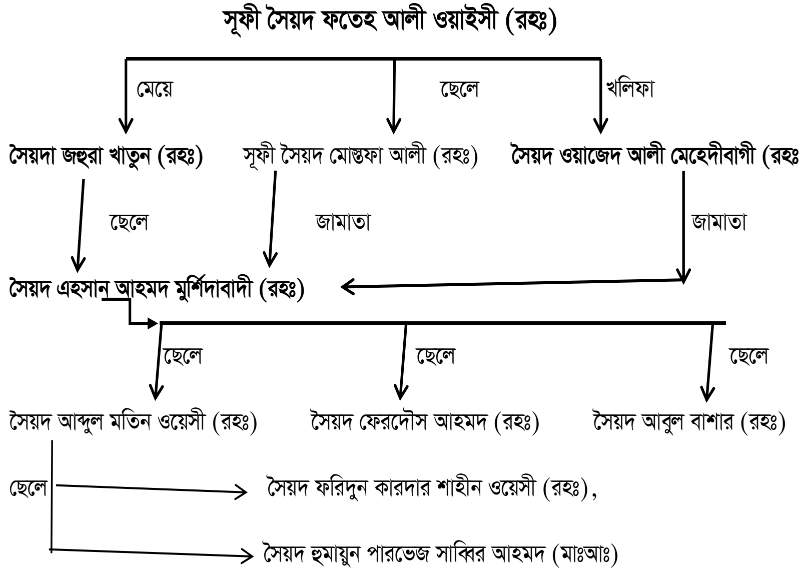

চিত্রঃ ওয়াইসীয়া-ওয়াজেদীয়া সমন্বিত বংশের অধঃস্তন গদ্দিনশীন পরম্পরা।

২.৮ সুফি সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রচারিত সিলসিলার বর্তমান চিত্রঃ

জগতের নিয়ম হলো এই যে, একজন মহামানব কে বিখ্যাত বলতে হলে তিনি কোথা থেকে কার নিকট কি বিষয়ে অধ্যয়ন করে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর নিকট সেই বিষয় অধ্যয়ন করে আরও কারা কারা বিখ্যাত হয়েছেন এবং অন্যান্য মহামানব গণ তাঁর সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন বা ধারণা পোষণ করেন, তাঁর কার্যক্রমে মানব জাতি তথা বিশ্ব সমাজ কতটা উপকৃত হয়েছে তা বিবেচনা করা।

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পরিচয় তুলে ধরতে হলে বলতে হয়; মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনের প্রিয় হাবিব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহা মানব, কুল কায়েনাতের নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন আখেরী রসুল, ইমামুল মুরসালীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা ছালল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রিয়তম কন্যা, সাঈয়্যিদাতুন নিসা, খাতুনে জান্নাত, মা ফাতেমা তুজ্জাহরা (রাঃ) এর অধ্বস্তন বংশপরম্পরায় শ্রেষ্ঠ সন্তান গণের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ)।

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ), ফুরফুরার পীর প্রখ্যাত ওয়ায়েজীন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আবু বক্কর সিদ্দিকী আল কুরাইশী (রহঃ), সুরেশ্বরের পীর শামছুল ওলামা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়্যেদ আহমদ আলী ওরফে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ জান্ শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রহঃ) এর মতো প্রসিদ্ধ পীরগণ সকলেই কলিকাতা মারকিতলার রসুলনোমা পীর হযরত **শাহ্ সুফি সৈয়্যদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী** কুদ্দেসা সিররুহুল আজিজ এর নিকট ইলমে তাসাউফে দীক্ষা গ্রহণ করে কঠোর রিয়াজত আর সাধনা করে খেলাফত অর্জন করে পীরের মনোনীত খলিফা হয়েছিলেন। কেবল তাঁর জামানাতেই তিনি ২৪ লক্ষ মুরিদ-মুরিদান এর পীর ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সিলসিলার অধঃস্তন দরবার সমূহের জাকের সংখ্যা কয়েক কোটি।

বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ জিন-ইনসান আশেকের মুর্দা দেল জিন্দা করনেওয়ালা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ রংপুর সিঙ্গেরগাড়ীর পীরে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল, হযরত মাওলানা শাহ্ **সুফি জহুরুল হক** (রহঃ); জয়পুরহাট সড়াইলের পীরে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল হযরত মাওলানা **শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন** তালুকদার (রহঃ); বগুড়া রামশহরের পীরে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আলহাজ্ব পীর ডাক্তার **কহর উল্ল্যাহ** (রহঃ) এবং সিরাজগঞ্জ এনায়েতপুরের পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী রহঃ (জানা যায় এনায়েতপুরী সিলসিলার

খলিফার সংখ্যা ১২০০ এর অধিক) এর **মহান পীর ও মুর্শিদ কেবলা হলেন** হাদিয়ে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ)।

খাজাবাবা ফরিদপুরী বা আটরশির পীর হিসেবে খ্যাত, পীরে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাসমত উল্লাহ্ কুদ্দাছা ছির রুহুল আযিয (জানা যায় জীবদ্দশায় তাঁর ৩ কোটি মুরিদ ছিল) এর **দাদা পীর** হলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ)।

ঢাকা দেওয়ানবাগের পীর বীর মুক্তিযোদ্ধা সুফি সম্রাট হযরত মাওলানা সৈয়দ মাহবুবে খোদা যার বাংলাদেশে **১৫০** টি এবং বর্হিবিশ্বে **৫১** টি দরবার শরীফ রয়েছে (সূত্র দেওয়ানবাগ দরবার শরীফের ওয়েবসাইট) এর পীর এবং **কুতুববাগের পীর** হযরত মাওলানা সুফি জাকির শাহ্ নকশবন্দী-মুজাদেদ্দী মাদ্দা জিল্লুহুল আলি (যিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সুফি তরিকার প্রচার করছেন) এর **দাদাপীর-** ফরিদপুরের **চন্দ্রপুরী পীর** খ্যাত কামেল ও মোকাম্মেল মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ কুদ্দাছা ছির রুহুল আযিয এর **দাদা পীর হলেন** হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ)।

টাঙ্গাইল প্যারাডাইস পাড়ার কামেল ও মোকাম্মেল পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি মকিম উদ্দিন কুদ্দাছা ছির রুহুল আযিয এর মতো বহু প্রখ্যাত পীরগণ এর **দাদাপীর** হলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী কুদ্দাছা ছির রুহুল আযিয ।

শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ) কে ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আবু বক্কর সিদ্দিকী আল কুরাইশী (রহঃ) 'বড় ভাই' সম্বোধন করতেন। ফুরফুরার খলিফা হযরত মাওলানা রুহুল আমীন বশিরহাটি (রহঃ) কে লোকজন একবার এক পীর সাহেবের বিরুদ্ধে বাহাসের (তর্কযুদ্ধ) জন্য অনুরোধ করেন। মাওলানা সাহেব লোকজন কে

প্রতিপক্ষের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, প্রতিপক্ষ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ) এর খলিফা শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ); তখন তিনি আর সেই বাহাস করতে রাজি হননি।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ উত্তর বাংলায় 'নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' সুফি ধারার প্রচারে শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদান

৩.১ প্রেক্ষাপটঃ

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অবদান বর্ননা করার শুরুতে একটা প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রয়োজন।

যখন এতদ্ব অঞ্চলের বহু জায়গায় স্কুল কলেজ দূরের কথা মক্তব মাদ্রাসাও সবগ্রামে ছিলনা। যানবহন তো দুরের কথা রাস্তাপথ পর্যন্ত ছিলনা। মুসলমানগণ নীতি নৈতিকতা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় নিজে একাই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই ধারায় পরবর্তীতে তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছেন তাঁর আওলাদগণ এবং খলিফাবৃন্দ। যে সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা ডাক্তার কবিরাজ যত্রতত্র পাওয়া যেতনা, সেই সময়ে তিনি মানুষকে নবীজি (ﷺ) এর দ্বীন ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, আল্লাহর রহমতে আধ্যাত্মিক ফয়েজের মাধ্যমে জটিল জটিল রোগের চিকিৎসা করে মানুষকে রোগমুক্ত করেছেন।

তার এবং তাঁর খলিফাগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে এখনো সেই শিক্ষা-দীক্ষা আর চিকিৎসার ধারাবহিকতা বজায় আছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার এই সময়েও এমন অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা যখন ডাক্তার কবিরাজগণ সফলভাবে করতে পারছেননা, তখন সেইসব রোগের চিকিৎসা

বর্ণিত তিনটি দরবার শরীফ সহ সিলসিলার অন্যান্য দরবার শরীফ থেকে হচ্ছে, ফলে মানবজাতি বহুলাংশে উপকৃত হচ্ছে। এসবের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর।

বিগত যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমান সময় প্রতুক্তিগত দিক থেকে উন্নত। এই সময়েও পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রচারিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করে তদানুযায়ী আমল করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং তাঁর সময়ের সেই আদি এবং অবিকল রুপে ফায়েজ ফায়দা পাওয়া সম্ভব, তাহলে বর্তমান এবং অনাগত সময়ের উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) দ্বীন ইসলামের প্রকৃত স্বাদ পাবে। বিধায় তাঁর শেখানো ইলমে তাসাউফের ছবক আমল গুলি বর্ণনা করা প্রয়োজন।

এসব বিশ্লেষণে নির্দ্বিধায় বলা যায়, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) উত্তর বাংলায় তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সুফি ধারায় 'নকশবন্দিয়া-মুজাদেদ্দিয়া' তরিকা কে একটি ব্র্যান্ডে রুপ দেয়ার গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁর সিলসিলার প্রতিষ্ঠিত দরবার শরিফ সমূহের মাধ্যমে আজ তা সফল রুপ পাচ্ছে।

৩.১.১ তরিকত প্রচারে আত্মনিয়োগঃ

রসুলেনোমা পীর সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসী বর্ধমানী (রহঃ) এর নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে পীরের নির্দেশে ও পীরভাই শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা গোলাম সোলেমানী (রহঃ) এর পরামর্শে আপন পীরের গদ্দিনশীন ছাহেবজাদী হযরত সাইয়্যেদা জোহরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর নিকট থেকে নিসবতে জামেয়ার ফয়েজে কামলিয়াত হাসিল করে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) আল্লাহর উপর ভরসা করে এখন থেকে ১৩২ বছর আগে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দে; নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারের খেদমতে সফরে বের হন।

একদা সরওয়ারে কায়েনাত নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলির বিশিষ্ট তামাক ব্যবসায়ী শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) কে স্বপ্নে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) কে দেখিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন, শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) স্বপ্নে রসুল (ﷺ) এর কদমবুচি করেন এবং পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর হাতে বাইয়াত হন এবং ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর মনে মনে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) কে খুঁজতে থাকেন। বিছানা ছেড়ে উঠে তাহাজ্জত ও ফজর নামাজ শেষ করে তিনি তাঁর দোকানের পাশে ইন্দিরার নিকটে তসবিহ হাতে পায়চারি করতে করতে মনে মনে স্বপ্নের কথা ভাবছেন। অলৌকিকভাবে সেই রাতেই পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) পরিধেয়বস্ত্রের অতিরিক্ত একটি পাতলা কম্বল বগলে চেপে হাতে একটি তামার বদনা নিয়ে কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন হতে তৃতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট করে ট্রেনযোগে হিলি স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
(সুফি আহমদ জান মুজাদ্দেদিরচিত ‘এরশাদে মাবুদিয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর ভাষায়, *“আমি শিয়ালদা স্টেশনে আসিয়া জেলা বগুড়ার অর্ন্তগত হিলি স্টেশনের একখানা তৃতীয় শ্রেণির টিকিট লইলাম । সঙ্গে পরিধানের কাপড় অতিরিক্ত একখানা কম্বল ও একটি তাম্র বদনা ব্যতীত অন্য কোন আসবাবাদী ছিল না। খোদা তায়ালার নাম স্মরণ করিতে করিতে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ধব ধব করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।”*)
ট্রেন থেকে নেমে পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) অজুর পানির সন্ধানে সেই ইন্দিরার নিকট আসতেছিলেন। শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর নজর সম্মুখে পড়তেই তিনি দেখেন বগলে কম্বল আর হাতে বদনা নিয়ে স্বপ্নে দেখা পীরসাহেব ইন্দিরার দিকে আসতেছেন।

শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) স্বপ্নে দেখা পীরসাহেবকে চিনিতে পারিয়া হুজুর বলে অভিবাদন জানিয়ে ইন্দিরা হতে পানি উঠিয়ে দেয়ার অনুমতি নিয়ে উক্ত তামার বদনা ভরে অজুর পানি উঠিয়ে দেন এবং তাঁর ঘরে ফজরের নামাজ আদায় করার অনুরোধ করেন। নামাজ শেষে শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ), সৈয়দ পীরসাহেবকে কে মুরিদ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং পীরসাহেব তাঁকে মুরিদ করেন।

এভাবেই শুরু হলো মহান পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পীর-মুরিদির জীবন।

৩.১.২ তরিকত প্রচারের ভৌগোলিক এলাকাঃ

হেদায়েতের নুরের ফেরিওয়ালা পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়াতরিকা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত ও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেছেন।

তিনি ভারতের কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া জেলা এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, মাগুড়া, ও গোপালগঞ্জ জেলায় স্বশরীরে সফর করে তরিকা প্রচার করেছেন। তাঁর তরিকত প্রচারের সীমানা তার খলিফা মীর মকবুল আলী চৌধুরী নিম্নরুপ ছন্দাকারে বর্ণনা করেছেন।

"রংপুর জেলা হইতে শুরু যে করিয়া, দিনাজপুর বগুড়া আর পাবনা তক লইয়া
রাজশাহী জেলা আর মহকুমা নাটোর, যশহর ফরিদপুর কলিকাতা শহর"

সফরের অধিকাংশ সময় তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে তাঁর প্রচারিত নকশাবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা ব্যাপক

প্রসারলাভ করে। এর প্রকৃষ্ট প্রমান হলো তাঁর ৬৯ জন খলিফার মধ্যে সকলেই বাংলাদেশী, কেউই ভারতীয় নয়।

৩.১.৩ তরিকা প্রচারের বাহন বা যতায়াতের মাধ্যমঃ

তৎকালীন অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ও অপ্রতুল পরিবহন মাধ্যমের কারণে যথাসম্ভব নিকটবর্তী স্থান গুলোতে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হত। আর দূরবর্তী এলাকায় যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন ছিল। পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) কে পাঁচবিবি স্টেশন থেকে সড়াইলে নিয়ে আসার জন্য সড়াইলের তাঁর খলিফা সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) গরুর গাড়ি পাঠাতেন এবং ফেরার সময় পূণরায় গরুর গাড়িতে করে পাঁচবিবি স্টেশনে পৌঁছে দিতেন।

সড়াইল থেকে অন্য গ্রামে বা অন্যান্য অঞ্চলে সফরের সময় তিনি চারবেহারার পালকিতে সওয়ার হয়ে সফর করতেন। এভাবে সঙ্গী সাথি সহ অনেক কষ্ট করে তিনি নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার খেদমত করেছেন।

৩.১.৪ হিলিতে আস্তানা স্থাপনঃ

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর চতুর্থ নং খলিফা সড়াইলের পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ 'পরশমণি' কিতাবে লেখক আঃ গণি মন্ডল বর্ণনা করেন, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তরিকত প্রচারের একবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলা হিলি স্টেশনের পূর্বপার্শ্বে রেললাইনের অদূরে জনৈক মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে (যে বাড়িতে তার প্রথম মুরিদ শাহ সুফি জহুরুল হক রহঃ অবস্থান করে ব্যবসা করতেন) আস্তানা স্থাপন করে সেখানে মানুষদিগকে নানাবিধ জটিল ও কঠিন রোগের জন্য দোয়া তাবিজ পানিপড়া সূতাপড়া দিয়ে চিকিৎসা করতে থাকেন। মানুষ আরোগ্য পেতে থাকেন। চতুর্দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়লে মানুষ তাকে

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দাওয়াত করে নিতে থাকেন। পাগল ও জীনে ধরা রোগীর চিকিৎসা করতে গেলে তিনি ঐ বাড়ির লোক দিগকে কলেমা, নামাজ, রোজা এবং ইসলামী শরিয়তের আকাইদ সমূহ সহ তওয়াজ্জোহ্ শিক্ষা দিতেন। তিনি যে রোগীর চিকিৎসা করতেন আল্লাহর রহমতে সেই রোগীই সুস্থ্যতা লাভ করত। বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, নতুন এলাকা সমূহে লোকজন প্রথমে তাকে পুরাতন,জটিল ও কঠিন রোগীর চিকিৎসার জন্য দাওয়াত করে নিয়ে যেতেন। সেই সমস্ত রোগীর চিকিৎসায় যখন তিনি সফল হতেন। তখন উক্ত এলাকাবাসী ইহাতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট বায়াৎ হয়ে তওয়াজ্জোহ লাভ করতেন।

৩.২ এলমে মারেফাতের শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ

সাধনার পথ সহজ সরল এবং সুশৃঙ্খল নিয়মে বিন্যস্ত না হলে যে এই সময়ের দুর্বলকায় মানুষের পক্ষে এলমে লাদুন্নী শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হবেনা তা পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি যথাসম্ভব সহজ করে **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কে কেন্দ্র করে** এলমে বাতেনের তালিম দিতেন।

তিনি গোসল, ওজু, তায়াম্মুম, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত- শরিয়তের এসব আমল সমূহের বাহ্যিক নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতেন না। তাঁর মতে এগুলো শেখানোর জন্য মক্তব-মাদ্রাসা এবং মাওলানা- মুন্সিগণ আছেন। তবে তিনি নিজে শরিয়তের আমল সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আদায় করতেন যা দেখে সুষ্ঠভাবে শেখার যথেষ্ঠ সুযোগ ছিল এবং শিষ্যগণ কে আমল করার জন্য জোড় তাগিদ দিতেন।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং তাঁর জেসমানি আওলাদ, আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী, ও সিলসিলার খলিফাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’, ‘খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সড়াইল’, ‘রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফ’,

'বিশ্ব শান্তি মঞ্জিল এনায়েতপুর দরবার শরীফ', 'খুলনা খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ', 'তালোড়া কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফ', ' টাঙ্গাইল প্যাড়াডাইস পাড়া বিশ্ব ইসলাম প্রচার দপ্তর দরবার শরীফ', শাহ্জাদপুরের চড়নড়িনা 'দরবারে রেসালাতে মুজাদ্দেদিয়া', সহ অন্যান্য দরবার শরীফ সমূহে সরেজমিনে অনুসন্ধানমূলক সফর করে এবং এতদ্বসংক্রান্ত লিখিত তথ্যাদি অধ্যায়ন করে দেখা যায় যে, তাঁর এলমে মারেফাত বা বাতেনি বিদ্যা তথা আমল শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতিটি ছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন্দ্রিক।

সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী নিম্নে সেগুলো যথাসাধ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো। এক্ষেত্রে কৃত্রিমতা এড়াতে বাংলা, আরবি, উর্দু, ফার্সী শব্দ গুলোর ব্যবহার ঠিক যেভাবে দেখা গেছে, এবং স্থানীয় চলতি ভাষার যে প্রয়োগ পাওয়া গেছে, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

৩.২.১ এলমে তরিকতের প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতিঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর চতুর্থ নং খলিফা সড়াইলের পীর কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) বর্ণনা করেন, "আমরা মুরীদগণ যখন কলিকাতায় তিনার খেদমতে যাতাম, তিনি আমাদিগকে চুপচাপ গাফেলে বসিয়া থাকিতে দিতেন না। ছবকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার যে সমস্ত গৃহ কার্য্য থাকিত, করাইয়া লইতেন এবং সময় সময় আসিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেন ও বলিতেন ও মিয়ারা ছবকের প্রতি গাফেল হইয়া কাজ করিতেছ নাকি? এইরূপে তিনি কাজ কামসহকারে তরিকার প্রশিক্ষণ দিতেন। যাহাতে আমরা সাংসারিক কাজ কামসহকারে সর্বদায় ছবকের প্রতি খিয়ালে অভ্যস্ত হই।"

৩.২.২ বাইয়াত বা মুরিদ করা বা হওয়ার করার দলিলঃ

ইলমুল ক্বলব্ বা বাতেনী বিদ্যা শিক্ষা করার পূর্বশর্ত হচ্ছে কামেল মোকাম্মেল পীরের নিকট বাইয়াত বা মুরিদ হওয়া। পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং তাঁর জেসমানী আওলাদবৃন্দ ও আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে বাইয়াত হওয়া প্রসঙ্গে সাধারণত কোরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

১. কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن
نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অনুবাদঃ "হে নবী! যারা তোমার কাছে বাইয়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল, তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল। (তারা যখন তোমার হাতের ওপর হাত রেখেছিল তখন) তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। অতএব যে এ শপথ ভাঙবে সে এর পরিণাম ভোগ করবে। আর যে শপথ রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কারে সম্মানিত করবেন।" (সূরা ফাতাহ: ৪৮:১০)

২. কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান,

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অনুবাদঃ "আল্লাহ বিশ্বাসীদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা (হে মুহাম্মদ!) তোমার কাছে গাছের নিচে বাইয়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন। তাই তিনি তাদের অন্তরে নাজিল করলেন প্রশান্তি আর পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।" (সূরা ফাতাহ: ৪৮:১৮)

৩. আল্লাহ্ পাক এর বাণী,

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অনুবাদঃ "আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ পায়। আর (পাপাচারের কারণে) আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তাঁর জন্যে তুমি কোনো পথপ্রদর্শক পাবে না।" (সূরা কাহ্‌াফ: ১৮:১৭)

৪. কুরআন মাজিদে আল্লাহর ঘোষণা-

وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ
أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

অনুবাদঃ "আর যারা আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশনা অনুসরণ করবে তারা নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ ও সৎকর্মশীলদের অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের সঙ্গী হবে। এরাই উত্তম সঙ্গী। (নিসা: ৪:৬৯)

৫. মহান আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অনুবাদঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর অনুসরন করো, রসুলের (ﷺ) অনুসরন করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (মুর্শিদ) তাদের অনুসরন করো।" (সূরা নিসা: ৪:৫৯)

৬. রসুলের আনুগত্যের বিষয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

অনুবাদঃ "এর মধ্যেই জনপদের একপ্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসুলদের অনুসরণ করো! এরা সত্যপথের অনুসারী আর এরা তো তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় নি। তাই এদের নিঃসংকোচে অনুসরণ করো।" (সূরা ইয়াসিন: ৩৬:২০-২১)

৭. নেতৃত্বের আনুগত্যের ফলাফল বিষয়ে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন,

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ
يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

অনুবাদঃ "ভাবো সেই দিনের কথা, যেদিন সকল মানুষকে তাদের ঈমাম সহ সমবেত করব। জীবনে যা-কিছু করেছে তাঁর বিচার করে (আমলনামা তৈরি করা হবে)। যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (তৃপ্তির সাথে) তাদের আমলনামা পড়বে। তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।" (সূরা বনি ইসরাইল: ১৭:৭১)

৩.২.৩ নারীদের বাইয়াত বা মুরিদ করা বা হওয়ার দলিলঃ

নারীদের বাইয়াত গ্রহণ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অনুবাদঃ "হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করতে এসে ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ঘোষিত ন্যায্য বিষয়ে তোমার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।" (সূরা মুমতাহানা: ৬০:১২)

৩.২.৪ বাইয়াত প্রদান বা মুরিদ করার পদ্ধতিঃ

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এলমে বাতেন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী পুরুষ ব্যক্তিদিগকে কে প্রথমে তওবা ও কলেমা শরীফ পড়াইয়া আপন শাহ্াদৎ আঙ্গুলি মোবারক দিয়ে ক্বলবের মোকাম দেখাইয়া দিয়ে সেখানে আল্লাহ্ নামের জিকিরের সহিত ধ্যান করিতে বলতেন। অতঃপর অজিফা শিক্ষা দিতেন।

৩.২.৫নারীদের বাইয়াত প্রদান বা মুরিদ করার পদ্ধতিঃ

আগ্রহ নারীদের ক্ষেত্রে পর্দার আড়াল থেকে তওবা ও কলেমা শরীফ পড়াইয়া রুমাল ধরে (এই রুমাল কে তিনি নবিজী সা. এর দামন বলতেন) অথবা ছোট নাবালেগ মেয়ে বাচ্চার ক্বলবে চুনের সাদা দাগ দিয়ে উক্ত বাচ্চাকে পর্দার ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে ঐ ছোট বাচ্চার শরীরের যেখানে চুনের সাদা দাগ আছে সেখানে ধ্যান করতে বলতেন।

৩.২.৬ তরিকার চারটি মূল ভিত্তিঃ

আদব, মহব্বত, বুদ্ধি আর সাহস এই চারটি হলো তরিকার স্তম্ভ বা খুঁটি বা মূল ভিত্তি। এই চারটির যে কোনো একটির ঘাটতি হলে তরিকতের উন্নয়নের পথে বাধাপ্রাপ্ত হতে হবে এবং অসম্পন্ন রয়ে যাবে । একটি ঘরের বা তাবুর চারপাশে চারটি খুঁটি দিলে যেমন ঘরটি বা তাবুটি সম্পন্ন হয়, দুই হাত আর দুই পা এই চার মিলে যেমন একজন মানুষের পূর্ণতা পায় তদ্রুপ আদব, মহব্বত, বুদ্ধি আর সাহস নামক চারটি স্তম্ভ বা খুঁটির সমন্বয়ে তরিকা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। নিচে সংক্ষেপে বিষয় চারটি উপস্থাপন করা হলো।

(১) আদবঃ

তরিকতের প্রথম এবং প্রধান খুঁটি হলো 'আদব'। আদব সম্পন্ন একজন মুরিদ তাঁর পীরের সকল হুকুম বিনাবাক্যে পালন করে থাকেন। যার আদব আছে তাঁর সব আছে, যার আদব নাই তাঁর কিছুই নাই। পীরের নিকট পীরের থেকে উচ্চস্বরে কথা না বলা, পীরের ছাঁয়া না মাড়ানো, বিনা অনুমতিতে পীরের ব্যবহৃত আসবাপত্র ও পোশাকাদী ব্যবহার না করা, পীরের দিকে পা লম্বা করে না শোয়া, পীরের দরবারে জুতা ব্যবহার না করা প্রভৃতি আদব সম্পন্ন জাকেরের উদাহরণ। এর বিপরীত হলে সেটা হবে বেয়াদবির সামিল। বেয়াদবি করলে ফয়েজ হত মাহরুম হতে হবে।

(২) মহব্বতঃ

এস্ক বা মহব্বত বা পিয়ার বা ভালোবাসা বা প্রেম এমন একটি শক্তির নাম যে শক্তির বলে অসম্ভব কে সম্ভব করা যায়। জগৎ সংসারের যে বস্তু বা বিষয়টি কোন শক্তি বলেই আয়ত্বে আনা যায়না, তাহাও প্রেম শক্তি বলে করায়ত্ব করা সম্ভব হয়।

"প্রেমের জন্য সৃষ্টি মানব জাতির, নচেৎ ফেরেস্তা ছিল যথেষ্ঠ বন্দেগীর"

যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পিয়ার করে, আর যে যাহারে পিয়ার করে সে তাহারে ভালোবাসে। বাতেনী বিদ্যা অর্জনের জন্য পীরের সহিত চলতে ফিরতে উঠতে বসতে খাইতে নাইতে হরহালে এবং হরদম এমনভাবে লহর লাগিয়ে থাকতে হবে যেন পীরের জাহেরী-বাতেনী ছুরতের সাথে মুরিদের জাহেরী-বাতেনী ছুরত এক হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কালান্দারিয়া তরিকার প্রবর্তক হযরত শাহ্ বু-আলী কালন্দর (রহঃ) বলেন,

"আগার হ্যায় ও মিলনে কুচা, তু হরদম লহর লাগাতী যা,
না কর রোজা না যা মসজিদ, এহি হুকমে শাহে কলন্দার কা।"

বাতেনী বিদ্যা অর্জনের জন্য মুরিদকে জান ও মাল নেছার করে পীরের খেদমত করে মন জয় করতে হবে।

'লোহার চাইতে শক্ত জানো পীরের কদম, খেদমত বিহনে তাহা না হয় নরম।'

এলমে লাদুন্নী শিক্ষার জন্য গভীর আগ্রহের সাথে পীরের প্রেম নদীতে সাঁতার দিতে হবে।

'মহব্বত গারতু বুয়াত জাহের বা ছুরাত, হামা শুরাৎ বুয়াৎ আশেক জরুরাৎ।'

(৩) বুদ্ধিঃ

পীরের আদেশ নিষেধ বুদ্ধি সহকারে পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেন,

"ছদ হাদিছু ছদ কিতাবু নারেকুন, কামেলোকা এক সাকোয়া দেল জারেকুন।"

শত শত গ্রন্থের নানাবিধ মতামতে বিভ্রান্ত না হয়ে মনোরোগের চিকিৎসক পীরের সামান্যতম আদেশ পালনের মাধ্যমেই মুরিদের ইহকালীন কল্যাণ আর পরকালীন নাজাত নিহিত আছে।

(৪) সাহসঃ

খোদা তালাশিদের পথ সব সময় বন্ধুর এবং বক্র ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই পথটা ঠিক যেন কাঁটার আঘাত সহ্য করে গোলাপ ফুল তোলা, মক্ষিকার দংশন খেয়ে মধু আহরণ আর নিশ্চিত মৃত্যু যেনেও জ্যান্ত সাপের মাথা হতে মণি আহরণ করা।

আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তরিকত জগতের সবচেয়ে বড় একটি বাধা হলো পরনিন্দার ভয়। আমি পীর ধরব, সুফি তরিকার চর্চা করব, লোকে কি বলবে! এসবকে উপেক্ষা করে অদম্য সাহস নিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বাধা সমূহকে তুচ্ছজ্ঞান করে তরিকতের খেদমতে মনোনিবেশ করতে হবে।

'পাগল কা নৌকা শুকান মে চলেগা, আওর দরিয়া মে চলেগা'

তরিকত জগতের ভরসার বাণী হলো-

"মুর্শিদের দয়ার গুণে ডুবা নৌকা ভেসে যায়, আগুন পানি হয়, মিশকিন বাদশা হয়"

সুতরাং ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, সব সময় সাহস রাখতে হবে।

৩.২.৭ তরিকতের কতিপয় পরিভাষাঃ

ফয়েজ, ক্বলবের মধ্যে ডুবে যাওয়া, পীরের ক্বলবে ক্বলব বা দিলে দিল মিশানো, খেয়ালের নজর, আদবের বৈঠক, মোরাকাবা, ফয়েজে বা মোরাকাবায় বসার নিয়ম, মোরাকাবায় বসা বা ফায়েজ তালাশ করা বা আমলের রাস্তা বান্ধা, প্রভৃতি বহুল প্রচলিত এবং বারবার ব্যবহৃত কতগুলো বিষয়কে এখানে তরিকতের পরিভাষা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

(১) ফায়েজঃ

তরিকত তাসাউফ এর সালেক গণের নিকট ফায়েজ শব্দটি বহুল পরিচিত। যার আভিধানিক অর্থ- প্রেমের প্রবাহ। মহান আল্লাহ পাক এর যে মহা শক্তির সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব জগত পরিচালিত হচ্ছে, তাকেই ফায়েজ বলে।

তরিকতের পরিভাষায় 'ফায়েজ' (Faiz) বলতে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ, কল্যাণ বা নূরকে বোঝায় যা পীর বা মোর্শেদের অন্তর থেকে মুরিদের অন্তরে প্রবাহিত হয়। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক বিশেষ রহমত যা মানুষের কলব বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

তরিকতের ফায়েজ সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ

১. ফায়েজের উৎসঃ যাবতীয় ফায়েজের মূল উৎস হলো মহান আল্লাহ তায়ালা। এই ফায়েজ আল্লাহর তরফ থেকে নবী করিম (ﷺ)-এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম হয়ে ওলি-আওলিয়াদের অন্তরে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে সিলসিলার মাধ্যমে সাধারণ মুরিদদের অন্তরে স্থানান্তরিত হয়।

২. পাওয়ার মাধ্যমঃ ফায়েজ পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হলো 'তাওয়াজ্জুহ'। যখন একজন কামেল পীর বা মোর্শেদ তাঁর মুরিদের প্রতি আধ্যাত্মিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তখন মুরিদের অন্তরে ফায়েজ বা আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়।

৩. ফায়েজের উদ্দেশ্যঃ

- অন্তরের কলুষতা বা অন্ধকার দূর করা।
- আল্লাহর প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসা বৃদ্ধি করা।
- নফসের (প্রবৃত্তি) দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে রূহকে শক্তিশালী করা।
- ইবাদতে একাগ্রতা এবং স্বাদ লাভ করা।

৪. শর্তাবলীঃ ফায়েজ লাভের জন্য মুরিদের মধ্যে 'এশকে মোর্শেদ' (গুরুর প্রতি ভালোবাসা) এবং 'আদব' থাকা অপরিহার্য। যার অন্তরে পীরের প্রতি যত বেশি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, সে তত দ্রুত ও বেশি পরিমাণে ফায়েজ গ্রহণ করতে পারে।

৫. ফায়েজের প্রভাবঃ সঠিকভাবে ফায়েজ প্রাপ্ত হলে ব্যক্তির স্বভাবে পরিবর্তন আসে, সে পাপকাজ থেকে দূরে থাকতে শুরু করে এবং তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি বিরাজ করে।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে দিনরাত ২৪ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ ৫ ধরণের ফায়েজ ওয়ারেদ হয় বা অবতীর্ণ হয়। যথা-

১. ফজর ওয়াক্ত হতে যোহর ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'কুয়াতে এলাহীয়ার ফায়েজ'।
২. যোহর ওয়াক্ত হতে আছর ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'হযরত রসুল পাক (ﷺ)-এর মহব্বতের ফায়েজ'।
৩. আছর ওয়াক্ত হতে মাগরিব ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'তাওবার ফায়েজ'। মাগরিব ওয়াক্ত হতে এশার ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'তাওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ'।
৪. এ'শার ওয়াক্ত হতে রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত 'গাইরিয়াতের ফায়েজ' এবং
৫. রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হতে ফজর ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ- রহমতের সময় বা তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত। এই সময় 'রহমতের ফায়েজ' ওয়ারেদ হয়।

(২) ফায়েজের গুরুত্বঃ

তরিকতের সালেকগণ কে মোরাকাবার মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপরোক্ত ৫ ধরণের 'ফায়েজ' হাসিলের জন্য অনুক্ষণ দেহমনে এন্তেজার বা ওম্মেদওয়ার হয়ে থাকতে হয়। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দয়া পরবশ হয়ে তাঁর হাবিব রাহমাতাল্লিল আলামীন ছাললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নায়েবে রসুল গণের ওসিলায় তাঁর কোনো আশেক বান্দাকে যদি এই ৫ প্রকার 'ফায়েজ' প্রদান

করেন তবে সেই বান্দা আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান ও নৈকট্য প্রাপ্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করেন।

আল্লাহ পাক নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের ব্যপারে আল-কুরআনের বর্ণনা-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুবাদঃ "জেনে রাখো! আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের কেনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবেনা।" (ইউনুস: ১০:৬২)

এই ধরণের বান্দার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারি শরীফের ৬১৩৭ নং হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে- "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাছিল করতে থাকে। অবশেষ আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তাঁর কর্ণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তাঁর চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তাঁর হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তাঁর পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।"

(৩) ফয়েজ গ্রহণের সময়ের সতর্কতাঃ

আল্লাহর জাত-পাকের তরফ হইতে উপর থেকে ফয়েজ আসে। আল্লাহর রহমতের ফয়েজ ভেতরের দিক থেকে আসে এবং নূর দৃষ্ট হয়। নবী পাক (ﷺ) এর তরফ হইতে সামনের দিক থেকে ফয়েজ আসে। ফেরেস্তাদের তরফ হইতে ডান দিক থেকে ফয়েজ আসে। জিনদের তরফ হইতে নীচের দিক থেকে ফয়েজ আসে। শয়তানের তরফ হইতে পিছনের দিক থেকে ফয়েজ আসে।

(৪) ক্বলবের মধ্যে ডুবে যাওয়াঃ

মানুষের দেল বা ক্বলব এক গহিন দরিয়া বা সাগর যার কোনো কুল কিনারা নাই। পুকুর নদী বা কোনো জলাধারের পানিতে ডুব দিলে যেমন উপর থেকে

দেখা যায়না, উপর থেকে মধুমাখা ডাক দিলেও আর শোনা যায়না; ঐরুপ দেল বা ক্বলব নামক দরিয়ায় এমনভাবে ডুব দিতে হবে যেনো উপর থেকে যতই ডাকাডাকি করা হোকনা কেনো আর শোনা যাবেনা। দেল দরিয়ায় ডুবে গিয়ে দুনিয়ার সকল প্রকার মোহ মায়া, ঘরবাড়ি, বিবি বাচ্চা এমনকি নিজের দেহটাকে যদি ভুলে যাওয়া যায় তবেই বুঝতে হবে যে, দেল দরিয়ায় ডুবা সম্ভব হয়েছে। এভাবে নিজেকে নাই করে দিতে হবে।

(৫) পীরের ক্বলবে ক্বলব বা দিলে দিল মিশানোঃ

দুধ আর চিনি একত্রে মিশালে যেমন মিষ্টি পয়দা হয়, দুধ বা চিনি কে সাধারণভাবে আর পৃথক করা যায়না; তেমনভাবে মুরিদের দিল কে মুর্শিদের দিলের সাথে মিশে একাকার করতে হবে, যেনো মুরিদের দিল আর মুর্শিদের দিল এক হয়ে যায়। কোনো মুরিদ যদি এতটুকু পারে তবে তা যথেষ্ঠ হবে। কারণ পীরের দিলের সাথে উপরের রাস্তা আল্লাহর জাত পাক পর্যন্ত পাকা লাইন বান্ধা আছে। নারী মুরিদানগণকে পীর আম্মাজানের দিলের সঙ্গে দিল মিশাতে হবে।

(৬) খেয়ালের নজরঃ

আমরা যখন যেখানেই থাকিনা কেনো, সেখান থেকেই আমাদের নিজ নিজ বাড়িতে কোথায় কি আছে, কয়টা ঘর আছে, কোন্ ঘরের কতটা দরজা বা জানালা আছে, কোন্ গোপন জায়গায় কি রেখেছি, এগুলো দেখতে পাই, যার মাধ্যমে দেখতে পাই তাঁর নাম খেয়ালের নজর। খেয়ালের নজর থাকে মাথায় বা মগজে।

(৭) মোরাকাবাঃ

আল-কুরআন এর নির্দিষ্ট কোন আয়াতের মর্মবানী উপলব্ধি করতে নিগুঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে যে আত্মবিস্মৃত মোহভাব সৃষ্টি হয়, তাকে মোরাকাবা বলে।

(৮) তিফলুল মাআনীঃ

'তিফল' অর্থ শিশু এবং 'মাআনী' অর্থ রহস্য। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'তিফলুল মাআনী' এর অর্থ হলো–একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক সত্তা যা নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ এবং আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভরশীল।

এই আধ্যাত্মিক শিশুটি মুর্শিদের তায়াজ্জোহের তাছিরে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করে মারিফাতের গভীর রহস্যসমূহ অবলোকন ও উপলব্ধি করে মহান আল্লাহ্‌র খাছ বান্দায় পরিণত হয়।

সহজ করে বলা যায় 'তিফলুল মাআনী' হলো মানুষের ভিতরের মানুষ। একজন মানুষ স্বভাব চরিত্র এবং আমলে তথা কাজে কর্মে বাহ্যিকভাবে যেভাবে বিকশিত হয়, তাঁর 'তিফলুল মাআনী' ঠিক সেভাবেই রুপলাভ করতে থাকে। বলা যায় এই 'তিফলুল মাআনী' এর চূড়ান্ত রুপটিকেই মহান মা'বুদ এর নিকট জবাবদিহী করতে হবে।

(৯) আদবের বৈঠকঃ

নামাজের বৈঠকে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতু পাঠের সময় যেভাবে বসা হয়, ঠিক ঐভাবে- দুই হাত দুই যানুর উপর রেখে বসা কে আদবের বৈঠক বলা হয়। বা আদব বা নছিব, বে আদব বদ নাছিব-যার আদব আছে তাঁর বুলন্দ নছিব বা সব আছে, যার আদব নাই তাঁর বদ নছিব বা কিছুই নাই।

(১০) ফায়েজে বা মোরাকাবায় বসার নিয়মঃ

নামাজের বৈঠকে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতু পাঠের সময় যেভাবে বসা হয়, ঠিক ঐভাবে- দুই হাত দুই যানুর উপর রেখে, চোখ টিপে বন্ধ করে (মিটিমিটি করে তাকানো যাবেনা), মাথা একটু বামের দিকে হেলে দিয়ে পহেলা লতিফায়ে ক্বলব হযরত বাবা আদম (আঃ) এর জেরে কদমের মোকাম। মাথায় বা মগজ

থেকে খেয়ালের নজর কে টেনে এনে পহেলা লতিফায়ে ক্বলবের মাঝে গেড়ে দিতে হবে।

"তালাশে খালাশ মিলে, তালাশ কর রংমহলে;
এই পঞ্চভূতের ঘটে, খেলিতেছে নিরাঞ্জন।"

৩.২.৮ মোরাকাবায় বসা বা ফায়েজ তালাশ করা বা আমলের রাস্তা বান্ধাঃ

জায়নামাজে (চটে, পাটিতে, মাটিতে- মহান মালিক মওলা পাক যেখানে নছিবে মিলায়) আদবের বৈঠকে ডাসে কষে পাথরের মত বসতে হবে, পাথর যেমন নড়েনা চড়েনা হেলেনা দোলেনা চুপচাপ থাকে ।

ঐ রুপ চুপচাপ হয়ে নামাজের সময় তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতু পাঠের সময় যেভাবে বসা হয়, ঠিক ঐভাবে দুই হাত দুই যানুর উপর রেখে আদবের বৈঠকে বসতে হবে।

বা আদব বা নছিব, বে আদব বদ নাছিব, যার আদব আছে তাঁর বুলন্দ নছিব, যার আদব নাই তাঁর বদ নছিব। এই আদব সম্পর্কে হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রহঃ) বলেছেন,

"আয খোদাকাহিমা তৌফিকে আদব,
বেআদব মাহরুম গাশতাদ আয ফজলে রব"

অর্থ- বেআদবে আদবের তৌফিক দেও পরওয়ার, বেআদব মাহরুম রহে রহমতে খোদার।

এরপর চক্ষু টিপে বন্ধ করে (মিটিমিটি ফিটিফিটি করে তাকানো যাবেনা), মুখ বন্ধ করে জিহ্বা তালুর সাথে লাগিয়ে মাথা একটু বামের দিকে হেলে দিয়ে পহেলা লতিফায়ে ক্বলব হযরত বাবা আদম (আঃ) এর জেরে কদমের মোকাম। মাথায় বা মগজ থেকে খেয়ালের নজর কে টেনে এনে পহেলা লতিফায়ে ক্বলবের মাঝে গেড়ে দিয়ে নিজকে নাই করে দিতে হবে। মানুষের দেল বা ক্বলব এক

গহিন দরিয়া বা সাগর যার কোনো কুল কিনারা নাই। পুকুর নদী বা কোনো জলাধারের পানিতে ডুব দিলে যেমন উপর থেকে দেখা যায়না, উপর থেকে মধুমাখা ডাক দিলেও আর শোনা যায়না; ঐরুপ দেল বা ক্বলব নামক দরিয়ায় এমনভাবে ডুব দিতে হবে যেনো উপর থেকে যতই ডাকাডাকি করা হোকনা কেনো আর শোনা যাবেনা। দেল দরিয়ায় ডুবে গিয়ে দুনিয়ার সকল প্রকার মোহ মায়া, ঘরবাড়ি, ধন দৌলত, বিবি বাচ্চা, বসার জায়গা বা জায়নামাজ এমনকি নিজের দেহটাকে যদি ভুলে যাওয়া যায় তবেই বুঝতে হবে যে, দেল দরিয়ায় ডুবা সম্ভব হয়েছে। এভাবে নিজেকে নাই করে দিতে হবে।

দুনিয়ার ডুবারুরা যেমন মুক্তা আহরণের জন্য সাগরে ডুব দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহর খাছ রহমত নামক মুক্তা আহরণের জন্য খুব খেয়াল করে খালেছ দিলে ডুব দিতে হবে।

‘ডুবাহু দরিয়া ম্যা তাওয়াক্কুল পাকার, ভরে লালমতি চুনারি ওপার’

সাগরের তলদেশ হতে মতি সংগ্রহ করে দুনিয়ার বাজারে বিক্রয় করলে যেমন লাভ হয়, তেমনি রহমত নামক মুক্তা সংগ্রহ করতে পারলে মওলার দিদারে ধন্য হওয়া যাবে।

আপন মুর্শিদকে আয়না করে ঐ মুখে (মুর্শিদের জবানে জবান মিলিয়ে) আল্লাহকে ডাকতে হবে। কারণ আমার মুখের ডাক আল্লাহ্ নাও শুনতে পারেন। তাই বলা হয়-

‘না বলো আল্লাহ্ না বলো রসুল
পীর মুখে করিলে দোয়া আল্লাহ্ করিবেন কবুল’

দেল দরিয়ার মাঝে ডুবে খেয়াল করি আপন পীরের নুরানী চেহারা মুবারক, (এখানে খুব সাবধানে গভীরভাবে শিরকমুক্ত খেয়াল করতে হবে- পীর হলেন নায়েবে নবী, পীরের মাঝে রসুল ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সিরাজুম মুনিরা বিদ্যমান, আর কলেমা লাইলাহা ইললাল্লাহ এর সাথে যেমন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ মিলিয়ে রয়েছে, ঠিক তেমন রসুল ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মাঝে স্বয়ং আল্লাহ ফানা হয়ে রয়েছেন।)

খেয়ালের নজর দিয়ে আপন পীরের পবিত্র কদম মুবারক জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে নিজের ভুল বেয়াদবি ক্ষমা চেয়ে এশ্‌ক ও মহব্বত ভিক্ষা চাই । এই দেলকে আদব, মহাব্বত, বুদ্ধি আর সাহসের সহিত আপন মুর্শিদের দিলের

সাথে মিশে একাকার করতে হবে জোড় এবং ছাফ হওয়ার নিয়তে। দুধ আর চিনি একত্রে মিশালে যেমন মিষ্টি পয়দা হয়, দুধ বা চিনি কে সাধারণভাবে আর পৃথক করা যায়না তেমনভাবে একাকার করে দিল মিশাতে হবে যেনো মুরিদের দিল আর মুর্শিদের দিল এক দিল হয়ে যায়, আর জুদা করা যায়না।

যদি এতটুতু পারা যায় তবে ইহাই যথেষ্ঠ হইবে। কারণ পীরের দিলের সাথে উপরের রাস্তা আল্লাহর জাত পাক পর্যন্ত পাক্কা লাইন বান্ধা আছে।

আর যদি আপন পীরের দেলের সাথে নিজের দেল মিশাতে না পারি তবে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে আরজ করি, আয় আল্লাহ্ পীর বাবার দেল পাক, আমার দেল নাপাক, আমি পীর বাবার পাক দেলের সাথে আমার নাপাক দেল মিশাইতে জানিনা।

আল্লাহ্ও তুমি দয়া করে পীর বাবার পাক দেলের সাথে আমার নাপাক দেল শক্ত আর পোক্ত করে এমনভাবে বেন্ধে দাও মরাদম পর্যন্ত আর যেন না ছোটে। (এখানে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্ পাক দয়া করে পীর বাবার পাক দেলের সাথে আমার নাপাক দেল মিলিয়ে দিয়েছেন এবং আমার দেলে আল্লাহ্ কে পাইবার হাউসের উৎকৃষ্ট মিষ্টি পয়দা হয়েছে।)

পীর বাবার দেলের সঙ্গে দেল, খেয়ালের সঙ্গে খেয়াল, নিয়তের সঙ্গে নিয়ত মিশাইয়া, তাঁর হাত ধরে দাদা পীর সাহেবের কদম মুবারক জড়িয়ে ধরে, তাঁর দেলের সঙ্গে দেল, খেয়ালের সঙ্গে খেয়াল, নিয়তের সঙ্গে নিয়ত মিশাইয়া, তাঁর হাত ধরে মুজাদ্দেদ আলফেছানী পাকের কদম মুবারক জড়িয়ে ধরে, তাহার দেলের সঙ্গে দেল, খেয়ালের সঙ্গে খেয়াল, নিয়তের সঙ্গে নিয়ত মিশাই (কয়েকবার মুহাব্বতে ডাক দেই- মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান)। তাঁর হাত ধরে যাই মকছুদের মোকাম সোনার মদিনা শরীফ, যেখানে গেলে গুণাহের বদলে নেকী পাওয়া যায়।

রসুল ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের পবিত্র মাটির ধুলিতে গড়াগড়ি করি, ধুলির সাথে মিশে যাই, সেই ধুলি বুকে মুখে মাখিয়ে চোখের সুরমা বানাই। তাঁর দুইখানা জুতা মোবারক ভিক্ষা নিই (যে জুতা মুবারকের ধুলিতে মহান আরশ ধন্য হয়েছিল)। আজিজির এনকেছারির সাথে একখানা

জুতা মোবারক দেলের মাথায় টুপি হিসেবে পরি, আর একখানা জুতা মোবারক দেলের গলার মালা করে পরি (নবীজী (ﷺ) কে কয়েকবার মুহাব্বতে ডাক দেই- ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন)।

নবীজী (ﷺ) এর হাত ধরে খেয়ালে খেয়ালে ধ্যানে ধ্যানে চলে যাই মহান আরশে মোয়াল্লায়। আল্লাহ তায়ালার হুজুরে হাজির হয়ে মহান আরশের পায়া জড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে কেঁদে কেঁদে নিজের ভুল বেয়াদবি ক্ষমা চাই (আল্লাহ পাক কে কয়েকবার মুহাব্বতে ডাক দেই- ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহীম্)।

এখন আল্লাহ্‌র নিকট মদদ চাই, বারে খোদা! আমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নালায়েক নাফরমান গোনাহগার বান্দা তওবার ফয়েজের উম্মেদওয়ার।

ছোটবেলা হইতে আজতক যত প্রকার গোনাহ করেছি, কবিরাহ্-ছগিরাহ্, জাহেরী-বাতুনী, শেরেকি-বিদাতি, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জেনে গোনাহ করেছি, না জেনে গোনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গোনাহ করেছি, গোপনে গোনাহ করেছি, তোমার সাথে গোনাহ করেছি, তোমার বান্দার সাথে গোনাহ করেছি, সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করছি তোমার নাম গাফুরুর রহিম মাফ করনেওয়ালা গাফ্ফার (কয়েকবার মুহাব্বতে পড়ি- আস্তাগুফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাম্বিউ ওয়াতুবু এলাইহি)।

(এইখানে গভীর বিশ্বাসের সহিত খেয়াল করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ পাক দয়া করিয়া তওবা কবুল করে সকল গোনাহ্ মাফ করিয়া দিয়েছেন। কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজ দোছরা দায়রা হইতে জাত পাক হইয়া হযরত রাছুলে পাক (ﷺ) এর পাক দেলে পড়িতেছে, সেখান হইতে আমাদের এই তরিকার ইমাম হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী(রঃ) এর পাক দেলে পড়িতেছে তথা হইতে ছেলছেলার অন্যান্য পীরগণের পবিত্র দেল হইয়া, দাদা পীর কেবলার পাক দেল হইয়া আপন পীরের পাক দেলে পড়িতেছে।

আপন পীরের পাক দেল হইতে নালা বা সংযোগ হইয়া আমার দেলে পড়িতেছে। আল্লাহর কুওয়াতের ফয়েজ আমার দেলেতে পড়িয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত যাবতীয় গুণাহর ময়লা, গুণাহর চারা, গুণাহর ক্লেদ যত ব্যারাম, আফৎ বালা মুছিবৎ ছলব হইয়া জাহান্নামের ছিজ্বিনে পড়িতেছে পুড়িতেছে ও বন্ধ হইতেছে।

আল্লাহর কুয়াতের ফয়েজের মদদে গুণাহর যত ময়লা, ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ছাকিয়া ছিজ্জিনে পড়িতেছে ও পুড়িতেছে। আল্লাহর কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজে দেলের জুলমাত কাছাওয়াত ও কাশাফাত দুর হইয়া দেল নরম ও নূরানী বা উজ্জল হইতেছে।

আল্লাহর কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজ দেলেতে পড়িয়া দেল দেমাগের কমজুরি, নজরের কমজুরি, বদ নিয়াতের কমজুরি, বদ তদবীরের খারাপী, সুফিদায়ে ক্বলবের কমজুরী, সুফিদায়ে ক্বলবের ৭০ (সত্তর) হাজার পর্দার ভিতরের যত ছগিরা কবিরাহ্ গুণাহ, শেরেক বেদাত গুনাহ, আল্লাহ ভুলানেওয়ালা দুশমন, তরিকতের বাধা দেনেওয়ালা দুশমন, মানব দুশমন, জিন দুশমন, ইবলিশ দুশমন এবং নফছের কু-খায়েশ, কু-লালচ যত প্রকার তাছির-তছরক গিয়ান-সিয়ান, তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু টোনা, বান আমল, ছেলেহে, আফছুন, হুনার হেকমত, গুলি, বেয়াবানিয়া অর্থাৎ ভূত পেরতের যত তাছির উম্মুছ ছাবিয়ানের যত খারাপী বর্তমান বালা ও আয়েন্দা বালা ছাঁকিয়া ছলব হইয়া জাহান্নামের ছিজ্জিনে পড়িতেছে পুড়িতেছে ও বন্ধ হইতেছে।

আল্লাহর কুদরতে কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজ আমার দেলে পড়িয়া দেলের মাঝে অল্লাহ্ আল্লাহ্ এসমে জাত জিকির হইতেছে, দেল সাফ ইতেছে, দেলের মাথার তালু হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত পড়িয়া ভরিয়া ও ঘিরিয়া, আপন পীরের আওলাদ বুনিয়াদ, নিজের বিবি পুত্র কন্যা ও পরিবার-পরিজনের দেলে পড়িয়া ভরিয়া ও ঘিরিয়া, বিত্ত বৈভব সহায় সম্পদ ইজ্জত হুরমত, সাত আসমান সাত জমিন সমস্ত কিছুর উপর পড়িয়া ভরিয়া ও ঘিরিয়া হেফাজতের অতি মজবুত

কেল্লা তৈরি হইতেছে আর আমরা সকলে ঐ মজবুত কেল্লার ভেতরে হেফাজতে আছি এবং থাকব।)

(এইরুপ পাক আর সাফ দেলের দুখানা হাত আল্লাহর তায়ালার হুজুরে পাতিয়া ধরিয়া নির্ধারিত আমলের ফয়েজের জন্য আল্লাহর নিকট মদদ চাইতে হবে- যা নির্ধারিত আমলের মোরাকাবার ফয়েজের অংশে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৩.৩ ইলমে মারেফাতের ছবক শিক্ষা প্রদানঃ

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো তাঁর মুরিদগণ কে এলমে মারেফাতের ছবক শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে পরিপূর্ণ জাকেরে পরিণত করে কামালিয়াত হাসিলের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

তবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বা তাঁর কোন মুরিদ এলমে মারেফতের এই ছবক সমুহ লিপিবদ্ধ করেননি বই আকারে প্রকাশ করেননি। এর কারণ হিসেবে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো- কাগজে লিপিবদ্ধ থাকলে আত্মস্থ করে আমলের প্রতি গুরুত্ব কমে যেত। তবে ছবক সমুহের তাত্বিক অখন্ডতা বজায় রাখতে এবং সেগুলো নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করার বিকল্প নেই।

সেই প্রেক্ষিতে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এবং তাঁর জেসমানী আওলাদবৃন্দ ও আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহ হতে সরেজমিনে প্রাপ্ত তত্ত্ব এবং দরবার শরীফ সমূহ থেকে এ সংক্রান্ত প্রকাশনা সমূহের আলোকে তাঁর শেখানো নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়াতরিকা মোতাবেক এলমে লাদুন্নীর ছবক, মোকাম সমূহ এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ এই গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা খুবই প্রয়োজন।

অধিকন্তু, প্রযুক্তি নির্ভর অত্যাধুনিক বর্তমান প্রজন্মের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ধারণা হলো পীর ফকির বা সাধু দরবেশগণ শুধু মিলাদ কিয়াম করে, দাওয়াত খায়, নজরানা নেয়।

দুনিয়াবি শিক্ষার যেমন ক্লাশ বা শ্রেণী রয়েছে তরিকত তাসাউফ পন্থী হক্কানী পীর মাশায়েখদেরও তেমনি একটা সমৃদ্ধ আত্মিক সাধনা পদ্ধতি আছে, তবে তা অনেকে জানেন না, বিধায় তাদেরকে ভন্ড মনে করেন।

তাই তাদের সামনে এই মহা সত্যের সোপান বা সিঁড়ি ছবক/লতিফা/মোকাম/দায়রা সমূহের বিবরণ তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়ে সেগুলো আয়ত্ব করে একটার পর একটা মোকাম/দায়রা অতিক্রম করতে হয়। পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এই ছবক বা মোকাম সমূহ নিজে চর্চা করে কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন এবং মুরিদদেরকেও চর্চা করাইয়া কামালিয়াতের পথে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন।

এলমে মারেফাতের ছবক/লতিফা/মোকাম/দায়রা প্রভৃতি বিষয় খুবই উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক বিষয় (Subject of Spiritual highthought)। আমার মত একজন সাধারণ গবেষকের পক্ষে এগুলো সঠিক ও শুদ্ধভাবে উপস্থাপন খুবই কঠিন ব্যাপার। মহান আল্লাহ পাক এর রহমত, নবী (ﷺ), আহলে বাইয়াত (রাঃ) এবং আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) এর রুহানী নেক দোয়ার উপর ভরসা করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশাকরা যায় এগুলো বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাধারণ ছালেকদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হবে।

৩.৩.০ হকিকতে ওয়াহদানিয়া এবং হায়াতে ওয়াহদানিয়াঃ

কলব, রুহু, ছের, খফি, আখফা- ১ হতে ৫ লতিফা পর্যন্ত এই ছবক সমূহ কে হকিকতে ওয়াহদানিয়া বলে । এগুলো মৃত্যুর পরও কায়েম থাকে । ১ হতে ৫

পর্যন্ত প্রতিটি লতিফার জিকির এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ্ এবং ফয়েজের নাম আনওয়ারে জেকরে এলাহিয়ার ফয়েজ।

আর নফস্, বাদ/বাতাস, আতশ/আগুন. আব/পানি ও খাক/মাটি- ৬ষ্ঠ-১০ম পর্যন্ত এই ছবক সমূহ কে হায়াতে ওয়াহদানিয়া বলে। এগুলো মানুষ জীবিত থাকা পর্যন্ত কায়েম থাকে।

৩.৩.১ প্রথম ছবক- পহেলা লতিফায়ে কলবঃ

বাইয়াত হওয়ার সময় যে লতিফায়ে কলব দেখিয়ে দেয়া হয় ইহাই নকশাবন্দীয়া-মোজাদ্দেীয়া তরিকতের প্রথম ছবক। ইহা হযরত বাবা আদম শফিউল্লাহ্ (আঃ) এর জেরে কদম বা অধীন।

ইহা পীত বর্ণের। শরীরের বাম বুকের দুই আঙ্গুল নিচে দুই আঙ্গুল পরিমান ডানে সরে দুই আঙ্গুল পরিমান দেহের ভেতরে। বুকের পশমের নিচে চামড়া, চামড়ার নিচে গোস্ত, গোস্তের নিচে হাড়, হাড়ের নিচে হাড়ের পর্দা, পর্দার নিচে কলব। দেখতে কলার মোচার মত।

এই কলবের সঙ্গে খেয়ালের নজর দ্বারা পরিচয় করতে বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলা আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত রসুল পাক (ﷺ) এর একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়,' মান আরাফা নফসাহু, ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে তাঁর প্রভূ কে চিনেছে।

এই ছবকের জিকির হচ্ছে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ্ । এই জিকির চলতে ফিরতে উঠতে বসতে খাইতে নাইতে জাগ্রত অবস্থায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাকে নাপাকে হরহালে বা সব সময় করতে হয়। এই মোকামের জিকিরে হযরত বাবা আদম (আঃ) এর দিদার হয়। জাকের ভাগ্যগুনে মুর্শিদের কৃপায় এই একটি মোকামেই অলির মর্তবা পেতে পারেন।

লতিফায়ে কলবের মোরকাবা হলো- খেয়াল দেলের দিকে রজ্জু থাকবে আর দেল আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ থাকবে।

এই লতিফার ফয়েজের নাম 'আনওয়ারে জেকরে এলাহিয়ার ফয়েজ' আর হকিকত হচ্ছে দেলে নুর পয়দা হওয়া। যে কোন ধরণের গোনাহের কাজ করলে এই লতিফায় ময়লা পড়ে। তাছির হলো- কান্নাকাটি করা, দেল কাঁদবে, চক্ষু ঝড়বে, গোনাহ্ মাফ হইবে।

এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে করতে জাকের ঘুমাবে আর ঘুম থেকে উঠে কলবে খেয়াল করে দেখবে জিকির হচ্ছে কিনা, যদি দেখা যায় দিলে টক্ টক্ করে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির হচ্ছে তবে বুঝতে হবে কলবে জিকির জারি হয়েছে। কৃষি,ব্যবসা,পড়াশোনা,চাকরি, আলাপ আলোচনা,ওয়াজ নছিহত করা বা শোনা এমনিভাবে বাহ্যত সংসার জীবনের যে কোন কাজ করার সময় কলবের দিকে খেয়ালের নজর থাকবে।

যদি সব সময় জিকির জারি থাকে কবে এই দেলকে জিন্দা দেল বলে। এইরকম জিন্দা দেলওয়ালা জাকেরের দিলে মৃত্যুর পর কবরেও জিকির জারি থাকে, বিধায় তাঁর কবর আজাব হয়না। অনেকের লাশও পচেনা।

৩.৩.২ দ্বিতীয় ছবক লতিফায়ে রুহ্ঃ

প্রথম ছবকে সফলতা লাভের পর ছালেক কে দ্বিতীয় ছবক প্রদান করা হয়। ইহা লাল বর্ণের। শরীরের ডান বুকের দুই আঙ্গুল নিচে দুই আঙ্গুল পরিমান ভেতরে। হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দুই নবীর জেরে কদম বা অধীন।

এই মোকামের জিকিরে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দিদার হয় । এই ছবকের মোরাকাবার সময় ছালেকের খেয়াল প্রথম দুই লতিফার দিকে রজ্জু রাখতে হয় এবং প্রথম দুই লতিফাকে আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ করে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

৩.৩.৩ তৃতীয় ছবক লতিফায়ে ছেরঃ

দ্বিতীয় ছবকে সফলতা লাভের পর ছালেক কে তৃতীয় ছবক প্রদান করা হয়। ইহা সাদা বর্ণের। ছের শরীরের বাম বুকের দুই আঙ্গুল উপরে দুই আঙ্গুল পরিমান ডানে সরে দুই আঙ্গুল পরিমান দেহের ভেতরে ঠিক পহেলা লতিফা কলবের উপরে অবস্থিত। ইহা হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) এর জেরে কদম বা অধীন। এই মোকামের জিকিরে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) এর দিদার হয় । এই ছবকের মোরাকাবার সময় ছালেকের খেয়াল প্রথম তিন লতিফার দিকে রজ্জু রাখতে হয় এবং প্রথম তিন লতিফাকে আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ করে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

৩.৩.৪ চতুর্থ ছবক লতিফায়ে খফিঃ

তৃতীয় ছবকে সফলতা লাভের পর ছালেক কে চতুর্থ ছবক প্রদান করা হয়। ইহা কালো বর্ণের। খফি শরীরের ডান বুকের দুই আঙ্গুল উপরে দুই আঙ্গুল পরিমান বামে সরে দুই আঙ্গুল পরিমান দেহের ভেতরে ঠিক লতিফা রুহের উপরে অবস্থিত। ইহা হযরত মুসা কালিমুল্লাহ (আঃ) এর জেরে কদম বা অধীন। এই মোকামের জিকিরে হযরত মুসা কালিমুল্লাহ (আঃ) এর দিদার হয়। এই ছবকের মোরাকাবার সময় ছালেকের খেয়াল প্রথম চার লতিফার দিকে রজ্জু রাখতে হয় এবং প্রথম চার লতিফাকে আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ করে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

৩.৩.৫ পঞ্চম ছবক লতিফায়ে আখ্ফাঃ

চতুর্থ ছবকে সফলতা লাভের পর ছালেক কে পঞ্চম ছবক প্রদান করা হয়। ইহা সবুজ বর্ণের, দেখতে গাছের পাতার মত। আখ্ফা কলব ও রুহের মাঝখানে বুকের কড়ির নিচে অবস্থিত।

ইহা হাবিবুল্লাহ হুজুর পুর নূর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর জেরে কদম বা অধীন। এই মোকামের জিকিরে নাবীজি (ﷺ) এর খাস দিদার নসিব হয়। এই ছবকের মোরাকাবার সময় ছালেকের খেয়াল প্রথম পাঁচ লতিফার দিকে রজ্জু রাখতে হয় এবং প্রথম পাঁচ লতিফা কে আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ করে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

৩.৩.৬ ষষ্ঠ ছবক লতিফায়ে নফস্ঃ

পঞ্চম ছবকে সফলতা লাভের পর ছালেক কে ষষ্ঠ ছবক প্রদান করা হয়। নফস্ কপালে (নাকের গোড়ায়, চোখের দুই ভ্রুর মাঝখানে) অবস্থিত। ইহা মূলে সাদা বর্ণের কিন্তু কেহ কেহ বেগুনি এবং হলুদ বর্ণ দেখতে পায়। নফস্ স্বয়ং আল্লাহ্ জাত পাক ওয়াহদাত এর জেরে কদম বা অধীন। এই ছবকের মোরাকাবার সময় ছালেকের খেয়াল প্রথম ছয় লতিফার দিকে রজ্জু রাখতে হয় এবং প্রথম ছয় লতিফা কে আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ্ করে এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

এই ছবকের মূল জিকির হলো- 'নফি এসবাত' । আপন মুর্শিদ কর্তৃক 'নফি এসবাত' জিকির করার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত লতিফায়ে নফস্ এ এসমে জাত-আল্লাহ্ আল্লাহ জিকির করতে হয়।

(১) নফি এসবাতঃ

লতিফায়ে নফসের মূল জিকিরে নাম 'নফি এসবাত' । কোন মুরিদ 'নফি এসবাত' জিকির করার যোগ্যতা অর্জন করলে মুর্শিদ তাকে হুকুম বা অনুমতি দিয়ে থাকেন। নফি মানে নাই, এসবাত মানে আছে। কি নাই, কি আছে। আল্লাহ ভিন্ন কিছুই নাই।

(২) নফি এসবাত এর নিয়মঃ

নাভী আখফা নফস্ 'লা', নফস্ খফি রহু 'ইলাহা', রুহু আখফা কলব ছের 'ইললাল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ্', 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ্', 'লা ইলাহা ইললাল্লাহু', মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ ।

(পীরের হুকুম অনুযায়ী ও সাধ্যমত ৩ বার /৫ বার /৭ বার /৯ বার 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ' বলার পর কলবে খেয়াল করে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ বলতে হবে।) নফি এসবাতের ছালেক গণকে সব সময় অযুর সহিত থাকতে হয়। বিনা অযুতে নফি এসবাত জিকির করা যায়না। নফি এসবাত জিকিরকারী ছালেককে অন্যের গ্রহনকৃত এঁটো খাবার খাওয়া যাবেনা এমনকি খাবারের প্লেট, বাটি, গ্লাশ এবং বাসন-কোসন যথাসম্ভব আলাদা করতে হবে। পীরের হুকুম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ৩০০ বার /৫০০ বার /৭০০ বার /১০০০ বার নফি এসবাত জিকির করতে হয়।

(৩) নফি এসবাত এর মোরাকাবাঃ

কালেমার 'লা' কে তলোয়ার বা তরবারী মনে করে সকল প্রকার নাপাকি আর গোমরাহী চিজকে কেটে টুকরা টুকরা করতে হবে। 'ইলাহা' কে আগুন মনে করে নাপাকি আর গোমরাহী টুকরা টুকরা চিজগুলোকে পুড়ে ছাড়খার করতে হবে। পোড়া চিজ গুলোকে 'ইললাল্লাহর' দড়িয়ায় ডুবে নিঃশেষ করতে হবে। 'লা মকছুদা ইললাল্লাহ্' । অর্থ খেয়াল করতে হবে- আয় আল্লাহ তুমি ভিন্ন আমার অন্য কোন মকছুদ নাই। আমি কেবলই তোমাকে চাই, তোমার মহব্বত, তোমার রেজাবন্দী চাই, তোমার দোজখের ভয় করিনা এমনকি তোমার বেহেস্তের আশাও করিনা। আমি শুধু চাই তোমার দীদার!

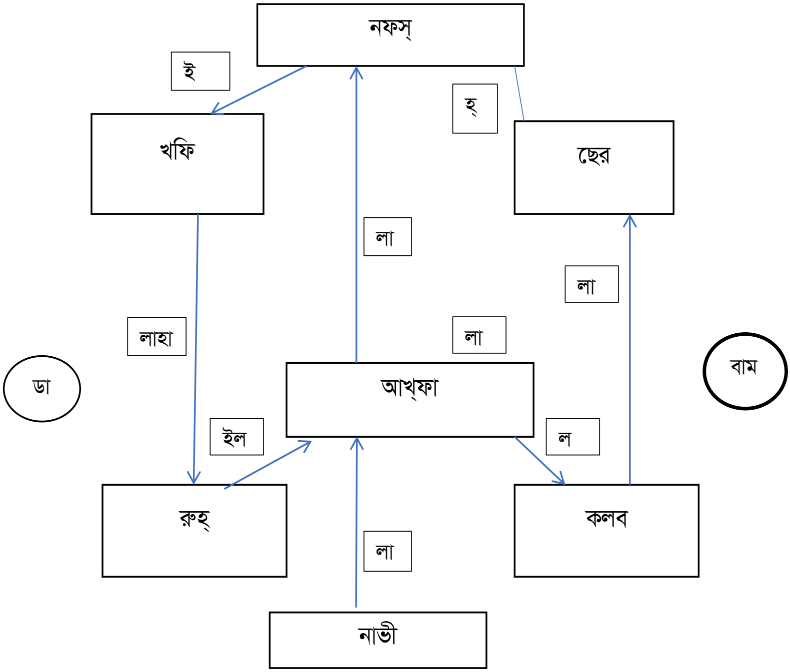

চিত্রঃ তরকিায়ে নকশাবন্দীয়া-মোজাদ্দেীয়া অনুসারে মানব শরীরে নফি এসবাত জিকিরের ঘূর্ণায়মান পথ।

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়-নফি এসবাত জিকির সহ সকল আমল স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ মত করিতে হইবে। নফি এসবাত জিকির ইন্তেকালের পরও জারি থাকে। আল্লাহর পাগলেরা এই জিকির করতে করতে হাসরের ময়দানে বিচরন করবেন।

(৪) কালেমা পাঠের সঠিক নিয়মঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) বলতেন, কলেমা পাঠের সঠিক নিয়ম হচ্ছে নফি এসবাতের সহিত কলেমা পাঠ করা। নচেৎ এই কলেমা তো মুখে মুখে অমুসলিমরাও পড়ে।

(৫) কালেমা তাইয়েবার হকিকতঃ

'লা ইলাহা ইললাল্লাহ' এর সাধারণ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই কিন্তু এর চরম অর্থ হলো- আমি স্বয়ং আল্লাহ্। অর্থাৎ নফি এসবাত জিকির করার সময় জাকের নিজেকে ভুলে কেবলমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বই উপলব্ধি করবে। সাধারণভাবে কালেমা তাইয়েবার 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ' 'এবং মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' দুটি অংশে ভাগ করা হয়।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّٰهِ

কিন্তু, আরবি لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّٰهِ এর মাঝে কোন ব্যবচ্ছেদসূচক (و) অক্ষর নেই। তাই তাসাউফ পন্থীদের বিশ্বাস হলো, কালেমায় যেমন لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّٰهِ এককসাথে মিলে রয়েছে তেমনি বাস্তবেও আল্লাহ্ এবং রসুল (ﷺ) ফানা বা নির্বান (লয়) হয়ে রয়েছেন। এইরুপ বিশ্বাস আর ভক্তি মহব্বতের সাথে নফি এসবাতের সহিত কালেমা শরীফ পাঠ করতে হবে। তবেই কালেমা পাঠের ফজিলত লাভ হইবে।

নফি এসবাত প্রসঙ্গে জাকেরগণ গজল গায়-

"আল্লাহ নফি এসবাত, আল্লাহ নফি এসবাত; নফি এসবাত যে না করেরে,
তাহার মিছাই কলেমা পড়ারে; আল্লাহ্ নফি এসবাত, আল্লাহ্ নফি এসবাত।"

জাকেরগণ আরও গায়-

"কলেমা জেকের জারি যাহার সিনাতে, মর্তবা ভেদ তাহার আরশ হইতে।
কলেমার ভেদ কথা বুঝিবেরে মন, খাক ছাড় হইয়া ধর তবে পীরের কদম।"

জকেরদের গাওয়া কলেমার গজলঃ

দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ, এই কলেমা পড়িলেরে মন বিপদের ভয় আর হইবেনা।

এই কলেমা জপেছিল আমার আদম নবী সুফিউল্লাহ্, দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

এই কলেমা পড়িলেরে মন মউতের ভয় আর হইবেনা, এই কলেমা জপেছিল আমার নুহু নবী নাবিউল্লাহ্।

মনে মনে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ, এই কলেমা পড়িলেরে মন কবরের আজাব হইবেনা।

এই কলেমা জপেছিল আমার ইবরাহীম নবী খলিল উল্লাহ্, দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

এই কলেমা পড়িলেরে মন হাশরের ভয় আর হইবেনা, এই কলেমা জপেছিল আমার ঈসা নবী রুহুল্লাহ্

মনে মনে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ, এই কলেমা পড়িলেরে মন মিজানের ভয় আর হইবেনা।

এই কলেমা জপেছিল আমার মুসা নবী কলিমুল্লাহ্, দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

এই কলেমা পড়িলেরে মন ছিরাতের ভয় আর হইবেনা, এই কলেমা জপেছিল আমার নুর নবী সাললাল্লাহ্।

দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ, এই কলেমা পড়িলেরে মন দোযখের ভয় আর হইবেনা।

এই কলেমা লেখা আছে আরশে মোয়াল্লাহ্, মনে মনে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্।

দেলে দেলে জপরে মন লা ইলাহা ইললাল্লাহ্, লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

৩.৩.৭ ৭ম ছবক বাতাসঃ

বাতাস হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জেরে কদম। ইহা সাড়ে তিন হাত লম্বা, পায়ের তলা হইতে মাথার চাঁদির চুলেয় আগা পর্যন্ত। কু-খায়েশ, কু-লালচ ,বাতাসের ময়লা। বাতাস জারী হইলে হইবে কু-খায়েশ কুলালচ, দূর হইবে এবং সু-খায়েশ সু-লালচ পয়দা হইবে। বাতাস জারী হইলে কানে শন্ শন্ ভন্ ভন্ শব্দ আসিবে। শরীর ফাপা ও হালকা হইয়া ফুটবলের মত উপরের দিকে টান হইবে। এই মোকামে নফি এসবাত জিকির কমপক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) বার।

৩.৩.৮ ৮ম ছবক আগুনঃ

আগুন হযরত মূসা (আঃ) এয় জেরে কদম। রাগ, গোস্বা, তকাব্ববারী, হাম্বরাই- এগুলো আগুনের ময়লা । আগুন জায়ী হইলে আজিজি ইনকেছারী প্রকাশ পায়। আগুন সাড়ে তিন হাত লম্বা, পায়ের তলা হইতে মাথার চাঁদির চুলেয় আগা পর্যন্ত। এই মোকামে নফি এসবাত জিকির কমপক্ষে ৭০০ (সাতশত) বার।

৩.৩.৯ ৯ম ছবক পানিঃ

পানি হযরত ইছা (আঃ) এর জেরে কদম। পানির ময়লা বা স্বভাব হলো নীচে পড়া। শরীয়ত খেলাপ করিলে, যেমন নামাজ কাযা করা, হারাম খাওয়া, গোনাহের কাজ করা। প্রভৃতির যে কোন একটি করিলে নীচে পড়ে। পানির জারি হলে উপয়ের দিকে টানবে বা ঢেউ খেলিবে। এই মোকামে নফি এসবাত জিকির কমপক্ষে ৭০০ (সাতশত) বার।

৩.৩.১০ ১০ম ছবক মাটিঃ

মাটি নুরে মোজাস্‌সাম হাবিবুল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর জেরে কদম । মাটি সাড়ে তিন হাত লম্বা, পায়ের তলা হইতে মাথায় চাঁদির চুলেয় আগা পর্যন্ত। শরীর ভার- ভার হওয়া মাটির ময়লা। অল্প অল্প এবাদত করলে, বেশী আহার করলে, বেশী শুয়ে থাকলে,বেশী ঘুমালে ভার-ভার হয়। মাটি জারি হইলে বেশী বেশী ইবাদত করে,কম কম শুয়ে থাকে, কম ঘুমায়। এই মোকামে নফি এসবাত জিকির কমপক্ষে ৯০০ (সাতশত) বার।

(১) সর্ব শরীরঃ

সর্ব্ব শরীর হারিকেনের ভেতরের অংশের মতো। কালব, রুহু, ছের, খফি, আখফা, নফস্, বাতাস, আগুন. পানি ও মাটি- এই দশ টি জিনিষ নিয়ে সর্ব শরীর গঠিত। ইহা হায়াতে ওয়াহদানী ও হকিকতে ওয়াহদানী এই দুই ভাগে বিভক্ত।

মৃত্যুর পূর্বে যাহা স্থায়ী থাকে তাকে হায়াতে ওয়াহদানী বলে। যেমন- নফছ, বাতাস, আগুন, পানি ও মাটি।

মৃত্যুর পরেও যাহা কায়েম থাকে তাকে হকিকতে ওয়াহদানী বলে। যেমন- কলব, রুহ, ছের, খাফি, আখফা।

কোরান শরীফের আয়াত- রব্বিশ রহ্লী ছদরী ওয়াইয়াচ্ছিরলী আমরী (অর্থাৎ খোলেদে মেরা ছিনা, সহজ করেদে মেরা কাম) সর্ব্ব শরীরের মোরাকাবা। এই লতিফার- আছলি, মেছলী, জাহেরী, বাতেনী, রুহানী, জেছমানী সর্ব্ব শরীরের এই ছয় ছুরত বিদ্যমান। ইহার ফয়েজের নাম আনওয়ারে জেকরে এলাহিয়ার ফয়েজ। এই লতিফার ফয়েজ বোর্যখ দিয়ে পড়ে। লতিফা নফছের এক ধান উপরে বোর্যখ এর অবস্থান। বোর্যখ হচ্ছে আল্লাহর তরফ হইতে ফয়েজ আসিবার সড়কসম দরজা বা পথ। এখানে মানুষের মত বা ডোলের মত নূর হয়।

এই লতিফার নফির মোরাকাবা 'লা মাতলুবা ইললাল্লাহ'। অর্থাৎ- নেহি কুয়ী মাতলুব মাগার আল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই)।

সর্ব শরীরের মোকামে- 'ছুম্মা তালিনু জুলুদুহুম ওয়া কুলুবুহুম ইলা জিকরিল্লাহ্' (অর্থাৎ--শরীরের সমস্ত জিনিষ ও সমস্ত গোস্ত, পোশত, সমস্ত পরদা, সমস্ত চুল, চামড়া, হাড়-হাড্ডি, নাড়ি-ভুড়ি এই সবকিছুই আল্লাহর জিকিরে নরম ও মোলায়েম হইয়া আল্লাহর দিকে ঝোঁকে) আয়াতে জিকির জারী হয়। এই মোকামে নফি এসবাত জিকির কমপক্ষে ৯০০ (সাতশত) বার।

সর্ব শরীর পায়ের তলা হইতে মাথার চাঁদির চুলের আগা পর্যন্ত সাড়ে তিন হাত লম্বা । যখন সর্ব শরীরে নফি এজবাত জারি হইবে তখন ছালেক আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া নিজকে ফানা করিয়া আল্লাহকে বাক্বা অর্থাৎ কায়েম বুঝিতে থাকিবে। এই মোকামের হাল এইরুপ হবে যে,পানিতে বাতাস লাগিলে যেমন ঢেউ খেলে, ঐরকম ছালেকের শরীরেও আল্লার রহমতের ঢেউ খেলবে। তখন 'মান আরাফা নফছাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু বাক্যের মমভের্দ খুলিবে।

সর্ব শরীরে হযরত রাছুলে মাকবুল ছললাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খাছলত পরিদৃষ্ট হয় এবং খাছ দিদার নসীব হয়। ছিনা খুলিলে ছালেক নূর প্রাপ্ত হয়। সুরা যুমারের ২২ নং আয়াতে রয়েছে-"ফামান শারাহাল্লাহু ছাদরাহু লিল ইসলামি ফা হুয়া আলা নূরিম্মির রববিহ্" (ইসলামের জন্য যাহার ছিনা খুলিয়া

গিয়াছে, সে আল্লাহর তরফ হইতে নুর প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব শরীওে জিকিরের হালতে ছালেকের ইন্তেকাল হলে তাঁর লাশ পোকায় খাবেনা, পঁচিবেনা, গলিবেনা, খসিবেনা, যেমন লাশ তেমনই থাকবে।

(২) ছুলতানুল আজকারঃ

বাহিরের বাতাস, বাহিরের আগুন, বাহিরের পানি, বাহিরের মাটি এই চার মোকামের জিকির কে ছুলতানুল আজকার বা জিকির সমূহের বাদশা বলে। সৃষ্টির মূল এই চার মৌলিক উপাদানে সৃষ্টিজগত গঠিত।
সৃষ্টির মূল এই চার উপাদান জগতের যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আল্লাহর ফজলে ছালেক ততদূর পর্যন্ত ছায়ের বা পরিভ্রমণ করতে পারে।

৩.৩.১১ ছুলতানুল আজকার এর বাতাস বা বাহিরের বাতাসঃ

বাহিরের বাতাস এর পরিধি নীচে তাহাতাচ্ছারা, উপরে আরশের নীচে দেলের মাথা। এই লতিফার ফয়েজ এর নাম আনোয়ারে সুলতানুল আজকার জেকেরে এলাহিয়ার ফয়েজ। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে এবং নীচে- এই ছয়দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই মোকামে ফয়েজ তৌড়া জালের পাকের মত অসংখ্য অগণনভাবে চর্তুদিক হইতে আসে এবং নুরের আকার বালুকণার মত হয়। ইহার মোরাকাবা হলো-সাত স্তবক আসমান, সাত স্তবক জমিন, দুনয়া জোড়া, ঘেরা বেড়া, বাতাস ভরা, সেই বাতাসে মুখ ভরা, সেইমুখে আল্লাহর জিকির করা। এখানে নফি এসবাত জিকির দৈনিক ১১০০ (এক হাজার একশত) বার। নফির নিয়ত 'লা মাতলুবা ইললাল্লাহ্'। অর্থাৎ- নেহি কুয়ী মাতলুব মাগার আল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই)।

৩.৩.১২ ছুলতানুল আজকার এর আগুন বা বাহিরের আগুনঃ

বাহিরের আগুন এর পরিধি নীচে তাহাতাচ্ছারা, উপরে আরশের নীচে দেলের মাথা। এই লতিফার ফয়েজ এর নাম আনোয়ারে সুলতানুল আজকার জেকেরে এলাহিয়ার ফয়েজ। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে এবং নীচে- এই

ছয়দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই মোকামে ফয়েজ তৌড়া জালের পাকের মত অসংখ্য অগণনভাবে চর্তুদিক হইতে আসে এবং নুরের আকার বালুকণার মত হয়। ইহার মোরাকাবা হলো-সাত স্তবক আসমান, সাত স্তবক জমিন, দুনিয়া জোড়া, ঘেরা বেড়া, আগুন ভরা, সেই আগুনে মুখ ভরা, সেইমুখে আল্লাহর জিকির করা।

এখানে নফি এসবাত জিকির দৈনিক ১১০০ (এক হাজার একশত) বার। নফির নিয়ত 'লা মাতলুবা ইললাল্লাহ্'। অর্থাৎ- নেহি কুয়ী মাতলুব মাগার আল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই)।

৩.৩.১৩ ছুলতানুল আজকার এর পানি বা বাহিরের পানিঃ

বাহিরের এর পানির পরিধি নীচে তাহাতাচ্ছারা, উপরে আরশের নীচে দেলের মাথা। এই লতিফার ফয়েজ এর নাম আনোয়ারে সুলতানুল আজকার জেকেরে এলাহিয়ার ফয়েজ। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে এবং নীচে- এই ছয়দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই মোকামে ফয়েজ তৌড়া জালের পাকের মত অসংখ্য অগণনভাবে চর্তুদিক হইতে আসে এবং নুরের আকার বালুকণার মত হয়। ইহার মোরাকাবা হলো-সাত স্তবক আসমান, সাত স্তবক জমিন, দুনিয়া জোড়া, ঘেরা বেড়া, পানি ভরা, সেই পানিতে মুখ ভরা, সেইমুখে আল্লাহর জিকির করা। এখানে নফি এসবাত জিকির দৈনিক ১৩০০ (এক হাজার তিনশত) বার। নফির নিয়ত 'লা মাতলুবা ইললাল্লাহ্'। অর্থাৎ- নেহি কুয়ী মাতলুব মাগার আল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই)।

৩.৩.১৪ ছুলতানুল আজকার এর মাটি বা বাহিরের মাটিঃ

বাহিরের এর মাটির পরিধি নীচে তাহাতাচ্ছারা, উপরে আরশের নীচে দেলের মাথা। এই লতিফার ফয়েজ এর নাম আনোয়ারে সুলতানুল আজকার জেকেরে এলাহিয়ার ফয়েজ। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে এবং নীচে- এই ছয়দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই মোকামে ফয়েজ তৌড়া জালের পাকের মত অসংখ্য অগণনভাবে চর্তুদিক হইতে আসে এবং নুরের আকার বালুকণার মত হয়।

ইহার মোরাকাবা হলো-সাত স্তবক আসমান, সাত স্তবক জমিন, দুনিয়া জোড়া, ঘেরা বেড়া, মাটি ভরা, সেই মাটিতে মুখ ভরা, সেইমুখে আল্লাহর জিকির করা। এখানে নফি এসবাত জিকির দৈনিক ১৩০০ (এক হাজার তিনশত) বার। নফির নিয়ত 'লা মাতলুবা ইললাল্লাহ্'। অর্থাৎ- নেহি কুয়ী মাতলুব মাগার আল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই)।

(১) পূর্ণ ছুলতানুল আজকার বা জেকেরের আহওয়ালঃ

পূর্ণ ছুলতানুল আজকার এর পরিধি নীচে তাহাতাচ্ছারা, উপরে আরশের নীচে দেলের মাথা। পূর্ণ ছুলতানুল আজকারের মোরাকাবা হলো- ইউছাব্বেহু লিল্লাহে মাফিচ্ছামা ওয়াতে ওয়ামাফিল আরদ্।

অর্থ- সাত স্তবক আসমান, সাত স্তবক জমিন, দুনিয়া জোড়া, ঘেরা বেড়া, মুখ ভরা, সেইমুখে আল্লাহর জিকির করা, আকাশের তারকা, পাতালের বালি, রাতের আঁধার, দিনের আলো, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলেই আল্লাহর জেকের করে। কেবল গাফেল মানুষ জেকের থেকে বিরত থাকে। পূর্ণ ছুলতানুল আজকার ধুমধামের এবং খবিছ-খান্নাছের সহিত লড়াই করার মোকাম। ইহার ফয়েজের নাম- আনোয়ারে ছুলতানুল আজকার তৌহিদের এলাহিয়ার জেকেরের ফয়েজ।

এখানে নফি এসবাতের মোরাকাবা- 'লা মৌজুদা ইললাল্লাহ' - আল্লাহ্ ব্যাতিত আর কেহই মওজুদ নাই (সর্বত্র আল্লাহর কুদরত উপস্থিত আছে)। নফি এসবাতের জিকির দৈনিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) বার।

খেয়াল করদিকে। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, উপরে, নীচে ও ভিতরে সাতদিকে ছালেকের খেয়াল থাকবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ)সকল দিকে সমান দেখতেন। সাতদিক হইতে তৌড়াজালের মত ফয়েজ আসিবে।

(২) তওবার মোকামে আহ্ওয়ালঃ

কুরআন শরীফের ২য় পারায় ছুরাহ বাক্বারাহ ২৮ রুকুতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

"ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুত তাওয়্যাবিনা ওয়া ইউহেব্বুল মুতা তাহহেরীন্-" নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দোস্তি রাখেন, তৌবা করনে ওয়ালাদিগকে এবং দোস্তি রাখেন যাহারা পাকীর সাথে থাকেন তাহাদিগকে।

সেই পাকী হলো- গায়েরে আল্লাহ ও গায়েরে মহব্বত দেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসুল পাকের (ﷺ) মহব্বত ব্যতীত যত কু-মহব্বত আছে তাহা এবং যে সমস্ত জিনিস ঐ পবিত্র মহব্বত লাভের অন্তরায় তৎসমূদয় দেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, বাহির করিয়া দিলে, দেল পাক হয়।

দেলের ভিতর হইতে পাপের ইচ্ছা, পাপের হাউস ও পাপের লজ্জত জোড়ের সহিত বাহির করিয়া দেওয়ার নাম তৌবা।

এইরূপভাবে খাঁটি তৌবা করিলেই দেল পাক ও পরিষ্কার হয়। এইরূপে দেল পরিষ্কার না করিলে দেল পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়।

তৌবার মোরাকাবা হলো "আছতাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাঁমবেউ ওয়াতুবু ইলাইহি।"

অর্থ খেয়াল করতে হবে- হে আমার প্রতিপালক আমি যত প্রকার পাপ করিয়াছি সমূদয় পাপ হইতে তোমার নিকট মাফ চাহিতেছি। দয়াময় তোমার হাবিব পাকের ওছিলায় আমার তৌবা কবুল করিয়া আমায় মাফ কর।

তৌবা কান্না কাটির মোকাম। এই পর্যায়ে নিম্মোক্ত আয়াত শরীফ পড়তে হবে ও কাঁদিয়া বার, বার মাফ চাহিতে হবে।

কুরআন শরীফের আট পারায় সূরাহ আল আরাফে ৮ রুকুতে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন-

"রাব্বানা জ্বালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগুফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছেরীন।"

অর্থ খেয়াল করতে হবে- হে আমার প্রতিপালক আমি গুনাহ করিয়া নিজের উপর নিজেই যুলুম করিয়াছি,

তুমি যদি মার্জনা না কর, যদি তুমি দয়া না কর, তবে আমি ধবংশ হইয়া যাইব।

এইরূপে আজিজির সাহিত কাঁদিতে হইবে। তাহা হইলে তৌবার হক্বিক্বত খুলিতে থাকিবে। অর্থাৎ দেলের জাহের বাতেনের মধ্যে যত শিরিক ও

নাফরমানীর জঙ্গল আছে ও গুনাহের জন্য দেলশক্ত হইয়া পাথরের ন্যায় জমিয়া ভারী হইয়া গিয়াছে তা সমূদয়ই তওবা অর্থাৎ অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া গলিয়া ছাফ হইয়া নরম ও পরিষ্কার হইয়া আল্লাহর দরবারে আরশ মজিদ ক্বরার হইবে। এইরূপে পরিষ্কার হইলে এই মোকামে হযরত আদম (আঃ) এর জিয়ারত নছীব হইবে। তৌবার কবুলিয়াতের আলামত হলো- চোখে এক ফোঁটা পানি আসা। ছোলতানুল আজকারের যে নফী এছবাত এখানেও সেই নফী এছবাত করিতে হইবে। এইখান হইতে মুরিদে মোকাম আরম্ভ হয়। এই মোকামে পরিপূর্ন মেহনত করিলে খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বাতেনে মুরিদ হইবে।

৩.৩.১৫ আঠারো মোকাম ও চব্বিশ দায়েরাঃ

তরিকত পন্থীদের মুখে মুখে ১৮ মোকাম ও ২৪ দায়েরা কথাটি শোনা যায়। অবশ্য তরিকা ও বুজুর্গ বিশেষে এসবের নানাধরনের বিভাজন রয়েছে। এখানে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা অনুযায়ী একনজরে ১৮ মোকাম ও ২৪ দায়েরা তুলে ধরা হলো।

(১) আঠারো মোকাম সমূহঃ

তরিকতের সাধনার পথের এক একটি ছবক কে মোকাম বা স্থান বলা হয়। ইহা শ্রেণী (ঈষধংং) বিশেষ। মোকাম সাধারণত ১৮ টি। যথা-
১। কলব, ২। রুহু, ৩। ছের, ৪। খফি, ৫। আখফা, ৬। নফস্‌, ৭। নফি এসবাত, ৮। বাতাস, ৯। আগুন. ১০। পানি, ১১। মাটি, ১২। সর্ব শরীর, ১৩। বাহিরের বাতাস, ১৪। বাহিরের আগুন. ১৫। বাহিরের পানি, ১৬। বাহিরের মাটি, ১৭। পূর্ণ ছুলতানুল আজকার এবং ১৮। তওবার মোকাম।

মতান্তরে ১৮ মোকাম সমূহ হলো-

১। কলব, ২। রুহু, ৩। ছের, ৪। খফি, ৫। আখফা, ৬। নফস্‌,
৭। বাতাস, ৮। আগুন. ৯। পানি, ১০। মাটি,
১১। বাহিরের বাতাস, ১২। বাহিরের আগুন. ১৩। বাহিরের পানি, ১৪। বাহিরের মাটি,

১৫। মোকামে বেলায়েতে ছেরাজাম মুনিরা, ১৬। মোকামে নবুয়াতে ছেরাজাম মুনিরা, ১৭। মোকামে রেছালাতে ছেরাজাম মুনিরা ১৮। মোকামে কামালাতে ছেরাজাম মুনিরা

নোটঃ কেহ কেহ শেষোক্ত চার মোকাম কে দায়রার মোকাম বা দায়রার অর্ন্তভুক্ত ধরে থাকেন।

(২) চব্বিশ দায়রা সমূহঃ

আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথ পরিক্রমায় তরিকতের এক একটি উন্নত পদকে দায়রা বলে। এগুলি পদবী (Designation) বিশেষ। সাধারণভাবে দায়রা সংখ্যা ২৪ টি গণনা করা হয়। যথা-

১। দায়রায়ে এমকান/ দায়রায়ে আফআল।

২। দায়রায়ে জেলাল (বেলায়েতে ছোগরা)/ দায়রায়ে বেলায়েতে আওলিয়া/কুওয়াতে এলাহিয়ার দায়রা।

৩। বেলায়েতে কোবরা/বেলায়েতে আম্বিয়ার দায়েরা

৪। বেলায়েতে উলিয়া মালায়ে আলা/ফেরেস্তা (আঃ) এর বেলায়েত।

৫। দায়রায়ে কামালিয়াতে নবুওয়্যাত/ বেলায়েতে কামালিয়াতে নবুওয়্যাত

৬। দায়রায়ে কামালিয়াতে রেসালাত/বেলায়েতে কামালিয়াতে রেসালাত

৭। দায়রায়ে কামালিয়াতে উলুল আযম মিনার রসুল/ বেলায়েতে উলুল আযম ৬ পয়গাম্বর

৮। দায়রায়ে কাইয়্যুমিয়াতে আশ্ইয়া/ বেলায়েতে কাইয়্যুমিয়াত

৯। দায়রায়ে খোল্লাত/ দায়রায়ে হকিকতে ঈছাবী

১০। দায়রায়ে মুহব্বতে ছেরফাহ্/ দায়রায়ে হকিকতে ইব্রাহিম

১১। দায়রায়ে মোমতাজেজা /দায়রায়ে হকিকতে মুছাবী

১২। দায়রায়ে মাহবুবিয়াতে হকিকতে মোহাম্মদী (ﷺ)

১৩। দায়রায়ে খালেছাহ্ বা হকিকতে আহাম্মদী (ﷺ)

১৪। দায়রায়ে হকিকতে মোহাম্মদীর (ﷺ) ছোরফা

১৫। দায়রায়ে হকিকতে আহাম্মদী (ﷺ) ছোরফা

১৬। দায়রায়ে হুব্বে ছোরফা
১৭। দায়রায়ে হকিকতে লা তাঈয়্যেন,
১৮। দায়রায়ে হকিকতে কাবা
১৯। দায়রায়ে হকিকতে কুরআন
২০। দায়রায়ে হকিকতে সালাত
২১। দায়রায়ে হকিকতে ছাওম
২২। দায়রায়ে হকিকতে মাবুদিয়াতে ছোরফাহ্,
২৩। দায়রায়ে হকিকতে মুহাব্বত/জজবার জাতি/ হুব্বে এশক
২৪। দায়রায়ে হকিকতে ছাইফুল্লাহ

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রায় সকল মারেফত পন্থীগণ মনে করেন, আল্লাহর দয়া হলে এবং মুর্শিদ চাইলে, পহেলা লতিফা কলবের ছবকেই এক জন সৌভাগ্যবান ছালেক উপরোক্ত ১৮ মোকাম এবং ২৪ দায়রার কামিয়াবী হাছেল করে সকল ফায়েজ পাইতে পারেন।)

৩.৩.১৬ নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার আমল সমূহের সারসংক্ষেপঃ

আল-কুরআন এর ঘোষণা-

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

“অর্থ-অতএব যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে সে-ই সফল। আর যে নিজেকে কলুষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ।” (সূরা শামস: ৯১:৯ ,১০)

এর আলোকেই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পথ নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ৩ টি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে।

১। ذكرِ خفىّ (গোপন যিকর)
২। حضور قلب (হুজুরী দেল তথা হৃদয়ের উপস্থিতি)
৩। اتباعِ سنت (সুন্নাতের অনুসরণ)

এই তরিকার আমল সমূহের সারসংক্ষেপঃ

১. ذكرِ خفىّ (যিকর-এ-খফি)

মুখ নাড়ানো ছাড়াই হৃদয়ে "الله الله" স্মরণ।

২. پاسِ اَنفاس (পাস-এ-আনফাস)

প্রত্যেক শ্বাসে আল্লাহর স্মরণঃ শ্বাস ছাড়ার সময় – لا إله, শ্বাস নেওয়ার সময় – إلا الله।

৩. نفى و اثبات (নফি-ইসবাত)

হৃদয়ে কল্পনায় "لا إله" বলে জাগতিক সব অস্বীকার, "إلا الله" বলে আল্লাহকে স্বীকার।

৪. هوش در دم (হুশ দর দম)

প্রতিটি নিঃশ্বাসে সচেতনতা রাখা।

৫. نظر بر قدم (নজর বর কদম)

চলার সময় দৃষ্টি পদক্ষেপে, অন্তর আল্লাহর দিকে।

৬. سفر در وطن (সাফর দর ওয়াতন)

নিজের ভেতরে আত্মিক যাত্রা করা।

৭. خلوت در انجمن (হালওয়াত দর অঞ্জুমান)

মানুষের মাঝে থেকেও অন্তরে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ রাখা।

৮. مراقبہ (মুরাকাবা)

নীরবে ধ্যান করা, আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করা।

৯. رابطہ (রাবিতা)

মুর্শিদের মুখমণ্ডল কল্পনা করে তাঁর নূর ও ফায়েজ গ্রহণ।

১০. مراقبۂ موت (মুরাকাবায়ে মউত)

নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়া।

৩.৩.১৭ মেহেদীবাগী সিলসিলার সুনীতিঃ

পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর খলিফা সুফি হযরত ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রহঃ) এর ছোট সাহেবজাদা তরিকতের মহাজ্ঞানী, বুলবুলে খাজা, হযরত খাজা আব্দুল কুদ্দুস (রহঃ) 'হযরত খাজা বাবা এনায়েতপুরী(রঃ) এর কাব্য জীবনী' তে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) কর্তৃক প্রচারিত নক্সাবন্দিয়া তরিকার নীতির ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এভাবে-

"বিদ্যা দান করি পীর কহিলেন সার, গৃহে গিয়া কর বৎস তরিকা প্রচার।
বলি কিছু উপদেশ শোন এক চিতে, জীবন ধরিও বত্স নক্সাবন্দী মতে।
নক্সাবন্দী সাধুদের এ হয় আচার, নির্লিপ্ত হইয়া তারা ধরেন সংসার।
শরাসিদ্ধ মতে তাঁর সব সত্যাগ্রহ, না ত্যাজে সংসার ত্যাজে সংসারের মোহ।
মিতাচার মিতাহার দর্বেশীর রীতি, সর্বহালে পালে তারা শরার সুনীতি।
যতেক দর্বেশদের প্রাণ হয় নবী, সুফিদের ধর্ম হয় সুন্নতে নববী।
প্রভুর উদ্দেশ্যে ধরে সুফিরা জীবন, জাকাত ফেত্রা দান করেনা গ্রহণ।
অল্পেতে সন্তুষ্ট করে বিপদে সবর, জীবিকা নির্বাহ করে শ্রমের উপর।
সুফির জামাত আল্লাওলাদের সাথে, উঠাবসা অনুচিত ফাছেক জামাতে।
বে-জাকেরদের গৃহে নাহি পানাহার, আহারে বিহারে তারা পালে শুদ্ধাচার।
দর্বেশের খাদ্যপ্রাণ আল্লাহর নাম, আহারে নফসের বৃদ্ধি আত্মার ব্যারাম।
প্রবাসীর মত তারা যাপে নিজ ঘরে, সদা রহে নতজানু আল্লাহর ডরে।
চতুর্থ প্রহরে শয্যা ত্যাগে সুফিগণ, দিবাভাগে করে তারা রুজী অন্বেষণ।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ সাধুকে না শোভে, পরমার্থ লাগি স্বার্থ বলি দেয় ভবে।
সর্বহালে খুশি তারা আল্লাহতে প্রীতি, নক্সাবন্দী সাধুদের এ হয় সুনীতি।"

৩.৪ আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের পদবী (Designation) সমূহঃ

নবীজি (ﷺ) এর গুণে গুণান্বিত সারা বিশ্বজাহানের আল্লাহর অলিগণ প্রধাণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১। হাদী- মানুষের হেদায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত।

২। মজ্জুব- আল্লাহর এশকে দেওয়ানা বা পাগল শ্রেণীর।

৩। দেশ রক্ষক- এই শ্রেণীর অলিগণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে সৈনিক স্বরুপ।

১। হাদী শ্রেণীর অলি আল্লাহগণের চারটি স্তর রয়েছে-

- অলি-আল্লাহ
- অলিয়ে কামেল
- অলিয়ে মোকাম্মেল
- মোজাদ্দেদে জামান বা যুগের ইমাম

৩। সারাবিশ্বে দেশ রক্ষক অলি আল্লাহগণের স্তর ও সংখ্যা যথাক্রমে-

- কুতুবুল আকতাব- ১ জন
- গাউস- ২ জন
- আওতাদ-৪ জন
- আবদাল-৭ জন
- আখিয়ার-৭০ জন
- নুজাবা-নুকাবা-৩০০ জন
- কুতুব-অসংখ্য

আধ্যাত্মিক উচ্চ মার্গের এসব বিষয়াবলীর শ্রেণী বিন্যাসে অনেক মতভেদ রয়েছে, তবে সাধারণ তথ্যানুযায়ী বলা যায়-

আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু 'কুতুব'ঃ যেভাবে পৃথিবী তাঁর অক্ষ বা মেরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তেমনি সুফিবাদে বিশ্বাস করা হয় যে আধ্যাত্মিক জগত একজন 'কুতুব'কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। তাঁকে 'আল-ইনসান আল-কামিল' বা পূর্ণ মানব হিসেবে গণ্য করা হয়।

সর্বোচ্চ পদমর্যাদাঃ সুফিদের আধ্যাত্মিক প্রশাসনিক কাঠামোতে (Hierarchy of Saints) কুতুব হলেন সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী অনেক সময় তাঁকে 'গাউস' (Ghawth) বা সাহায্যকারী হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

সুফিবাদে 'চল্লিশ আবদাল' (أبدال) বলতে আল্লাহর এমন একদল বিশিষ্ট ওলি বা প্রিয় বান্দাদের বোঝানো হয়, যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবী বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর রহমত বর্ষণ করেন।

৩.৪.১ চল্লিশ আবদাল প্রসঙ্গঃ

'আবদাল' শব্দটি 'বদল' (بدل) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 'বিকল্প' বা 'স্থলাভিষিক্ত'। সুফি বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দলের কোনো একজন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তৎক্ষণাৎ অন্য একজন নেক বান্দাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়, যাতে তাঁদের সংখ্যা সব সময় নির্দিষ্ট থাকে।

সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যঃ অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা ৪০ জন। হাদীস ও সুফি ঐতিহ্য মতে, তাঁদের অন্তর হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর অন্তরের মতো শক্তিশালী এবং একনিষ্ঠ। তাঁরা অধিক রোজা বা নামাজের চেয়ে বরং হৃদয়ের উদারতা, বদান্যতা এবং মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতার মাধ্যমে এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

অবস্থানঃ

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, এই ৪০ জন আবদাল প্রধানত সিরিয়া অঞ্চলে অবস্থান করেন । সিরিয়ার দামেস্কের উপকণ্ঠে 'জেবেল আরবাঈন' বা চল্লিশের পাহাড় নামক একটি পাহাড় তাঁদের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে তাঁদের ভূমিকাঃ সুফি দর্শনে বিশ্বাস করা হয় যে, এই আবদালদের বরকতে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয় এবং জনপদ থেকে বালা-মসিবত বা আজাব দূর হয়।

৩.৫ পাঁচওয়াক্ত নামাজ প্রসঙ্গঃ

মহান আল্লাহ্ পাক কোরআন মাজিদে ঘোষণা কনেণ,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অনুবাদঃ “সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করো। আর ফজরে কোরআন পাঠে বিশেষ মনোযোগী হও। কারণ ফজরের (নামাজে) কোরআন পাঠের সাক্ষী হয় (পবিত্ররা)। (হে নবী!) গভীর রাতে ঘুম থেকে ওঠো এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো। তাহাজ্জুদ তোমার জন্যে নফল। তোমার প্রতিপালক তোমাকে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ‘মাকামে মাহমুদে’ প্রতিষ্ঠিত করবেন।” (সূরা বনি ইসরাইল: ১৭:৭৮-৭৯)

এই আদেশ এর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের পঞ্চবেনার দ্বিতীয় বেনা ‘নামাজ’। নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার আকাবিরগণ প্রত্যেকেই পাঁচওয়াক্ত নামাজ কায়েম করেছেন। নামাজ কায়েমের উপরে জোড় তাগিদ দিয়েছেন।

সেই ধারাবহিকতায় মহান মুজাদ্দেদ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নামাজ সম্পর্কে বলেন,
"নামাজ উরুজুল মুমেনিন। উরুজের অর্থ সমস্ত ত্যাগ করিয়া আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর কোরব হুজুরিতে দেল ও লতিফায় চলিয়া যাইয়া হাজির হওয়া"।
নামাজ এর পায়রবি করা সম্পর্কে এই তরিকার বুজুর্গ গণের কঠোর হুশিঁয়ারী রয়েছে। প্রত্যেক নামাজ অউয়াল ওয়াক্তে পড়তে হবে। কোন প্রকার অবহেলা করা যাবেনা।

৩.৫.১ পাঁচওয়াক্ত নামাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট অজিফা সমূহঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা অনুযায়ী বাইয়াত বা মুরিদ হওয়ার পর তরিকতের ফায়েজ ফায়দা হাসিল করে ইনছানে কামেল হওয়ার জন্য প্রত্যেক ছালেক বা জাকের কে প্রত্যহ পাঁচওয়াক্ত নামাজ কে কেন্দ্র করে যেসকল আমল সমূহ করতে হয়। সেগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদী নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

৩.৫.২ নামাজের মোরাকাবাঃ

দরবার শরীফ সমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) জামাতের নামাজের সময় প্রথমে কাতার সোজা করাতেন। প্রয়োজনে ছরি বা লাঠি দিয়া প্রহার করিয়া কাতার সোজা করিতেন। তিনি বলিতেন- প্রথমে কাতার সোজা, তারপর মন সোজা, তারপর নামাজ। আরও বলিতেন আল্লাহ্ পাক হাসরের ময়দানে এইভাবে আমাদেরকে কাতার বন্দি করিবেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে একে অপরের পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল বরাবর কনিষ্ঠা আঙ্গুল রেখে দাঁড়াইলে কাতার সোজা হবে। নামাজের কাতার ঘন ঘন করতে হবে।

ইহা বলার পর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নামাজের মোরাকাবা এইভাবে শিক্ষা দিতেন-

আল্লাহপাক এরশাদ করেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদঃ "নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিনরাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করো নি! তুমি মহাপবিত্র! আগুনের শাস্তি থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো।" (সূরা আলে ইমরান: ৩:১৯০-১৯১)

অনেক সময় এইটুকু বলা হয়,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

উচ্চাণঃ "আল্লাজিনা ইয়াজকুরুল্লাহা কিয়ামাও ওয়া কুউদাও ওয়া আলা জুনুবিহিম।" (অনুবাদঃ যারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে)।"

এখানে বলা হয়, ফাজকুরুল্লাহা- আল্লাহকে জিকিরের সহিত স্মরণ করো, কিয়ামাও- শক্তি থাকলে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ফরজ, ওয়া কুঁউদাও- দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলে বসে, ওয়া আলা জুনুবিহিম-বসার শক্তি না থাকলে শুয়ে শুয়ে ইশারায়, যে হালেই হোক হুকুমের নামাজ কায়েম করতেই হবে, ওয়া ইজাত মানানতুম- যখন মন একতরফা বা এতমিনান হবে, ফাআকিমুচ্ছালাত- তারপর পড় তুম্ নামাজ বা হুকুমের নামাজ আদায় কর, এর আগে নামাজ নয়।

বিছমিল্লাহ্ বলিয়া প্রথমে জায়নামাজে দাঁড়াইয়া এইরূপ মন করিতে হইবে যে, এইক্ষণে আমি সেই আহাকামুল হাকেমিন আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়াছি। দাঁড়িয়েছি পুলছিরাতের উপর, নিচে জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলতেছে,

সামনে আল্লাহর তক্ত; ডাহিনে বামে ফেরেস্তাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, পিছনে দাগাবাজ শয়তান।

এই সংকটময় সময়ে সুযোগ পেলেই দাগাবাজ শয়তান ধাক্কা মেরে জাহান্নামে ফেলাইয়া দিবে। তাই সাবধান! কোনভাবেই দেল কে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল করা যাবেনা।

জায়নামাজে দাঁড়াইয়া আমরা একরারনামা হিসেবে সুরা আনআমের ৭৯ নম্বর আয়াত -"ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাছ্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও ওয়ামা আনামিনাল মুশরিকীন" (অর্থ-নিশ্চয় আমি আমার মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।) পাঠকরি।

এখন চিন্তা করিয়া দেখেন! আমরা খোদার নিকট যে একরারনামা পাঠ করিয়া নামাজের জন্য দাঁড়াইয়াছি এরপর যদি অন্য চিন্তা করি তবে কেমন হয়। এইরূপ করিলে খোদার নিকট মিথ্যাবাদী বা মুনাফেকী করা হয়।

তিনি আরও শুনাতেন যে, নবিজী (ﷺ) এর আমলে যখন তিনি ছাহাবীদের লইয়া নামাজে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে খোদার ভয় এইভাবে জাগাইয়া দিতেন যে, তাহাতে তাঁহাদের দেলের মধ্যে হইতে হাহাকার শব্দ এমন ভাবে উঠিত যে তাহা একে অপরের ঐ শব্দ শুনিতে পাইতেন।

আমাদেরকেও ঐভাবে এবং ঐ হালে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে হবে, তবে আমাদের দেলের মধ্যে অতটা হবে না কেননা নবিজী (ﷺ) ঐ সময় আর এই সময়ের মধ্যে অনেক ফারাক বা ব্যবধান আছে। তথাপি মনের মধ্যে যতটা সম্ভব ঐরূপ অনুভব করা চাই।

"তো এখন হুঁশিয়ার"। হুঁশিয়ার, নামাজের মধ্যে কোনক্রমেই যেন আল্লাহর খওফ চিন্তা ও জেকের ছাড়া অন্য কোন কথা মনের মধ্যে ঠাঁই না পায়।

এখানে তিনি বলতেন,

"করো মমিন তোমহারা দেল খবরদার, কিয়ামত মে সবই হোগা গেরেফতার"

শেষে বলতেন, কেহ যদি এত কথা মনের মধ্যে স্মরণ করতে না পারে, তবে এরূপ মনে করিতে হইবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি এবং আল্লাহ আমার সামনে আছেন। আমি আল্লাহকে দেখি বা না দেখি, আল্লাহপাক আমাকে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন ও আমার মনের গতিবিধী লক্ষ্য করিতেছেন।

আল্লাহ পাক আমাদের অতি নিকটে ও সংগেই আছেন এইরূপ ভয় ও বিশ্বাস করে আল্লাহর কাছে মদদ চাই,

আয় আল্লাহ তুমি পাক, তোমার মহব্বৎ পাক, তোমার হুকুম নামাজও পাক। আমি না পাক, আমার দেল নাপাক, এই নাপাক দেলে পাক মহব্বত থাকতে পারে না। আর নাপাকের দ্বারা কোন পাক কাজ হতে পারে না।

আল্লাহ! তোমার কুওয়তের ছানি কোন কুওয়ত নাই, তোমার কুওয়তের বাহিরে কোনকিছু নাই, তোমার কুওয়ত দিয়ে ছারে জাহান ভরা আর ঘেরা। তোমার দয়ার সমান কারও দয়াও নাই মওলা। আল্লাহ্ পাক তুমি দয়া করে মায়া করে তোমার আপন কুওয়তের জালালী ফয়েজের আগুন দিয়ে আমার দেলের ভিতরের যত প্রকার নারাজি, গোমরাহী ফাছেকী শেরেকি বেদাতী ও নাপাকী চীজ বা বস্তু আছে ঐগুলিকে পাক ও ছাফ করে দিয়ে হয় হেদায়েত করো, নইলে জাহান্নামের ছিজ্জিনে আবদ্ধ করো।

দাগাবাজ শয়তান দেলের মধ্যে ওয়াছওয়াছা দিয়ে নানা কথা মনে করে দেয়, তোমার কুওতের জালালী ফায়েজের আগুন আমার মন ও তনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করে রেখে; দাগাবাজ শয়তানকে আমার দেল হতে দূরে সড়াইয়া রাখো, নইলে আমার এমন কোন শক্তি নাই যে তোমার পাক নামাজ ছহি-শুদ্ধ ভাবে আদায় করিব মওলা।

আয় আল্লাহ তোমার কুদরতী হাত দিয়ে আমার দেলের গরদান ধরে তোমার আপন তরফ করে নিয়ে তোমার পাক নামাজের মধ্যে আমাকে দাখেল করে নাও।

আর আল্লাহপাক তোমার কুওয়তের হাইবত দিয়ে আমার মনকে তোমার যাবতীয় নারাজীর কাজ হতে সরাইয়া রাখ। আর তোমার পাক মহব্বৎ দিয়ে আমার দেল ভরে দাও, যেন তোমার পাক নামাজের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কোন কিছু ইয়াদে না আসে।

আল্লাহপাক তাঁর কালাম মজিদে ফরমান,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিজিকরিল্লাহ্, আলা বিজিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব।"

অনুবাদঃ "যারা বিশ্বাস করে আর আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ মানুষের চিত্তকে প্রশান্ত করে।" (সূরা রাদ: ১৩:২৮)
আচ্ছালাতুলি জিকরী-জিকিরের সহিত নামাজ। কলবের জেকেরে দেল আরাম পায়, আর আরামের সহিত নামাজ। ইহাকেই **হুজুরী দেলের নামাজ** বলে। হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন, "বেহুজুরী দেলমে নামাজ হুতী নাহী।"
"যদি চাহ কথা কব খোদার সাথেতে, পড়ো নামাজ তবে হুজুরী দেলেতে।"
তিনি আরও বলতেন, নামাজের মধ্যে এইরূপ গারক হওয়া চাই যেমন, শেরে খোদা মাওলা আলী (রাঃ) এর পায়ে এক যুদ্ধে তীর বিদ্ধ হয়েছিল তাহা একমাত্র তিনি যখন নামাজে নিমগ্ন ছিলেন তখনই খোলা সম্ভব হয়েছিল।
এখন খবরদারীর সহিত আপন আপন যার যে লতিফায় ছবক আছে, তাঁর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও তাহাতে আল্লাহ্ নামের জেকেরসহ সূরা কেরাত পাঠ ও রুকু সেজদা করিতে হইবে। আর যাদের উপর নফি এজবাত জিকির করার হুকুম আছে, তাদেরকে নফি এজবাত জিকিরের সহিত নামাজ পড়িতে হইবে। নামাজের সময় খেয়ালের নজরে নফি এসবাত জিকির 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ্' দিলের মধ্যে চলবে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ পড়তে হবেনা। জাহেরী মুখে সূরা কেরাত পাঠ করতে হবে।
আর যিনারা দায়রা মাকামের জাকের আছেন,পাক লতিফা সমূহ আজিজি এনকেছারীর সহিত আল্লাহর দরবারে কাঁদা কাটাসহ আরশ মওলার দুয়ারের চৌকাঠের উপর সেজদা করিতে থাকিবেন আর মাটির পিঞ্জীরা খানি মাটির উপর খাকছারী করিতে থাকিবেন।
এই নামাজের নাম আজিজির নামাজ, এই নামাজের নাম কান্নাকাটির নামাজ, আর এই নামাজের নাম আচ্ছালাতু মে'রাজুল মো'মেনিন। 'ছালাত' মানে নামাজ, আর 'মেরাজ' মানে আল্লাহর সাথে কথোপকথোন করা, আদায়কারী ব্যক্তিদিগকে আল্লাহপাক 'মুমিন' নামক খেতাব দিয়ে দেন।
'তাই আল্লাহ্পাক কে হাজির নাজির এবং ওয়াহেদ জেনে হুজুরি দেলে সিজদা করি'- বলে একামত দিয়ে জামাতের নামাজ শুরু করতেন।

৩.৫.৩ নফল নামাজ ও দোয়া খায়েরঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তওবার নামাজ, রহমতের নামাজ সহ সকল প্রকার নফল নামাজের প্রথম রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা এখলাস পড়তে বলতেন, ছুরা কাফিরুন জানা না থাকিলে উভয় রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা এখলাস পড়তে বলতেন। যোহর, মাগরিব এবং এশার নামাজের পর দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়ে সবাইকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ মুনাজাত করতেন। ফজর এবং আছর নামাজ শেষেও সম্মিলিতভাবে সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করতেন

জুমারাত তথা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মাগরিবের নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজের সাথে অতিরিক্তি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তেন এবং জাকেরগণকে পড়তে বলতেন।

নফল নামাজ শেষে জিন্দা-মুর্দা, বর্তমান এবং অনাগত সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর জন্য মাগুফিরাত ও রহমত কামনা করে সম্মিলিত মুনাজাত করতেন। অদ্যাবধী তাঁর সিলসিলার দরবার ও খানকা শরীফ সমূহে নফল নামাজ বখশে দেওয়ার এই পদ্ধতি চালু আছে।

সালাতুল বেতেরে প্রথম রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা কদর, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর ছুরা এখলাস পড়ার নির্দেশ দিনে।

৩.৫.৪ তওবার নামাজঃ

রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হতে ফজর ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দুই রাকাত ছালাতুত তওবা আদায় করে নিজের এবং ছাড়েজাহানের সকলের পাপ মার্জনার জন্য রোনাজারি করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে হয়।

মুনাজাতে হজরত বাবা আদম (আঃ) হইতে নবী করীম (ﷺ) পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), আপন পীর সহ সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ), নিজ মাতা-পিতা পরিবার-পরিজনসহ পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

জিন্দা-মুর্দা এবং অনাগত সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর জন্য মাগুফিরাত কামনা করে রোনাজারি সহ মুনাজাত করতে হয়।

(১) শেষ রাতের রহমতের ডাকঃ

মেহেদীবাগী সিলসিলার দরবার শরীফ ও খানকা শরীফ সমূহে শেষরাতে রহমতের সময়ে এভাবে ডাক দেয়া হয়-

"উঠোরে আজিজ তোরা উঠোরে ঘুম হাইতে জাগিয়া, আল্লাহ্ পাকও ডাকেন তোমায় এবাদী বলিয়া।
উঠোরে আজিজ তোরা উঠোরে ঘুম হাইতে জাগিয়া, আর কত নিদ্রা যাবে বিছানাতে শুইয়া।
ডকিছে দয়ার মওলা বলিয়া এবাদী, লাব্বায়েক বলে উঠে বসনা সেতাবী।
ডকিছে দয়ারো মওলা মধুর বচনে, আলস্য ত্যাজিয়া বসো মওলারো স্মরণে।"

(২) তওবার ফায়েজের মিনতি-

তওবা করদম তওবা করদম তওবা করদম হর গুনাহ্, তওবারো ফয়েজে গুনাহ্ মাফ করো রাব্বানা।
জাহেরী বাতেনী গুনাহ্, কবীরা ছগীরা গুনাহ্, শেরেক ও বেদাতি গুনাহ্, হারাম ও কুফুরী গুনাহ্,
জানা ও অজানা গুনাহ্, লুকানো ছাফানো গুনাহ্, মাফ করো রাব্বানা।
তওবা করদম তওবা করদম তওবা করদম হর গুনাহ্, তওবারো ফয়েজে গুনাহ্ মাফ কর রাব্বানা।
হাত ও পায়ের গুনাহ, নাক ও কানের গুনাহ্ , চোখ ও মুখেরও গুনাহ্, মাফ করো রাব্বানা।
তওবা করদম তওবা করদম তওবা করদম হর গুনাহ্, তওবারো ফয়েজে গুনাহ্ মাফ করো রাব্বানা।
বাপ ও মায়ের গুনাহ্,পীরও উস্তাদের গুনাহ্, ভাই ও বোনের গুনাহ্, জাকেরও মুরিদের গুনাহ্,

বিবি ও বাচ্চার গুনাহ্, ছেলে ও মেয়ের গুনাহ্, আত্মীয়-স্বজনের গুনাহ্, ইয়ারও এগানার গুনাহ্, মাফ কর রাব্বানা।
'আইব্রা দারাম শরমে শরাম পুর্ণে আলম জারে জার, ইয়া এলাহী নেঘাদারাম দর গুনাহে বে-শুমার'।"

"দয়ার আল্লাহ্ও তোমার নাম গফুরুর রহীম! গফুরুর রহীম নামে যত গুনাহ্ ঝরে,
এ বান্দার কি সাধ্য আছে তত গুনাহ্ করে ।
দয়ার মওলাও তোমার নাম গফুরু রহীম! তওবাতে আমারও গুনাহ্ আল্লাহ্ না দিবে বখশিয়া
গফুরুর রহীম নামও তোমার কিসেরও লাগিয়া
গুনাহ্গারের গুনাহ্ মওলা না দিবে বখশিয়া, কে তোমারে ডাকবে মাওলা নিশীতে জাগিয়া।
গুনাহ্গারের গুনাহ্ মওলা না দিবে বখশিয়া, কে তোমারে ডাকবে মাওলা রোনাজারি করিয়া।
তওবাতে আমারও গুনাহ্ আল্লাহ্ না দিবে বখশিয়া, রহমানুর রহীম নামও তোমার কিসেরও লাগিয়া
গুনাহ্গারের গুনাহ্ মওলা না দিবে বখশিয়া, তাওয়্যাবুর রহীম নামও তোমার কিসেরও লাগিয়া
গফুরুর রহীম নামও তোমার শুনেছি কোরআনে, যত পাপী তরাইবে ঐনামেরও গুনে
তুমি ক্ষমা না করিলে আর কেবাও করিবে, এ মহা পাপীর তরে কেবা উদ্ধারিবে
দয়ার মওলাও তোমার নাম গফুরুর রহীম।
যদ্দ-পি আমারও গুনাহ্ না দিবে বখশিয়া, আরশের পায়া আমি না দিব ছাড়িয়া।"

৩.৫.৫ রহমতের নামাজঃ

ছালাতুত তওবার মোনাজাতের পর দুই রাকাত ছালাতুর রহমত (ছালাতুত তওবার নিয়মে) আদায় করে
নিজের এবং ছাড়েজাহনের সকলের জন্য রহমত চেয়ে রোনাজারি করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতে হয়।
মুনাজাতে হজরত বাবা আদম (আঃ) হইতে নবী করীম (ﷺ) পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), আপন পীর সহ সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ), নিজ মাতা-পিতা পরিবার-পরিজনসহ পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জিন্দা-মুর্দা এবং অনাগত সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর জন্য রহমত কামনা করে রোনাজারি সহ মুনাজাত করতে হয়।

(১) রহমতের ফায়েজঃ

ছালাতুর রহমত এর মোনাজাতের পর রহমতের ফয়েজে বসতে হবে। সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, "ওয়াইজকলা রব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নি জায়িলুন ফিল আরদি খলিফাহ্" (অর্থ-আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।)
আহ্! আল্লাহ পাক কত মহব্বত করে কত পিয়ার করে ফেরেশতাদের বাঁধা বিপত্তি উপেক্ষা করে মানুষ তৈরি করলেন। এই মানুষকে আল্লাহ রহমত দানের জন্যও বড়ই মহব্বতের সহিত তৈয়ার থাকেন।
তাই রহমতের কাঙ্গাল হয়ে বসতে হবে ।
মোরাকাবা বা ফয়েজ তালাশ পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্ধারিত ফয়েজের অংশে গিয়ে আল্লাহ্ কে হাজির নাজির জেনে আল্লাহ্র নিকট মদদ চাই, বারে খোদা! আমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নালায়েক নাফরমান গোনাহ্গার বান্দা রহমতের ফয়েজের ওম্মেদওয়ার। রহম করে করম করে রহমতের ফয়েজ দিয়ে আমাদেরকে কামিয়াবি দান করো।
খেয়াল করতে হবে আল্লাহ্র রহমত হজরত নবী পাক (ﷺ) এর উপরে। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন। নবী পাক (ﷺ) এর রহমত সারে জাহানের উপরে। যে

রকম বন্যার পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সয়লাব করে সবকিছু ধুয়ে ছাফ করে নিয়ে যায়।

ঐ রকম নবী পাক (ﷺ) এর রহমত আমাদের উপরে পরে, আমাদের হেদায়েতের কমতির ময়লা, বাড়ী ঘরের নাপাকির ময়লা, ক্ষেত খামারের রোগের ময়লা, গরু-বাছুরের, স্ত্রী-পুত্রের, ছেলে-মেয়ের, বিবি-বাচ্চাদের যাবতীয় বালা মুছিবতের সমস্ত ময়লা বা নাপাকি ছাফ করে নাই করে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা আল্লাহর ভরপুর রহমতে কায়েম হইতেছি। এইহালে এই খেয়ালে রহমতের ফায়েজ এর মিনতি করে আল্লাহকে মহব্বাতান ডাক ডাকতে হবে

(২) রহমতের ফায়েজ এর মিনতিঃ

ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্, দয়ার আল্লাহ্ ও তোমার নাম রহমানুর রহীম,

দয়ার মওলা ও তোমার নাম রহমানুর রহীম, তুমি রহম না করিলে কেবাও করিবে,

এ মহা পাপীর তরে কেবা উদ্ধারিবে, দয়ার আল্লাহ্ ও তোমার নাম রহমানুর রহীম,

দয়ার মাবুদ ও তোমার নাম রহমানুর রহীম, ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্,

আমি ডাকি তুমি মাওলা শোননা, নাজানি করেছি আমি কি গুনাহ্।

না বুঝে আমি গুনাহ্ মওলা করেছি, মাফ করো মাফ করো মওলা এলাহী।

ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্, তোমার হাবিবের অছিলা ধরে ডাকতেছি,

মাফ করো মাফ করো মওলা এলাহী, তুমি যদি মাফ না করো তোমার বান্দারে,

বলো তোমার বান্দা যাবে কার কাছে ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্,

করি নাইও করি নাইও করি নাই, তোমার রহমতের চেয়ে বড় গোনাহ্ করি নাই।

ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্, ডাকো ডাকো ডাকো রে মন কান্দিয়া,

দয়ার মওলা যায়নাই তোরে ভুলিয়া, ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্,

দেখো দেখো দয়ার মাওলা চাহিয়া, সাধের বান্দা গুনাহে যায় যে ভাসিয়া।
ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্, এতো ডাকি তবু মওলা শোননা,
কি নাম ধরে ডাকলে পাব শান্তনা ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীম্।

একও বারও ডাকো যদি আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে, দশবারো ডাকেন আল্লাহ্ বান্দা বান্দা বলে।
বান্দা যদি ডাকেন আল্লায় একাকী বসিয়া, আল্লাহ পাকও ডাকেন তখন বান্দারও লাগিয়া।
বান্দা যদি ডাকেন আল্লায় জামাত করিয়া, আল্লাহ পাকও ডাকেন বান্দায় ফেরেসতাদের নিয়া।
বাপ-মায়ের দয়ার অধিক দয়া এলাহীরো, দররক্তেরও ছায়া হইতে ছায়া নবীজিরও।
বাপও মাও ওস্তাদও পীরও যত ভাইও মুসলমানও, সবাইকে ত্বরাইয়া নিও হাশরও ময়দানও।
পুলছিরাতও পার করিতে না করো মুশকিলও, পার করো ইয়া জলিলও ক্বাদিরও।
তোমার রহমতের দ্বারেগো মওলা ভিক্ষার ঝুলি পেতেছি, কিঞ্চিৎ রহমত কর গো মওলা আমি তোমার রহমতেরও ভিখারি।
তোমার রহমতের দ্বারেগো মওলা ভিক্ষার ঝুলি পেতেছি, কিঞ্চিৎ রহমত কর গো মওলা তোমার রহমতের সময়ে কাঁদতেছি।"

(৩) রহমাতুল্লিল আলামীন (ﷺ) এর প্রতি মিনতিঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

অনুবাদঃ "(অতএব হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজাহানের জন্যে করুণার নিদর্শন (রহমাতুল্লিল আলামীন) হিসেবে পাঠিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২১:১০৭)

আল্লাহর রহমত নবী (ﷺ) এর উপর আর নবী (ﷺ) এর রহমত সারা বিশ্বের উপর। তাই আল্লাহর রহমতের কাঙ্গাল হয়ে নবীজী (ﷺ) কে মহাব্বাতান ডাক ডাকতে হবে।

"হযরত রহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন
ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া শাফিয়িল মুজনাবিন।
দেখো দেখো দয়ার নবী চাহিয়া, তোমার উম্মত গুনাহে যায় যে ভাসিয়া।
ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া শাফিয়িল মুজনাবিন।
ডাকো ডাকো ডাকো রে মন কান্দিয়া, দয়ার নবী যাইবেনারে ছড়িয়া।
ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া শাফিয়িল মুজনাবিন।
এতো ডাকি তবু রসুল শোননা, কি নাম ধরে ডাকলে পাব শান্তনা।
ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া শাফিয়িল মুজনাবিন।"

৩.৫.৬ তাহাজ্জুদের নামাজঃ

রহমতের ফয়েজ আদায়ের পর ফজর নামাজের আজানের পূর্বে সময় থাকলে ও সাধ্য হলে ২ থেকে ৮ রাকাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে রোনাজারি করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতে হবে।
তাহাজ্জুদ সালাতের পূর্বে বা পরে প্রয়োজনে নফি এসবাত জিকির করা যাবে। জগতের সকল অলি-আল্লাহ্ গণ তাহাজ্জদ সালাত আদায় করেছেন।

৩.৫.৭ ফজরের নামাজ সংশ্লিষ্ট অজিফা সমূহঃ

ফজরের ছুন্নত নামাজ ও ফরজ নামাজের মাঝখানে প্রয়োজনে নফি এসবাত জিকির করা যাবে এবং অন্যান্য প্রয়েজনীয় আমল করা যাবে। ফজরের ফরজ নামাজের পর ফাতেহা শরীফ পড়তে হবে।

(১) ফাতেহা শরীফঃ

ফজরের নামাজের ফরজ নামাজ শেষ করে এবং মাগরিবের নামাজের নফল নামাজ শেষ করে আপন পীর এর মহব্বতে আপন পীর হইতে পীরানে পীর রজমতুল্লাহ্ আলাইহিম এর নজরানা বা হাদিয়া দাখেলের জন্য ফাতেহা শরীফ পড়তে হয়।

পাক কালাম ফাতেহা শরীফ পড়িবার নিয়মঃ

১। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রযীম, বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম- একবার।

২। আছতাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাঁমবেউ ওয়াতুবু ইলাইহি - সাত বার।

৩। বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা- তিন বার।

৪। বিছমিল্লাহ সহ ছুরা এখলাছ- দশ বার।

৫। একবার বিছমিল্লাহ পড়ে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লিম' এই দরূদ শরীফ- এগারো বার।

১-৫ পর্যন্ত এই আমল সমূহের সমষ্টিকে ফাতেহা শরীফ বলে। ফাতেহা শরীফ পাঠ করে সংক্ষেপে বখশাইয়া দিতে হয় বা মোনাজাত করতে হয়।

ফাতেহা শরীফের সংক্ষিপ্ত মোনাজাতঃ

আয় আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ, ফাতেহা শরীফ পড়িলাম, এর ভুল ত্রুটি গলতি বেয়াদবি ক্ষমা করে দয়া করে মায়া করে কবুল করো, আর ইহার ছোয়াব হাদিয়া বা নজরানা পৌঁছাও- হযরত নবী পাক (ﷺ) এর রুহ মোবারকে। আহলে বাইয়াত (রাঃ) পাক গণের পাক রুহে। ছাহাবা-ছাহাবীন (রাঃ) গণের পাক রুহে । হযরত শায়খ বড়পীর (রহঃ), হযরত শায়খ চিশতি (রহঃ), হযরত শায়খ নকশাবন্দ (রহঃ), হযরত শায়খ মুজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ) এর পাক রুহে। ছিলছিলার সকল পীরানে পীর (রহঃ) গণের রুহে।

দাদা পীর দস্তগীর, পীর বাবা ও পীর আম্মাজান ও পীর ভাই-বোন গণের পাক রূহে ও পাক মহাব্বতে।
উনাদের অছিলায় আপন পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), তাদের তাবেদার পরিবার পরিজন ও উম্মমতবর্গ, নবীপাক (ﷺ) এর কুল্লু উম্মত মর্দ-আওরত যারা ইহদম ত্যাগ করে আলমে বরযাখের বাসিন্দা হয়েছে সকলের রুহে ছওয়াব পৌঁছাও।
উনাদেও সকলের অছিলায়, উনাদের সকলের খাতেরে আমাকে/ আমাদিগকে এই পবিত্র তরিকায় দাখেল কর। তরিকার আদব, মহব্বত, বুদ্ধি, সাহস, বুঝ, সুঝ, ফায়েজ, ফায়দা, বরকত ও খবীর দিয়ে মরাদম পর্যন্ত পবিত্র তরিকায় কায়েম রেখে খাতেমাবিল খায়ের করে ঈমানের সহিত মওত দিও মওলা। আমীন ছুম্মা আমীন বিহুরমাতি কালিমাতিত তাইয়্যেবা বাহক্কে লা ইলাহা ইললাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্।

(২) খতম শরীফঃ

ফাতেহা শরীফ বখশানোর পর তরিকার ছরদার হযরত শায়খ মুজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ) এর মহব্বতে ৭০০ (সাতশত) বার খতম শরীফ পড়িতে হয়।

খতম শরীফের মোরাকাবাঃ

খতম শরীফ পড়ার পূর্বে মোরাকাবা বা রাাস্তা বান্ধার নিয়মে দেল পাক আর সাফ করে নিতে হবে। এইরুপ পাক আর সাফ দেলের ঝোলা আল্লাহর তায়ালার হুজুরে পাতিয়া ধরিয়া আল্লাহ কে বলতে হবে, আয় দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ! তোমার পিয়ারার পিয়ারা হাবিবের হাবিব দোস্তের দোস্ত হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (রঃ) এর এস্কের জিঞ্জির দিয়ে আমার নাপাক দেল তাঁর পাক দেলের সঙ্গে বেন্ধে দাও আর তাঁর পাক মহব্বত দিয়ে আমার দেল ভরে দাও। আয় আল্লাহ! তুমির তো দিদার করানেওয়ালা, হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেসানী(রঃ) এর দিদার আমার নছিবে মিলাও আর তাঁর তরফ হইতে খাছ তাওয়াজ্জুহ্ আমাকে দান করো।

তাঁর মহব্বতে ৭০০ বার খতম শরীফ তোমার পছন্দ মোতাবেক আদায় করার তৌফিক আমাকে দান করো। এই খতম শরীফের মধ্যে যে ৩৬০ রোগের তদবীর আর ৯৯ রোগের দাওয়াই আছে তা আমার নছিবে বা ভাগ্যে মিলাইয়া নছিব খুলে দাও।
এবার সত্য পীর হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেসানী(রঃ) কে হাজির নাজির জেনে তাঁর মহাব্বাতে ডুবদিয়া দেলের হাত দিয়া তাঁহার দুইখানি কদম মোবারক জড়াইয়া ধরে মুহাব্বতের সহিত কয়েকবার '*মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান*' বলে ডাক দিতে হবে। এরপর ৭০০ বার খতম শরীফ পাঠ করতে হবে।

খতম শরীফ পড়িবার নিয়মঃ

১। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রযীম, বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম- একবার।
২। 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লিম' এই দরূদ শরীফ- একশত বার।
৩। 'লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'-পাঁচশত বার
৪। পূণরায় 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লিম' এই দরূদ শরীফ- একশত বার।
১-৫ পর্যন্ত এই আমল সমূহের সমষ্টিকে খতম শরীফ বলে।

(খতম শরীফ পাঠ শেষ হইলে হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেসানী(রঃ) নিকট করজোড়ে বলিতে হইবে, হুজুর এ মিছকীনকে আপনার পাক মহাব্বাত খাছ তাওয়াজ্জুহ ও খাছ নেছবাত এনাতেয় করুন।)

এরপর মহব্বতের সহিত করুন সুরে কয়েকবার নিম্নোক্ত গজলটি গাইতে হবে।
মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান, মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান
দেল ও জানম বশওকেতু বহরদম জারে-মিনালেদ, নামা আ তাল আতে জীবা মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান ।

গোলামে তু শুদাম আজ জান মুরিদে তু শুদাম আজ দেল, শুয়াদ বর পায়ে তু কুরবা মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান
বঁমিছ কিনাম দরে গাহাত চু ফরমায়ে নজর বারে, বহালম হাম নজর ফরমা কে খাকে পা এ মিছকিনাম,
দেখাদে ছুরাতে জামাল, মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান ।
(খতম শরীফ কবুল হইলে সত্য পীর হযরত মোজাদ্দেদ আল ফেসানী(রঃ) পাক মহাব্বত ও তাওয়াজ্জুহ্ আসিয়া ছলেকের দেলে নাজেল হইতে থাকিবে এবং তাঁর রুজি রিজিক সহ কোন কিছুর আর কমতি হবেনা।)

মুজাদ্দেদিয়া দরুদ শরীফঃ

“আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া ছাল্লিম আলা ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিন ছাইয়্যিদিল মোরছালিনা ওয়া আলা মোহিয়ি ছুন্নাতিহি হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেছানী (রঃ)” ফজর নামাজের পর খতম শরীফের নিয়মে এই দরুদ শরীফ আগে ১০০ মরতবা, মধ্যে ৫০০ মরতবা লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। পরে ১০০ মরতবা দরুদ শরীফ পড়তে হবে। ইহা খাছ আমল। যাদের উপর যেভাবে মুর্শিদের হুকুম হবে তারা সেভাবে পড়বে।

৩.৫.৮ যোহরের নামাজের পরের অজিফাঃ

যোহরের নামাজের শেষে নফল নামাজ বখশে দেওয়ার পর 'হযরত রসুল পাক (ﷺ)-এর মহব্বতের ফায়েজ' খেয়াল করতে হবে। কেননা যোহর ওয়াক্ত হতে আছর ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'হযরত রসুল পাক (ﷺ)-এর মহব্বতের ফায়েজ' তালাশের সময়।
জগতে ঈমানের নূর ও দীন ইসলাম জারি রাখতে হলে রসুল পাক (সা:)-এর মোহাব্বতের ফয়েজ জারি রাখা অত্যাবশ্যক।
হাবিব পাক (সা:) এর মোহাব্বতই মুমিনদের ঈমানের চিহ্ন আর মুমিনদের ঈমানের বহিঃপ্রকাশেই ইসলামের স্থায়িত্ব হয়।

মোরাকাবা বা রাস্তা বান্ধার নিয়মে দেল পাক আর সাফ করে নিতে হবে। এইরুপ পাক আর সাফ দেলের ঝোলা আল্লাহর তায়ালার হুজুরে পাতিয়া ধরিয়া আল্লাহ কে বলতে হবে, আয় দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ! তোমার পিয়ারা হাবিব পাক (ﷺ) এর পাক মহাব্বত দিয়ে হযরত বেলাল (রাঃ) এর দেল যেভাবে ভরে দিয়েছিলে, হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) এর দেল যেভাবে ভরে দিয়েছিলে, ঐভাবে নবী পাক (ﷺ) এর পাক মহাব্বত দিয়ে আমার দেল ভরে দাও, এরপর ধ্যানে ধ্যানে খেয়ালে খেয়ালে চলে যেতে হবে আশেকদের বালাখানা সোনার মদিনায়। যেখানে গেলে গুনাহের বদলে নেকী পাওয়া যায়। মদিনার অলিতে-গলিতে নবীজি (ﷺ) কে তালাশ করতে করতে, রওজা পাকের ধূলি-বালি মুখে-বুকে মেখে খুব মহাব্বতের সহিত নবীজী (ﷺ) কে

"ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামীন, ইয়া শাফিয়্যিল মুজনাবীন"

বলে চোখের পানি ফেলে ডাকতে হবে।

এই ভাবে ডাকতে ডাকতে এবং নবীজী (ﷺ) এর ধ্যান করতে করতে নবী পাক (ﷺ) এর রহমতের নজর জাকেরের উপর পতিত হবে, অন্তর নবীজী (ﷺ) এর মোহাব্বতের ফয়েজে ভরে ভিজে যাবে। ধীরে ধীরে জাকেরের অন্তরে নবীজী (ﷺ) এর মোহাব্বতের তুফান প্রবাহিত হয়ে ঐ প্রেমের নিকট নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান হবে এবং জাকেরগণ মুমিন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। নবীর প্রেম ঈমানের নূর। এই নূর মুমিনদের অন্তরে জারি থাকলে ইসলামের নূর জগতে জারি থাকবে। ইসলামের নূর মুমিনদের ঈমানের জ্যোতি দ্বারা নবায়িত হয়ে উজ্জীবিত থাকলে সৃষ্টি জগতের হায়াত অর্থাৎ আল্লাহ 'হাইউল কাইউম'- এই ফয়েজের নূরে জগতের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।

এর ব্যতিক্রমে সৃষ্টি জগতে জুলমত বিস্তার লাভ করে নূরের বিলোপ ঘটাবে এবং জগতের হায়াত শেষ হয়ে যাবে। সৃষ্টি জগৎ অস্তিত্ত হারিয়ে অনস্তিত্বে ফিরে যাবে।

৩.৫.৯ আছরের নামাজের সময়ের তওবার ফয়েজের মোরাকাবাঃ

আছরের নামাজের পর মুনাজাত শেষ করে 'তাওবার ফায়েজ' খেয়াল করতে হবে। কেননা আছর ওয়াক্ত হতে মাগরিব ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত 'তাওবার ফায়েজ' এর সময়।

মোরাকাবা বা রাস্তা বান্ধার নিয়মে দেল পাক আর সাফ করে নিতে হবে। এইরুপ পাক আর সাফ দেলের ঝোলা আল্লাহর তায়ালার হুজুরে পাতিয়া ধরিয়া আল্লাহ কে বলতে হবে, আয় দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ! আমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নালায়েক নাফরমান গোনাহগার বান্দা তওবার ফয়েজের ওম্মেদওয়ার।

ছোটবেলা হইতে আজতক যত প্রকার গোনাহ করেছি, কবিরাহ্-ছগিরাহ্, জাহেরী-বাতুনী, শেরেকি-বেদাতি, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জেনে গোনাহ করেছি, না জেনে গোনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গোনাহ করেছি, গোপনে গোনাহ করেছি, তোমার সাথে গোনাহ করেছি, তোমার বান্দার সাথে গোনাহ করেছি, সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করছি তোমার নাম গাফুরুর রহিম মাফ করনেওয়ালা গাফ্ফার। কয়েকবার পড়তে হবে,

'আছতাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাঁমবেউ ওয়াতুবু ইলাইহি'।

মনের নিয়তে পাঠ করতে হবে,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ- "রব্বানা জলামানা আনফুছানা ওয়াইল্লাম তাগুফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কুনাননা মিনাল খছিরীন"।

অনুবাদঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের ওপরই জুলুম করেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ: ৭:২৩)

(অর্থ খেয়াল করতে হবে- রব্বানা, আয় ম্যারে রব, জলামানা- জুলুম করিয়া না ফরমানি করেছি, আনফুছানা- নিজের নফছের প্রতি, ওয়াইল্লাম তাগুফিরলানা- যদি তুমি ক্ষমা না করো, ওয়াতারহামনা- যদি তুমি রহম না করো, লানা কুনাননা মিনাল খছিরীন- আমি হয়ে যাব লোকসান আর

খারাবওয়ালা। লোকসান আর খারাবওয়ালা সেই, যে নিজের জান কে বরবাদ করে দিয়ে জাহান্নামের কুটা সেজেছে, মাবুদও আমি এই নাজুক শরীর নিয়ে তোমার জাহান্নাম বা দোজখের আজাব সহ্য করতে পারবনা।)

"তওবা করদম, তওবা করদম, তওবা করদম হরগুনাহ; তওবারো ফয়েজে গুনাহ্, মাফ করো রব্বানা।

আশেক ভক্ত জাকেরের গুনাহ্, পাগল মুরিদ খাদেমের গুনাহ; মাফ করো রব্বানা।

উম্মতে মুহাম্মদীর (ﷺ) গুনাহ্ মাফ করো রব্বানা।

তওবা করদম, তওবা করদম, তওবা করদম হরগুনাহ; তওবারো ফয়েজে গুনাহ্, মাফ করো রব্বানা।"

আল্লাহ্ পাক এই আছরের নামাজের ওয়াক্তে আরাফার ময়দানে জাবালে রহমত নামক স্থানে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল করেছিলেন।

তাই আল্লাহর নিকট আছরের নামাজের ওয়াক্তের অছিলা করে গোনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করি। হযরত আদম (আঃ) মাত্র একটি গুনাহ করে ৩৫০ বছর কেঁদেছিলেন, আমরা সেই আদমের বংশধর জীবনে প্রতিনিয়িত কত শত শত পাপ করতেছি, কিন্তু গোনাহ মাফের জন্য তওবা করে কান্নাকাটি করিনা।

হযরত আদম (আঃ) ৩৫০ বছর কাঁদার পরও তাঁর গুণাহ মাফ হচ্ছিলনা, আছরের নামাজের ওয়াক্তে আল্লাহ পাক এর কুদরতে আদম (আঃ) এর মানষপটে ভেষে উঠল, মহান আরশের গায়ে 'লা ইলাহা ইললাল্লাহ্' এর সাথে 'মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' লেখা।

তখন হযরত আদম (আঃ) 'মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' নামের অছিলা করে আল্লাহর নিকট গুণাহ মাফের জন্য ফরিয়াদ করলেন। প্রিয় হাবিবের (ﷺ) অছিলা করে ক্ষমা চাওয়ায় আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) পাপ মার্জনা করে দিলেন।

তাই আমাদেরকে প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর অছিলা করে গুণাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করে তওবা করতে হবে।

দরুদ শরীফ যে কোন আমল কবুল হওয়ার শর্ত, তাই তওবা কবুলের জন্য কয়েক মর্তবা নিম্নের দরুদে অছিলা পাঠ করতে হবে।
'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম'

৩.৫.১০ মাগরিবের নামাজের পরের অজিফাঃ

মাগরিবের নামাজের নফল নামাজ বখশে দেওয়ার পর পাক কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠ করে বখশে দিতে হবে। এরপর এশার নামাজের পূর্ব সময় পর্যন্ত তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজে বসতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজে জাকেরগণ ধণ্য হয়ে থাকেন।
মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত মূলত তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজের সময় হলেও এই সময়ের মধ্যে নিচের ৬ টি আমল করতে হয়।

যথাঃ

১. তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজ
২. কুওয়াতে এলাহীয়ার ফয়েজ
৩. 'আল্লাহু' ছিফাতি নামের জিকির
৪. আল্লাহ্ পাকের তিন নামের জিকির
৫. হাবিব পাক (ﷺ) এর মহাব্বতের জিকির
৬. 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' এসমে জাত জিকির

তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজের মোরাকাবাঃ

মহান আল্লাহ্ পাক এর বাণী-

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

বাংলা উচ্চারণ-"অযকুরু রব্বাকা ফি নাফছিকা তাদার্‌রু আউঁ ওয়াখিফাতাউঁ ওয়াদুনাল জাহ্‌রি মিনাল কওলী বিল গুদুয়্যিঁউয়াল আছালি ওয়ালা তাকুম মিনাল গাফিলীন"।

(অনুবাদঃ "সকাল ও সন্ধ্যায় মনে মনে সবিনয়ে ও স্বশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে, এ ব্যাপারে কখনো গাফেল হবেনা।" (সূরা আরাফ: ৭:২০৫)

তাই বলা হয়, সাঁঝে ও ফজরে আল্লাহপাক তাঁর রহমতের ভান্ডারের দরজা খুলে দিয়ে ডাকতে থাকেন, আমার বান্দারা যে যা পারো লুটে নিতে থাকুক। এই সময় আমাদেরকে বিপদে-আপদে, মউতে-কবরে, হাসরে-মিজানে, পুলছিরাতে- এসব কঠিন কঠিন জায়গার বা ঘাটের মালামাল আর পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

এজন্য প্রথমে মোরাকাবা বা রাস্তা বান্ধার নিয়মে বসে নিজের দেল পাক আর সাফ করে নিতে হবে।

এইরুপ পাক আর সাফ দেলের ঝোলা আল্লাহর তায়ালার হুজুরে পাতিয়া ধরিয়া আল্লাহ কে বলতে হবে, আয় দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ! আমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নালায়েক নাফরমান গোনাহগার বান্দা তওবার ফয়েজের উম্মেদওয়ার। ছোটবেলা হইতে আজতক যত প্রকার গোনাহ করেছি, কবিরাহ্-ছগিরাহ্, জাহেরী-বাতুনী, শেরেকি-বেদাতি, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জেনে গোনাহ করেছি, না জেনে গোনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গোনাহ করেছি, গোপনে গোনাহ করেছি, তোমার সাথে গোনাহ করেছি, তোমার বান্দার সাথে গোনাহ করেছি, সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করছি তোমার নাম গাফুরুর রহিম মাফ করনেওয়ালা গাফ্ফার। কয়েকবার পড়তে হবে,

'আছতাগ্ ফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাঁমবেউ ওয়াতুবু ইলাইহি'।

মনের নিয়তে পাঠ করতে হবে,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

বাংলা উচ্চারণ-"রব্বানা জলামানা আনফুছানা ওয়াইল্লাম তাগুফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কুনাননা মিনাল খছিরীন"

অনুবাদঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের ওপরই জুলুম করেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ: ৭:২৩)

(অর্থ খেয়াল করতে হবে- রব্বানা-আয় ম্যারে রব, জলামানা- জুলুম করিয়া না ফরমানি করেছি, আনফুছানা- নিজের নফছের প্রতি, ওয়াইল্লাম তাগুফিরলানা- যদি তুমি ক্ষমা না করো, ওয়াতারহামনা- যদি তুমি রহম না করো, লানা কুনাননা মিনাল খছিরীন- আমি হয়ে যাব লোকসান আর খারাবওয়ালা। লোকসান আর খারাবওয়ালা সেই, যে নিজের জান কে বরবাদ করে দিয়ে জাহান্নামের কুটা সেজেছে, মাবুদও আমি এই নাজুক শরীর নিয়ে তোমার জাহান্নাম বা দোজখের আজাব সহ্য করতে পারবনা।)

তাই মওলা দয়া করে আমার জীবনের সমস্ত গুণাহগুলি মাফ করে দাও।

নিজের জন্য তওবা করি, নিজের স্ত্রী সন্তান-সন্ততী, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী,আত্মীয়-স্বজন, পীর-উস্তাদ, জাকেরভাই-জাকের বোন, নবী পাক (ﷺ) এর কুল্লু উম্মত মর্দ-আওরত, যারা জিন্দা আছে তাদের জন্য তওবা করি, হযরত আদম (আঃ) হইতে আজতক যত মুমিন-মুমিনাত কবরবাসী হয়েছে তাদের জন্য তওবা করি।

এই তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলে, যাদের কবরে আজাব হচ্ছে তারা কবর আজাব হতে নাজাত পাবেন, কবর হতে রুহানী দোয়া করতে থাকবেন, আল্লাহর রহমতে আমাদের পোড়া কপাল খুলে যাবে।

আল-কুরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّـهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّـهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অনুবাদঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করো। হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপমোচন করবেন, তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেদিন নবী ও তার বিশ্বাসী সাথিদের আল্লাহ লজ্জিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানে ছড়িয়ে পড়বে। তারা প্রার্থনা করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো ও আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা তাহরিম: ৬৬:৮)

এখানে শর্ত হলো-

- কৃত পাপ কর্মের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।
- কৃত পাপ কর্ম সমূহ সম্পূর্ণরুপে বর্জন করা।
- ভবিষ্যতে আর সেই পাপ কর্ম সমূহ না করার জন্য সংকল্পে দৃঢ় থাকা।
- যদি পাপ কর্ম সমূহ অন্যের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হয়,তবে সেগুলির ক্ষতিপূরণ দেয়া বা তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

ইহাই তওবার হকিকত। এইভাবে তওবা করলে আল্লাহ্ পাক তওবা কবুল করে গুণাহ সমূহ এমনভাবে মাফ করে দিবেন যেন ঐ বান্দা জীবনে কখনো পাপই করেনি।
'গোনাহ যত করিয়াছি ভাবি মনে মনে, তওবাও করিতে থাকি নছুহা জবানে'

মহান আল্লাহপাক ফরমান,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

বাংলা উচ্চারণ- ফাছাব্বিহ-বিহামদি-রাব্বিকা ওয়াছ-তাগুফিরহু-ইন্নাহূকা-না তাওওয়া-বা।
অনুবাদঃ "তুমি তোমার প্রতিপালকের অসীম মহিমা ঘোষণা করো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।"(সূরা নসরঃ ১১০:৩)
তাই কেঁদে কেঁদে অনুসূচনার সহিত তওবা করতে হবে। আল্লাহ্ পাক গাফুরুর রহীম মাফ করনেওয়ালা গাফ্ফার, আমাদের জীবনের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন।
আল্লাহ্ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনুবাদঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্ সচেতন হও! তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় অন্বেষণ করো। আল্লাহর পথে নিরলস কাজ করো। তাহলেই তোমরা সফল হবে।" (সূরা মায়েদা: ৫:৩৫)

দেল কাঁদবে চক্ষু ঝড়বে গুনাহ মাফ হইবে-

"দুই নয়নের জল যদি গাল বহিয়া যাইবে, সেই পানিতে জাহান্নাম নিভিয়া যাইবে"

কান্না যদি না আসে তবু মুখটা কাঁদার মত ভান করতে হবে, আল্লাহ্ চাহেন তো এই অছিলাতেও ক্ষমা করতে পারেন।

মাহফিলে নিজের পাশে যে জাকের ভাই কাঁদতেছেন, তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁর চোখের একটু পানি নিজের চোখে লাগান, আল্লাহর দয়া হলে এরই বদৌলতে নাজাত মিলতে পারে।

আয় আল্লাহ্ পাক! তোমার পাক কালামের নির্দেশ মোতাবেক নায়েবে নবী (ﷺ) মুর্শিদের নিকট বাইয়াৎ হলাম, দয়াকরে আমাদের জীবনের গুনাহ সমূহ মাফ করে দাও মওলা।

পারশ্যের কবি শেখ সাদী বলেন,

"বালাগাল উলা বি-কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি
হাসুনাত জামিয়ু খিসালিহি, সাল্লু আলায়হে ওয়া আলিহি"

বাংলা ছন্দানুবাদ-

"স্বীয় গৌরবে যিনি শীর্ষে সবার, রূপে তাঁর দূরীভূত হলো অন্ধকার
অতিশয় মধুর তাঁর সমুদয় আচার, পড় সবে দরুদ ওপরে তাঁহার।"

দরুদ শরীফ যে কোন আমল কবুল হওয়ার শর্ত, তাই তওবা কবুলের জন্য কয়েক মর্তবা নিম্নের দরুদে অছিলা পাঠ করতে হবে।

'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলেহী ওয়া ছাল্লিম'

অর্থ-হে আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপরও (রহমত নাযিল করুন), যিনি আপনার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম (অছিলা)"।

তওবাকে জানিও তোরা ক্ষুরের অধিক ধারো, গুনাহকে কাটিয়া তওবাহ করে ছারখারো
তওবাতে এমন শক্তি দিয়াছেন পরওয়ারও, পাহাড় সমান গুনাহ তওবায় মাফ হইয়া যায়ও
তওবাহতে আমার গুনাহ না দিবে বখশিয়া, গফুরুর রহিম নাম তোমার কিসের লাগিয়া
গফুরুর রহিম নাম তোমার শুনেছি কুরআনে, যত পাপী বখশা যাবে ঐ নামের গুনে
তুমি মাফ না করিলে আর কে বা করিবে, এ মহাপাপীর তরে কেহ বা উদ্ধারিবে
দয়ার আল্লাহও তোমার নাম রহমানুর রহিম

১. কুওয়াতে এলাহীয়ার ফয়েজঃ

আল কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অনুবাদঃ “হে নবী আমার এ কথা আমার বান্দাদের বলেদিন! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (যুমারঃ ৩৯:৩৫)

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি, আয় আল্লাহ! তোমার কুওয়াতের তুল্য কুওয়াত নাই, তোমার কুওয়াতের বাহিরে কোন কিছু নাই, তামার কুওয়াতের ছানী কুওয়াত দিয়া সারা মাখলুকাত ঘেরা ও ভরা। আয় বারে এলাহি! তোমার ঐ ছানী কুওয়াত দ্বারা আমার দেলের ভিতর যত প্রকার

নারাজী গোমরাহী, শেরেকি, বিদআতি, ফাসেকী চিজ বা বস্তু আছে, ঐগুলি পাক আর সাফ কওে দিয়ে হয় হেদায়েত কর, না হয় জাহান্নামের সিজ্জিনে আবদ্ধ করে রাখো মাওলা।
আর আল্লাহ! তোমার হায়বত জালাল কুওয়াতের মদদে আমার কলবে তোমার আনোয়ারে যিকরে এলাহির ফায়েজে 'আল্লাহু' নামের যিকর কুওয়াতের সহিত জারী করিয়া দাও আমি যেন কানে স্পষ্ট মালুম করিতে পারি।
'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ' (একশত বার)।

২. 'আল্লাহু' ছিফাতি নামের জিকিরঃ

এরপর খুব ধ্যান করিয়া খিয়ালের নজরকে কালবের ভিতর গোঁতা দিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নাভী হইতে শ্বাস টানিয়া 'আল্লাহু' শব্দের 'হু' কে দিয়া ধাক্কা মারিয়া কালবের মুখে জরব বা আঘাত করিতে থাকি যেন 'হু' শব্দ কালবের মধ্যে প্রবেশ করে। এমনিভাবে আঘাত করিতে থাকিলে আল্লাহর ফজলে কলব জাগ্রত হইয়া উঠিবে।
ইহা মূলত 'পাছ-আনফাছ' জিকির। শ্বাস গ্রহন করার সময় 'আল্লা' শব্দে পূতঃপবিত্র অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করবে এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় 'হু' শব্দে দূষিত কার্বন-ডাইঅক্সাইড শরীর হইতে বের হইবে।
আল্লাহ্ পাক দয়া করিয়া কোন ছালেক বান্দার শরীরে যদি এই 'পাছ-আনফাছ' জিকির জারি করিয়া দেন, তবে ঐ বান্দার তনুমনে অনুক্ষণ জিকির হইবে। এরুপ বান্দার মউত ঈমানের সহিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।
জিকির কারীকে জাকের বলা হয়, জাকেরের দেল জিন্দা, বেজাকেরের দেল মুর্দা।

পারশ্যের কবি শেখ সাদী বলেন,

"মুবাদাখেল বেতু জাকের দীদার জীউ বুয়াদখালী, কে খালী বুয়াদ দানেশ দরদেল নিশানী মুরদানে হালে"

আশরাফুল মাখলুকাত কোন জীবিত লোক যদি জঙ্গলে শুইয়া থাকে, তবে বনের হিংস্র জীবগুলি তাহাকে দেখিয়া নিজের জীবনের ভয়ে পলাইয়া যায় কিন্তু

যদি কোন মৃত লাশ জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে বনের হিংস্র জীব বাঘ, ভালুক, সিংহ, শিয়াল, কাক, চিল, শকুন,উহাকে খাইতে আসে, এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়া পর্যন্ত খাইতে পারুক আর না পারুক উক্ত লাশের যেকোন জায়গায় কামড় দিয়া টানা টানি শুরু করে।
তাই প্রকৃত জাকেরের দুনিয়া, মউত, কবর, হাশর, মিজান, পুলছিরাত কোথাও ভয় থাকবেনা।
তাই গভীর মনোযোগের সহিত ৩০০ থেকে ৫০০ বার 'আল্লাহু' নামের করতে হবে।

দেলের হালঃ

ছিফাতি জিকিরের পর খুব ভাল ভাবে খেয়াল করে দেখতে হবে নিজ নিজ দেল শক্ত না নরম, ভারি না পাতলা, আন্ধার না উজ্বালা।

(ক) শক্ত দেলঃ

দেল যদি শক্ত হয় তবে খুবই ভয়ের কারণ। তাই দেখতে হবে দেল নড়াচড়া করে কিনা। যদি নড়াচড়া করে তাহা হইলে বুঝতে হবে দেলের ভিতর জিকিরের মজমা পয়দা হয়েছে, তাহা হলে বুলন্দ নছিব বা সৌভাগ্যবান। আর দেল যদি নড়াচড়া না করে তাহা হলে বুঝতে হবে আমার দেল কঠিন বা শক্ত হইয়া গিয়াছে।
আল্লাহ্ পাক শক্ত দেল ওয়ালাদের দেলকে কবরে আযাবের ফেরেশতাদের দারা গলাবেন। ফেরেশতারা জাহান্নামের আগুণে দগ্ধ লাল লোহার দন্ড দারা এক একটি আঘাত করবেন, মানুষ সত্তর গজ মাটির নীচে ডেবে যাবে, আবার টেনে তুলবেন আবার আঘাত করবেন। এইরূপ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকবেন। তখন একিনের চক্ষু খুলেয়া যাবে। ঐ সময় গাধার স্বওে চিৎকার কওে কান্দিয়াও কোন লাভ হবেনা। এখন আল্লাহর নিকট কান্দিয়া কান্দিয়া বলতে হবে। আয় আল্লাহ্। তোমার ছিফাতি জিকিরের ফয়েজের গুণে আমার শক্ত দেলকে নরম করে দাও, তাহা না হলে কবরে তোমার আযাবের ফেরেশতার প্রহার সহ্য করতে পারব না।

(খ) ভারি দেলঃ

দেল যদি ভারি হয় তবুও ভয়ের কথা। কেননা ভারী একটা জিনিষ স্বজোরে উপরে নিক্ষেপ করিলে তাহা নীচে পড়ে যায়। আল্লাহ্ পাক উপরে জান্নাত এবং নীচে জাহান্নাম সেট করে রেখেছেন। মহাশরের বিচারের পরে আল্লাহ্ পাক পাপী বান্দাদের ঘাড়ে পাহাড় সমান পাপের বোঝা চাপাইয়া দিবেন। হাদিস শরীফে আছে, পুলসিরাত ত্রিশ হাজার বৎসরের পথ এবং চুলের মতো চিকন আর খুরের মতো ধারালো।

পাপী বান্দা পাহাড় সমান পাপের বোঝা মাথায় লইয়া পুলসিরাত পার হইতে গিয়া কাটিয়া ছারখার হইয়া জাহান্নামে পড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। আল্লার্ কাছে মদদ বা সাহায্য চাই, আয় আল্লাহ্ তোমার জিকিরের ফয়েজের গুনে আমার ভারী দেলকে পাতলা বানাইয়া দাও, যেন মৃদু-মন্দ বাতাসের গতিতে উড়িয়া উড়িয়া তোমার পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি।

(গ) আঁধার দেলঃ

দেল যদি আঁধার হয় তবুও ভয়ের কথা। কেননা একটি অন্ধকার ঘরে একাকি বসবাস করা যায়না।

কত রকমের ভয়ের কথা দেলের ভিতর উদয় হয়। যেমন-সাপের ভয়, বাঘের ভয়, ভূত-পেতনী, দেও-দস্যু কত রকমের কথা দেলের মধ্যে সঞ্চার হইয়া ভয়ের সৃষ্টি করে। যাহার নাম আযাবুল কবর, যে কবরের দরোজা নাই, জানালা নাই, বিছানা-পত্র, সঙ্গী-সাথী কেহ নাই। স্বল্প পরিসর জায়গা, চারিদিকে মাটি আর মাটি। আলো নাই, বাতাস নাই। ঘোর অন্ধকারময় স্থান। দুই দিক হইতে মাটি ধাক্কা মারিয়া হাড়-হাড্ডী, গোস্ত মাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ পাকের নিকট কান্দিয়া কান্দিয়া সাহায্য চাই, হে দয়াময় মেহরেবান মওলা তোমার জিকিরের ফয়েজের গুনে আমার দেলের ভিতর নূরের আলো জ্বালিয়া দাও, যেন ঐ আলো লইয়া কবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করিতে পারি।

তাই দেল শক্ত হলে নরমের জন্য, ভারি হলে পাতলার জন্য, আন্ধার হলে উজ্বালার জন্য কান্নাকাটি করতে হবে।

৩. আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের ফয়েজঃ

আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের শত বাধাকে উপেক্ষা করিয়া বড় মুহাব্বত করে, পিয়ার করে আমাদেরকে পয়দা করেছেন। সেই পরম দয়াময়, করুনাময়, মহিমাময় আল্লাহকে তায়ালা তিন নাম ধরে মুহাব্বতান ডাক ডাকতে থাকি- (এখানে রহমতের ফয়েজের মিনতি পাঠ করতে হবে।)

৪. হাবিব পাক (ﷺ) এর মহাব্বতের ফয়েজঃ

আল্লাহ্ পাক বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বাংলা উচ্চারণ- "কুল ইন কুনতুম তুহিব্বু নাল্লাহা ফাত্তাবিয়ুনি ইহ্‌বিব কুমুল্লাহু ওয়াইয়াগুফিরলাকুম জুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহীম।"
অনুবাদঃ "হে নবী! বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।" (সূরা আল ইমরান: ৩:৩১)
তাই আল্লাহর ভালোবাসা আদায়ের জন্য নবীজী (ﷺ) কে মহাব্বাতান ডাক ডাকতে হবে- (এখানে রহমাতুল্লিল আলামীন (ﷺ) এর প্রতি মিনতি পাঠ করতে হবে)।

৫. 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' এসমে জাত জিকিরঃ

আল্লাহ্ পাক বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

বাংলা উচ্চারণ- "ফাজকুরণূ আজকুরুকুম ওয়্সকুরুলী ওয়ালা তাকফুরুন"

অনুবাদঃ "অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ করো। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা শোকরগোজার হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল-বাকার: ২:১৫২)

আল্লাহর বান্দারা যদি জিকির না করে তবে দুনিয়ায় রিজিক সংকট হবে আর দুনিয়ায় বালা-মুছিবত বেড়ে যাবে।

তাই খেয়াল কলবের মধ্যে ডুবে দিয়ে খুব মহব্বতের সাথে কেন্দে কেন্দে দেলকে আপন মুর্শিদের পবিত্র দেলের দিকে আজিজি এনকেছারীর সাথে মোতাওয়াজ্জুহ্ করি, আর আপন মুর্শিদের কলব আল্লাহর জাত পাক এর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ আছে, আল্লাহ্ কে হাজির নাজির ওয়াহেদ জেনে, এইরুপ ধ্যান করতে হবে যে, আনওয়ারে জিকরে এলাহিয়ার ফায়েজ আল্লাহর তরফ হইতে হযরত রসুল (ﷺ) এর দেল হয়ে, পীরানে পীর গণ এর দেল হয়ে দাদা পীরসাহেব ও পীরসাহেব কেবলাজানের দেল হয়ে আমার দেলে আসিতেছে ও আমার দেলে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জিকির জারী হইতেছে। এইখানে জিকিরের তালে তালে **নিম্নোক্ত গজল গাওয়া হয়-**

১। আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ বল, কালবে মওলার জিকির কর, কালব হইবে উজ্জ্বালা।

আসমান, যমিন, গ্রহ, তাঁরা মওলার জিকির করে তারা, মানব হইয়া তোমরা কেন মওলার জিকির করনা।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ রে মন আল্লাহর নাম কর যপনা, আল্লহর নামটি এসমে আযম পাক কুরআন খুলে দেখনা।

যাহার দেলে নাই আল্লাহর জিকির তাহার সংগে ভাই মিশিওনা, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ রে মন আল্লাহর নাম কর যপনা।

মুছা নবী তুর পাহাড়ে আল্লাহ, আল্লাহ জিকির করে, পাহাড় পুড়িয়া সুরমা হইল মুছা কেন জ্বলিল না।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ রে মন আল্লাহর নাম কর যপনা, ইব্রাহীম নবী অগ্নিকুন্ডে আল্লাহ, আল্লাহ জিকির করে।

আগুন হইল ফুল বাগিচা ইবরাহীম কেন জ্বলিল না, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ বল কালবে মওলার যিকর কর।

ওরে অলির আশেকদল কালবে মওলার জিকির কর, জিকির করে না যাহারা শয়তানের ঘোড়া তাহারা।

কিয়ামতে পড়িবে ধরা তাহা কি তোমরা মান না।

বাবার দেলে দেল মিশাইয়া মওলার জিকির করনা, কেবলার দেলে দেল মিশাইয়া মওলার জিকির করনা।

আল্লহর নামটি এসমে আযম পাক কুরআন খুলে দেখনা।

৩.৫.১১ এশার নামাজের পরের অজিফাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার নিয়মানুসারে এশার নামাজের পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গায়রাতের ফায়েজ খেয়াল করে নবীজি (ﷺ) কে ৫০০ (পাঁচশত) বার দরুদ শরীফ নজরানা দিতে হয়।

সড়াইল দরবার শরীফে সৈয়দ মেহদৌবাগী (রহঃ) এর গদ্দিনশীন আওলাদ (মাঃ আঃ) এর উপস্থিতিতে দরুদ শরীফের মোরাকাবা ঠিক যেভাবে বর্ণনা করা হয়, নিম্নে সেভাবে উল্লেখ করা হলো।

দরুদ শরীফ এর মোরাকাবাঃ

"জনাব হযরত পীরসাহেব কেবলার হুকুম, এশার নামাজ বাদ নবী করিম (ﷺ) এর মহব্বতে ৫০০ (পাঁচশত) বার দরুদ শরীফ।

'বা আদব বা নছিব, বে আদব বদ নছিব; যার আদব আছে তাঁর বুলন্দ নছিব, যার আদব নাই তাঁর বদ নছিব'

তাই এখন সকলেই আদবের বৈঠকে বসি। আদবের বৈঠক কোনটি? যেমনটি নামাজের সময় আত্তাহিয়াতু বা তাশাহুদ বা পাঠ করার সময় বসা হয়, ঠিক ঐভাবে- দুই হাত দুই যানুর উপর রেখে, চক্ষু টিপে বন্ধ করে মাথা একটু বামের দিকে হেলে দিয়ে, পহেলা লতিফায়ে ক্বলব হযরত বাবা আদম (আঃ) এর মোকাম।

ঐ লতিফাকে আদব, মহাব্বত, বুদ্ধি আর সাহসের সহিত জনাব হযরত পীরসাহেব কেবলার পহেলা লতিফা ক্বলব এর সঙ্গে মিশে দেই। যদি এতটুতু পারেন তবে বুঝতে হবে উপরের রাস্তা আল্লাহর জাত পাক পর্যন্ত পাক্কা লাইন বান্ধা আছে।

আল্লাহর কাছে মদদ চাই, বারে খোদা, আমি তোমার মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নালায়েক নাফরমান গোনাহগার বান্দা তওবার ফয়েজের ওম্মেদ ওয়ার। ছোটবেলা হইতে আজতক যত প্রকার গোনাহ করেছি, কবিরাহ্-ছগিরাহ্, জাহেরী-বাতুনী, শেরেকি-বেদাতি, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জেনে গোনাহ করেছি, না জেনে গোনাহ করেছি, প্রকাশ্যে গোনাহ করেছি, গোপনে গোনাহ করেছি, তোমার সাথে গোনাহ করেছি, তোমার বান্দার সাথে গোনাহ করেছি, কতগুলো গুনাহের কথা মনে আছে, কতগুলো গুনাহের কথা ভুলে গেছি, সমস্ত গোনাহ্ হইতে তওবা করছি তোমার নাম গাফুরুর রহিম মাফ করনেওয়ালা গাফ্ফার।

আয় আল্লাহ! তোমার কুওয়াতের তুল্য কুওয়াত নাই, তোমার কুওয়াতের বাহিরে কোন কিছু নাই, তামার কুওয়াত দিয়া সারা জাহান ভরা আর ঘেরা। আয় বারে এলাহি! তোমার ঐ কুওয়াত দ্বারা আমার দেলের ভিতর যত প্রকার নারাজী গোমরাহী, শেরেকি, বিদআতি, ফাসেকী চিজ বা বস্তু আছে, ঐগুলি পাক আর সাফ করে দিয়ে হয় হেদায়েত কর, না হয় সিজ্জিনে আবদ্ধ করো মাওলা।

আল্লাহ্ পাক তোমার কুদরতি হাত দিয়ে আমার দেলের গর্দান ধরে তোমার হাবিব পাক (ﷺ) এর পাক কদম মুবারকের সঙ্গে তাঁর এস্কের জিঞ্জির দাড়া বেধে দাও, তাঁর মহাব্বতের তরবারী দিয়ে আমার দেলকে কুরবান করে দাও। তাঁর পাক মহব্বতে আমাকে ৫০০ বার দরুদ শরীফ আদায় করার তৌফিক দাও। আল্লাহ্ পাক আমার সাধ্য হলোনা একরাশ টাকা ব্যয় করে সোনার মক্কা-

মদিনায় গিয়ে হজ্জব্রত পালন করে তোমার হাবিব পাক (ﷺ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করে আসা, আমার ভাগ্য হলোনা। আল্লাহ্ পাক আমার পাপের পর্দা উঠায়ে দাও, দেলের আয়না খুলে দাও, সোনার মক্কা-মদিনা জিয়ারত নসিবে বা ভাগ্যে মিলায়ে দাও। এইরুপ আশায় উম্মেদওয়ার হয়ে খুব মহব্বতের সহিত ৫০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করি।

(এখানে খুব বিশ্বাসের সাথে খেয়াল করতে হবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গায়রাতের ফায়েজ আরশে আজীম হতে আল্লাহ পাকের জাত পাক হয়ে নবী (ﷺ) এর পাক দেল হয়ে নেসবতের সমস্ত পীরানে পীর গনের দেল মোবারক হয়ে হযরত পীর কেবলা জানের দেল মোবারক হয়ে আমার নাপাক দেলে পড়িয়া যাবতীয় বিপদাপদ, বালা-মুসিবত, যাদু-টোনা, বান- কুজ্ঞান সহ সমস্ত খারাপ তাছির রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গায়রাতের আগুনে ধ্বংস হয়ে সিজ্জিনে পড়ে আবদ্ধ হইতেছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গায়রাতের ফায়েজ পড়িয়া নিজের দেলের মাথার তালু হতে পায়ের তলা পর্যন্ত ভরিয়া- ঘিরিয়া, বিবি- বাচ্চা, সহায় সম্পদ, ইজ্জত, হুরমত- সমস্ত কিছুর উপর পড়িয়া ভরিয়া-ঘিরিয়া আপন পীরের আওলাদ বুনিয়াদ- আসমান জমিন সমস্ত কিছুর উপর পড়িয়া ভরিয়া-ঘিরিয়া রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গায়রাতের ফায়েজের মজবুত কেল্লা সৃষ্টি হইতেছে এবং আমরা সকলে উক্ত কেল্লার হেফাজতে আছি এবং থাকব।)

'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াছিলাতি এলাইকা ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লিম'

দরুদ শরীফ কবুলের আরজিঃ

অতি বিনয়ের সাথে আপন পীর কেবলাজানের অসিলা নিয়া বলতে হবে, "ইয়া রসুলুল্লাহ (ﷺ) আপনার নায়েব আমার হযরত পীর কেবলাজানের অসিলা নিয়া ৫০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করলাম। তিনাদের মুহাব্বতে, তিনাদের খাতিরে ইহার যাবতীয় ভূল-ক্রুটি গলতি-কমতি ক্ষমা করে নজর হিসেবে দয়া করে

কবুল করে নেন। আপনার পাক তাওয়াজ্জো, পাক জিয়ারত, খাস ফায়েজ আমাকে/আমাদেরকে দয়া করে নসিব করেন"।

এই আকুতি বা নিবেদন এইরুপ যে, কোন হাকিমের এজলাশ বা আদালতে কোন আবেদন জমা দিয়ে মঞ্জুরীর জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করা। ইহা প্রচলিত কোন মুনাজাত নয়।

দরুদে নেসবত/ নেছবাতে দরুদ শরীফঃ

৫০০ বার দরুদে অছিলা পাঠের পর ৩১৩ (তিনশত তের) বার নেছবাতে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হয়। এই ৩১৩ সংখ্যাটি বদর যদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সৈন্য সংখ্যা এবং হযরত ইমাম মাহাদী (আঃ) এর সৈন্য সংখ্যা কে নির্দেশ করে। তাই ইহা খাছ আমল। আপন পীর যাদেরকে পড়ার হুকুম দিবেন কেবল তারাই পড়বে।

'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ছিরাজাম মুনিরা ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লিম'

দরুদে রহমতঃ

'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন মুজহারে রহমাতেকা ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লিম'

(সড়াইল দরবার শরীফে এই দরুদ শরীফের আমলের প্রচলন বেশি বেশি দেখতে পাওয়া যায়।)

কতিপয় দরুদ শরীফঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী ছিলছিলার মুর্শিদগণ অনেক সময় মুরিদদেরকে কাদেরিয়া এবং চিশিতিয়া তরিকার ছবকও দিয়ে থাকেন। তাই এখানে কাদেরিয়া এবং চিশিতিয়া তরিকার দরুদ শরীফ উল্লেখ করা হলো।

কাদরিয়া তরিকার দরুদ শরীফঃ

বাদ ফযরঃ *"আল্লহুম্মা ছল্লিয়ালা ছায়্যিদেনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ছায়্যিদিল মুরছালীনা ওয়ালা আরশাদি আওলাদিহিশ শায়খি আব্দুল কাদীর জিলানী ইমামুত তরিকতে ওয়াল আওলিয়াইল কামিলীন ওয়াল ।"*

নকশবন্দিয়া দরুদ শরীফঃ

"আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সায়্যিদেনা মোহাম্মাদিন নাবিয়িছ ছাইফি ওয়া আর্শাদে আওলাদিহী হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ (রঃ)"

খতম শরীফের নিয়মে এই দরুদ শরীফ আগে ১০০ মরতবা, মধ্যে ৫০০ মরতবা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। পরে ১০০ মরতবা দরুদ শরীফ পড়তে হবে। মাগরীব নামাজের পর খতম শরীফের নিয়মে এই দরুদ শরীফ আগে ১০০ মরতবা, মধ্যে ৫০০ মরতবা লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। পরে ১০০ মরতবা দরুদ শরীফ পড়তে হবে। ইহা খাছ আমল। যাদের উপর যেভাবে মুর্শিদের হুকুম হবে তারা সেভাবে পড়বে।

বাদ এশাঃ *"আল্লহুম্মা ছল্লিয়ালা ছায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন মাদানীল যুউদি ওয়াল কারামি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।"* (প্রত্যহ ৫ শত হতে ১ হাজার বার)।

চিশতিয়া তরিকার দরুদ শরীফঃ

"আল্লহুম্মা ছল্লিয়ালা ছায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ছায়্যিদিল মুরছালীনা ওয়ালা মুহিয়ি সুন্নাতিহি শায়েখে খাজা মইনুদ্দিন চিশতী ইমামুত তরিকতে ওয়াল আওলিয়াইল কামিলিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি।"

দরুদ শরীফের হকিকতঃ

একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলে দরুদ শরীফ পঠকারীর উপর দশটি রহমত নাজিল হয়। আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে দরুদ শরীফ পাঠকারী ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখপূর্বক রসুল (ﷺ) এর নিকট দরুদ শরীফ পৌঁছে দেন।
রসুল (ﷺ) এর রওজা মোবারকের নিকট দাঁড়িয়ে দরুদ শরীফ পাঠকরলে তিনি তা নিজ কানে শুনতে পান। দরুদ শরীফের ফজিলত নির্ভর করে পাঠকারী আশেকের রসুলের (ﷺ) বিশ্বাসের মাত্রার উপর।

৩.৫.১২ তরিকতে দখিল ও আমলের বিশেষত্বঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার আমলের বিশেষত্ব হলো, সাহাবায়ে কেরাম রসুল (ﷺ) এর প্রথম দর্শনে যে তাওয়াজ্জুহ্ পেতেন, এই তরিকায় বাইয়াত হওয়ার সময় পীরগণ মুরিদের ক্বলবে শাহ্াদত আঙ্গুল মোবারক দিয়ে সেই তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করেন (অবশ্য ইহা আল্লাহ্ পাকের খাছ দয়ার উপর নির্ভর করে থাকে)।
এই তরিকায় দাখিল হয়ে নির্ধারিত ও প্রযোজ্য ছবকের আমল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম, ফাতেহা শরীফ, খতম শরীফ ও দরুদ শরীফ নিয়মিত আদায়কারী বান্দা আল্লাহর মাহবুব হয়ে যায় এবং তাঁর ইহকালীন, পরকালীন কোন সমস্যা থাকেনা।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর প্রভাব

রহস্যময় ইসলামী অনুশীলন সুফিবাদ তথা তরিকত তাসাউফ, বিশ্বের বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের মত ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভূখন্ডের মানুষের ধর্মীয় ঘৃণা এবং উগ্রবাদ কমিয়ে, সাম্য, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের
বন্ধন দৃঢ় করে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অঞ্চলে সুফিবাদের সূচনা হয়েছিল হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে। বিভিন্ন গবেষণার সূত্র ধরে বলা যায় সুফিবাদ বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি মানুষকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

খুবই শক্তিশালী ইসলামী আদর্শের আধকারী ক্যারিশম্যাটিক নেতা বাঙ্গালী সুফিরা তাদের ধার্মিকতা, উদারতা, প্রেম, করুণা, ত্যাগ এবং নিঃস্বার্থ কাজ দিয়ে বাংলাদেশ সহ পুরো বিশ্বে সুফিবাদকে রহস্যময় ইসলামের একটি স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

সুফিরা মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত না করেও ঐশিজ্ঞান দানে, এমনকি স্রষ্টার সন্ধান দানে সক্ষম। ফলে সুফিদের নিকট সকল ধর্মের মানুষ আসেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। এসবজিত্রই বলে দেয় বাংলাদেশের সামাজিক জীবন ও সভ্যতার বিকাশে সুফিবাদের এক অনন্য অবদান রয়েছে। সুতরাং বলা যায় সুফিবাদ বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আর একটা ঐতিহাসিক সত্য হলো কোন একটি মানব সমাজে যখন নীতি নৈতিকতার চরম অভাব দেখা দেয়, তখন সেই সমাজের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে একজন মহামানবের আগমন ঘটে।

স্বভাবতই ঐ সমাজ ব্যবস্থায় সেই মহামানবের প্রভাব পড়ে। পৃথীবিতে এমন কোন মহামানব আসেননি যার সামাজিক কোন প্রভাব নেই। আর একটা সমাজ

যখন কোন একটি বা একাধিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সেই সমাজের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিও একই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এরও সামাজিক অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে তৎকালীন উত্তর বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে তাঁর ইন্তেকালের শতাধীক বছর পরও সেই প্রভাব বিরাজমান। এমনকি ইহা অনকেটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের রহমতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহ এবং মেহেদীবাগী সিলসিলার অধঃস্তন দরবার শরীফ সমূহের কার্য্যক্রম যতদিন চালু থাকবে ততদিন তাঁর এই প্রভাব অব্যাহত থাকবে।

উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির যেসকল বিষয়ে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রভাব পড়েছিল নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

৪.১ সামাজিক প্রভাব

আজকের এই সময়ে এসে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সামাজিক প্রভাব গুলোকে সংখ্যায় খুবই স্বল্প মনে হলেও সময়ের সঠিক বিবেচনায় তাঁর এই অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এসব ছিল গোড়াপত্তন, সেগুলি ছিল উদাহরণ, যা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে অনেক বড় পরিসরে কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। তাঁর তরিকত প্রচারের মূল এলাকা ছিল উত্তর বাংলা।

সুতরাং উত্তর বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কেবলমাত্র ইঙ্গিত প্রদানের জন্য তাঁর সামাজিক প্রভাব সমূহ সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

৪.১.১ যৌতুক বিহীন বিবাহের আয়োজন করা

বহুদিন যাবৎ উত্তর বাংলা সনাতন ধর্ম অধ্যুষিত এলাকা ছিল যা সকলেরই জানা। সনাতন সমাজের একটি মারাত্মক রোগ ছিল যৌতুক প্রথা। রংপুরের শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ), বগুড়ার মহাস্থানের শাহ্ সুলতান ইব্রাহীম মাহমুদ বলখী (রহঃ) এর মত মহা তাপসগণ কালে কালে এই ভূখন্ডের অধিবাসীদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং যৌতুক বিহীন বিবাহের প্রচলন শুরু করেন।

বিধায় সেই আদী সনাতনী যৌতুক প্রথা নব্যমুসলিমদের সমাজ থেকে হয়তো সাময়িক বা কিছুদিনের জন্য বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মুসলিম মহাপুরুষদের অভাবে উত্তর বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ক্যন্সার রোগ সম সেই যৌতুক প্রথা আবারও জেঁকে বসে।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর মুরিদ-মুরিদানদের মধ্যে যৌতুক বিহীন বিবাহের পূণঃ প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু করেন। নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার অধঃস্তন দরবার শরীফ সমূহের অনুসারীবৃন্দের মধ্যে এই ধারাবাহিকতা আজও চলমান আছে।

৪.১.২ মানবিক সেবা করা

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) খুবই উদার মনের ব্যক্তি ছিলেন এবং মনখুলে দান খয়রাত করতেন।

জানা যায় বেহিসাবি দানখয়রাতের জন্য তিনি তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের মূলধন হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলেন। ব্যবসা বন্ধ করে যখন তিনি নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, তখনও তাঁর সেই দানের হাত থেমে থাকেনি। নজর নিয়ামত এর অর্থকরি থেকে তিনি উত্তর বাংলার সমাজের এতিম, বিধবা, অসুস্থ, দুস্থ এবং আর্তমানবতার সেবায় মুক্ত

হস্তে ব্যয় করতেন। অধিকন্তু ঘটনা ও প্রয়েজন বিশেষে ভক্ত-মুরিদদের নিকট থেকে সহায়তা নিয়েও তিনি অসহায় সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করতেন।

৪.১.৩ মসজিদ, মাদ্রাসা মক্তব ও খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠা

আজ থেকে প্রায় দেড় শত বছর পূর্বে যে সময় পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) উত্তর বাংলার নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার খেদমত শুরু করেন; তখন উত্তরবঙ্গে মসজিদ, মাদাসা, মক্তব ও খানকার সংখ্যা খুবই কম ছিল যা ইসলাম ধর্ম প্রচারের বড় অন্তরায়। তিনি নিজ উদ্যোগে বহু মসজিদ, মক্তব, মাদাসা এবং খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি অদ্যাবধী বহাল তবিয়তে চালু আছে। তাঁর পরবর্তী সময়েও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসিলার অধঃস্তন দরবার শরীফ সমূহের গদ্দিনশীনগণ কর্তৃক বহু মসজিদ, মাদাসা, মক্তব ও খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হচ্ছে যা উত্তর বাংলার সামাজিক কাঠামোতে এক বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

৪.১.৪ গগনপুর ওয়াজেদিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসাঃ

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নামে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ঘোষনগর ইউনিয়নের গগনপুর মৌজায় ১৯৪৭ সালে ‘গগনপুর ওয়াজেদীয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে।’ মাদ্রাসাটি ইতিমধ্যেই ফাজিল (ডিগ্রী) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত যার ইআইআইএন নং ১২৩৬১২। তিনি যে নওগাঁ এলাকার সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন, ইন্তেকালের ২৮ বছর পর তাঁর নামে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর স্মরণে প্রতিবছর এই মাদ্রাসায় ঈছালে ছওয়াবের আয়োজন করা হয়। গগনপুর এলাকাবাসী তাঁর অছিলায় অনেক রহমত আর বরকত পেয়ে থাকেন বলে বিশ্বাস করেন।

৪.১.৫ চিনাধুকুরিয়া ও শিমুলতলী হযরত শাহ্ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) ঈদগাহ্ মাঠঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলার চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সুফি আলহাজ্ব আহম্মদ আলী মুজাদ্দেদী (রহঃ) ছিলেন পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একজন বিশিষ্ট আশেক এবং খলিফা। তিনি শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর দন্ত মুবারক সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই দন্ত মুবারক বর্তমানে তাঁর দরবার শরীফের মধ্যে একটি পিলারের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে। সেই এলাকায় সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবদ্দশাতেই ১৯০৪ সালে তাঁর নামে ‘চিনাধুকুরিয়া ও শিমুলতলী হযরত শাহ্ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) ঈদগাহ্ মাঠ’ স্থাপিত হয়েছে, যা তাঁর সামাজিক প্রভাবেরই দৃষ্টান্ত বহন করে।

চিত্রঃ চিনাধুকুরিয়া ও শিমুলতলী হযরত শাহ্ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) ঈদগাহ্ মাঠ, সিরাজগঞ্জ।

চিত্রঃ চিনাধুকুরিয়া খানকায় পীর হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) দস্ত মুবারক বিশিষ্ট পিলার।

৪.১.৬ সংস্কার কাজ

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল এবং একটি সমৃদ্ধ জলাভূমি চলনবিল এলাকার সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামে অবস্থিত হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ)-এর দাদা পীর হাজী শাহ্ শরিফ জিন্দানী রহঃ (১০৯৮-১২১৫ খ্রীস্টাব্দ) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। গৌড় অধিপতি সুলতান

নসরত শাহ্ এর রাজত্বকালে তিনি ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে এই মাজার শরীফ কে কেন্দ্র করে একটি মসজিদটি নির্মান করেন।

কালের বিবর্তনে এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ হয় এবং মাজার বিশিষ্ট মসজিদটি জঙ্গলের মধ্যে এক প্রকার হারিয়ে যায়। সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ (১৮৪৩-১৯১৯ খ্রী.) উক্ত মাজার বিশিষ্ট মসজিদটি জঙ্গলের মধ্য থেকে পূণরুদ্ধার করেন। জানা যায় সে সময় তাঁর এই সংস্কার কাজের সহযোগী ছিলেন তাঁর ৩ জন অন্যতম সাগরিদ ও খলিফা। সেদিন পূণরুদ্ধারকৃত মসজিদটিতে প্রথম আজান দিয়েছিলেন অলিয়ে কামেল শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ)। আকামত দিয়েছিলেন সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ নিজে। আর জামাতে নামাজের ইমামতি করেছিলেন মোকাম্মেল পীর ড. কহর উল্ল্যাহ (রহঃ)।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ এই মাজার শরীফে বার্ষিক ওরছ শরীফ এর পূণঃ প্রবর্তন যা এখনও চলমান রয়েছে।

৪.১.৭ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ৬৯ জন খলিফার মধ্যে কেবলমাত্র উত্তর বাংলায় ছিলেন ৬৪ জন। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট খানকা আর দরবার শরীফ সমূহের কথা বাদ দিলেও সরাসরি তাঁর তত্বাবধানে কেবলমাত্র উত্তর বাংলায় ৬৪ টি বড় বড় দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শতাধিক বছরের ব্যবধানে বর্তমান সময়ে এসে যেসকল দরবার শরীফ এর কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে, সেকল দরবার শরীফ এর মধ্যে একটি ছিল জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার বড়াইল গ্রামের তাঁর ৫২ তম খলিফা জনাব সুফি মুন্সি কলিম উদ্দিন সরকার (রঃ) এর দরবার শরীফ। জানা যায় বড়াইল দরবার শরীফের উরস শরীফে বড় বড় উট কুরবানী হত। এই তথ্যটিই

বলে দেয় দরবার শরীফ সমূহের সাংস্কৃতিক বন্ধন আর অর্থনৈতিক কাঠামো কতটা মজবুত ছিল।

৪.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

একটি সমাজের চালিকাশক্তি তথা প্রাণ হলো সেই সমাজের সংস্কৃতি। এই চালিকা শক্তি যতটা নির্মল, স্বচ্ছ আর সরল হয়, সমাজের গতিধারাও ততটা পজিটিভ হয়। কোন সমাজ থেকে অপসংস্কৃতির মূল উৎপাটন করে সুস্থ্যধারার সংস্কৃতির প্রচলন করতে হলে সেখানে মানবিক মূল্যবোধ,আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও দূর দৃষ্টিসম্পন্ন সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। এনই একজন সুযোগ্য আধ্যাত্মি নেতা ছিলেন পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ)। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ এবং রসুল (ﷺ) এর মহব্বতের এস্কের সূর্য। উত্তর বাংলার সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব এতটাই পড়েছিল যে, দরবার শরীফ সমূহ সুফি সংস্কৃতি চর্চার পূণ্যভূমি হিসেবে গড়ে উঠেছিল যা এখনো চলমান রয়েছে। আশা করা যায় আগামীতে আরও নবরুপে তাঁর এই প্রভাব বিকশিত হবে। উত্তর বাংলায় পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যখ্যা করার জন্য নিম্নে কতিপয় বিষয়ের আলোকপাত করা হলো।

৪.২.১ বই পুস্তক ও কিতাবাদি রচনা

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) নিজে কোন বই পুস্তক ও কিতাবাদি রচনা না করলেও তাঁর নোট লেখা দেখে ভক্ত মুরিদ গণের অনেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরা নোট করেছেন। তিনি তাদের জাকেরগণ কে ছবক সমূহ নোট করে নিতে বলতেন। কোন কোন খলিফাগণ কে তিনি বই রচনার হুকুম এবং পরামর্শও দিয়েছেন।

তার অনেক আশেক ভক্ত ও খলিফাগণ বেশ কিছু বই পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর খলিফাগণ এর যেসকল রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলা হলোঃ

(১) এরশাদে মাবুদিয়া বা খোদা প্রাপ্তির সরল পথ- সুফি আহমদ জান মুজাদ্দেদী
(২) ছাওফোল হোজ্জাত- সুফি আহাম্মদ আলী মুজাদ্দেদী
(৩) মকবুল চচ্ছালেকিন (১৩৩১)- মীর মকবুল আলী চৌধুরী (রহঃ)
(৪) কারামাতে কামেলীন- সুফি আবুল কাশেম আনছারী
(৫) চার তরিকার সেজরা শরীফ (১৩৩৪)- ডাক্তার কহর উল্লাহ্
(৬) মহাস্থান (১৩৪১)- ডাক্তার কহর উল্লাহ
(৭) তাসাউফ দর্পন- ডাক্তার কহর উল্লাহ
(৮) জাকেরের ধোকা বঞ্জন- ডাক্তার কহর উল্লাহ

৪.২.২ মিলাদুন্নবী (ﷺ)ঃ

সাধারণভাবে বলা যায় মিলাদুন্নবী (ﷺ) হলো রসুল (ﷺ) এর জন্মবৃত্তান্ত, জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা, তাঁর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার অনুষ্ঠানের নাম। এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে রসুল (ﷺ) কে সালাম প্রদান করা হয়, যাকে কিয়াম বলা হয়।

এক হদীসে হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“(হে মানুষ!) তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রসুল এসেছে। (পরকালে) তোমরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে পারো, এ চিন্তা তাঁর জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী।” (সূরা তওবা: ৯:১২৮)

বিশ্বাসীদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ।এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নবী করিম (ﷺ) কোথা হতে আসলেন সে সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে-একদিন নবী করিম (ﷺ) কথা প্রসঙ্গে হযরত জিব্রাইল (আ.) কে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে জিব্রাইল! তোমার বয়স কত? তদুত্তরে জিব্রাইল (আ.) বললেন- আমি শুধু এতটুকু জানি যে, নূরের চতুর্থ হিজাবে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বৎসর পর পর একবার উদিত হতো। (অর্থাৎ সত্তর হাজার বৎসর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বৎসর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি থাকে। আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজার বার উদিত অবস্থায় দেখেছি। তখন নবী করিম (ﷺ) বললেন- "খোদার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা"।

নবী করিম (ﷺ) এর এই অবস্থানের সময় ছিলো ঐ জগতের হিসাবে এক হাজার আট কোটি বৎসর। পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন উদীয়মান অবস্থায় এবং পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন গায়েবী অবস্থায়। দুনিয়ার হিসাবে কত হাজার কোটি বৎসর হবে- তা আল্লাহ-ই জানেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) শুধু দেখেছেন হুযুরের বাহ্যিক রূপ। বাতেনী দিকটি ছিল তাঁর অজানা। রসুল করীম (ﷺ) এর সৃষ্টি রহস্য এত গভীর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই প্রকত অবস্থা জানেন না।

ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা **কাসেম নানুতবী (রহঃ)** নবী করিম (ﷺ) এর বাহ্যিক আবরণের ভিতরে যে প্রকৃত নূরানী রূপটি লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এভাবে-‘হে প্রিয় নবী (ﷺ)! আপনার প্রকৃত রূপটি তো বশরিয়তের আবরনে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার প্রভু (ছাত্তার) ছাড়া অন্য কেহই চিনতে পারেনি।’

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রসুল করীম (ﷺ) এর রূপ বা অবস্থা তিনটি। যথা- সুরতে বাশারী, সুরতে মালাকী সুরতে হক্কী।

সাধারণ মানুষ শুধু দেখতে পায় বশরী সুরতটি। অন্য দুটি সুরতে বা অবস্থা খাস লোক ছাড়া দেখা বা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

আব, আতশ, খাক, বাত বা আগুন, পানি, মাটি, বাতাস যখন সুষ্টি হয়নি, তখন আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) সৃষ্টি হয়েছেন। সুতরাং তিনি মাটির সৃষ্টি নন এবং মাটি সৃষ্টির পূর্বেই নূর দ্বারা সৃষ্টি। হুযুর (ﷺ) নূর হয়েই আদম (আ.)-এর সাথে জগতে তাশরীফ এনেছেন এবং আল্লাহর কুদরতে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ নূর এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-এর পৃষ্ঠ হতে ঐ পবিত্র নূর সরাসরি হযরত আমেনা (রা.)-এর গর্ভে স্থান লাভ করেছেন এবং যথাসময়ে নূরের দেহ ধারণ করে মানব আকৃতি নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। হুযুর (ﷺ) নিজে বলেছেন, আমার পূর্বপুরুষগণ কেহই চরিত্রহীন ছিলেননা।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

উচ্চারণ-"ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান নাবিয়্যি, ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা"

অনুবাদঃ "আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। অতএব হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর ওপর রহমত বর্ষণের জন্যে দোয়া করো এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে নিজেকে সমর্পিত করো।" (সূরা আহজাব: ৩৩:৫৬)

এই একটি ইবাদত যেটি আল্লাহ্ পাক নিজে করেন বলে প্রমান পাওয়া যায়, সেটি হলো তাঁর হাবিব (ﷺ) এর প্রতি 'দরুদ শরীফ' পাঠ করা। তিনি একাকী নয় বরং ফেরেশতাদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে তাঁর হাবিব (ﷺ) এর প্রতি 'দরুদ শরীফ' পাঠ করেন। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী (আঃ) তাদের উম্মতদের নিয়ে

আখেরি পয়গাম্বর (ﷺ) এর প্রতি 'দরুদ শরীফ' পাঠ করতেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর পাক (ﷺ) এর উপর দরুদ পাফ করতেন।

হযরত বড়পীর সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত সৈয়দ খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী আজমিরী (রহঃ), হযরত সৈয়দ খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রহঃ), হযরত শায়খ আহমদ ফারূকী মুজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ), সহ সকল আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণ মিলাদ-কিয়াম করতেন। যেহেতু পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) উপরোক্ত আকাবিরগণের যোগ্য উত্তর সূরী ছিলেন, সেহেতু তিনিও যথাযোগ্য মর্যাদায় নিজে মিলাদ-কিয়াম করতেন এবং আশেক-জাকের ভক্ত মুরিদ গণকে মিলাদ-কিয়াম করতে বলতেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর পীর সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী বর্ধমানী (রহঃ) তো মিলাদ-কিয়ামে নবীজী (ﷺ) কে হাজির-নাজির দেখতেন এবং নবীজী (ﷺ) এর দিদার প্রত্যাশীদের দিদার করায়ে দিতে পারতেন।

একবার ৩৫ জন আলেম এসে সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি যে মিলাদ-কিয়াম করেন, এর কোন দলিল দেখাতে পারবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ পারব, সব কিতাবেই দলিল আছে, আপনারা কোন কিতাবের দলিল চান? আলেম গণ বললেন, বোখারী শরীফ থেকে দলিল দেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ বোখারী শরীফে মিলাদ-কিয়াম এর দলিল আছে। আলেমগণ বললেন, কোন পৃষ্ঠায় আছে? তিনি বললেন, সব পৃষ্ঠায় আছে। সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) বললেন, যে কোন পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করেন, দলিল পাবেন।

আলেমগণের একজন বোখারী শরীফের যে কোন একটি পৃষ্ঠা থেকে এবারত পড়া শুরু করলেন, যেইমাত্র 'কলা কলা রছুলুল্লাহ্ ছাললাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম' উচ্চারণ করলেন, তখনই সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) 'ইয়ানাবী ছালামু আলাইকা' বলে দাঁড়িয়ে কিয়াম তথা তাওয়াল্লুদ পাঠকরা শুরু করলেন।

সে সময় ভিন্ন এক অবহের সৃষ্টি হলো, হাদীস শরীফ পাঠ বন্ধ করে ৩৫ জন আলেমের সকলেই দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর সঙ্গে কিয়াম তথা তাওয়াল্লুদ পাঠ করলেন।
কিয়াম শরীফ শেষে সুফি ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) আলেমগণ কে জিঙ্গেস করলেন, আমি তো কিয়াম করি, তাই করলাম।

আপনারা কেন কিয়াম করলেন? উত্তরে আলেমগণ বললেন, আপনি যখন 'ইয়ানাবী ছালামু আলাইকা' বলে দাঁড়িয়ে কিয়াম পাঠকরা শুরু করলেন, তখন আমরা দেখলাম এখানে নবীজি (ﷺ) হাজির হয়েছেন, তাই আমরা আর বসে থাকতে না পেরে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিয়াম করলাম। আপনার ওছিলায় আজ আমাদের নবীজি (ﷺ) এর দিদার নছিব হলো।
সকল তরিকার দরবার শরীফ সমূহ সহ নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ সমূহে বিশেষ করে ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার সকল দরবার শরীফ সমূহে ধুমধামের সাথে মিলাদ-কিয়াম করা হয়।
ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার দরবার শরীফ সমূহে মিলাদ-কিয়ামের সময় দেওয়ান-ই-ওয়াইসী পাঠ করা হয়, যা মিলাদ-কিয়ামে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর অনুসারী গণের দরবার শরীফ সমূহে বিশেষ করেআলোচ্য সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল ও রামশহর দরবার শরীফে মিলাদ-কিয়াম যে পদ্ধতিতে করা হয় বা মিলাদ-কিয়াম করার সময় যেসব বিষয় পাঠ বা আলোচনা করা হয় সেগুলির তথ্যগত সংরক্ষণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মিলাদ-কিয়াম শরীফ আকারে এখানে কিছু হামদ-নাত-কাসিদা উল্লেখ করা হলো।

মিলাদ শরীফ পাঠ

১। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম । মা কানা মোহাম্মাদান আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রসুলিল্লাহি ওয়া খাতামান নাবীয়্যীন। ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্নাবীয়্যী। ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা। অতঃপর নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ। ওয়া আ'লা আলে সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ।
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ। ওয়া আ'লা আলে সাইয়্যাদেনা শাফিআনা মোহাম্মাদ।
সাইয়্যাদেনা হাবিবানা শাফিয়ানা মোহাম্মাদ, হরদম জবানছে নেকালু পাক নামে মোহাম্মদ, পাক নামে মোহাম্মদ হ্যায়, পাক নামে মোহাম্মদ হ্যায়, পাক নামে আহাম্মদ, বুলবুলেবাগে মদীনা, বুলবুলেবাগে মদীনা, ছাল্লুআলা মোহাম্মাদ।
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ। ওয়া আ'লা আলে সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ।
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ। ওয়া আ'লা আলে সাইয়্যাদেনা শাফিআনা মোহাম্মাদ।"

২। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরছালিন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ। ওয়ালায় আলে সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ।
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদেনা মাওলানা মোহাম্মাদ।
ওয়ালায় আলে সাইয়্যাদেনা শাফিআনা মোহাম্মাদ।

৩। আপনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব হে ইমামুল মুরসালীন, আপনার উপর পড়েন দরুদ স্বয়ং রব্বুল আলামীন।

৪। আপনি আল্লাহর জ্যোতি ঝলমল হে ইমামুল মুরসালীন, পড়েন দরূদ ফেরেস্তাদের নিয়ে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন।

৫। আপনার এস্কে সকল সৃজন ঐ আকাশ আর এই জমিন, সকল সৃষ্টির মূলে আপনি রাহমাতাল্লিল আলামিন।

৬। আপনারে পাইবারও আশে আসমান জমিন কান্দিতাছে, ধুলির ধরায় তশরিফ রাখিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন।

৭। নূর নবীজির আগমনে জগৎ হলো উজালা, পড়েন দরূদ তাহার উপর ওহে আশেক নিরালা।

৮। তুর পাহাড়ে মুসা নবী জুতা খোলার আদেশ পায়, নূর নবীজির (ﷺ) জুতার ধূলায় মহান আরশ ধন্য হয়।

৯। প্রাণের রসুল হিজরত করে যেদিন গেলেন মদিনায়, মরণ জেনেও হযরত আলী শুইলেন তাহার বিছানায়।

১০। আপনি সত্য উদ্ধারিলেন মহা তত্ত্ব প্রকাশিলেন, প্রভূ বাণী শোনাইলেন মোহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ্।

১১। সমগ্র ভুবনো মাঝে তব ডাংকা জোড়ে বাজে, বিধর্মীরা মরে লাজে মোহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ্।

১২। রবি শষী তারাগনো ভবে রবে যতক্ষণ, হইবনা বিস্মরণ মোহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ্।

১৩। তুমি হে ইসলম রবি হাবিবুল্লাহ্ শেষ নবী, কায়মনে তোমায় সেবি মোহাম্মাদ ইয়া রসুলাল্লাহ।

কিয়ামঃ

১। "ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, শাহ্রানে আলা আশহুরিল আক ওয়ালিল মারবিয়া। তুওয়াফ্ফিয়াবিল মাদীনাতিশ শারীফাতি আবুহু আব্দুল্লাহ। ওয়াকানা কাদ ইযতাজা বিআখ ওয়ালিহী বানী আদিয়িম মিন্নাত্তায়েফাতিন নাজজারিয়াহ্। ওয়া মাকাছা ফীহিম শাহ্রান

ছাকীমাই ইয়ানুনা ছুকমাহু ওয়া শাকওয়াহ। ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহি আলার রাজিয়ী তিশয়াতু আশহুরিন কামারিয়াহ। ওয়া আনালিজ জামানি আইয়্যান জালিয়া আনহু ছাদাহ্। হাজারাত উম্মাহু লাইলাতি মাওলীদিহি আছিয়াতু ওয়া মারইয়ামু ফী নিছওয়াতিম মিনাল হাজীরাতিল কুদছিয়্যাহ্। ওয়া আখাজাহাল মখজু ফাওয়া লাদাতহু নাবিয়্যেনা সাইয়্যাদেনা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামা কাল বাদরুল মুনীর নূরা ইয়াতালালা উসিনাহ।”

অথবা

ইয়ানে বারহুই তারিখ রবিউল আউয়াল পীরকে দীন ওয়াক্তে ছোবহে ছাদেক ছাইয়্যেদে কাওনাইন সুলতানে দারাইন হজরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা নে হাজারো জাহ ওয়া জালালছে দাওলাতে ছারায়ে এক বালামে যহুর আজলাল ফরমাইয়ে। ওঠো ওয়াক্তে তাজিমে আহমদ হে ইয়েহ বায়ানে যহুর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হ্যায়।

২। আশরাকাল বাদরু আলাইনা ওয়াখতাফাত মিনহুল বুদুরু, মিছলাহুছ নিকমা রাআইনা কাত্তু ইয়া ওয়াজহাছ ছুদুরী।

“ইয়া নবী ছালামু আলাইকা, ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব ছালামু আলাইকা, ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।”

৩। আন্তা শামছুন আন্তা বাদরুন-আন্তা নূরুন ফাওকা নূরী, আন্তা ইকছীরুও ওয়া গালী-আন্তা মিছবাহু ছুদুরী।

৪। ইয়া হাবীবী ইয়া মোহাম্মদ ইয়া আরুছাল খাফিকাইনী, ইয়া মোয়াইয়াদ ইয়া মোমাজ্জাদ ইয়া ইমামাল কিবলা তাইনি।

৫। তালায়াল বাদরু অলাইনা-মিনসানি আতিলঅদা, অজাবাত শুক্কুর আলাইনা-মাদাআ লিল্লাহি দায়ী।

৬। ইয়ানবী হক্কে দুলারে-ছারে আলমকো পিয়ারে, আশেকতুমপর জাননেছারে-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

৭। হাসেমি তেরা নাছাব হ্যায়-আপ্তাহি তেরা লাকাব হায়, তুহি হ্যায় ফখরে আরব হ্যায়-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

৮। জোবদায়ে আওলাদে আদম-মেওয়ায়ে বোস্তানে হাশেম, ছাহেবে মাক্কে আজম জম-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

৯। আপে সুলতানে মদিনা-মহাব্বতে মহিয়ু সাকিনা, নুরসে মামুর সিনা-মেশকছে বেহতর পুসিনা।

১০। বোরাকে ত্যারা ছওয়ারী, ত্যারা হ্যায় ক্যাইছা বুজুর্গী, মাহবুবব হো তো খোদাকী আশেক তুমপর জাননেছারে

১১। বোরাকে ছ ছওয়ার হয়ে লা মোকামে তো গিয়ে, খোদাকা মেহমান তো হয়ে আশেক তুমপর জাননেছারে।

১২। ইয়া মোহাম্মদ নাম পিয়ারা আরশ পর হকনে পুকারা, ছাস পয়গাম্বর হ্যায় হামারা আশেক তুমপর জাননেছারে

১৩। আপনি যে নুরের রবী নিখিলের ধ্যানের ছবি, আপনি না এলে দুনিয়ায় আধাঁরে ডুবিত সবি।

১৪। আপনারও নুরের আলোকে জাগরণ এলো ভূ-লোকে, গাহিয়া উঠিল বুলবুল ফুটিল কুসুম পূলকে।

১৫। মদীনার রওজায় থাকিয়া সবকিছুই দেখেন চাহিয়া, দেখা দেন মাহফিলে আসিয়া সালাম জানাব সকলে দাঁড়াইয়া।

১৬। মদীনার রওজাতে থাকেন সবকিছু দেখিতে পারেন, জানেন তো আছি কেমনে দেখা দেন এসে স্বপনে।

১৭। হে নবী আপনাকে সালাম বংশধর অসহাবে তামাম, মুহাম্মদ আপনার মধুর নাম শাফায়াত মোদের মনস্কাম

১৮। কুল মাখলুক উদ্ধার করিতে কত কষ্ট করলেন ধরাতে, কাঁদিতেন উম্মতের মায়ায় এখনো কাঁদেন মদীনায়।

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আশেকে রসুল (ﷺ) গণের বিশ্বাস মিলাদ শরীফ পাঠের সময় রসুল (ﷺ) এর মহব্বতের যে তাজাল্লী নূর বর্ষিত হয়, তাঁর দ্বারা সকল প্রকার সমস্যা সমাধান এবং মনোবাসনা পূরণ হওয়া সম্ভব।]

৪.২.৩ 'দিওয়ানে ওয়াইসী'

সুফি তরিকা সমূহে শুরু থেকেই দেওয়ান বা কাসিদা বা গজল রচনা ও সেগুলোর চর্চা একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পারস্যের বিখ্যাত মরমী কবি আল্লামা হাফিজ সিরাজী (রহঃ) এর দিওয়ান-ই-হাফিজ, বলখের মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহঃ) এর 'দিওয়ান-ই-শামস্-এ তাবরিজি', 'মসনবি শরীফ', ভারতীয় কবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ) এর 'দেওয়ানে ইকবাল' প্রভৃতি তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই ভারতবর্ষে ইসলামের জন্ম হয়নি, হয়েছে বিকশিত, কিন্তু এখানে যেসকল মাধ্যমে ইসলাম সমহিমায় বিকশিত হয়েছে তাঁর মধ্যে কাসিদা বা গজল গুলি একটি অন্যতম মাধ্যম। সেই ধারাবহিকতায় রাসুলে নোমা পীর আল্লামা সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর 'দিওয়ানে ওয়াইসী' গ্রন্থটি একটি অমূল্য রচনা। এই গ্রন্থে ১৭৫ টি গজল, ২৩ টি কাসিদা এবং ৬টি অন্যান্য বিষয় রয়েছে। যেগুলির প্রায় সবই নবী (ﷺ) এর প্রসংশায় লেখা হয়েছে।

'দিওয়ানে ওয়াইসী' গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় কলিকাতা থেকে ১৮৯৮ সালে প্রথম প্রকাশ করেন মীর হাসান আলী। হাজী আবদুল কাইয়ুম ১৯২২ সালে ও ১৯৩৫ সালে কলিকাতা থেকে এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশের শরিয়তপুরের নড়িয়া দরবার শরীফ থেকে সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন (রহঃ) প্রকাশ করেন।

'দিওয়ানে ওয়াইসী' গ্রন্থটির ২৫ টি গজলের বঙ্গানুবাদ করেন রচয়িতা সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর নাতি আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ মুহাম্মদ জানে আলম (রহঃ), যা তাঁর ছেলে ব্যরিষ্টার আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ মুহাম্মদ শাহ্‌ীদ আলম (মাঃ আঃ) ১৯৮৫ সালের পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'দিওয়ানে ওয়াইসী' এর একটি গজলের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। শরিয়তপুরের সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন (রহঃ) ২০০১ সালে গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ছারছিনা দরবার শরীফ সহ অন্যান্য বেশ কিছু দরবার শরীফ থেকে গ্রন্থটির আংশিক ছন্দরুপ এবং বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্ব ইসলামের সুফি ধারায় বিশেষ সমাদৃত 'দিওয়ানে ওয়াইসী' গ্রন্থের কিছু গজল ভারতের মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, কিছু অংশ ইতিমধ্যেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

'দিওয়ানে ওয়াইসী' নবী (ﷺ) এর প্রেমের এক অনবদ্য রচনা। 'দিওয়ানে ওয়াইসী' বিশ্বাস, ভক্তি আর মহব্বতের সহিত বুঝে পাঠ করতে থাকলে পাঠক অটোমেটিক রসুল (ﷺ) এর প্রেমে বিভোর হয়ে যায়, একপ্রকার তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, যে তন্ময়তা পাককে ঐশি প্রেমে নিমজ্জিত করে।

ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার সাধারণ জাকেরগণ বিশ্বাস করেন যে, 'দিওয়ানে ওয়াইসী' পাঠে ফায়েজের যে ঐশি ফল্গু ধারা প্রভাহিত হয় তা সকল প্রকার বালামুসিবতের প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর মহান মুর্শিদ র্ফাসি ভাষার শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি কুতুবুল এরশাদ রসুলনোমা আল্লামা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহি আলাইহি (১৮২০-১৮৮৬) এর র্ফাসি ভাষায় লেখা এই ফয়েজপূর্ণ 'দিওয়ানে ওয়াইসী' নিজে চর্চা করতেন এবং তাকে অনুসরণ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফ সমূহে শুরু থেকেই 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের র্ফাসি গজল এবং কাসিদা সমূহ অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সহিত গাওয়া হয়।

বিষয়টি এড়িয়ে গেলে আলোচিত গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকবে বা তথ্য গোপন করা হবে। ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার বাহিরেও রসুল (ﷺ) এর প্রেমিক মাত্রই 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের কাসিদা এবং গজল গুলি গাওয়া বা শ্রবণ করাকে আত্মার খোরাক মনে করেন। একটা সময় ছিল যখন ওয়াজ মাহফিলের বক্তাদের বক্তব্য শুরু হতো 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবের প্রথম দিওয়ান-

"মাশরেকে হুব্বে মোহাম্মদ (ﷺ) মাতলায়ে দিওয়ানে মা, মাতলায়ে খুরশিদে এসকাশ ছিনায়ে ছুযানে মা।"

পাঠ করার মাধ্যমে। তাই 'দিওয়ানে ওয়াইসী' এর বহুল গাওয়া কয়েকটি কাসিদা এবং গজল এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই ফার্সি দেওয়ান গুলো উচ্চারণ করেন। দরবার শরীফ গুলোতে বহুল গাওয়া এবং মূল ফার্সি 'দিওয়ানে ওয়াইসী' কিতাবে উচ্চারণ

বুঝতে পারা গজল সমূহের কতিপয় দেওয়ানের হবহু (যথাসম্ভব) বাংলা উচ্চারণ তুলে ধরা হলো।

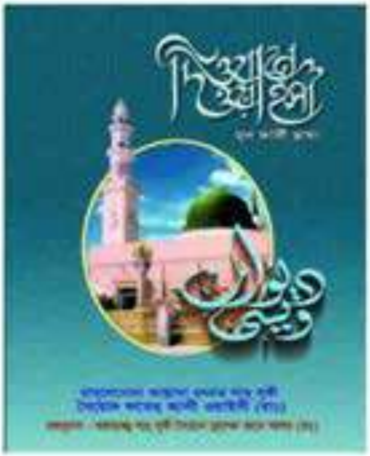

অর্থ সহ প্রথম গজলের ৯ টি দেওয়ান-

১। মাশরেকে হুব্বে মোহাম্মদ (ﷺ) মাতলায়ে দিওয়ানে মা, মাতলায়ে খুরশিদে এসকাশ ছিনায়ে ছুযানে মা।

(আমার দিওয়ানের প্রথম ছন্দ মুহাম্মদ সা. এর প্রেম হইতে উদ্ভূত তাঁহার ছন্দের প্রেমের সূর্য আমার বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে।)

২। দরতাহে হর লফজো পেনহা নালায়ে দিল ছুজে মা, ওয়াজবুনে হর হরফে পয়দা আতশে পেনহানে মা।

(প্রত্যেক শব্দের তলে আমার প্রাণ দগ্ধকারী ক্রন্দন লুকায়িত আছে। প্রত্যেকটি অক্ষরের নীচে সুপ্ত আগুন নিহিত আছে।)

৩। হর গজল আতেশকে দহর বায়তে আএক শোলায়ে, আতশে আফরোখতা হর মেছরায়ে দিওয়ানে মা।

(প্রতি গজল অগ্নিকুণ্ড প্রতি ছন্দ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার ছন্দের প্রতিটি ছত্র প্রজ্বলিত অগ্নিসম।)

৪। বাদশাহে কেশওয়ারে এস্কাম জনুনে দস্তরেমান, মসনাদে মা খাকে কুয়েশ কুয়েউ আইওয়ানেমা।

(হে আমার প্রেমের রাজ্যের বাদশাহ্ পাগলামিই আমার স্বভাব। তোমার গলির ধূলিই আমার সিংহাসন তোমার গলিই আমার প্রাসাদ।)

৫। হর কুজাদর সিনাআম গুল করদা জখমে এস্কেউ, শোদ গোলেস্তান আখের আয়দেল ছিনায়ে বিরানে মা।

(আমার বুকের সর্বত্র তোমার প্রেমের ফুলের আঘাতে জর্জরিত হইয়া আছে। আমার ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাণ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে।)

৬। মাতলায়ে হুসনিআজল আঁচেহ্‌রায়ে রোখসানে দোস্ত, মাশরেকে নুরে কদমআঁ তালআতে জানানে মা।

(বন্ধুর মুখের চেহারা আদি সৃষ্টির সৌন্দর্যের বিকাশ। বন্ধুর চেহারায় আদি নূরের উদয় দেখা যায়।)

৭। আঁখেউ মাহবুবে রহমান দিল শহিদানেউ, ওয়াআঁখেউ মাতলুবে ইয়াজদান আরজুয়ে জানে মা।

(সে যে আমার বন্ধু তাহাতে আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত। খোদা যাহারে চায় সে আমার প্রাণের আরাধনা।)

৮। খাতেমাবিল খায়রে বাশদ গরবুয়াদ বর ওয়াক্তে মেরগ, বর রুখেজে বাতে হায়রান দিদায়ে গিরইয়ানে মা।

(আমার জীবন সন্ধ্যা শুভ হইবে যদি মৃত্যুকালে আমি হয়রান হই এবং চক্ষু ক্রন্দন রত হয়।)

৯। ওয়াইসীয়া আজ দিনো ঈমান ইকাদরদা নিমো বাছ, দিনে মা এস্কে মুহাম্মাদ (ﷺ) হবে উ' ঈমানে মা।

(ওয়াইসী তাঁহার ধর্ম ও ঈমান সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানে যে, মুহাম্মদের সা. প্রেমেই তাঁহার ধর্ম এবং তাঁহার ভালবাসাই আমার ঈমান।)

অর্থ সহ ২ নং গজলের প্রথম ৬ টি দেওয়ান-

১। বেতাবে কারদা হুছনে তু হুরে নাঈমে রা, বে আব কারদা রুয়ে তু দুরেতিমে রা
(তোমার সৌন্দর্য স্বর্গের হুরকে পরাস্ত করিয়াছে, তোমার চেহারা অমূল্য মুক্তাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।)
২। আয়ছিরাতে তু ওকবলায়ে আরবাবে মারেফা, ওয়াই ছুরাতে তু আয়নায়ে হুছনে ক্বাদিম রা।
(তোমার গুণাবলী ধার্মিক গণের কেবলা, তোমার সৌন্দর্য আদি সৌন্দর্যের আয়না।)
৩। আয় আশেকারে মাজেজাহ্ ঈছা আজ লেবাত, বাশাদ শিফা হাদীসে তু কলবে ছাক্বিম রা
(হযরত ঈসার অনেক কেচ্ছা তোমার ওষ্ঠে প্রকাশ পায়, ব্যাধি গ্রস্ত প্রাণে তোমারই বাক্য আরোগ্য দান করে।)
৪। তকদির কারদা নুযে ওয়াছল ওয়া ফেরাকে তু, বড় আশেকে ফায়িবে নাইম ওয়াজাহিম রা।
অর্থঃ ইয়া রাছুলাল্লাহ! তোমার সঙ্গে একত্ববোধও তোমার নৈকট্য হইতে দূরে থাকাই মানুষের বেহেস্ত ও
দোযখের নির্দ্ধারিত স্থল হইয়াছে।
৫। আঁ জাতে তুকে জওহারে ফরদে আফরিদে হক, বা নামুদ মোতারেফ বাখাতায়েশ হাকিম রা।
৬। দরদে আলীমে হিজ উ ফেরাকে তু আম্‌দা, তাকে কিছমে হেজরে তু দরুদে আলীম রা।

অর্থ সহ ২৪ নং গজলের ১০ টি দেওয়ান-

১। দর দরুদে মস্তোফা (ﷺ) চুঁ জমজমা ছাজীমে মা, দর ছায়াদাত বা মালায়েক বিঁকে আনবাজীমে মা।
অর্থ: যখন হয়রত মোহাম্মদ (দ.) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় তখন আল্লাহর ফেরেস্তাগণের মত সৌভাগ্য আর্জন হইয়া যায়।)

২। চুকে হুব্বেউ নায়াতে আহাম্মদ হরজেদিলু রোজবানাত, বা খোদাওন্দ ওয়া মালায়েক বিঁকে হামরাজীমে মা। যখন হযরত মোহাম্মদ (ﷺ) এর উপর মহব্বতের সঙ্গে প্রশংসা করা হয়, তখন পাঠকারীর অন্তর সংযত হয় অর্থাৎ এমন পবিত্র হয় যে, আল্লাহর নিকট যা দোয়া করিবে তাহা কবুল হইবে।

৩। দর হাওয়ায়ে মস্তফা (ﷺ) চুঁ বাল উফরমা মেজুনীম, দর ফুজায়ে করব মওলা হামচু শাহেবাজিমে মা।

অর্থ: হজরত মোহাম্মদ (দ.) যখন মনের আবেগে পাখা সঞ্চালন করিবে, তখন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নৈকটা লাভের জন্য দ্রুতগামী বাজ পাখির ন্যায় বায়ুবেগে অতিক্রম করিব।

৪। চু-ব চশমে-ওছারতরিকে পূর্ব্বে-উমা মিরাবিম, বর ছিরাতাল মোস্তাকিমে দেল ছবক তাজিমে মা।

(যখন আমরা (ﷺ) এর উপর প্রাণভরা আশা ওখাহেশ সহকারে তাঁর প্রেমের প্রতি রওনা করি তখন আমরা সবলপথে দ্রুতগতিতে দৌড়াইয়া-আল্লাহর নৈকট্য লাভ করি।)

৫। নীস্তে খওফে গোমরাহী আঁদর তরীকে মা ইয়াক্বীন, এক্বতেদায়ে খায়রে মাতলক চুঁকে মি ছাজিমে মা।

(অর্থঃ আমাদের ঈমান বিশ্বাস যদি হুজুর (ﷺ) এর উপর থাকে তবে এই পথে পথভ্রষ্ঠ হওয়ার কোন ভয় নাই।

যেহেতু আমরা মঙ্গময় রহমাতুল্লিল হযরত মোহাম্মদ (ﷺ) এর পেছনে একতেদা করেছি।)

৬। ন্যায় বাতয়াত এফতে খায়রু ন্যায় বা তাক্বওয়া পোস্তে মা, বর নেগাহে রহমতুল্লিল আলামীনাজিমে মা। (তোমার ইবাদত বন্দেগীর কোন বড়াই বা পরহেজগাড়ির কোনই ভরসা আমার নেই, আমার কেবল আকাঙ্খা যে, রহমাতুল্লিল আলামীন আমার হালে নেগাহ করিবেন।)

৭। চুঁ গুবারে খাকে পায়ে মস্তোফা (ﷺ) গাস্তিমে মা, বর ফরাজে গনবেদ গরদান হামীয়ে তাজিমে মা।

(অর্থঃ যখন আমরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পদধুলিতে পরিণত হইতে পারিব তখন উন্মুক্ত আকাশের নীচে যেরূপ বিনা বাধায় যাওয়া যায় ঐ রুপভাবে আল্লাহর শান্তিময় বেহেস্তে পৌঁছে যাইব।)

৮। চু-ছারায়িম নাআতে আঁ ছোলতানে দিন মাহবুবে হক, তালায়ে মা বি-কে বাহক জম জমা ছাজিমে মা।

অর্থঃ যখন আমরা আল্লাহর বন্ধু ধর্ম্মের সম্রাট হযরত মোহাম্মদদে (ﷺ) এর উপরে আয়াত পাঠ করি বা প্রশংসা পাঠ করি তখন আমরা আল্লাহর অনুগ্রহেই পাঠ করিয়া থাকি।

৯। ইয়া রসুলাল্লাহ্ (ﷺ) দমে বর চশমে বাগুজারেপা, তা বখাকে পায়ে তুঁয়ি জান ওয়া ছেরবাজিমে মা ।

(মোর যদি সেই রুপের রাজা পা রাখো মোর নয়নে, দ্বীন দুনিয়ার ভেদ খুলিয়া যাইবে ঐ কদমের ধুলি পেয়ে।)

১০। অয়ছিয়া বরখিজ আওর হযরতর হজরতে আঁ জানে পানাহ, তা বখাকে দরগাহে উছোয়র আন্দাজিমে মা।

অর্থঃ হে অয়েছি উঠ এবং আত্মার অস্ত্রের স্থান মহামান্য ব্যাক্তিকে আন। তাঁর পবিত্র পদ ধুলিতে আমার মাথা আবৃত কর।

২৬ নং গজলের ১১ টি দেওয়ান-

১। বে ইয়াবর দিকুন খানা- দমে বেখানা মানিরা, কাশাবর বুলে শায়দা রোখে চোঁ গোল ছেতানিরা ।

২। বিইয়া রুজীরে খোতবেনামা কেতা গরদোম ছিফেন্দেতু, ছোবে শামাই বাশো পড়উঁ নামেউ আছেফাতে জানিরা।

৩। ছুনানিগুম জায়ে চশমত বজম নিম বছমলেকরদ, তামান্নামী কুনাদদেল এক দিগোরজখমে ছুনানিরা।

৪। জেবসবারে ফোরাকেতু কাশিদমনা তাওয়ানোম বাছ, খোদারাবিস আজীনু চুনারবারে নাতুনিরা।

৫। হাদীছে দরুদে এস্কেতো নাহান্নমি দশতুন দরদেল, দেলে করদা ছেরে শাকমান আইয়ান রাজেনাহানিরা।

৬। দিলুম্মায়েল নমি গরদো বাতরফ ছেরুবাতানি, রাওয়ানিমান নুমি খাহাদ জুজুআঁছের রাওয়ানিরা।
৭। জেনানে হুরে ওয়ারেদু আনাস বোরোওয়াজিন নমি খাহাদ, তামান্নামী লেকা দারাদ দেলেম রস্কে জেনানিরা।
৮। জামালে ছবহে হুছনে মাহে তাছকিম নমি বখশদ, দেলেমানি আরজুদারাদ জামালে দেল ছেতানিরা।
৯। বাহুকোস্তানী দেলে নিইয়া শায়েদ নাগিরাদ খাতেরেম হরগেজ, গোলে রুইতো চুনাবুদ বোখারে বুস ছেতানিরা।
১০। বাখাকুম আয় ওয়া হরফেজনকে সুরে উফাত দরদেহর, কেহরফে লাআলতু জিনদানা মুরদাবি রাওয়ানিরা।
১১। নাদানম অয়সী মিসকিনেমান মুরদা ওয়াসতে উয়া জিন্দাহ্, দিলে গোসে আশনাগামী ইয়াবাম ফাগানিরা।

মুজাদ্দেদিয়া গজলঃ

ওয়াইসীয়া-মেহেদীবাগী সিলসিলার দরবার শরীফ গুলোতে নিম্নলিখিত "মুজাদ্দেদিয়া গজল' ভক্তি ও মহব্বত সহকারে বহুল গাওয়া হয়।

মুজাদ্দেদ আল ফেসানী মান, মুজাদ্দেদ আল ফেসানী মান
মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান, মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান"

১। দেল ও জানম বাশ ও কেতু বহরদম জারে মিনালেদ, নামা আতাল আতে জিবা মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান
(আমার মন ও প্রাণ সর্বদা, আপনার প্রেমে আকুল, আপনার উজ্জ্বল চেহারায় আমায় দর্শন দিন, হে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ)
২। গোলামেতু শুদাম আজ জান মুরীদেতু শুদাম আজ দেল, শুয়াদ বর পায়েতু কুরবা মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান
(অন্তর দিয়ে আপনার গোলাম হয়েছি প্রাণ দিয়ে আপনার মুরিদ হয়েছি আপনার কদম মুবারকে আমি উৎসর্গ হলাম
হে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ)
৩। বমিছ কিনাম দরে গাহাত চুফরমায়ে নজর বারে, বহালম হাম নযর ফরমা কেখাকে পায়ে মিছকি নাম,

দেখাদে ছুরতে জামাল মুজাদ্দেদ আল ফেসানীমান।
(আপনার দরবারে আমরা সবাই মিসকিন, যখন ভক্তদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন, তখন পদধুলি মনে করে আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন, আমরা আপনার কদমের গোলাম, আমাদেরকে ঐশ্বরিক রুপ সৌন্দর্য দেখান, হে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ)
৪। বাহালে মান নজর ফরমা নেগারহালে জাবুনেমান, কুজাঁয়ি আয় শাহে খুবা মুজাদ্দেদ আলফেছানী মান।
(আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, আমার অবস্থার প্রতি নেগাহ্ করুন, কোথায় রহিলেন আমার বাদশাহ্ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ)
৫। জেদমচোঁগোল বাদমানাত নিহাদমছের বাকারমানাত, গোলামেতু মানামু আযযান মুজাদ্দেদ আলফেছানী মান।
(ভাবানুবাদ- বাঁজ পাখি যেমন তাঁর শিকার বস্তুকে পায়ের নখে বেঁধে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি আপনি আমাকে আপনার পবিত্র কদমে বেধেঁ নবীজি (ﷺ) এর নিকট পৌছেঁ দিন।
৬। কমিনা বান্দা তোজাকের তামান্না মেকোনাদ হরদম, শুওয়াদ বর পায়েতু কোরবা মুজাদ্দেদ আলফেছানী মান।
(ভাবানুবাদ- আমরা সকলেই মনে প্রাণে আপনার জাকের, আন্তরিকভাবে আপনার কদমে কুরবানী হয়েছি , আমাদের দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দেদ)

৪.২.৪ তরিকার গজলঃ

ছামা-কাওয়ালী বা গজলের চর্চা সুফিবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গজল ছালেকদের রুহের খোরাক। তাই প্রতিটি সুফি তরিকায় এসবের চর্চা রয়েছে। নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার এর বাহিরে নয়। নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফিবাদী তরিকা হলো মোরাকাবা-মোশাহেদার তরিকা। মোরাকাবা-মোশাহেদা করতে করতে ছালেক একটা পর্যায়ে গিয়ে ভাবাবেগে আপ্লুত হন, আবার কখনো নিজ মাশুকের বিরহ বেদনায় অস্থির হন। এই ভাবের প্রকাশ

করতে এবং বিচ্ছেদের জ্বালা জুরাতে আশেকজন আপনমনে কখনো এককভাবে আবার কখনো দলগতভাবে সমস্বরে সুরেলা কণ্ঠে গজল গেয়ে থাকেন। এইসব গজলে তরিকতের বুজর্গদের প্রতি জাকেরদের মিনতি আর আরনুগত্যও প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ভাবুক অনুসন্ধিৎসু মনের আশেকদের অভিব্যক্তি হলো- বিশ্বাস আর ভক্তি সহকারে এইসব গজল গেয়ে তারা আশানুরুপ ফলও পেয়ে থাকেন। সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রচারিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী সিলসলিায় আল্লাহ্, রসুল (ﷺ) এবং আউলিায়ে কেরাম (রহঃ) এর মহব্বতে ব্যাপক পরিমানে গজল গাওয়া হয়।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রথিতযশা মুরিদগন তাঁর জীবদ্দশায় যেমন গজল গাইতেন ঠিক তেমনি তাঁর এন্তকোলের পরও তাঁর স্মরণে তারা বহু গজল গাইতেন। সিলসিলার দরবার শরীফ সমূহে এখনো সেগুলোর প্রচলন রয়েছে। কালের পরিক্রমায় গজল গুলো ভিন্ন ভিন্ন দরবারের নামে বিভিন্নভাবে রুপলাভ করেছে এবং বহুলাংশে বিকশিতও হয়েছে বটে।

গজল প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর মুরিদগণকে বলতেন, *"বাবারা, তোমরা যখন ভক্তিভরে মহব্বতের সহিত গজল গাইতে গাইতে রাস্তায় চলো, তখন আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তাগন তোমাদের পায়ের নিচে রহমতের পাখা বিছিয়ে দেন। তবে সাবধান! গজলের মধ্যে যেন সামান্যতম রিয়া বা লোকদেখানো মতলব না থাকে।"*

নমুনা হিসেবে কয়েকটি গজল এবং কিছু গজলের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ

১। আজকে খুশির ঢল নেমেছে মেহেদীবাগীর অসিলায়, আজকে খুশির ঢল নেমেছে সৈয়দ সাহেবের অসিলায়

মেহেদীবাগে খরর কর পীর মোদের দস্তগীর, তাহার গড়া রাহাবার, বাংলার বুকে ফুল ফোটায়।

নবীর প্রেমে পাগল যারা পীরের দরবারে আসেন তারা, লাগে যদি ইশকের ছোয়া মমের মতো গলিয়া যায়।

সত্যিকারের মুর্শিদ যারা ধরতে গেলে দেয়না ধরা, ধরতে গেলে দেয় না ধরা মায়েফাতে ডুবিয়া রয়।

চার তরিকার চার দরিয়ায় আল্লাহর ইশকে তুফান বায়, বুঝলি না মন সকল বেলা শেষে করবা হায় রে হায়।

মনি মুক্তা পাইবার আশে ডুবারু ডোবে দরিয়াতে, আশেক ডোবে দেল দরিয়ায় মুর্শিদকে পাইবার আশে।।

শরিয়তের বিরাট শাজার তরিকতের ডাল হাজার হাজার, হাকিকতের ফল বেশুমার মারেফাতে মজা দেয়।

মনের বনে ময়না পাখি হয় না হয়রান মওলাক ডাকি, যে দিন ময়না দিবেন ফাঁকি সেই দিন হবে কোন উপায়।

ইব্রাহিম আদহামের ছেলে রাজ বিছানায় আছেন শুয়ে, মওলা দিলেন দরজা খুলে দাসির কাছে শিক্ষা পায়।

হাসান বসরি আর রাবেয়া মারেফাতে রয় ডুবিয়া, হাসান দাঁড়ায় পানির উপর রাবেয়া দাঁড়ায় শূন্যের 'পর।

যতই করো আনাগোনা দিন ফুরালে আর পাবে না, সুযোগ পাইয়া হারাইওনা পীরের কদমে ছবক লও।

আজকে খুশির ঢল নেমেছে মুরশিদ কেবলার অসিলায়, তাহার গড়া রাহাবার দরবারেতে ফুল ফোটায়।

২। আজ দেখো মেহেদীবাগের গাওছুল আজম এসেছে, সেই চরন নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে

দেলের ঝুলি পাতিয়া রাখো তিনার পাক কদমে, তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল ফেছানী
রওশন জ্বালাইয়া দিছেন মানিকতলার নূরাণী, তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল ফেছানী
রওশন জ্বালাইয়া দিছেন মদিনারও নূরাণী।

৩। দেখো আসিয়াছে মেহেদীবাগের পীরধন নূর জ্বালাইছে,
ধীরে ধীরে এসেছে নবীর কিরণ হেসেছে, ইয়া মুরিদু ইয়া মুরিদু মুখে বলতাছে
দেখো আসিয়াছে মেহেদীবাগের কেবলা নূর জ্বালাইছে,
তার দয়াতে পাপী তাপী নেইকো আপন পর সবাই এই তরিকা ধর।

৪। ভাসিয়া আসিলো নূরের কিস্তি মেহেদীবাগের ঘাটেতে, ছিল কিস্তি মদীনাতে ভাসিয়া আসিলো ছেরহিন্দিতে,
নূরের কিস্তি নিয়ে এলো আমার ছেরহিন্দির কেবলাজান, ছিল কিস্তি ছেরহিন্দিতে ভাসিয়া আসিলো মেহেদীবাগে,
নূরের কিস্তি নিয়ে এলো আমার মেহেদীবাগের কেবলাজান।

৫। মদহে হযরত খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী পীরেমা মেহেদীবাগী,
আফতাবে দ্বীনে মোহাম্মদ মাহতাবে মা রাহবরী।

৬। শেরহিন্দ শরীফ হইতে মানকিতলা হইয়া,
মেহেদীবাগে তুমি কে গো আসিলা।

৭। আজ আমার আখেরের পীর ধন কোথায় গেলে পাবো গো,
জাহান্নামের খরি মোরা হুরের ছুরৎ বানাছো।

৮। লা ইলাহা মে গাঁথিয়া মালা ইললাল্লাহ্ মে দাও গলে, আমরা সবে লতাপাতা মেহেদীবাগী গাছের মূল,
লা ইলাহা মে গাঁথিয়া মালা ইললাল্লাহ্ মে দাও গলে, মেহেদীবাগীর বাবা দিয়াছেন মালা রাখিও যতন করিয়ে,
লা ইলাহা মে গাঁথিয়া মালা ইললাল্লাহ্ মে দাও গলে, মানিকতলার কেবলা দিয়াছেন মালা রাখিও যতন করিয়ে।

৪.২.৫ জিকিরের মাহফিল করা

জিকির অর্থ স্মরণ করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ্ কে স্মরণ করাকে জিকির বলে। আর তরিকতে পরিভাষায় জিকিরকারী ব্যক্তিকে জাকের বলা হয়। ইহা কেবল প্রচলিত জিকিরের মজলিশের উচ্চ স্বরের ‘আল্লাহু আল্লাহু’ জিকির করা বা নির্দিষ্ট কোন পীরের মুরিদগণের ‘লা ইলাহা ইললাল্লাহ্’ জিকির করা নয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, তাহাজ্জুদ সহ সকল নফল নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দান সাদকা, সকল নেক কর্ম বা সৎকাজ (আমলে ছালেহ্), হালাল রুজি খাওয়া এগুলির সবই জিকির। এমনকি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও এক প্রকার জিকির। এইসব কাজগুলি আল্লাহর যে কোন বান্দাগণ, যে কোন হালেই করুক না কেন উহা জিকির হিসেবে গণ্য হইয়া থাকে।

আল্লাহর স্মরণ ও পার্থিব উপার্জন সর্ম্পকে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনুবাদঃ “নামাজ শেষ হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করো। আর বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা সফল হবে।” (সুরা জুমআ: ৫৬:১০)

আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকার বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

অনুবাদঃ "আর যে আমার পথনির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাবে, তাঁর জীবন হবে অর্থহীন এবং মহাবিচার দিবসে তাকে তোলা হবে দৃষ্টিহীনরূপে।" (সুরা তাহাঃ ২০:১২৪)
সকল প্রকার জিকিরের মূখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ্ পাক কে সন্তুষ্ট করা।
দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্ পাক জাকেরদের জিকিরের বদৌলতেই সৃষ্টিজগতে রিজিক সরবরাহ করে থাকেন। ধরাধামে এই জিকির যখন কমে যাবে, রিজিকের সংকট দেখা দিবে।
পৃথিবী বিপদসংকুল হবে, বালা মুছিবৎ বৃদ্ধি পাবে, সিডর আর ভূমিকম্পের মত বড় বড় প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দিবে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে একটা সময় কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়ে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হবে। সুতরাং সৃষ্টি জগতে জিকির জারি রাখতে হবে।
সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবদ্দশার এমন বহু নজির আছে যে, তিনি বালা-মুসিবত আর বিপদ-আপদ এর স্থানে জিকিরের মাহফিল করেছেন আর সেই স্থান থেকে আল্লাহ্ পাক বালা-মুসিবত আর বিপদ-আপদ দূর করে দিয়েছেন।
তিনি তাঁর খলিফা গণকে শিক্ষা দীক্ষা আর প্রশিক্ষণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে বালা-মুসিবত আর বিপদ-আপদ এর স্থানে জিকিরের মাহফিল করতে হয়। তাঁর সেই খলিফাগণের দরবার শরীফ সমূহে এখনো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরেজমিনে সিঙ্গেরগাড়ী, সড়াইল এবং রামশহর দরবার শরীফে এই কালচার দেখতে পাওয়া গেছে। দরবার শরীফের গদ্দিনশীন পীরসাহেব (মাঃ আঃ) গণ তাদের ভক্ত মুরিদসহ প্রয়োজনে স্থানান্তরে জিকির মাহফিল করে থাকেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব জিকির মাহফিল থেকে আশানুরুপ ফলও পেয়ে থাকেন।

৪.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

মুদ্রা অর্থ বা টাকা কড়ির লেনদেন মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থ সম্পদের ব্যবস্থাপনার এই নীতিটি অর্থনীতি বলে পরিচিত। অর্থের লেনদেন যত বেশি হয় এর ভলিউম বা পরিমান তত বৃদ্ধি পায় তথা সম্পদ

বৃদ্ধি পায়। আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার ধরণ-ধারণ যতই বিবর্তিত হোক না কেন উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

উত্তর বাংলায় সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবন-জীবিকা ও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা প্রচার-প্রসারের কাজগুলি অর্থনীতির সাথে কেবল সম্পৃক্তই ছিলনা, বরং অর্থনীতিতে বড় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। নিম্নে অর্থনীতিতে তাঁর প্রভাব তুলে ধরা হলো।

৪.৩.১ উরশ শরীফ উদযাপন করা

উরশ শব্দের অর্থ মিলন, ইহা অলি-আল্লাহ্ গণের আত্মার মিলন। তরিকতের ছালেকগণের বিশ্বাস এক বা একাধিক সুফি সাধকের মহাপ্রয়াণ দিবসকে কেন্দ্র করে ও তাদের রুহ্ মুবারকে ছওয়াব রেছানি এবং তাদের রুহানী ফায়েজ লাভের উদ্দেশ্যে উরশ শরীফ এর আয়োজন করা হলেও আয়োজিত অনুষ্ঠানে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এবং আওলিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) গণের রুহ্ মুবারক উপস্থিত হয় এবং আশেকদের সাথে তাদের আত্মিক সংযোগ বা মিলন ঘটে। রুহানী জগতের আত্মিক উন্নয়নে এই মিলন মেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

একটা সময় ছিল যখন উত্তর বাংলার মানুষ বই পুস্তক আর খবরের কাগজ পাঠ করে জানকে পারতেন যে, বাগদাদ শরীফে গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং আজমির শরীফে হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি সাঞ্জেরী (রহ)ঃ এর দরবার শরীফে ওরছ শরীফ হয়, কিন্তু সেই ওরছ শরীফে অংশগ্রহন করে তাঁর ফয়েজ হাসিল করা বা তাঁর তাবারক খাওয়া এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে জুটতনা।

উরস শরীফে রহমাতাল্লিল আলামিন হযরত রসুল (ﷺ) সহ তাঁহার আহালে বাইয়াত, সাহাবায়ে কেরাম, তামাম দুনিয়ার জামে আম্বিয়া, জামে আওলিয়াসহ তামাম জাহানের সকল মুসলমান নর-নারীর রুহে সওয়াব রেছানী, সারা বিশ্বের

মানুষের হেদায়েত, মুসলিম উম্মার ঐক্য ও দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবী এবং দেশবাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়ে থাকে।

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) কলিকাতার মেহেদীবাগে তাঁর দরবার শরীফে ওরছ মাহফিলের আয়োজন করতেন এবং উত্তর বাংলায় তাঁর খলিফাগণের দরবার শরীফ সমূহে ওরছ শরীফের প্রচলন করেন। এই সকল ওরছ শরীফের আধ্যাত্মিক সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রভাবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রভাব খুবই গুরুত্ব বহন করে।

আলোচিত সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ, সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়া দরবার শরীফ এবং রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়া দরবার শরীফ এর বার্ষিক উরশ শরীফে লাখ লাখ জাকের ভক্ত আশেক, স্যারণ মনুষ এবং দর্শনার্থীর ঢল নামে। এই বিশাল জনসমুদ্রের ফলে দেশের অর্থনীতির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ট্যুরিজম খাত এবং পরিবহন খাতে ব্যাপক অর্থলেনদেন হয়।

৪.৩.২ ফাতেহা শরীফ এবং জাকের সম্মেলনের আয়োজন করা

সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত উত্তর বাংলার ৬৫ টি দরবার শরীফে ওরছ শরীফ ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বার্ষিক ফাতেহা শরীফ এবং স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে জাকের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আলোচিত সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফে পীর সুফি শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ), তাঁর ৮ জন ছাহেবজাদা এবং নাতি গণের ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরে প্রায় ১৫-২০ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সম্মেলন করা হয়।

সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়া দরবার শরীফে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ), তাঁর ছাহেবজাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওফাত বার্ষিকী এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বছরে প্রায় ৬-৮ বার ফাতেহা শরীফ

সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সমাবেশ করা হয়। রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়িা দরবার শরীফে পীর সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রহঃ) সহ তাঁর ছয় জন ছাহেবজাদার ওফাত বার্ষিকী এবং শহীদ পীরজাদাগণের শহীদ দিবস সহ বিভিন্ন ইস্যুকে উপলক্ষ্যে করে বছরে প্রায় ৮-১০ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সমাবেশ ও জিকিরের মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসকল ফাতেহা শরীফে হাজার হাজার ভক্ত আশেকের ঢল নামে। এই বিশাল লোকসমাগমের ফলে দেশের অর্থনীতির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ট্যুরিজম খাতে এবং পরিবহন খাতে ব্যাপক অর্থলেনদেন হয়।

তরিকত তাসাউফের চারণভূমি এই দরবার শরীফ গুলোতে আয়োজিত উরশ শরীফ এবং ফাতেহা শরীফ সহ বিভন্ন সম্মেলন সমূহের অর্থনৈতিক এই প্রভাবগুলো বহুমুখী। এই প্রভাব স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ না থেকে আঞ্চলিক এবং জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হয়ে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক ছিল এবং আজও আছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রতিটি বিষয়কে অর্থের মাপকাঠিতে মূল্যায়ণ করা হয়। সুতরাং অর্থনীতি প্রধান বর্তমান সময়ে তাঁর এই অর্থনৈতিক গুরত্ব বা প্রভাব সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়। এখানে এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪.৩.৩ খাদ্য ও আতিথেয়তা শিল্প

বিশাল ধর্মীয় জমায়েত এই ওরছ শরীফ গুলোতে হাজার হাজার ভক্ত সাগরেদ আর সাধারণ মানুষের সমাগম ঘটে। তাদের আপ্যায়ণের জন্য সাধারণ খাবারের আয়োজন করার পাশাপাশি 'তাবারক' (ওরছে তৈরি খিচুড়ি বা পোলাও এমনকি জর্দা এর মত বিশেষ খাবার) এর ব্যবস্থা করা হয়।

এই 'তাবারক' বিশেষ স্বাদবিশিষ্ট ও উপাদেয় হয় এবং এর বিশেষ গুণাগুণ রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃত ভক্ত আশেক গণ এই তাবারক খেয়ে আশানুরুপ ফলও পেয়ে থাকেন।

উরস শরীফ উপলক্ষ্যে দরবার শরীফ গুলোর আশেপাশের এলাকায় প্রচুর পরিমানে আত্মীয় স্বজনের আগমন ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয়।

দরবার শরীফের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার উপরোক্ত খবার সমূহ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ চাল, ডাল, তেল মসলা ও মাছ মাংসের প্রয়োজন হয়, যা স্থানীয় বাজারে কৃষি পণ্যের লেনদেনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

৪.৩.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার প্রসার

ওরছ শরীফ উপলক্ষে দরবার শরীফ সমূহের আশেপাশে শত শত অস্থায়ী দোকানপাট বসে এক ধরণের মেলার আয়োজন হয়।

এসব মেলায় ধর্মীয় বইপুস্তক, তসবিহ, আতর টুপি সহ অন্যান্য পোশাক, প্রসাধনী, হস্তশিল্প এবং খেলনা সামগ্রীর ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় হয়। মেলার হোটেল, রেস্তোরাঁ মিষ্টির সহ অন্যান্য খাবারের দোকানগুলোতেও উপচে পড়া ভিড় থাকে। যা ভাসমান এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয়ের বড় সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে জানা যায় ওরছ উপলক্ষে আয়োজিত এ ধরনের মেলা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪.৩.৫ পর্যটন ও পরিবহন ব্যবসা

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশেক ভক্ত ও জাকেরগণ ওরছ শরীফে অংশগ্রহণ করতে আসেন। এর ফলে স্থল ও জলপথের বাস, ট্রেন, নৌকা সহ নানাধরণের পরিবহন গুলোর ব্যস্ততা বাড়ে। পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের আয় এই সময়ে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এই ধরণের ধর্মীয়

উৎসবকে স্থানীয় পর্যটনের অন্যতম চালিকাশক্তি মনে করে। বর্তমান সময়ে মেহেদীবাগী সিলসিলার অধঃস্তন অনেক দরবার শরীফের ওরছ মুবারকে অংশগ্রহণ করতে বিদেশ থেকেও বহু আশেক ভক্ত আসেন, ফলে আকাশ পথের পরিবহন তথা বিমান চলাচলেও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪.৩.৬ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

উরশ শরীফ উপলক্ষে প্যান্ডেল তৈরি, আলোকসজ্জা, মাইক সার্ভিস এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচুর অস্থায়ী শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এটি স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য স্বল্পমেয়াদী আয়ের সুযোগ তৈরি করে।

৪.৩.৭ সমাজকল্যাণ মূলক কাজ

উরশ শরীফে আগত আশেক ভক্তগণ বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে থাকেন। এই অর্থের একটি অংশ দরবার শরীফ ও মাজার শরীফ পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কাজে এবং একটি অংশ দরিদ্রদের সহায়তায় ব্যয় হয়, যা সমাজকল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে যা জাতীয় অর্থপ্রবাহে যুক্ত হয়।

৪.৩.৮ গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিকাশ

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মাটির তৈরি তৈজসপত্র, বাঁশ ও বেতের পণ্য এবং কুটির শিল্পজাত পণ্য উরশ শরীফ উপলক্ষ্যে জমে উঠা মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়। এর ফলে হারিয়ে যাওয়া অনেক দেশীয় শিল্পের বিকাশ হয় এবং কারিগররা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন।

পরিশেষে বলতে হয়, একটি ওরছ মুবারক কেবল আধ্যাত্মিক মিলনমেলা নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক চক্র তৈরি করে যা গ্রামীণ ও শহরের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪.৩.৯ শিশু বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি

উরশ শরীফ এবং ফাতেহা শরীফ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় শিশুদের বিনোদনের জন্য নাগরদোলা, দোলনা, রাবার স্লিপার, ট্রেন সহ নানা ধরণের বিনোদন সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় আগত বাচ্চারা এই সকল খেলনা-বিনোদন সামগ্রির ব্যবস্থা বেশ উপভোগ করে থাকে যা শিশুদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম

৫.১.১ বংশ পরিচয়

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)-এর প্রথম মুরিদ শাহ্ সুফি হযরত জহুরুল হক (রহঃ) এর পূর্বপুরুষগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সময়ান্তরে বংশানুক্রমিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে আরব দেশ থেকে ইরাক, ভারত উপমহাদেশের মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালী এবং ফরিদপুর হয়ে রংপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা জহুরুল হক (রহঃ)-এর পিতার নাম শাহ্ হাওয়ারিয়া ওরফে শাহ্ হাবিবুল্লাহ্ (রহঃ) এবং মাতার নাম জনাবা সোনারা বেগম (রহঃ)। শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) বাল্যকালে মাকে হারিয়ে দাদী জনাবা পনিররুন্নেছা (রহঃ) এর নিকট লালিত পালিত হন। তার পিতা খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যবসায়ী ও অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন কামেল ও বিজ্ঞ আলেম হিসেবেও লোক সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

৫.১.২ পবিত্র বেলাদত বা শুভ আবির্ভাব

এই ধরাধামে যে পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও বিধি মত মহামানবগণের আগমন ঘটে, সেই ধারাবাহিকতায় শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর শুভ আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি, তবে জানা যায় যে, তিনি ৯০ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। সেই হিসেবে বলা যায় যে, উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) কে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনে দিদারে মওলা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তিনি ১২৬০ বঙ্গাব্দে তৎকালীন রংপুর জেলার (বর্তমান নীলফামারী)

কিশোরগঞ্জ এলাকার সিঙ্গেরগাড়ী গ্রামে এক সমভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্ম গ্রহন করেন। শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই ছিলেন অলিকুলের অধিকারী।

৫.১.৩ দ্বীনি এলেম শিক্ষা লাভ

শৈশবকালে শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কে তাঁর পিতা দ্বীনি এলেম শিক্ষার জন্য তরিকায়ে মুহাম্মদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শহীদে বালাকোট হযরত সাইয়েদ আহমাদ গাজী বেরলভী রহঃ (১৭৮৬-১৮৩১) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহঃ (১৮০০-১৮৭৩) এর সাহচর্য লাভে ধন্য কামালিয়ত অর্জনকারী একজন বিজ্ঞ আলেমের বন্দোবস্ত করেন। তিনি উক্ত ওস্তাদের নিকট অল্প সময়েই তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ ও ধর্মের বিভিন্ন নিগুঢ় তত্ত্বে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণের আকাঙ্খা পোষণ করেন। দিব্যজ্ঞানী সেই ওস্তাদ তখন তাকে বলেছিলেন, *“বাবা তোমার যিনি পীর হবেন তিনি এখনও তাঁর পীরের দরবারে খেদমতে আছেন, সময় হলেই তিনি তোমার নিকট হাজির হবেন।”* বাল্যকালের সেই উস্তাদের কথা পরবর্তী সময়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

৫.১.৪ সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততীঃ

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর পুতঃপবিত্র সংসার জীবনে ৯ জন পুত্র সন্তান ও ৬ জন কন্যার আগমন ঘটে। একজন পুত্র অপ্রাপ্ত বয়সে এন্তকাল করেন। অবশিষ্ট ৮ জন **ছাহেবজাদা** হলেন-

১. **শাহ্ সুফি পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ)**
২. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা তোজাম্মেল হোসেন (রহঃ)
৩. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মোজাম্মেল হোসেন (রহঃ)
৪. শাহ্ সুফি ডাঃ জবেদ আলী (রহঃ)

৫. শাহ্ সুফি ডাঃ তোফাজ্জল হোসেন (রহঃ)
৬. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা নুরুল হুদা (রহঃ)
৭. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা জমশেদ আলী (রহঃ)
৮. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ক্বারী আফতাব উদ্দিন (রহঃ)

কন্যাগণ হলেন-

১. জনাবা মোছাঃ রহিমা খাতুন (রহঃ)
২. জনাবা মোছাঃ জোবেদা খাতুন (রহঃ)
৩. জনাবা মোছাঃ ফাতেমা খাতুন (রহঃ)
৪. জনাবা মোছাঃ খোদায়জা খাতুন (রহঃ)
৫. জনাবা মোছাঃ জমিলা খাতুন (রহঃ)
৬. জনাবা মোছাঃ রাবিয়া খাতুন (রহঃ)

৫.১.৫ কর্মজীবন

ভৌগোলিক অবসস্থানগত কারণে বহুকাল আগে থেকেই রংপুর অঞ্চল তামাক চাষে বিখ্যাত। স্বভাবতই এই অঞ্চলের মানুষ তামাকপাতা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসার সাথে জড়িত থাকতেন। সেই ধারাবাহিকতায় শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কর্মজীবনে ছিলেন একজন বিশিষ্ট তামাক পাতা ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল তৎকালীন বিখ্যাত বনিজ্যকেন্দ্র হিলি স্থল বন্দরে (বর্তমান বাংলা হিলি স্থল বন্দর) । তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং পরহেজগার মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠার সহিত তামাক পাতা ক্রয়-বিক্রয় করে সততার সহিত জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি কি পরিমানে সৎ জীবন যাপন করতেন তাঁর মুরিদ হওয়ার ঘটনা থেকেই সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কতটা তাকওয়াসম্পন্ন আল্লাহওয়ালা এবং রসুল (ﷺ) এর প্রেমিক হলে স্বয়ং রসুল (ﷺ) দিদার দিয়ে তাকে মুর্শিদের খোঁজ দিতে পারেন তা খোদা তালাশী মানুষের নিকট সহজেই অনুমেয়।

৫.১.৬ পীরের সান্নিধ্য প্রাপ্তি ও আধ্যত্মিকতায় সিদ্ধি লাভ

বাল্যকালের দিব্যজ্ঞানী উস্তাদের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী একদিন শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর সেই কাঙ্খিত পীরসাহেব তাঁর নিকট ঠিকই হাজির হলেন।

পীরজাদা আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হোসেন (রহঃ) তাঁর লিখিত 'জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি আমার বাবা শাহ্ সুফি জহরুল হক (রহঃ) এর পবিত্র জবানীতে শুনেছি, একদিন তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন, এক নূরানী চেহারার লোক কতেক সঙ্গীসহ তাঁর সামনে আসেন এবং ঐ নূরী ব্যক্তি নিজেকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলে পরিচয় দেন। শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কদম মুবারক চুম্বন করেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে দেখাইয়া দিয়ে বলেন, 'মনোবাঞ্চা পূরণের জন্য এই ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ কর'।

এরপর হতে আমি স্বপ্নে দেখা সেই পীরের সন্ধান করতে থাকি। কোন এক শুভক্ষনে তাঁর দেখাও পেয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যেই পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) রসুলেনোমা পীর সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসী বর্ধমানী (রহঃ) এর নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে পীরের নির্দেশে ও পীরভাই শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা গোলাম সোলেমানী (রহঃ) এর পরামর্শে আপন পীরের গদ্দিনশীন ছাহেবজাদী হযরত সাইয়্যেদা জোহরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর নিকট থেকে নিসবতে জামেয়ার ফয়েজে কামলিয়াত হাসিল করে আল্লাহর উপর ভরসা করে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারের খেদমতে সফরে বের হন।

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) বর্ননা করেন, এক রাত্রিতে আমি আমার হিলি বাজারস্থ (বর্তমান স্থলবন্দর বাংলা হিলি, হকিমপুর, দিনাজপুর) তামাকের দোকানে এশার নামাজান্তে অজিফা শেষ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। ঘুমের

ঘোরে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যেন এক প্রশান্ত ও সৌম্য মূর্তিধারী-মহাপুরুষ আমার শিয়রে দন্ডায়মান আছেন। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার 'কদম বুছি' করিলাম এবং তিনিও আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদ করিয়া নিকটে উপবেশন করতঃ আমাকে তাওয়াজ্জুহ্ দিয়া মুরীদ বানাইলেন। আমিও তাহার নিকট ভক্তি সহকারে মুরীদ হইলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনুভব করিতে পারিলাম যে, আমার দিলে টক টক করিয়া আল্লাহর জিকির হইতেছে। তখন স্বপ্নের কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। আর ঘুম হইল না ।

অজু করিয়া তাহাজ্জদের নামাজ পড়িলাম। ঐ অজুতেই অতি প্রত্যুষে ফজরের নামাজ পড়িয়া তসবিহ হাতে করিয়া আমার দোকান সংলগ্ন ইন্দারার নিকট পায়চারি করিতে লাগিলাম। স্বপ্নে আমার পীরের যে সেকেল ও ছুরাত দেখিতেছিলাম ও যে স্বর শুনিয়াছিলাম তখনও সেই ছুরত মানস চক্ষে দেখতেছিলাম এবং সেই স্বর হৃদয়ের কর্ণে শুনিতেছিলাম।

সেই রাত্রিতেই পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ট্রেন যোগে হিলি অভিমুখে আসিতেছিলেন।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর ভাষায়, “আমি শিয়ালদা স্টেশনে আসিয়া জেলা বগুড়ার অর্ন্তগত হিলি স্টেশনের একখানা তৃতীয় শ্রেণির টিকিট লইলাম । সঙ্গে পরিধানের কাপড় অতিরিক্ত একখানা কম্বল ও একটি তাম্র বদনা ব্যতীত অন্য কোন আসবাবাদী ছিল না। খোদা তায়ালার নাম স্মরণ করিতে করিতে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ধব ধব করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।”

হিলি স্টেশনে গাড়ি লাগিবামাত্র ট্রেন থেকে নেমে কম্বলটা বগলে দাবিয়া এবং তাম্র বদনাটা হাতে করিয়া পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কুঃ ছিঃ আঃ) অজুর পানির সন্ধানে উপরোক্ত সেই ইন্দিরার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার (শাহ্ সুফি জহুরুল হক রহঃ) নজর সম্মুখে পড়া মাত্রই তাকে স্বপ্নেদৃষ্ট পীরসাহেব বলিয়া চিনিয়া লইলাম।

অমনি সসম্মানে তাঁর নিকটে আসিয়া সালাম অভিবাদন পূর্বক ভক্তি সহকারে বলিলাম-'হুযুর, আমার নিকট বদনা দিন, আমি পানি উঠাইয়া দিতেছি। তিনি সস্নেহে বদনা হাতে দিলে আমি কুপ থেকে পানি উঠাইয়া দিলাম।

পীরসাহেব হুজুর ঐ পানি দ্বারা অজু ক্রিয়া সমাধা করিলেন। তখন আমি আবার সবিনয়ে বললাম, হুজুর আমার ঘরে আসিয়া নামাজ পড়ুন। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার ঘরে যাইয়া নামাজ পড়িলেন। নামাজ সমাপনান্তে আমি বললাম- 'হুজুর! দয়া করিয়া আমাকে মুরীদ করুন। তিনি আমাকে প্রকাশ্যভাবে মুরীদ করিলেন।" পূর্বে স্বপ্ন যোগে বাতেনীতে মুরীদ হইয়া ছিলাম। এক্ষণে জাহেরাভাবে মুরীদ হইয়া দোকান পসার পরিত্যাগ করতঃ হযরত পীর কেবলার খেদমত থাকিয়া তরিকা শিক্ষা করিতে লাগিলাম।

নূর নবী (ﷺ) এর দীদারে ধন্য হয়ে তাঁর নির্দেশে হযরত পীর সুফি জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর পীর ও মোর্শেদ শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) হাতে স্বপ্ন যোগে বাতেনীতে মুরীদ হয়েছিলেন এবং জাহেরীতেও তাঁর প্রথম মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বাইয়াত হওয়ার দিন থেকে ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়িক জীবন পাল্টে শুরু হয় তাঁর এক অন্যরকম সুফি জীবন। যে কোন নতুন এলাকায় সফরে যাওয়ার পূর্বে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) সেই এলাকার পরিস্থিতি জানার জন্য প্রথমে সেখানে পীর সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কে প্রেরণ করতেন। তিনি তাঁর মুর্শিদের সাহচর্যে থেকে তাঁর সঙ্গে সফর করে দ্বীনের খেদমত করেন এবং এলমে তাসাউফ শিক্ষা করতে থাকেন। একটানা দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পীরের খেদমতে থেকে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের অলিতে পরিণত হন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে পীরের নির্দেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৫.১.৭ প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সড়াইল এবং রামশহর দরবার শরীফে বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্ম গদ্দিনশীন আছেন। কিন্তু সিঙ্গেরগাড়ী দরবার শরীফে

পঞ্চম প্রজন্ম গদ্দীনশন হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। ইহা থেকে বুঝা যায় সুফি জহুরুল হক (রহঃ), পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর মুরিদগণের মধ্যে ছিলেন বয়োজেষ্ঠ্য। বিধায় সহজেই তরিকত তাসাউফ আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন (যদিও ইহা খোদার খাস দয়া)।

৫.১.৮ খেলাফত লাভ ও তরিকত প্রচারে অত্মনিয়োগ

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ শে বৈশাখ পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত লাভ করেন। যেহেতু তিনি তাঁর পীরের প্রথম মুরিদ ছিলেন সেহেতু ধরে নেয়া যায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের পূর্বেই তিনি খেলাফত পেছিলেন। কারণ শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ১৩২০ বঙ্গাব্দে সুফি আহমদজান মুজাদ্দেদি (রহঃ) কে খেলাফতের জামা মোবারক দান করেন এবং একই বছর খাজা ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহঃ) কে মুরিদ করার ও এনায়েতপুরে ওরছ শরীফ করার অনুমতি দেন।

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) আপন পীরের নির্দেশ মোতাবেক রংপুরের সিঙ্গেরগাড়ী গ্রামের নিজ বাড়িতে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠা করে বাইয়াত মুরিদের কাজ শুরু করেন। এভাবেই পীর হিসেবে তাঁর জীবনযাত্রা শুরু হয়।

স্বীয় মুর্শিদের খলিফাদের তালিকায় পীর জনাব শাহ্ সুফি জহুরুর হক (রহঃ)ঃ

সড়াইলের পীর জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ), এনায়েতপুরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রঃ), রামশহরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রঃ) এর পীরভাই ছিলেন সিঙ্গেরগাড়ীর পীর জনাব শাহ্ সুফি

জহুরুল হক (রঃ)। তিনি তাঁর পীরের প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফার মধ্যে ১ নং ক্রমিকের খলিফা ছিলেন।

৫.১.৯ সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার সোনার শেকল সিলসিলা বা পরম্পরায় অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি জহুরুল হক (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামা ও তার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ', নীলফামারী, রংপুর এর গদ্দিনশীন পরম্পরার (খাস খেলাফত এর) **বর্তমান মুল ধারা** নিম্নরুপঃ

১. কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)।
২. কামেল ও মোকাম্মেল পীর শাহ্ সুফি হযরত জহুরুল হক (রহঃ)
৩. হযরত মাওলানা পীর শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন আহমদ ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ)
৪. মুরশিদে বরহক্ব শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ)
৫. পীরে কামেল জ্ঞানসিন্ধু শ্রুতিধর পন্ডিত আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)
৬. শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজি মাদ্দা জিল্লুহুল আলি (বর্তমান গদ্দিনশীন পীরসাহেব)।

৫.১.১০ কুতুবুজ্জামান হযরত শাহ্ সুফি জহুরুল হক সিঙ্গেরগাড়ি (রহঃ) কে নিয়ে লেখা কবিতা

সুফি শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) যে তাঁর পীরের প্রথম মুরীদ ছিলেন এবং পীরের খেদমতে থেকে উচ্চস্তরের ওলীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং পথহারা মানুষ ছাড়াও জ্বীন জাতির মধ্যে হেদায়েতের বাণী পৌঁছায়ে দিয়েছেন এ সম্বন্ধে তাঁর পীরভাই বগুড়া রামশহর দরবার শরীফের বিখ্যাত পীর শাহে কাশ্ফ ডা. কহর উল্লাহ (রহঃ) তাঁর লিখিত **'শেজরা শরীফ' গ্রন্থে ছন্দাকারে উল্লেখ করেন-**

"রঙ্গপুরী বাহাদুর বড়া নেক নাম, কলবে ছলুক শেষ করায়ে তামাম
যার গুনে হেদায়েত জ্বেন এনছান, নাম শুনে ভেগে যায় খবিছ শয়তান
জান মালে প্রথমেতে মুরীদ হইল, জনাব কৃপাতে হেন মর্তবা পাইল
মিঞা জহুরুল হক জামানার হাদী, যার গুণে প্রবাহিত ফয়েজের নদী
কিশোরগঞ্জ পোস্ট সিঙ্গেরগাড়ী গ্রাম, হেদায়েতে ফিরিতেছে আল্লাহর আলম
অগণন নর-নারী মুরীদ যাহার, সে পাক জনাবে মেরা ছালাম হাজার।"

৫.১.১১ কারামতনামাঃ

শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) আধ্যাতিক ক্ষমতাবলে জ্বিন ও ইনসানের মুর্দ্দা কলব জিন্দা করে কলবে আল্লাহর নামের জিকির জারী করার অদ্বিতীয় কারিগর ছিলেন। তাঁর সাহচর্য লাভ করে ইলমে তাসাউফ তথা তরিকায়ে নকশাবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া অনুসরণ করে অসংখ্য মানুষ রসুল (সঃ) এর দীদার লাভ করেন। ইহাই ছিল পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক নকশবন্দী-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর জীবনের সবচেয়ে বড় কারামত । এছাড়াও তাঁর জীবনের কতিপয় কারামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কারামত ১

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর কৃপা ও নেকদৃষ্টির ফলে পীর সুফি শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) সালেকদের কলবে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদানে তেজস্বীতা এবং তাজকিয়ায়ে নফস গঠনে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । তালীম তরবিয়তে তিনি এতই সুদক্ষ ছিলেন যে, সালেককে পহেলা লতিফা কলবের ছবকেই সমস্ত ছুলুক শেষ করাতে পারতেন। তাঁর ফয়েজ ও তাওয়াজ্জহ্ এর গুণে জ্বীন ও ইনসান সহজেই হেদায়েতের নূরের সন্ধান লাভ করত। তিনি ফয়েজের সাগরসম ছিলেন। তাঁর থেকে সদা সর্বদা ফয়েজের ঢেউ প্রবাহিত হত। তাঁর জাকেরগণের কলব তথা লতিফা ও দায়েরা সমূহে সবসময় জিকিরের ঢেউ প্রবাহিত হত। তাঁর ফায়েজ তায়াজ্জোহ্ তে শুধু যে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে তাই নয় অনেক পীরের খলিফা ও পীরজাদাগণ তাদের অপূর্ণ সলুক সমাপ্ত করার জন্য আবার কেহবা তাঁর কাছে নেসবতে জামেয়ার ফায়েজ প্রাপ্তির আশায় আসতেন। ইহা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কারামত।

কারামত ২

শাহ্ জহুরুল হকের (রহঃ) পীরের দিলে দিল মিশিয়ে নিজেকে এতটাই নাই করে দিতে পারতেন যে, তাঁর ছুরতে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে দেখা যেত। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর অন্যতম প্রিয় খলিফা সড়াইলের পীর হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) বর্ননা করেন, রংপুর সিঙ্গের গাড়ীর আমার পীর ভাই শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর নিকট যখন তাঁর ভক্ত মুরিদগণ আসেন তখন তিনি বলেন, *"বাবারা মুই এলাই বাদিয়াটাকে দেখে কি করবে? এই বলে তিনি একটা চাদরে কিছুক্ষণ আবৃত থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন, এখন দেখ! তখন উপস্থিত সকলেই তাকে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ছুরতে*

দেখতেন এবং সেই সময় তিনি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর কন্ঠেই কথা বলতেন।”

কারামত ৩

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর প্রিয় মুরিদ শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর মাধ্যমে নিজের পীরত্ব গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।
ফলে হযরত শাহ্ জহুরুল হকের (রহঃ) এর তাওয়জ্জোহ্ নিমিষেই সালেককে আল্লাহর অলিতে পরিণত করত।
শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর অন্যতম খলিফা মৌলভী কফিল উদ্দিন পন্ডিত (রহঃ) এর পুত্র মৌলভী আব্দুল হামিদ প্রধান সাহেব তাঁর লিখিত হযরত গাজী পীর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শহীদ (রহঃ) এর জীবনীগ্রন্থ "শহীদ স্মৃতিকাব্য" তে উল্লেখ করেছেন -

“আমার মুর্শেদ জহুরুল হক, নজরে যাহাকে দেখেছে,
সে দুনিয়ার মাঝে পলকের মাঝে কামেল দরবেশ হয়েছে।
রংপুর জেলার উত্তর পশ্চিমে, খ্যাত সিঙ্গের গাড়ি গ্রামে
পাক মাজার আছে, মশহর গুনে নামে।"

কারামত ৪

বগুড়া রামশহর দরবার শরীফের গদ্দিনশীন পীর জনাব হযরত মজিবর রহমান (রহঃ) ২০০৫ সালে বর্ণনা করেন, একবার রামশহর দরবার শরীফে ভয়াবহ কলেরা শুরু হয় এবং কয়েকজন মানুষ মারা যায়। তখন দরবার শরীফ এর পীরে কামেল ডাঃ কহর উল্লাহ (রহঃ) তাঁর পীরভাই রংপুর ‘সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর মোকাম্মেল পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) কে স্মরণ করেন। আধ্যাত্মিক এই স্মরণের ফলে কোথা থেকে যেন পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আযান

দিলেন। সেদিন থেকে রামশহর দরবার শরীফে হতে কলেরা রোগ চিরতরে বিতারিত হয়েছে।

কারামত ৫

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর ইন্তেকাল এর পর তাঁর ছাহেবজাদা আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হোসেন (রহঃ) 'শাহ্ জহুরুল হক রহঃ এর জীবন চরিত' রচনা করেন। সেখানে খলিফাদের নামের তালিকাও লিপিবদ্ধ করা হয়। জীবনী গ্রন্থ প্রিন্ট করার পর রাতেই শাহ্ জহুরুল হক রহঃ লেখক আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হোসেন (রহঃ) কে বলেন,'বাবা তুমি তো আমার জীবনী লিখলে, সেখানে খলিফাদের তালিকায় যে আমার একজন খলিফার নাম বাদ পড়েছে, তখন লেখক জিঙ্গেস করেন বাবা, কোন খলিফার নাম বাদ পড়েছে? শাহ্ জহুরুল হক রহঃ তখন, বগুড়া মোকামতলা এলাকার চকপাড়া গ্রামের ‘হাজী দৌলতজ্জামান’ এর নাম বলেন। লেখক বলেন, বাবা আমি তো তাকে খাদেম মনে করেছি, শাহ্ জহুরুল হক রহঃ পূণরায় বলেন, না বাবা সে আমার খলিফা, আমি তাকে খেলাফত দিয়েছি। লেখক পরেরদিন গদ্দিনশীন পাগলা পীর ছমির উদ্দিন রহঃ এর নিকট স্বপনের ঘটনা বর্ণনা করেন। সেই সময় ম্যানুয়ালী প্রেসের ডায়াসে প্লেট তৈরি করে বই-পুস্তক প্রিন্ট করতে হত। তখন প্রেসে যোগাযোগ করে খলিফাগণের নামের তালিকার ডায়াসের প্লেট পরিবর্তন করে ঐ পাতাটি পূণরায় প্রিন্ট করা হয় এবং প্রিন্টকরা সকল কপি থেকে খলিফাগণের নামের আগের তালিকার উক্ত পাতাটি সরিয়ে নতুন পাতা সংযোজন করে দেয়া হয়।

৫.১ উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর অবদান

৫.১.১ পীর-মুরিদের মহব্বতের অনন্য নিদর্শন

কুতুবুজ্জামান হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়্যাজেদ আলী মেহেদীবাগী আল ওয়াইসী (রহঃ) এর প্রথম মুরিদ ও অন্যতম খলিফা হাদীয়ে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম গবেষণার বিশাল এক ভান্ডার। কিন্তু তাকে নিয়ে বড় পরিসরে এবং সুনির্দিষ্ট কোন গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়নি এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে উহা উপস্থাপন করা খুবই দুরহ ব্যাপার। শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবনী আলোচনায় তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর আলোচনা যেমন অনস্বীকার্য ঠিক তেমনি পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবনী আলোচনায় তাঁর আত্মপ্রকাশ থেকে শুরু করে দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যদি জহুরুল হক (রহঃ) এর নাম না আসে তাহলে তা হবে অসম্পূর্ণ। মূলত পীরের প্রতি মুরীদের অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং মুরীদের প্রতি মুর্শিদের অশেষ স্নেহ ও সন্তুষ্টির অপূর্ব নিদর্শন হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ও হযরত শাহ্ জহুরুল হক সিঙ্গেরগাড়ী রংপুরী (রহঃ)। তাদের ওফাতের এতদিন পরে এসেও কোন লেখক, গবেষক এই মহান পীর ও মুরীদের সম্পর্কে কোন ব্যবচ্ছেদ করতে সক্ষম হয় নাই। পীর-মুরিদের মহব্বতের নিদর্শনের এই ফলাফল তাদের জীবদ্দশাতেই শেষ হয়ে যায় নাই বরং আজও আছে এবং চিরকাল অটুট থাকবে।

৫.১.২ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) বাতেনি ঠিকানা 'সিঙ্গেরগাড়ী'

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) প্রায় সবসময়ই তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সঙ্গে সফরে থাকতেন।

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর মুর্শিদ কে বলতেন, 'হুজুর সব মুরিদের বাড়িতে যান, আমাকেও নিয়ে যান, আমার গরীবখানায় দয়া করে যদি একবার তাশরিফ নিতেন। তখন পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর এই প্রিয় মুরিদ কে বলতেন, বাবা, আমি জাহেরিতে তোমার বাড়ি যাবনা, কিন্তু বাতেনিতে সব সময় থাকব।' সুতরাং পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বাতেনি ঠিকানা হলো 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ'।

৫.১.৩ সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

উত্তর বাংলায় পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার তরিকত তাসাউফ প্রচার ও প্রসারে যে সকল দরবার শরীফ ভুমিকা রাখছে সেগুলোর মধ্যে 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' অন্যতম। এই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) একজন জবরদস্ত অলি-আল্লাহ ছিলেন। ইহা নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারার একটি দরবার। পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর ওফাতের পর তাঁর নামে 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' নামকরণ করা হয়।

রংপুরের শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি (১৮০০-১৮৭৩) এর পর উত্তরবঙ্গে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারায় তরিকত তাসাউফের সবচেয়ে বড় খেদমত হয়েছে পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর এর

মাধ্যমে। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' থেকে এবং অদ্যাবধী হচ্ছে।

বর্তমানে 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি ধারায় তাসাউফের সুখ্যাতিমান দরবার হিসাবে পরিচিত।

৫.১.৪ এলমে মারেফত শিক্ষা প্রদান

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহদৌবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর শেখানো পদ্ধতি অনুসরন করে জাকেরগণকে ছবক ও আমল শিক্ষা দিতেন এবং চর্চা করাতেন।

তার নিকট সাধারণ মানুষ সহ অনেক নামকরা মাওলানা, মুফতি, হাদিস বিশারদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চেয়ারম্যান সহ নেতৃস্থানীয় অনেক মানুষ বাইয়াত মুরিদ হয়ে ইলমে মারেফত অর্জন করে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তারা এবং তাদের উত্তরসুরীগণ উত্তর বঙ্গসহ সারা বাংলাদেশে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সিঙ্গেরগাড়ি সিলসিলার ঝান্ডা উচুঁ করে ধরে রেখেছেন।

৫.১.৫ তরিকত তাসউফের ভৌগোলিক প্রসার

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) স্থানীয় কোন পীর ছিলেন না। তাঁর এলমে লাদুন্নীর বিস্তার সেই সময়ের বৃহত্তর রংপুর জেলার গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলায় এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে স্বশরীরে সফর করে তরিকা প্রচার করেছেন।

সারা বাংলাদেশ সহ ভারতের অনেক জায়গায় তাঁর মুরিদ-মুরিদান ছিল। অধিকন্তু জ্বীন জাতির মধ্যেও তাঁর অনেক জাকের-ভক্ত ছিল।

৫.২.৬ নিজ আওলাদগণ কে তরিকতের খেদমতে উৎসর্গ করাঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অনুবাদঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।" (তাহরিম: ৬৬:৬)

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) আল্লাহ্ পাক এর এই আদেশ পালনে নিজের পুরো পরিবারকে এলমে লাদুন্নীতে শিক্ষাদান করেছিলেন। এটা তাঁর বড় সাফল্য। সমসাময়িক অনেক পীরগণ পুরোপুরি এইরুপ করতে সক্ষম হননি।

৫.২.৭ খেলাফত প্রদানঃ

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) সারা জীবন রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সত্য তরিকা প্রচার করেছেন। নিজের ইন্তেকালের পরও যেন এই সিলসিলার ধরাবাহিকতা বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা করার জন্য তিনি গদ্দিনশীন হিসেবে শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) কে এবং ৪৬ জন মুরিদকে খলিফা নিযক্তি করেন। তাঁর এজাজতপ্রাপ্ত খলিফাগণও তরিকত প্রচারের এই ধারাবহিকতা বজায় রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, মেহেদীবাগী সিলসিলার তথা পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহদেীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ৬৯ জন খলিফার মধ্যে পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) ছাড়া অন্য কেহই তাদের জীবদ্দশায় এত সংখ্যক খলিফা নির্ধারণ করে যাননি।

জনাব হযরত পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত খলিফাগনের নামঃ

১। হযরত মাওলানা কাজী মানিক উল্যা সাহেব (রঃ)
২। হযরত মাওলানা নাদের আলী মণ্ডল (রঃ)

৩। হযরত মাওলানা কারামত আলী ডাঃ (রঃ)
৪। হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মেহের উল্লাহ সাহেব (রঃ)
৫। হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুছ মিয়া (রঃ)
৬। হযরত মাওলানা হামেদ আলী সরকার (রঃ)
৭। হযরত মাওলানা ছোলায়মান খাঁ (রঃ)
৮। হযরত মাওলানা দৌলতজ্জামান (রঃ)
৯। হযরত মাওলানা সৈয়দ নৈমুজ্জামান সাহেব (রঃ)
১০। হযরত মাওলানা নমির উদ্দিন সাহেব (রঃ)
১১। হযরত মাওলানা মুন্সি কেফারু মিয়া ওরফে করিমউল্যা (রঃ)
১২। হযরত মাওলানা মুন্সি নাছের উদ্দিন দরবেশ (রঃ)
১৩। হযরত মাওলানা দিদার মোঃ সরকার (দরবেশ) (রঃ)
১৪। হযরত মাওলানা কেশমত উল্যা সরকার (রঃ)
১৫। হযরত মাওলানা সায়েব উল্যা (দরবেশ) (রঃ)
১৬। হযরত মাওলানা আলহাজ্জ মওলানা রহিম বক্স (রঃ)
১৭। হযরত মাওলানা ওয়ায়েশ উদ্দিন দরবেশ (রঃ)
১৮। হযরত মাওলানা আব্দুল আলী প্রধান (রঃ)
১৯। হযরত মাওলানা মুন্সি আব্দুল খবির (রঃ)-আসাম
২০। হযরত মাওলানা শাহ্ নবির উদ্দিন ফকির (রঃ)
২১। হযরত মাওলানা ইলিয়াছ হোসেন তালুকদার (রঃ)
২২। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী তালুকদার (রঃ)
২৩। হযরত মাওলানা কফুর আলী শাহ্ (রঃ)
২৪। হযরত মাওলানা ফজলে রহমান তালুকদার (রঃ)
২৫। হযরত মাওলানা জয়েন উদ্দিন মুন্সি (রঃ)
২৬। হযরত মাওলানা হাছেন আলী দরবেশ (রঃ)
২৭। হযরত মাওলানা মছির উদ্দিন খন্দকার (রঃ)
২৮। হযরত মাওলানা ডাঃ নকিমুল্লাহ (রঃ)
২৯। হযরত মাওলানা দারাজত উল্লা খন্দকার (রঃ)
৩০। হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান খন্দকার (রঃ)
৩১। হযরত মাওলানা এলাহী বকস্ (রঃ)

৩২। হযরত মাওলানা মছির উদ্দিন সীরাজী (রঃ)
৩৩। হযরত মাওলানা দরবেশ আলিম উদ্দিন (রঃ)
৩৪। হযরত মাওলানা মওলানা ছমির উদ্দিন (গিরাই) (রঃ)
৩৫। হযরত মাওলানা শেখম্ আলী শাহ্ (রঃ)
৩৬। হযরত মাওলানা মুন্সি মছির উদ্দিন (রঃ)
৩৭। হযরত মাওলানা এছরাব আলী (রঃ)
৩৮। হযরত মাওলানা ফকির মোহাঃ (রঃ)
৩৯। হযরত মাওলানা শাহ্ ছলিম উদ্দিন (রঃ)
৪০। হযরত মাওলানা হাজী খাদেম হোসেন (রঃ)
৪১। হযরত মাওলানা মুন্সি তাহের পণ্ডিত (রঃ)
৪২। হযরত মাওলানা মুন্সি খোদা বকস্ (রঃ)
৪৩। হযরত মাওলানা কফিল উদ্দিন পণ্ডিত (রঃ)
৪৪। হযরত মাওলানা নঈম উদ্দিন আহম্মদ (রঃ)
৪৫। হযরত মাওলানা মোবারক আলী (রঃ)
৪৬। হযরত মাওলানা ইব্রাহীম নুরী (রাধা নগরী) (রঃ)

৫.২.৮ গদ্দিনশীন নিযুক্তকরণঃ

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) স্বীয় মুর্শিদ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ইশারায় তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত বড় ছাহেবজাদা শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) কে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

৫.২.৯ বেসালে হক প্রাপ্তি বা শেষ যাত্রাঃ

এই নশ্বর দুনিয়া থেকে সকল প্রাণিকে একদিন বিদায় নিতে হয়। ইহা মহান মালিকের অমোঘ বিধান। সেই সত্যকে বরণ করে মহান অলি হযরত শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ মোতাবেক আরবি ১৬ই সাওয়াল রোজ শুক্রবার সকালে সন্তান-সন্ততি এবং অসংখ্য মুরীদ খলিফা ও

ভক্তদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এই নশ্বর দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে খাতেমাবিল খায়ের প্রাপ্ত হয়ে মহান মালিকের সান্নিধ্যে চির প্রস্থান করেন।

৫.২.১০ মাজার শরীফঃ

হযরত শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) কে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দরবার শরীফে দাফন করা হয়। সেখানেই তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। ভক্ত আশেকজন মাত্রই খালেস দেলে তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করলে অফুরন্ত ফায়েজ প্রাপ্ত হন।

তার মাজার শরিফে একই ছাদের রিচে আরও যারা শায়িত আছেন তারা হলেন, পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা জহুরুল হক (রহঃ) এর প্রথম সহধর্মিনী মরহুমা আমিরোন নেছা (রহঃ)। দ্বিতীয় সহধর্মিনী মরহুমা আজিরোন নেছা (রহঃ)। প্রথম পুত্র শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ)। চতুর্থ পুত্র শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ডা. জোবেদ হোসেন (রহঃ)। পঞ্চম পুত্র শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন (রহঃ)। কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা আফতাবুজ্জামান (রহঃ)। নাতি এবং পাগলাপীর ছমির উদ্দিন রহঃ এর ৩য় পুত্র শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা হবিবার রহমান (রহঃ)। নাতনী মরহুমা নার্গিস বেগম (রহঃ)। নাতি বউ (পীর সুফি আঃ আজিজ রহঃ এর স্ত্রী) মরহুমা উলফাতুন নেছা (রহঃ)। এবং খাদেম মোঃ হারেছ উদ্দিন (রহঃ)।

পীর হযরত শাহ মুহাম্মদ জহুরুল হক (রহঃ) এর মাজার শরীফ ও মসজিদ, সিঙ্গেরগাড়ী, রংপুর।

৫.২.১১ তরিকত প্রচারে স্ববংশীয় অধঃস্তন আওলাদগণের অবদানঃ

তার ছাহেবজাদা গণ সকলেই ধার্মিক ছিলেন। কেহ কেহ উচ্চ দরজার অলি-আল্লাহ্ ছিলেন এবং তাদের বংশীয় ৫ম অধঃস্তন আওলাদগণ পর্যন্ত যথাযথভাবে নকশন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা বিস্তারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, তাঁর ৪র্থ অধঃস্তন গদ্দিনশীন আওলাদগণ পর্যন্ত প্রায় সবাই অনেক মুরিদ কে খেলাফত প্রদান করে নিজ নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখছেন। গদ্দিনশীন ছাড়াও তার আওলাদগণের মধ্যে যারা স্ব-প্রণোদিত হয়ে তরিকার খেদমত করছেন; তাদের বিষয়ে বিবরন তুলে ধরা সম্ভব হলোনা। তাঁর স্ববংশীয় অধঃস্তন গদ্দিনশীন পরস্পরার কয়েকজনের বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

৫.২.১২ শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ)ঃ

শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর বয়োঃপ্রাপ্ত ৮ জন সন্তানের মধ্যে পাগলাপীর খ্যাত গদ্দিনশীন শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) ছিলেন জেষ্ঠ্য। জনাব শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) বাংলা ১৩০০ সালে সিঙ্গের গাড়ী জহুরীয়া দরবার শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশব হইতে তিনি অত্যন্ত সৎ ও ভাবুক ছিলেন। তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত কোন পাগল ছিলেননা। তিনি সব সময় আজিজি এনকেছারির হালতে থাকতেন, বিধায় তাঁর মধ্যে মজ্জুবী হাল প্রকাশ থাকতো, আর এজন্যই লোকসমাজে তিনি পাগলাপীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মজ্জুবী হাল অনেক সময় এতটাই বৃদ্ধি পেত যে, তিনি নিজের পরিবার পরিজন কাউকেই চিনতেন না।

আধ্যাত্মিকতার তাওয়াজ্জুহ্ লাভঃ

পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এক সফরে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া গ্রামে তাঁর খলিফা ও জামাতা জনাব সুফি তোজাম্মেল আলী চৌধুরী (রঃ) এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে চার বছরের শিশু ছেলে সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) তাঁর পিতা শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) খানা খাওয়া শেষে নিজের প্লেটের অবশিষ্ট সবটুকু দুধভাত সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) কে নিজ উরুতে বা কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নিজে সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) কে তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করে বলেছিলেন, তুই তো আমার নাতি, তোর বাপ চাচারা তো আমার সব ধন-রত্ন (তাসাউফের মালামাল) নিয়ে গেছে, তোকে আমি আর কি দিব, যাহ! আমি তোকে আমার মাথাটা দান করলাম। সৈয়দ ওয়াজেদ

আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) টাক মাথা ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর মাথায় চুল ছিলনা। পরবর্তীতে দেখা গেছে মাত্র ৭ বছর বয়সে সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর মাথায় টাক পড়ে যায়। অদ্যাবধী সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর পরবর্তী গদ্দিনশীন গণ এর মাথায় টাক পড়ে যায় বা চুল থাকেনা।

লকব সমূহঃ

তরিকত তাসাউফে শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) এর লকব সমূহ ছিল- কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ছোবহানী, খাজায়েনে রহমত, হাদিয়ে আগা, রৌশনেজ্জমির, আফজলে জামানিয়ন্দ, হযরত এবং মাওলানা।

তরিকা প্রচারের দায়িত্ব পালনঃ

শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সুচারুরুপে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আমলে 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর দাওয়াতি কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পিতার মতই জ্বীন জাতির মধ্যেও তাঁর অনেক জাকের-ভক্ত ছিল।

তিনি তাঁর নিজ আওলাদ এবং জাকের গণের মধ্য হতে যোগ্য ব্যক্তিগণকে খেলাফত প্রদান করেছেন এবং স্বীয় ছাহেবজাদা সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ) কে খেলাফত প্রদান করে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) এর ছাহেবজাদাগণ

শাহ্ সুফি পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) এর ছাহেবজাদা ৭ জন। তারা হলেন-

১. **শাহ্ সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ)**
২. শাহ্ সুফি মজিবর রহমান (রহঃ)

৩. শাহ্ সুফি হাফিজুর রহমান (রহঃ)
৪. শাহ্ সুফি রুহুল আমীন (রহঃ)
৫. শাহ্ সুফি হবিবর রহমান (রহঃ)
৬. শাহ্ সুফি আব্দুল মান্নান (রহঃ)
৭. শাহ্ মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম মাস্টার (মাঃ আঃ)

খেলাফত প্রদান

যোগ্য বাবার সুযোগ্য উত্তরসুরী শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) সিলসিলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাঁর ছাহেবজাদা এবং মুরিদ সন্তান গণকে তরিকতের প্রশিক্ষণ দিয়ে কামালিয়াতের দরজায় পৌছাঁইতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই সকল মুরিদগণের মধ্য থেকে খেলাফতের অধিকতর যোগ্য ৩৪ জন মুরিদকে তিনি খেলাফত প্রদান করেছিলেন।

তার খেলাফত প্রাপ্ত খলিফা গণের তালিকাঃ

১। হযরত মাওলানা নকির উদ্দিন সাহেব (রঃ)
২। হযরত মাওলানা দানেশ উদ্দিন কাজী সাহেব (রঃ)
৩। হযরত মাওলানা আজিম উদ্দিন সাহেব (রঃ)
৪। হযরত মাওলানা নুরুল হক মণ্ডল সাহেব (রঃ)
৫। হযরত মাওলানা তমিজ উদ্দিন ফকির (রঃ)
৬। হযরত মাওলানা আজিজার রহমান (রঃ)
৭। হযরত মাওলানা জহির উদ্দিন মোল্লাহ (রঃ)
৮। হযরত মাওলানা তালেব আলী শাহ্ ফকির (রঃ)
৯। হযরত মাওলানা আবেদ আলী (রঃ)
১০। হযরত মাওলানা মফিজ উদ্দিন চৌঃ (রঃ)

১১। হযরত মাওলানা নায়েব উল্যা (দরবেশ) হরিপুর (রঃ)
১২। হযরত মাওলানা হাফেজ উদ্দিন তালুকদার (রঃ)
১৩। হযরত মাওলানা গোলাম রহমান দরবেশ (রঃ)
১৪। হযরত মাওলানা মিছির উদ্দিন ফকির (রঃ)
১৫। হযরত মাওলানা আছব আলী দরবেশ (রঃ)
১৬। হযরত মাওলানা কেরামত আলী (রঃ)
১৭। হযরত মাওলানা মোবারক আলী সরকার (রঃ)
১৮। হযরত মাওলানা ভেলু মণ্ডল দরবেশ (রঃ)
১৯। হযরত মাওলানা মনছুর আলী প্রামানিক (রঃ)
২০। হযরত মাওলানা করিম উদ্দিন ফকির (রঃ)
২১। হযরত মাওলানা মরহুম আবির উদ্দিন প্রামানিক (রঃ)
২২। হযরত মাওলানা মাহমুদ মন্ডল ওরফে মামদি মন্ডল (রঃ)
২৩। হযরত মাওলানা মোবারক আলী (রঃ)
২৪। হযরত মাওলানা তৈয়বর রহমান (রঃ)
২৫। হযরত মাওলানা ময়েন উদ্দিন (রঃ)
২৬। হযরত মাওলানা এছাহাক আলী (রঃ)
২৭। হযরত মাওলানা ইহছান উদ্দিন পণ্ডিত (রঃ)
২৮। হযরত মাওলানা মোওমিন উদ্দিন (রঃ)
২৯। হযরত মাওলানা মফিজ উদ্দিন (রঃ)
৩০। হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান (রঃ)
৩১। হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ (রঃ)
৩২। হযরত মাওলানা আলহাজ্জ নফছের উদ্দিন (রঃ) (ইনি মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন)
৩৪। হযরত মাওলানা মিয়াজন আলী (রঃ)

শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) এর এর খাদেমঃ

১. মৌঃ ফকির মোঃ মোজাফফরপুরী
২. ছফর উদ্দিন দরবেশ সাহেব রংপুরী।

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) এর কারামতনামা

(এক)

সেই সময় শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) এর ঘরের চালার ছাউনি ছিল খড়ের। তিনি অনেক সময় বৃষ্টির দিনে ঘরের খড়ের ছাউনির একটি চালা খুলে রাখতেন, লোকেরা বললে বলতেন, এই চালা দিয়ে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলব। বৃষ্টির শেষে দেখা যেত তাঁর ঘরের ঐ চালা দিয়ে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির পানি এক ফোটাও পড়েনি।

(দুই)

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) জীবদ্দশায় কুপ থেকে পানি উঠিয়ে ওরছ শরীফের রান্না করতে হত। ওরছ শরীফের রান্নায় অনেক পানির প্রয়োজন হত। অতিরিক্ত পানি উঠানোর ফলে একটা পর্যায়ে কুপের পানি শেষ হয়ে কুপের নিচে মাটি বের হয় এবং নিচ থেকে কুপে পানি আসা বন্ধ হয়। রান্নার জন্য তখনও অনেক পানির প্রয়োজন। রান্নার কাজে নিয়োজিত লোকজন পানির জন্য সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) কে বললেন, তিনি বললেন, *"আমি তো পানির মালিক নই, যিনি পানির মালিক তাঁর কাছে পানি চাও।"*

জাকেরগণ তাঁর নিকট যখন পানির জন্য বার বার বলতে লাগলেন, তখন একটা পর্যায়ে তিনি একটা ব্যতিক্রমী চিৎকার দেন, চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মুখে থাকা একটি আমগাছ ফেটে দিখন্ডিত হয়ে তাঁর ভেতর থেকে প্রবল বেগে পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটাছুটি করে যিনি যেভাবে পাড়লেন সেই পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলেন। বাড়ি গিয়ে পানির পাত্র নিয়ে এসে যদি পানি না পায় এই আশংকায় উপস্থিত অনেকে নিজের শরীরের জামা কাপড় ভিজিয়ে পানি নিয়ে দৌড় দিয়ে বাড়ি গিয়ে কাপড় চিপিয়ে পানি সংরক্ষণ করেন এবং পানির পাত্র নিয়ে এসে পূণরায় পানি নিয়ে যান।

সেই পানি দিয়ে ওরছ শরীফের রান্নার পানির প্রয়োজন মিটল। অধিকন্তু; চারদিন যাবৎ প্রবাহিত এই পানির দ্বারা নিকটস্থ একটি পুকুর ভরে গেল। উল্লেখ্য, আমগাছটি হযরত শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ)-এর মাজার শরীফের পাদদেশে ছিল এবং তাঁর পার্শ্বে এখনও সেই ঐতিহাসিক পুকুরটি আছে, যা গাছফাটা পানিতে ভরে গিয়েছিল।

(তিন)

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার ১ নং কাগইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের জনাব আব্দুল জলিল এর পিতা নিঃসন্তান ছিলেন। শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) উক্ত এলাকায় গরুর গাড়িতে করে সফর করতেছিলেন। চেয়ারম্যান সাহেবের বাবা ও চাচা তাকে বড়িতে দাওয়াত নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। এক পর্যায়ে গাড়ি থেকে গরু সরিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের বাবা ও চাচা দুজন দুই গরুর জায়গায় কাঁধ লাগিয়ে গাড়িটি তাদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) গাড়ি থেকে নামতেছিলেননা। তখন চেয়ারম্যান সাহেবের দাদী এসে তাদের বাড়িতে তশরিফ নেওয়ার জন্য

জোড়হাত করে অনুরোধ করেন। সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) তখন বলেন, বুঝেছি তোমার ছেলের বাচ্চা হয়না, তোমরা বাচ্চা নিবে, এই জন্য আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ, এজন্যই তো আমি আসতে চাইনি। আকাশের দিকে তাকাও, যে নামগুলি পছন্দ হয়, সেগুলি ধরো। চেয়ারম্যান সাহেবের দাদী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, অসংখ্য নাম ভেসে বেড়াচ্ছে, তিনি আঃ জলিল, আলতাফুন্নেছা সহ আরও একটি নাম পছন্দ করেন। পরবর্তীতে আলল্লাহর রহমতে চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল এর পিতা দুই ছেলে এবং এক কন্যার জনক হন।

বর্ণিত আঃ জলিল সাহেবের বয়স যখন ৭ বছর তখন থেকেকেই সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) তাকে চেয়ারম্যান বলে ডাকতেন। আঃ জলিল সাহেবের পিতা বলতেন হুজুর ও তো ছোট মানুষ, ওকে চেয়ারম্যান বলেন। শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন আহমেদ (রহঃ) বলেছিলেন, *"বড় হয়ে সে কাগইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হবে।"* কালক্রমে তাই হয়েছে।

(চার)

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার ১ নং কাগইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের জনাব আব্দুল জলিল সাহেব এর ছোটবেলার ঘটনা। সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) কে আব্দুল জলিল সাহেব দাদা বলে ডাকতেন। আর আব্দুল জলিল সাহেব কে সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) নাতি বলে সম্বোধন করতেন। সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) একদিন আব্দুল জলিল সাহেব কে পথের পাশের একটি পুরাতন গাছ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, নাতি ঐ গাছে হাত দিয়ে বলবে যে, এই দিক দিয়ে 'পাগলা হুজুর' যাবে। আব্দুল জলিল সাহেব অনুরুপ বললেন, কিছুক্ষণ পর দেখা গেল গাছ থেকে গায়ের চামড়া ঢিলা অনেক বৃদ্ধ একটি সাপ নেমে চলে গেল। আব্দুল জলিল সাহেব বললেন, দাদা এটা কি? তখন তিনি বললেন, এটা একটা বৃদ্ধ জ্বীন, বহুদিন যাবৎ এখানে থাকতো, এখানকার অনেক

মানুষের ক্ষতি করেছে, জ্বীনটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের এলাকার উপকার করলাম।

(পাঁচ)

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পিংলু (কাকড়া) গ্রামের নূরুল হক মন্ডল সাহেব মামলা-মোকদ্দমার কাজে বগুড়া কোর্টে যেতেন।

বগুড়ার ঠনঠনিয়ার ভাই পাগলা (রহঃ) এর সাথে নূরুল হক মন্ডল সাহেব এর সাক্ষাৎ হয়।

ভাই পাগলা (রহঃ) তাকে মিষ্টি জাতীয় একটা কিছু দিয়ে বলেন এটা খাও, আমি তোমার পক্ষে মামলার রায় হিসেবে এটা দিলাম। নূরুল হক মন্ডল সাহেব তখন ভাই পাগলা (রহঃ) কে বলেন, মামলার স্বাক্ষী-শুনানী কিছুই তো হয়নি। শুনে ভাই পাগলা (রহঃ) বলেন, "সব হবে, মামলার রায় তোমার পক্ষে হবে, কিন্তু আমি তখন দুনিয়ায় থাকবনা। তুমি আমার ভাই রংপুরের ছমির পাগলার নিকট যাবে।

একটা সময় ভাই পাগলা ওফাত লাভ করলেন। নূরুল হক মন্ডল সাহেব রংপুরের ছমির পাগলাকে খুঁজতে লাগলেন। তখনকার সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। কাউকে সহজে খুঁজে বের করা সহজ সাধ্য ছিলনা। তিনি একটা সময় ছমির পাগলার তথ্য পেয়ে রংপুরের সিঙ্গেরগাড়ী গ্রামে গেলেন। দরবার শরীফে মুসাফিরখানা চালু ছিল। নূরুল হক মন্ডল কয়েকদিন দরবারে অবস্থান করলেন। আর মনে মনে 'ছমির পাগলা' কে খুঁজতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, ভাই পাগলা আমাকে যার কথা বলেছেন তাকে তো দেখিন। একদিন একটা পর্যায়ে তিনি সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর সাক্ষাৎ পেলেন। তখন তিনি সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর নিকট ভাই পাগলা (রহঃ) এর সাথে তাঁর ঘটে যাওয়া ঘটনা খুলে বলে তাঁর নিকট বায়াৎ হতে চাইলেন। কিন্তু সেই যাত্রায় তিনি নূরুল হক মন্ডল কে মুরিদ না করে বিদায় করে দেন।

বেশ কিছুদিন পর নূরুল হক মন্ডল আবার সিঙ্গেরগাড়ি গ্রামে যান। কিন্তু তাঁর কয়েকদিন আগে পাগলাপীর সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) ইন্তেকাল করেছেন। নূরুল হক মন্ডল সাহেব খুবই মর্মাহত হলেন। তখন তিনি সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর বড় ছাহেবজাদা সিঙ্গেরগাড়ী দরবার শরীফের তৎকালীন গদ্দিনশীন পীর শাহ্ মুহাম্মদ আঃ আজিজ (রহঃ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহন করেন এবং পীরের নির্দেশে সুফি ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করে ফিরে আসেন। বগুড়ার কোর্টের সেই মামলার রায় পরের তারিখে নূরুল হক মন্ডল সাহেব এর পক্ষে হয় ।

পাগলাপীর ছমির উদ্দিন (রহঃ) এর ওফাত লাভঃ

শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) বাংলা ১৩৬৩ সনের ২ ভাদ্র, মোতাবেক ৯ই মহররম রোজ শুক্রবার আশুরার দিনে খাতেমাবিল খায়ের প্রাপ্ত হয়ে মহান মাশুকের নিকট প্রস্থান করেন। তাঁর নামানুসারে তাঁর বসতি এলাকা ছমিরনগর বলে পরিচিতি লাভ করে।

৫.২.১৩ বগুড়া শহরের ‘ভাই পাগলা’ প্রসঙ্গ

বগুড়া শহরের কানুছগাড়ি এলাকায় এক মজ্জুব পাগল থাকতেন। তাঁর জন্মস্থান বা আত্মীয় স্বজনের পরিচয় কেউ জানতেন না। লম্বা দাড়ি আর গোঁফওয়ালা এই মজ্জুব দরবেশ প্রায় নগ্ন হয়ে বা চট/ছালা পড়ে সমস্ত বগুড়া শহর ঘুরে বেড়াতেন। তিনি কোন রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে ফু দিলে, চিমটি কাটলে, লাথি মারলে সেই রোগগ্রস্থ ব্যক্তি সুস্থ্য হতেন। তিনি নিচু স্বরে কথা বলতেন। তাকে আগে সালাম দেওয়ার কেউ সুযোগ পেতেননা। মানুষের সাথে দেখা হলে তিনিই প্রথমে ছোট শব্দে বলতেন *“ভাই সালাম”* । এই জন্য তিনি ‘ভাই পাগলা’ নামে সুপরিচিত ছিলেন।

কথিত আছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় 'ভাই পাগলা' বলতেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এজন্য পাকিস্তানী বর্বর আর্মিরা 'ভাই পাগলা' কে শেরপুরের ক্যাম্প অতিক্রম করার সময় রিকশা থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি করেছিলে। একটা গুলিও ফোটেনি বা সফল হয়নি। পাকিস্তানী আর্মিরা তাকে ছেড়ে দেয়। চলে যাওয়ার সময় পাকিস্তানী আর্মিদেরকে তিনি বলেছিলেন, *"ভাই বাংলাদেশ"*।

ভাই পাগলা ২২ কার্ত্তিক ১৩৮১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৬ মে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ভাই পাগলার ভক্ত অনুরাগীরা দক্ষিণ বগুড়ার ঠনঠনিয়ার বায়তুর রহম জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করেন। এখানেই তাঁর মাজার শরীফ সুরক্ষিত আছে। কথিত আছে যে, দক্ষিণ বগুড়ার ঠনঠনিয়ায়, বগুড়ার শেরপুর উপজেলায়, পাবনা জেলায়, শেরপুর জেলায় এবং নেত্রকোনা জেলায় একই দিনে একই সময়ে ভাই পাগলার জানাজা ও দাফনক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং পাঁচ জায়গাতেই 'ভাই পাগলার' মাজার শরীফ রয়েছে।

৫.২.১৪ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ)

অলিয়ে কামেল শাহ্ সুফি জহুরুল হক রহঃ (তিনি স্বীয় পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর নামের শেষাংশের সাথে মিলিয়ে জহুর আলী বলে নিজের পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন বলে জানা যায়) এর স্নেহধন্য বড় নাতি এবং শাহ্ সুফি ছমির উদ্দিন ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) এর জেষ্ঠ্য ছাহেবজাদা শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ)ছিলেন 'সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর তৃতীয় গদ্দিনশীন পীর। তাঁর দাদা শাহ্ সুফি জহুরুল হক রহঃ যখন পরিপূর্ণ মোকাম্মেল পীর এবং তাঁর পিতা সুফি ছমির উদ্দিন যখন পুরোপুরী মজ্জুব তখন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তিনি এই ধরাধামে তাশরিফ আনেন। তিনি ইসলাম ধর্মের একজন প্রখ্যাত তর্কবাগীশ (বাগবীর) ছিলেন।

পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর দাওয়াতি কার্যক্রম কে অধিকতর বেগবান করেন। তাঁর আমলে তাঁর দাদা এবং বাবার মুরিদ-মুরিদান এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর নিজের হাতে বাইয়াত করা মুরিদগণ। ফলে দরবার শরীফের জাকের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এজন্য জাকেরগণের খেদমতে তথা তাসাউফ শিক্ষাদানে তিনি নিজ সন্তানগণকে নিয়োজিত করেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন তাঁর ছাহেবজাদা সুফি শাহ্ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)।

তিনিও তাঁর পিতার পথ অনুসরন করে নিজ আওলাদ এবং জাকের গণের মধ্য হতে যোগ্য ব্যাক্তিগণকে খেলাফত প্রদান করেছেন এবং স্বীয় ছাহেবজাদা সুফি শাহ্ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) কে খেলাফত প্রদান করে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

লকব সমূহঃ তরিকত তাসাউফে শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) এর লকব সমূহ -

পীরে কামেল, আরেফে মোকাম্মেল, আমিরে মারেফত, কাশফের সম্রাট, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ছোবহানী, বাগবীর, তরকবাগিস, খুরশিদে এস্কাশ, হযরত এবং মওলানা।

গদ্দিনশীন নিযুক্তকরণঃ

শাহ্ সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ) ২ পুত্র এবং ৫ কন্যা সন্তানের জনক।

তিনি তাঁর ছোট ছেলে শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) কে গদ্দিনশীন হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করে পীরত্বের খেরকা দান করেন। একপর্যায়ে তাঁর বড় ছেলে শাহ্ সুফি নজরুল ইসলাম বুলু (রহঃ) ও পীরমুরিদি করা শুরু করেন।

খেলাফত প্রদান

তরিকত তাসাউফ প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া ছমিরিয়া দরবার শরীফের সিলসিলার ধারাহিকতা রক্ষার জন্য পীর শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় খেলাফতের যোগ্য ৯ জন মুরিদ কে খেলাফত প্রদান করেন তারা হলেনঃ

১। মুন্সি মোবারক আলী খলিফা- দিনাজপুর

(ইনি পীর সুফি শাহ্ ছমির উদ্দিন (রহঃ) এরও নির্বাচিত খলিফা, তবে পীরের জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে তদ্বীয় ছাহেবজাদা শাহ্ সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ) এর নিকট পুনরায় বাইয়াত গ্রহণ পূর্বক অবশিষ্ট ছলুক সমূহ সমাপ্ত করে পীরত্বের খেরকা প্রাপ্ত হইয়া পীর মুরীদীর অনুমতি প্রাপ্তি হন।)

২। হযরত মাওলানা সুফি ইদ্রিস আলী খলিফা (রহঃ)-বগুড়া

৩। হযরত মাওলানা আব্দুল করিম খলিফা (রহঃ)-বগুড়া

৪। হযরত মাওলানাআবদুল মান্নান (রহঃ)-রংপুর

৫। হযরত মাওলানা নজিবর রহমান মণ্ডল (রহঃ)-বগুড়া

৬। হযরত মাওলানা শমস উদ্দিন (রহঃ)-রংপুর

৭। হযরত মাওলানা মজিবর রহমান (রহঃ)-রংপুর

৮। হযরত মাওলানা কারী মোহাম্মদ হোসেন (রহঃ)-বগুড়া

৯। হযরত মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন শাহ্ (রহঃ)-বগুড়া

শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) ওফাত লাভের পর তাঁর রুহানী নির্দেশক্রমে তাঁর গদ্দিনশীন ছাহেবজাদা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) কর্তৃক **খেলাফত প্রাপ্ত ১১ জন খলিফার নামঃ**

১। মমতাজুল মোহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম (রহঃ)-বগুড়া (তরিকত দর্পণ, তরিকত ভাণ্ডার, এস্কে রব্বানি গজল, নুরে মারেফত, পীরে কামেল শাহ্ ছমির উদ্দিন রঃ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তক প্রণেতা)

২। হযরত মাওলানা ফরিজ উদ্দিন (রহঃ)-বগুড়া

৩। হযরত মাওলানা আকবার আলী দরবেশ (রহঃ)-বগুড়া

৪। হযরত মাওলানা ইউনুছ আলী প্রামানিক (রহঃ)-বগুড়া

৫। হযরত মাওলানা বাচ্চা মিয়া (রহঃ)- রংপুর

৬। হযরত মাওলানা আনছার আলী (রহঃ)-রংপুর

৭। হযরত মাওলানা আব্দুল ছাত্তার (রহঃ)-বগুড়া

৮। হযরত মাওলানা নবির উদ্দিন (রহঃ)-বগুড়া

৯। হযরত মাওলানা শমত আলী (রহঃ)-বগুড়া

১০। হযরত মাওলানা আবু তালেব (বগুড়া)

১১। হযরত মাওলানা ছপর উদ্দিন (রহঃ) (বগুড়া)

শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) এর ২ জন খাদেম-

১. মাওলানা ছাবেদ হোসেন দরবেশ (রহঃ)-বগুড়া,

২. মোঃ মোসলেম উদ্দিন (রংপুর)

শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) এর কারামতঃ

১। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পিংলু (কাকড়া) গ্রামের নূরুল হক মন্ডল সাহেব এর আহবানে তাঁর বাড়িতে পীর শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) তাশরিফ আনেন। কিন্তু, গ্রামবাসী উক্ত পীর সাহেবের সাথে ভালো আচরণ না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে সিঙ্গেরগাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন। পিংলু (কাকড়া) গ্রামের মাঠে তখন রাখালেরা মহিষ, গরু, ছগল, ভেড়া চড়াচ্ছিলেন।

ফেরার সময় উক্ত মাঠে বিচরনরত মহিষ, গরু, ছগল, ভেড়া গুলি পীরসাহেব কে ঘিরে ধরে চিৎকার শুরু করে এবং ফিওে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাখালদের মাধ্যমে সে খবর গ্রামে গেলে ততক্ষনাৎ গ্রামবাসী এসে শাহ্ মুহাম্মদ আঃ আজিজ (রহঃ) এর নিকট ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান এবং পিংলু (কাকড়া) গ্রামে পূণঃফেরার জন্য অনুরোধ করেন। শাহ্ মুহাম্মদ আঃ আজিজ (রহঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে বলেন, আমি তোমাদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছিনা তবে তোমাদের প্রয়োজন হলে তোমরা আমার নিকট সিঙ্গেরগাড়ি গ্রামে আসিও। সেই হতে আজ পর্যন্ত পিংলু (কাকড়া) গ্রামের লোকজন রংপুর সিঙ্গেরগাড়ি দরবার শরীফে যান এবং শাহ্ মুহাম্মদ আঃ আজিজ (রহঃ) এর গদ্দিনশীন আওলাদগণকে যথাযথ মর্যাদা সহ নিয়ে এসে তাদের গ্রামে জিকিরের মাহফিলের আয়োজন করেন।

২। পীর শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাকে হত্যার জন্য গুলি করেন। তিনি সেই গুলি হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করেন। আল্লাহর রহমতে গুলিটি তাঁর হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অন্যদিকে চলে যায়, আর অলৌকিকভাবে তিনি বেচেঁ যান।

ওফাত লাভঃ

শৈশবকাল থেকে আপন পীরের সহবত প্রাপ্ত, মারফতের রহস্যাদি দর্শনকারী মহান অলি শাহ্ সুফি আঃ আজিজ (রহঃ) ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ মোতাবেক ৭ই মুহাররম, রোজ শুক্রবার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় স্বজন এবং মুরিদ মুরিদান কে শোক সাগরে ভাসিয়ে খাতেমাবিল খায়ের প্রাপ্ত হয়ে মহা প্রভূর সান্নিধ্যে গমণ করেন। এন্তেকালের পর তাঁর খানকা শরীফের নামকরণ করা হয়- 'আস্তানে আজিজিয়া সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ।'

৫.২.১৫ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)ঃ

সিলসিলার ধারাবহিকতায় 'সিঙ্গেরগাড়ি দরবার শরীফ' এর চতুর্থ গদ্দিনশীন পীর হলেন হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)। তিনি ছিলেন শাহে কাশফ্ অর্থাৎ তাঁর অন্তর চক্ষু খোলা ছিল যার বহু প্রমান আছে। নিজের যোগ্যতা বলে তিনি নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সিঙ্গেরগাড়ি সিলসিলার আস্তানে আজিজিয়া সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ এর অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন। তাঁর হাতে গড়া বহু জাকের ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছেছেন।

সন্তান সন্ততীঃ শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর চার ছাহেবজাদা এবং এক ছাহেবজাদী। তারা সকলেই খেলাফত প্রাপ্ত এবং তরিকত তাসাউফ এর জন্য নিবেদিত প্রাণ।

ছাহেবজাদাগণ হলেন-

১. **হযরত মাওলানা সুফি আবু সোয়েব শাহ্ মুহাঃ গোলাম মুরতুজা (মাসুম বিল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ)**
২. হযরত মাওলানা সুফি আবুল বাশার শাহ্ মুহাঃ গোলাম সাকলায়েন (আসাদুল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ)
৩. হযরত মৌলভি সুফি আবু জাফর শাহ্ মুহাঃ গোলাম গাউসুল আজম (সাইফুল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ)
৪. হযরত মাওলানা সুফি আবু তোরাব শাহ্ মুহাঃ গোলাম মাজদুবা (ইলমুল্লাহ্) আজিজি (মাঃ আঃ)

একমাত্র ছাহেবজাদী-

১. জনাবা সুফি শাহ্জাদী মোছাঃ আখফা জাহান (শুভ্রা) আজিজি (মাঃ আঃ)

গদ্দিনশীন নিযুক্ত করনঃ

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় পীর হযরত মাওলানা সুফি শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম আজিজি তাঁর যোগ্য মুরিদ সন্তান এবং জেসমানী আওলাদগণকে খেলাফত প্রদান করেছেন।

ইন্তেকালের বহু পূর্বেই ১৯৯৩ সালে তিনি তাঁর বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) কে এজাজত প্রদান করে সফরে পাঠান এবং ২০০2 সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে খিলাফত প্রদান করে তাঁর পরবর্তীতে 'আস্তানে আজিজিয়া সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর গদ্দিনশীন ঘোষণা করে স্বীয় মুরিদগণের দায়িত্ব অর্পন করেন।

সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফের খলিফা সম্মেলনঃ

তরিকত তাসাউফের খেদমত কে পেশা এবং নেশা হিসেবে গ্রহণ করা এক মহা মানব হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অন্তর থেকে লালন করে আধুনিক ধাঁচে সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া শরীফের গদ্দিনশীন পরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার একটি প্রমাণ হলো খলিফা সম্মেলনের আয়োজন করা।

এ বিষয়ে তার ছাহেবজাদা আবু জাফর শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম (সাইফুল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ) বর্ণনা করেন- পীরবাবার হঠাৎ মনে হলো যে, খলিফা সম্মেলন করা প্রয়োজন, যেখানে তাঁর সকল সন্তান এবং সমস্ত খলিফাগণ উপস্থিত থাকবেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০০৮ সালের ২৫শে

এপ্রিল এই খলিফা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর পাঁচ ঔরসজাত সন্তান-সন্ততী, সকল খলিফা ও খাদেম এবং বিশিষ্ট মুরিদগণকে নিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে দরবার শরীফের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করা হয়। এছাড়া, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজিকে দরবার শরীফের মূল দায়িত্বে থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়, যাঁকে আমরা গদ্দিনশীন হিসেবে জানি। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই মহাসম্মানিত ও মহাপবিত্র ওরস শরীফে শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ের গদ্দিনশীন হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বহুবার আলোচিত হয়েছে, তবে এই সম্মেলনে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়।

পীরবাবা সবসময় একটি কথা বলতেন– *"তোমরা যদি অলির সংস্পর্শে এসে অলি-আওলিয়া হতে পারো, তাহলে আমার ওরসজৎ সন্তানরা কি সাধারণ মানুষ হয়ে থাকবে? না, তা নয়। আমি আমার সন্তানদের ইলম শিক্ষা দিয়েছি এবং তারা সকলেই ইলমে লাদুন্নির অন্তর্ভুক্ত।"*

এছাড়াও পীরবাবা আরও একটি কথা বলতেন– *"আমার সন্তানদের কাউকে কারো কাছে মুরিদ হতে হবে না, আমিই তাদের জন্য যথেষ্ট, এমনকি কোনো পীর যদি আকাশ দিয়ে উড়ে বেড়ায়, তবুও।"*

পীরবাবা বলেন, তাঁর মুরিদদের দায়িত্ব পালন করবেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুর্তজা আজিজি মাদ্দা জিল্লুহু আলাইহি, এবং অন্যান্য সন্তানগণ এই দায়িত্ব পালনে তাঁকে সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন। তবে তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদের পরামর্শ দেন যে, তারা যেন তাঁর মুরিদদের আর নতুন করে মুরিদ না করেন। তিনি বলেন– *"তোমরা চাইলে আমার মুরিদ ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে মুরিদ করতে পারো এবং আমি অন্যান্য সন্তানদেরকেও পীর-মুরিদির অনুমতি প্রদান করলাম।"*

পীরবাবার বিশিষ্ট খলিফা হজরত মাওলানা নূরুল ইসলাম (রঃ) বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে পীরবাবা বলেন– *"আমি যা জানি-বুঝি, তুমি তা জানো বা বোঝো না। এটি আমার সিদ্ধান্ত। তাই, এ নিয়ে আর কোনো দ্বিমত পোষণ কোরো না।"*

হজরত মাওলানা নূরুল ইসলাম (রঃ) তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, বর্তমান সময়ে দরবার শরীফসহ দেশের অন্যান্য দরবার শরীফে 'সবার পীর হওয়ার প্রবণতা' বেড়ে গেছে, সেখান থেকেই তিনি এই মতামত প্রদান করেছেন। তবে তিনি বলেন– *"হুজুর, যেহেতু আপনি এটিকে উত্তম বলে মনে করেন, তাহলে আমরাও তা বিনয়ের সাথে গ্রহণ করলাম। পাশাপাশি, আমার মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভ্রান্তি হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"*

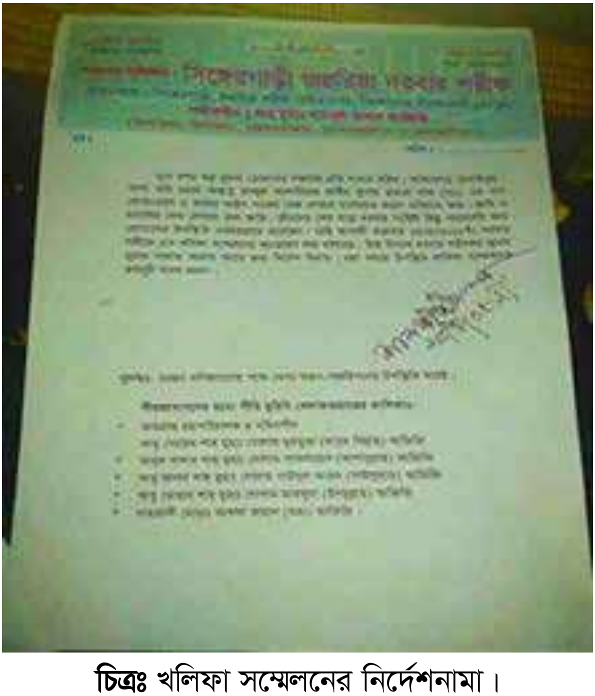

চিত্রঃ খলিফা সম্মেলনের নির্দেশনামা।

আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন ২০০৯ঃ

আমেরিকা প্রবাসী পীরজাদা জনাব ডক্টর শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম আজিজি (মাঃ আঃ) দরবার শরীফের আশেকানে আউলিয়া ফেসবুক পেইজে ৮ জুন, ২০২৪ তারিখের পোস্টে লেখেন-

প্রফেসর ডক্টর আব্দুল খালেক, চেয়ারম্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গদ্দিনশীন কালিমি দরবার শরীফের উদ্যোগে ২০০৯ সালের ৯ জুন, আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে দেশের সব খ্যাতনামা দরবার শরীফকে অন্তর্ভুক্ত করে সুফি ফাউন্ডেশন গড়ার লক্ষ্যে এটি আয়োজন করা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন দরবার শরীফের সম্মানিত পীরসাহেবগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাতিলের আতঙ্ক, শ্রুতিধর পণ্ডিত, জ্ঞানসিন্ধু, সুলতানুল আরেফিন, সুলতানুল আওলিয়া, প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা, হজরত শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে এবং তিনি কীনোট স্পিকার (keynote speaker) হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন দরবার শরীফ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন দরবার শরীফের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইরানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং অনেক বিশিষ্ট প্রফেসরগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের রজ্জুকে ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দরবার শরীফসমূহের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। বিশ্বশান্তি কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অনুবাদঃ (প্রভু হে!) সাফল্যের সরলপথে, তোমার প্রিয়জনদের পথে আমাদের পরিচালিত করো। (সূরা ফাতিহা: ৫-৬)
মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন !!!

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন, ৯ জুন, ২০২৫, আহমেদপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

আজিজিয়া কমপ্লেক্সঃ

১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৫ খ্রীস্টাব্দ, মোতাবেক ১৯ শে মাঘ, ১৪১১ বঙ্গাব্দে সিঙ্গের গাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ এর মানব দরদী পীর শাহে কাশফ্ হজরত মাওলানা শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) সিঙ্গের গাড়ী

জহুরিয়া দরবার শরীফ, ছমিরনগর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী , রংপুর এ 'আজিজিয়া কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা করেন।

হজরত শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) কর্তৃক গৃহীত 'আজিজিয়া কমপ্লেক্স' এর চলতি ও সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মহৎ উদ্যোগ সমূহ হলো-

১। পবিত্র মাজার শরীফ।

২। সিঙ্গেরগাড়ী জঙ্গুরিয়া শরীফ বাইতুন নূর শাহী মসজিদ

৩। ভূমিহীনদের' জন্য নির্ধারিত আজিজিয়া গোরস্থান।

৪। নির্ধারিত স্থানঃ- আজিজিয়া পীর পারিবারিক গোরস্থান।

৫। জহুরিয়া শরীফ ঈদগাহ্ মাঠ।

৬। শামসলিয়া সূফীইজম গবেষণাগার।

৭। আজিজিয়া পাঠাগার।

৮। জহুরিয়া প্রকাশনী।

৯।জপুরিয়া শরীফ দারুস্ সুন্নত বেসরকারী মাদ্রাসা।

১০। উলফাৎ উদ্যান।

১১। আজিজ মিনার।

১২। মাসিক জাকের সম্মেলন ও তালিয়াতে তাসাউফ

১৩। লিল্লাহ বোর্ডিং।

১৪। এতিম খানা।

১৫। হেফজখানা।

হজরত শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) তার জীবদ্দশায় উপরোক্ত সকল কর্মসূচীর (১১ নং আজিজ মিনার ব্যতীত) প্রায় ৯০ শাতাংশ সম্পন্ন করেছেন। অবশিষ্ট কর্মসূচী সম্পাদনে বর্তমান দয়িত্বশীলগণ তৎপর রয়েছেন।

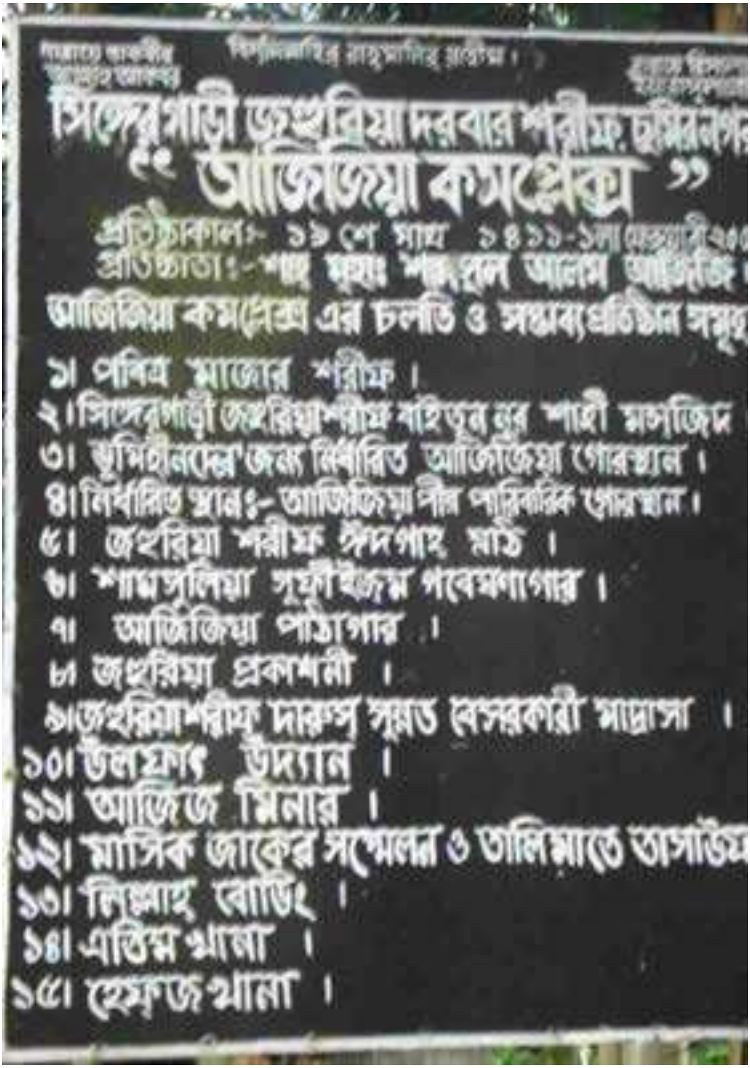

চিত্রঃ আস্তানে আজিজিয়া শামসুলিয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক মহৎ উদ্যোগ সমূহ।

খেলাফত প্রদানঃ

'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া ছমিরিয়া আস্তানে আজিজিয়া দরবার শরীফ' এর সিলসিলার তরিকতের খেদমত সম্প্রসারণের জন্য পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় খেলাফতের যোগ্য যেসকল মুরিদগণকে খেলাফত প্রদান করেছেন, তাদের ৬০ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। ২০০৮ সালের ২৫ এপ্রিল এক খলিফা সম্মেলনের আয়োজন করে সকল খলিফাগণের উপস্থিতিতে নিম্নোক্ত নামসমূহ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ওরস শরীফে আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আতিউর রহমানকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) বর্তমান গদ্দীনশীন শাহ্ মুহাম্মাদ গোলাম মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) কে অবহিত করেন যে, আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আতিউর রহমানের আরও দুই ভাই–ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আফতাব উদ্দিন এবং মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান (বাইশা পাড়া, তাজনগর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর)–তাঁদেরও তিনি নিজ খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছেন।

তার খলিফাগণের নামের তালিকা-

১. আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল ইসলাম, সিঙ্গেরগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া। (তরিকত দর্পণ, তরিকত ভাণ্ডার, এস্কে রব্বানি গজল, নুরে মারেফত, পীরে কামেল শাহ্ ছমির উদ্দিন রঃ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তক প্রণেতা)।

২. মরহুম মৌলভী নবীর উদ্দিন (লবা মুন্সি), আলাদিপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৩. মৌলভী ফরিজ উদ্দিন, দহিলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৪. আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, দহিলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৫. মৌলভী মোঃ আবু তালেব, দহিলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৬. আলহাজ্ব মৌলভী মোঃ ইউনুছ আলী প্রাঃ, লক্ষ্মীপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৭. মরহুম মৌলভী ফয়েজ উদ্দিন, বনতেঘড়ি, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৮. মৌলভী মোঃ আঃ হামিদ, কৈপুল্কী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৯. মরহুম আলহাজ্ব ডাঃ ওসমান গণি তালুকদার, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১০. মৌলভী মোঃ আঃ কাদের মিয়া, জানকীদিগড় (পানবাড়ী), রংপুর।
১১. মরহুম আলহাজ্ব ডাঃ কাজেম উদ্দিন, বেড়াবালা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১২. আলহাজ্ব মৌলভী মোঃ সালাউদ্দিন তালুকদার (আশেকুসশায়ক), দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৩. মৌলভী মোঃ আঃ মোত্তালিব, দানিসমন্দ, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৪. মরহুম মৌলভী আকবর আলী দরবেশ (উমরসানী), লালদাহ, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৫. মরহুম মৌলভী বাচ্চা মিয়া দরবেশ, জানকিদিগড় (ধাপেরহাট) রংপুর।
১৬. মরহুম মৌলভী আনছার আলী দরবেশ, জানকিদিগড়, ঘুড়িয়াখাল, রংপুর।
১৭. আলহাজ্ব মৌলভী ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী সরকার, বাদলাদিঘী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৮. মরহুম মৌলভী সমত আলী আশেকুল্লাহ ধাওয়াগিরি, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৯. মরহুম মৌলভী দেওয়ান ইউনুছ আলী দরবেশ, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
২০. মৌলভী মোঃ আঃ রহমান, দুর্গাপুর, কাহ্‌লু, বগুড়া।
২১. মরহুম মৌলভী সমচ উদ্দিন, বাতান, মিঠাপুকুর, রংপুর।
২২. মৌলভী মোঃ রফিক উদ্দিন, ভিকনপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।

২৩.মৌলভী মোঃ খাজের মাষ্টার (আশেকে মুর্শিদ) লক্ষ্মীকোলা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

২৪.মরহুম মৌলভী মজিবর রহমান মন্ডল (সিদ্দিক), কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

২৫.মৌলভী মোঃ আঃ মালেক মন্ডল, কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

২৬.মরহুম মৌলভী দরবেশ ইছাহাক আলী মাষ্টার, তাজনগর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

২৭.মৌলভী আলহাজ্ব মোঃ বাবলু সরকার নকশাবন্দী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

২৮.মৌলভী মোঃ নাসির উদ্দিন চেরাগী, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

২৯.মৌলভী মোঃ আসাদুজ্জামান রাজু, জয়পুরহাট সদর (সাবেক সহকারী শিক্ষক, জয়পুরহাট সরকারি বলিকা উচ্চ বিদ্যালয়)।

৩০.মৌলভী মোঃ আঃ মোত্তালিব, বোনখুর, জয়পুরহাট।

৩১. মাওলানা ডাঃ মোঃ আবু হানিফা (আশেকুস শায়খ), গতনশহর, জয়পুরহাট।

৩২.মৌলভী মোঃ সাইফুল ইসলাম শাহ্‌জাহান প্রাঃ, চকপাড়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৩৩. মরহুম মৌলভী ফারাজ উদ্দিন, রামকান্দি, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৩৪.মৌলভী মরহুম আনোয়ারুল ইসলাম এদরাকপুর, কাশিনাথপুর, পাবনা

৩৫. মরহুম মৌলভী ইয়াকুব আলী (আশেকে রসুল (ﷺ), সাতাইল, বাতাইল, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৩৬. মরহুম মৌলভী ছফর উদ্দিন দরবেশ, খামারপাড়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৩৭.মৌলভী মোঃ খলিলুর রহমান তালুকদার, হরিপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৩৮. মৌলভী মোঃ মহির উদ্দিন, মিরপুর, গাবতলী, বগুড়া।

৩৯. মরহুম মৌলভী আব্দুল বারী আশেকে মুর্শিদ, জমিদারবাড়ী, বৃন্দাবনপাড়া, বগুড়া।

৪০. মৌলভী মোঃ আজিজুর রহমান (কেটু), সুখানপুকুর, গাবতলী, বগুড়া।

৪১. আলহাজ্ব মৌলভী মোঃ আঃ জলিল মন্ডল, দেওনাই, গাবতলী, বগুড়া।

৪২. মরহুম মৌলভী আঃ মোন্নাফ (ধনা) খলিফা, বৃন্দাবনপাড়া, বগুড়া।

৪৩. আলহাজ্ব মৌলভী মোঃ আবু সুফিয়ান খলিফা, বৃন্দাবন, বগুড়া।

৪৪. মৌলভী মোঃ আঃ সোবহান খলিফা, জমিদারবাড়ী, বৃন্দাবনপাড়া, বগুড়া।

৪৫. মৌলভী মোঃ নূরুল ইসলাম পাশা খলিফা, বৃন্দাবনপাড়া, বগুড়া।

৪৬. মৌলভী মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, বাহাগিলি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

৪৭. মৌলভী মোঃ এরশাদ হোসেন জোয়ার্দার, রামপুরা, তারাগঞ্জ, রংপুর।

৪৮. মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাহাগিলি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

৪৯. মাওলানা মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, বাহাগিলি, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

৫০. মৌলভী মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, রামপুরা, তারাগঞ্জ, রংপুর।

৫১. মৌলভী মোঃ ইছমাইল হোসেন (প্রাঃ) আশেকুস শায়েখ, পারলক্ষ্মীপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৫২. মৌলভী আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন বাদশা তালুকদার, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

৫৩. মৌলভী মোঃ আঃ মজিদ মন্ডল মাষ্টার, কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

৫৪. মৌলভী মোঃ মতিয়ার রহমান মন্ডল, কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

৫৫. মৌলভী মোঃ রফিকুল ইসলাম, চকরামপুর, বগুড়া।

৫৬. মৌলভী মোঃ আবু তালেব, শাহ্‌পুর, গাবতলী, বগুড়া।
৫৭. মৌলভী মোঃ ওহেদ আলী দরবেশ, জানকিদিগড়, ধাপেরহাট, রংপুর।
৫৮. মৌলভী মোঃ আবেদ আলী মোল্লা, জানকিদিগড়, ধাপেরহাট, রংপুর।
৫৯. মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন, দহিলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৬০. মৌলভী মোঃ শামছুল ইসলাম দুদু, মোকামতলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

পীর আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর খাদেমগণের নামের তালিকাঃ

১. খাদেম মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
২. মৌলভী মোঃ তবিবর রহমান, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৩. মৌলভী মোঃ একরাম আলী পাগলা, মোশামারী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৪. মৌলভী মোঃ আব্বাস আলী, লালদীঘি, বদরগঞ্জ, রংপুর।
৫. মৌলভী দেওয়ান মোঃ রেজাউল করিম, দহিলা, বগিলাগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৬. মৌলভী মোঃ সেকেন্দার আলী, লালদীঘি, বদরগঞ্জ, রংপুর।
৭. মৌলভী মোঃ ফয়জুদ্দিন, রইছবাগ, লালমনিরহাট।
৮. খাদেম মোঃ সাইফুল ইসলাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৯. খাদেম মোঃ হারুনুর রশিদ, শহিদ নগর, লালবাগ, ঢাকা।

তরিকত প্রচারের ভৌগোলিক সম্প্রসারণঃ

পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিগত যে কোন সময়ের চেয়ে ‘সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি পুরো বাংলাদেশের প্রায়

সব জেলাতেই নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সিঙ্গেরগাড়ি সিলসিলার আস্তানে আজিজিয়া সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ এর খেদমত পৌঁছে দিয়েছেন।

লেখক পীর আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)ঃ

পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) একজন লেখক ও কবি ছিলেন।

উত্তরবঙ্গের আস্তানে আজিজিয়া সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ এর মহান অলি জ্ঞানসিন্ধু, শ্রুতিধর পণ্ডিত, আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) জীবদ্দশায় অসংখ্য দুআ মাহফিল ও মুনাজাত পরিচালনা ও রচনা করেছেন।

তিনি এরশাদে আজিজিয়া বা এছরারে মারেফাৎ নামক কিতাব লেখেন (দ্বিতীয় খন্ড: অপ্রকাশিত)। **এই কিতাবে নিম্নের মুনাজাতটি রয়েছে-**

পাক পরওয়ার মাবুদ সবার তুমি হে জগৎ স্বামী।
দয়াতে আপন করিয়া সৃজন পালন করিতেছ গো তুমি।
মহিমা তোমার বলা সাধ্যকার দরূদ হাবিব পরে।
বিবিগন তাঁর আওলাদে (তাঁর) আছহাবে সালাম।
মুর্শিদ আমার অছিলা তেনার মিলাইয়াছ দয়া করে।
খাতিরে মোর পীরবাবার মিনতি আমার কবুল করিয়াছ ও হে বারি।
খাতিরে মোর আজিজ দাদার /পাগলা বাবার / জহুর বাবার মিনতি আমার কবুল করিও ও হে বারি।
ইয়া খোদা বন্দে তু জাঁতে কিবরিয়া কি ওয়াস্তে,
রহম কর হাম লোগোঁ পর তু মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ওয়াস্তে,
ম্যায় হুঁয়া হুঁ ছদ তে জারে এস মেহনত মে অসীল,

খোল দে মুশকিলে অলি আল্ল-হ মুজাদ্দেদ নকশবন্দ কি ওয়াস্তে,
বখশা দে আপনা মোহাব্বত,
কেয়া কর দে মা ছে-ওয়া,
ওয়াস্তে পীরানে শেজরায়ে কাদরিয়া, চিশতিয়া কি ওয়াস্তে,
দ্বীন ও দুনিয়া কা অছিলা,
পীর ও কামেল শাহেদীন,
শাহ সুফি নূর মুহাম্মদ রাহেনা মা কি ওয়াস্তে,
শাহ সুফি ফত্তেহ আলী দো জাঁহাকা দস্তগীর,
কেবলায়ে হাজদ করাও এমদিদি কি ওয়াস্তে,
তু-তিয়ে বাগে ত্বরিকত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী,
গওহারে দরিয়া হকিকত বাবা জহুরুল হক কি ওয়াস্তে,
তু-তিয়ে বাগে ত্বরিকত সৈয়দ জহুরুল হক,
গওহারে দরিয়া হকিকত পাগলা ছমির উদ্দিন কি ওয়াস্তে,
তু-তিয়ে বাগে ত্বরিকত পাগলা ছমির উদ্দিন,
গওহারে দরিয়া হকিকত শাহ আব্দুল আজিজ কি ওয়াস্তে,
তু-তিয়ে বাগে ত্বরিকত শাহ আব্দুল আজিজ,
গওহারে দরিয়া হকিকত মেরে পীর বাবা শাহ সুফি শামসুল আলম কি ওয়াস্তে,
দুনিয়া আখেরে বিপদেতে ত্বরে খাতেমান নছিব করিও।
মউত ও কবরে সিরাত ও হাশরে মুক্তি যেন পাইগো পরওয়ার।
মু'মিন মু'মিনা এগানা ইয়ার ছিল হবে আছে যত জনা।
পীর ভাইবোন মোর পিয়ারা তোমার মুক্তি যেন পায়তারা।
জাকের ভাইবোন মোর পিয়ারা তোমার মুক্তি যেন পায়তারা।
নূরের বাগানে সবাকার সনে দিদার নছীব করিও।
গোনাগারের আরজ সবে সরফরাজে কবুল করিও ও হে বারি।
ছুম্মা আমীন!

পীর হযরত মাওলানা আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে করা একটি সংক্ষিপ্ত এবং স্মরণীয় মুনাজাত তাঁর তৃতীয় সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী পীরজাদা ড. শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম আজিজি এর সংগ্রহে ছিল। তাঁর নিকট থেকে সংগ্রহ করে অনলাইন পত্রিকা 'তৃণমূলের সংবাদ' এ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মুনাজাতটি প্রকাশ করে।

মুনাজাতটি হলো-

"আল্লাহুম্মা আমীন- হে আল্লাহ্! আপনি এই দোয়া কবুল করুন।

আল্লাহ্- ক্ষমার/দয়ার সাগর দাতা করুনা নিদান, দয়াবান কেহ নাই তোমার সমান।

সহায় সম্বলহীন আমি নিরূপায়, অশক্ত/অসত্য অক্ষম আমি কি করিবো হায়।

মাথায় পাপের বোঝা মুখে নাইরে আলো, পরাণ অন্তর পাপ কালিমায়ে কালো।

কুকাজে অকাজে দ্বন্দ্বে নিত্য নিমেষে মজিয়া, কুকাজে অকাজে দ্বন্দ্বে নিত্য রহিনু পড়িয়া।

খাওয়া পড়া সুখ আশা অন্তরেতে রাখি, ভালো কাজ যত করি সবই দেখাদেখি।

জীবনেরও এই ফল মোদেরও গফুরও, নিজ দোষে তোমা হতে হয়েছি দূরও।

তাড়াও যদি তব তাড়িত পিঞ্জারো, যায় যাবে এই প্রাণ ছাড়িব না দ্বারও।

রক্ষা কর মোরে শত্রু হস্ত হইতে, পদ খঞ্জ কর পাপ পথে যাইতে।

যদি পার দিও/মোরে বল দিও যেতে মক্কা মদিনাতে, নিজ গুনে ক্ষম দাসে হে এলাহী।

মহাশরে রবি করে আস্থা দিও, সেতু পার হতে পদে বল দিও।

নরকাগ্নি কভূ স্পর্শ নাহি করাইও, নিজ গুনে ক্ষম দাসে হে এলাহী।"

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত মুনাজাতের কিছু অংশ পীরজাদা মাওলানা নূরুল ইসলাম এর লেখা 'তরিকত দর্পণ', পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ রচিত 'মহাস্থান' সহ আরও কয়েকটি বইতে পাওয়া যায়।

চিত্রঃ পীর শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ (রহঃ) এবং পীর শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর মাজার শরীফ।

পীর আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর কারামতঃ

পীর আলহাজ্ব শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) মূলত জিন ও ইনসান মিলিয়ে গোটা জীবনে তিনি ১৩ লক্ষ মুরিদ করেছিলেন। এরপর মুরিদ করা বন্ধ করেন। পরে কেউ মুরিদ হতে এলে তিনি তাদের বর্তমান গদ্দীনশীন শাহ্ মুহাঃ গোলাম মুরতুজা (মাসুম বিল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ) কে রেফার করতেন। তাঁর প্রত্যেক মুরিদ জীবনে এক বা একাধিক কারামত দেখেছেন, যার কারণে মুরিদগণ বংশপরম্পরায় তাঁকে ভালোবাসেন।

নিম্নে তার কয়েকটি কারামত উল্লেখ করা হলো-

কারামত ১

দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—মধ্য আঙ্গারপাড়া গ্রামের হযরত সুফি তবির উদ্দিন (রঃ), পাকেরহাট গ্রামের আলহাজ্ব মোহাম্মদ আজগার আলি মেম্বার এবং ছাতিয়ানগড় গ্রামের মোহাম্মদ জমির উদ্দিন—তাঁরা ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন গ্রামে বাস করলেও পারস্পরিক পরিচয় ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ়।

সে সময় তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পাশাপাশি হেদায়েত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সেই সময় দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় পীর-মুর্শিদ ও তরিকতের বিষয়ে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ঠিক এমন এক সময়ে, তারা অলৌকিকভাবে স্বপ্নে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করেন। স্বপ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নির্দেশ দেন—

"তোমরা সিংগেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরিফে গিয়ে শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ)-এর কাছে বাইআত গ্রহণ করো।"

স্বপ্নে তাঁরা আরও দেখেন, শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) নিজ বাসভবনের বারান্দায় বসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন।

স্বপ্ন দেখার পর তাঁদের হৃদয়ে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরস্পরের মাঝে কথা বলার পর বুঝতে পারেন, তিনজনেই একই বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। এরপর তাঁরা শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ)-এর সন্ধানে যাত্রা শুরু করেন এবং সেই সময় প্রথমবারের মতো কিছু অংশ পায়ে হেঁটে, কিছু অংশ গরুর গাড়িতে চড়ে এবং কিছু অংশ বাসযোগে সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফে পৌঁছান। তবে সে সফরে তাঁরা পীরের সাক্ষাৎ পাননি। হতাশ হয়ে ফিরে আসার পর, তাঁরা আবার স্বপ্নে একই দৃশ্য দেখেন—"শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) কুরআন তিলাওয়াত করছেন।"

এতে তাঁদের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। পরে তাঁরা পুনরায় সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফে গমন করেন এবং বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করেন–স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্যের অনুরূপভাবে শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) বারান্দায় বসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছেন। এবার তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন এবং স্বপ্নের কথা জানাতে চান। কিন্তু কিছু বলার আগেই শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) তাঁদের উদ্দেশে বলেন–

"আমি জানি তোমাদের আগমনের কারণ।"

এই অলৌকিক সাক্ষাৎ তাঁদের জন্য এক নতুন পথের দিশা হয়ে ওঠে। তাঁরা সেদিন তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের গ্রামের আরও বহু মানুষ শাহ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ)-এর মুরিদ হন।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশে মানুষের অন্তরে দীক্ষার আলো প্রজ্বলিত করেন, তাঁদের আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করেন।

এমন স্বপ্ন ও অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সৎ ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের প্রতি নবীজির (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরাসরি ইঙ্গিত থাকে, যা সত্যের পথে চলার জন্য এক বিশেষ আহ্বান। শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ)-এর কাছে বহু মানুষ এভাবেই বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, যা প্রমাণ করে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও মহানবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর নিবেদন ও সংযোগ।

কারামত ২

সৈয়দপুর, নীলফামারী (হাতিখানা লায়ন্স স্কুলের পিছনে) নিবাসী মরহুম ওয়াজির আলী এবং মরহুম হাফিজুন্নেসার একমাত্র পুত্র আলহাজ্ব হযরত সুফি নাসির উদ্দিন চেরাগী আশরাফী আজিজি (রঃ) কাসাউসা দরবার শরিফের (কাসাউসা দরবার শরিফ ভারতের উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগরে হযরত

মখদুম শাহ্ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (রঃ)-এর দরবার) একজন খলিফা ছিলেন।

তিনি তার তরুণ বয়স থেকেই প্রতি বছর ভারতে তার পীরের সোহবতের উদ্দেশ্যে যেতেন। একসময় তার পীর বলেন যে, "তুমি এত কষ্ট করে এত দূর আসার প্রয়োজন নেই, বরং তুমি বাড়ির নিকটবর্তী কামেল মুকাম্মেল হযরত শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) -এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করো।"

পরবর্তীতে, তিনি তার পীরের নির্দেশ মানার জন্য সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফে এসে হযরত শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) -এর নিকট বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তখন হযরত শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রঃ) বলেন,*"আমি বিষয়টি অবগত আছি"* এবং তিনি আরও বলেন, *"আমি আপনাকে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব দিতে চাই।"*

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সুফি নাসির উদ্দিন চেরাগী আশরাফী আজিজি (রঃ) তখন বিনয়ের সঙ্গে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মতি প্রদান করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে গায়েবের খবর জানা সম্ভব। এছাড়াও, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি অলিগণের শিরোমণি ছিলেন, নাহলে অন্য দরবার শরীফ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে জানতে পেরে কেন তার কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য একজন খলিফাকে পাঠানো হবে!

কারামত ৩

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর একজন বিশিষ্ট মুরিদ ও খলিফা এবং জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ওরফে রাজু (মাঃ আঃ)।

তিনি আমার এবং জনাব ড. সাজ্জাদুল বারী লিয়ন এর সম্মুখে নিম্নের কারামতটি বর্ণনা করেন।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পূর্ব প্রান্তের পিংলু (কাকড়া) গ্রামে শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) হুজুর তাশরিফ এনেছেন শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একজন সঙ্গীসহ আমি মোটরসাইকেলে জয়পুরহাট থেকে রওনা দিয়েছি। বারকান্দ্রী গ্রামের খাঁড়িটি (ছোট নদী) পারাপারের জন্য মাথার উপরের একটি বাঁশ হাত দিয়ে ধরে আর একটি বাঁশের উপর পা দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে, এমন ব্যবস্থা করা আছে।

বিকল্প পথে গেলে ডুগডুগীহাট-মাঝিয়ান হয়ে যেতে হবে, ততক্ষণে হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করে সময়মত জয়পুরহাটে নিজের বাড়িতে ফেরা যাবেনা। আবার বাঁশের উপর দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পার হওয়াটাও বিপদজনক।

এমনটা ভাবতে ভাবতে মনের ভেতর কেমন যেন একটা শক্তির উদয় হলো, সাথীকে বললাম, তুমি একটা হাত দিয়ে মোটরসাইকেলের পিছনে ধর, অপর হাত দিয়ে মাথার উপরের বাঁশ ধর, আর আমি এক হাত দিয়ে মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে অপর হাত দিয়ে বাঁশ ধরলাম। এভাবে খুব ধীরে ধীরে খাঁড়িটি পার হয়ে পিংলু (কাকড়া) গ্রামে গিয়ে শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম।

হুজুর সাহেব আমাকে বললেন, মাস্টার সাহেব কোনপথে কিভাবে আসলেন। আমি ঘটনার বর্ণনা করলাম। হুজুর সাহেব সহ উপস্থিত জাকের গণ স্তম্ভিত হলেন। হুজুর ঘটনাটি একাধিকবার আমার নিকট থেকে শুনেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, *"ইহা ছিল শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) এর স্পষ্ট কারামত, নতুবা এইভাবে নদী পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।"*

বেসালে হক প্রাপ্তিঃ

পীর হযরত মাওলানা সুফি শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) ২০২১ সালের ৫ই আগস্ট আওলাদ ও আশেকগণ কে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে বেসালে হক প্রাপ্ত হন।

৫.২.১৬ গদ্দিনশীন পীর হযরত মাওলানা সুফি আবু সোয়েব শাহ্ মুহাঃ গোলাম মুরতুজা (মাসুম বিল্লাহ) আজিজি (মাঃ আঃ)

‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর সিলসিলার মূল ধারার ৫ম অধঃস্তন গদ্দিনশীন পীর হলেন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ)। তিনি সিঙ্গেরগাড়ি পীর পরিবারের যোগ্য বাবার সুযোগ্য আওলাদ। ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর ইতিহাসে বর্তমান সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে জটিল সময়। এই সময়ে তিনি শক্ত হাতে ‘সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া ছমিরিয়া আস্তানে আজিজিয়া দরবার শরীফ’ এর হাল ধরে রেখেছেন। পীর শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) যে, তাঁর বাবার সুযোগ্য উত্তরসুরী এবং ফানা ফিশ শায়েখ নিম্নের ঘটনা দুটি তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ।

একঃ

২০২৪ সালে বগুড়ার জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দহিলা গ্রামে অবস্থিত ‘জহুরিয়া খানকা শরীফ’ এ পীর শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) সফরে আসেন। সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বগুড়া এবং জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার শত শত জাকের উপস্থিত হয়। ওয়াজ নসিহত, মিলাদ-কিয়াম, দোয়া খায়ের চলছিল।

কয়েকজন জাকের কেঁদে কেঁদে বর্ণনা করলেন যে, গতরাতে স্বপনে পীর সুফি শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) তাদেরকে বললেন, “*কালকে দহিলা গ্রামে যাবে*”। তাঁর নির্দেশে এসেছি, এসে দেখছি তাঁর ছাহেবজাদা শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) হুজুর এখানে এসেছেন।

দুইঃ

আমি এবং জনাব ড. সাজ্জাদুল বারি লিওন ২০২৪ সালে বগুড়ার জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দহিলা গ্রামে অবস্থিত 'জহুরিয়া খানকা শরীফ' এ পীর শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করি। সেদিন তাঁর সাথে তরিকত তাসাউফ সহ সমসাময়িক অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হয়।

আলোচনায় ধুনট কাদেরীয়া দরবার শরীফের পীর আফজাল হোসেন আল কাদেরী ওরফে আফজাল সাধুর (রহঃ) এর শিষ্য ও খলিফা হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের বিষয়টিও উঠে আসে। এর কিছুদিন পর স্বপনে পীর শাহ্ সুফি শাহ্ শামসুল অলম আজিজি (রহঃ) আমাকে (মোঃ রফিকুল ইসলাম) বলছেন, *"কোন্ মুরিদ কোথায় কি অবস্থায় আছে, সেই খবর যদি রাখা না যায়, তবে পীর-মুরিদী করার দরকার নেই।"*

তিনঃ

'সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) সালেক গণকে পহেলা লতিফা কলবের ছবকেই সমস্ত ছুলুক শেষ করাতে পারতেন। খোদার ফজলে সব সময় সেই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল এবং আজ অবধী রয়েছে। তাঁর দরবার শরীফের খাস গদ্দিনশীন শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) এর হাতে যারা বাইয়াত হচ্ছেন তারা তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

৫.২.১৭ খাস খেলাফত এর অটুট ধারাবহিকতা- একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

তরিকত তাসাউফের খেলাফতের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যোগ্য মুরিদগণের মধ্য হতে অধিক যোগ্য কাউকে খেলাফত প্রদান করা এবং পরবর্তী গদ্দিনশীন বা সাজ্জাদানশীন নিযুক্ত করা একটি অত্যাবশকীয় বিষয়। স্বয়ং রসুল (ﷺ)

গাদীরে খুমে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াআজহাহু কে তাঁর পরবর্তী বেলায়েত এর উত্তরাধীকারী ঘোষনা করেছিলেন।

বহু দরবার শরীফের পীরসাহেবগণ জীবদ্দশাতে খেলাফত প্রদান করে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধীকারী ঘোষনা করে গদ্দিনশীন নির্ধারণ করতে পারেন নাই ফলে নেসবতে খেলাফতের সেই ধারাবাহিকতার ব্যাত্যয় ঘটেছে। ফলে দরবার শরীফের সমূহের মজলিসে সূরার সিদ্ধান্তে বা অন্য কোন উপায়ে সেসব দরবার শরীফ সমূহের পরবর্তী সাজ্জাদানশীন নির্ধারিত হয়েছে।

কিন্তু ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর ক্ষেত্রে আজ অবধী তা ঘটেনাই। এই দরবার শরীফ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পীরগণ নিজেদের জীবদ্দশাতেই খেলাফত প্রদান করে উত্তরাধীকারী ঘোষনা করে গদ্দিনশীন নির্ধারণ করেছেন। সেই হিসেবে ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর ৫ম অধঃস্তন গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) ওয়াইসীয়া মেহেদীবাগী জহুরিয়া ছমিরিয়া আজিজিয়া শামসুলিয়া সিলসিলার খাস খেলাফত প্রাপ্ত গদ্দিনশীন।

৫.৩ উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এর প্রভাব

৫.৩.১ সামাজিক প্রভাবঃ

যৌতুকবিহীন বিবাহের আয়োজন করাঃ

আবহমান কাল থেকে বাঙ্গালী সমাজে যৌতুক প্রথা একটি বড় ব্যাধি হিসাবে শিকড় গেড়ে আছে। উত্তর বাংলায় এর প্রভাব খুবই মারাত্মক। শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর মুরিদ-মুরিদানদের মধ্যে যৌতুক বিহীন বিবাহের আয়োজন করতেন। 'সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ' এ এই ধারাবাহিকতা আজও চলমান আছে।

বিধবা ও দুস্থঃ মানুষের সেবা করাঃ

পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) বড় উদার মনের দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের এতিম, বিধবা ও অসুস্থ মানুষের সেবায় তিনি তাঁর নিজ সম্পদ থেকে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন। তাঁর নিকট কেউ সাহায্য চেয়ে পুরোপুরি বৈমুখ হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল। সাহায্য প্রার্থীকে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করতেন।

মসজিদ, মাদ্রাসা মক্তব ও খানকা বা দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠাঃ

শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর জামানায় উত্তরবঙ্গে মসজিদ, মাদাসা, মক্তব ও খানকার সংখ্যা খুবই কম ছিল যা ইসলাম ধর্ম প্রচারের বড় অন্তরায়।
তিনি নিজ উদ্যোগে বহু মসজিদ, মক্তব, মাদাসা এবং খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি অদ্যাবধী বহাল তবিয়তে চালু আছে।

তার পরবর্তী সময়েও ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর গদ্দিনশীনগণ কর্তৃক বহু মসজিদ, মাদাসা, মক্তব ও খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠা হয়েছে যা উত্তর বাংলার সামাজিক কাঠামোতে এক বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

৫.৩.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

মানব প্রতিষ্ঠান তৈরিঃ

সহীহ বুখারী শরীফের ৫০২৭ নং হাদীসে উল্লেখ আছে, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"
সহীহ বুখারী শরীফের ৩৪৬১ নং হাদীসে আরও উল্লেখ আছে,"আমার পক্ষ থেকে (দ্বীনের বাণী) পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়।"
এইরুপ অন্যান্য আরও অনেক হাদিসের দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর ছাহেবজাদাগণ সহ মোট ৫৪ জনকে , তাঁর ছাহেবজাদা পাগলাপীর ছমির উদ্দিন (রহঃ) ছাহেবজাদা সহ মোট ৪১ জনকে, তাঁর নাতি পীর শাহ্ মুহাঃ আঃ আজিজ (রহঃ) শাহ্জাদা সহ মোট ২২ জন কে এবং নাতির ছেলে পীর সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) তাঁর সন্তানাদীসহ মোট ৫৬ জন কে পীর হিসেবে খেলাফত প্রদান করেছেন। উল্লেখিত খেলাফত প্রাপ্ত মোট ১৭৩ জন সুফি ও পীর সকলেই এক একজন এক একটি প্রতিষ্ঠান তুল্য। যে কেউ তাদেরকে অনুসরন এবং অনুকরণ করলে তারাও ঠিক তাদের মতই এক একটি প্রতিষ্ঠানে রুপলাভ করতে পারবেন। প্রেক্ষিত আলোচ্য অপর দুটি দরবার শরীফে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং ইলমে তাসাউফ সংক্রান্ত বই রচনাঃ

পীর শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) সারা জীবন মানুষের আত্মার খোরাক জোগান দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও অসংখ্য গ্রন্থ রচনাকারী

তৈরি করে গেছেন। তাঁর ছাজেবজাদা গণ সকলেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং তারা অনেকেই এক দুটি করে অনেক মুল্যবান এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করেছেন। 'সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান রচনাবলী হলো-

১. শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবনী- পীরজাদা আলহাজ্ব শাহ্ মোজাম্মেল হক (রহঃ)
২. এরশাদে আজিজিয়া বা এছরারে মারেফৎ- পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)
৩. মসজিদ সমাচার- পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম আজিজি (রহঃ)
৪. বাবে জান্নাত- পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ)
৫. রাহাতুল আশেকীন- পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) ও পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন আজিজি (মাঃ আঃ)
৬. কদমবুচি- পীরজাদা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন আজিজি (মাঃ আঃ)
৭. ভক্তিপুরে বিরাট বাহাস- বিষয়ঃ তাবলীগ ই-রিসালাত ও ওহাবি ইলিয়াছি তাবলীগের পার্থক্য বুঝিবার জন্য। সংকলনে- মোঃ আব্দুল কাদের

ইসলামী ছামা কাওয়ালী এবং জিকির মাহফিল করাঃ

তরিকত তাসাউফের সাথে ইসলামী ছামা কাওয়ালী এবং জিকির মাহফিল করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছামা বা ছেমা কাওয়ালী আশেকদের অন্তরের খোরাক। দীর্ঘ সময় গভীরধ্যানে থাকার পর ধ্যান ভঙ্গ হলে আশেকদের অন্তরে বিরহ জ্বালা তৈরি হয়।

তখন আশেক সুরে সুরে তাঁর মাশুক কে ডাকে বা মাশুকের গুণকীর্তন গায়, ইহাই ছামা বা ছেমা বা গজল। এই গজলেও আশেক ধ্যানের তৃপ্তি পায়। সুফিগণ গজল কে দরুদ সমতুল্য মনে করে থাকেন। শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) ছামা এবং জিকির মাহফিল করতেন যা ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম মাধ্যম।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ কেন্দ্রঃ

পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক নকশবন্দী-মুজাদ্দেদি (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দরবার 'সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ' এর মূল খেদমতগার 'আস্তানে আজিজিয়া শামসুলিয়া' বর্তমানে সুফি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখানে সংরক্ষিত আছে ভারতের ফুরফুরা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মুজাদ্দেদেদে জামান সুলতানুল ওয়ায়েজীন শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পবিত্র দাড়ি মুবারক এবং জামা মুবারক।
এই দরবার শরীফে আরও সংরক্ষিত আছে শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ), শাহ্ সুফি পাগলাপরি ছমির উদ্দিন আহমেদ ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ), সুফি শাহ্ সুফি আব্দুল আজিজ (রহঃ), শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি (রহঃ) সহ আরও কয়েকজন সুফি সাধকের ব্যবহৃত জামা মুবারক, লাঠি মুবারক, জুতা মুবারক, লেখনি সহ বেশ কিছু বরকতময় ঐতিহ্য।
যেগুলি দর্শনে আশেকজনের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং ফায়েজ প্রাপ্ত হয়। এই দরবার শরীফে সুফি সাংস্কৃতিক মিউজিয়াম গড়ে তোলার জন্য জোড় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

চিত্রঃ শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) এর ব্যবহৃত খাটের অবশিষ্টাংশ। সুফি শামসুল হক (রহঃ) এর ব্যবহৃত টেলিফোন ও লাঠি।

৫.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

ওরছ মাহফিল উদযাপন করাঃ

শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ) তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর এজাজতক্রমে ১৯৩৩ সালে ‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এ প্রথম বার্ষিক উরশ শরীফ উদযাপন করেন। অদ্যাবধী তা চালু আছে। ২০২৫ সাল ৯২ তম পবিত্র ওরছ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরছ মাহফিল একটি সামজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মিলন মেলা। অধিকন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

‘সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর উরশ শরীফ এ হাজার হাজার ভক্ত আশেক এর আগমন ঘটে। শতশত দোকান পাঠ বসে। লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যদ্রব্য সহ নানা মালামাল ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং ব্যবসায়ীদের প্রচুর আয় হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলিতে শত শত শ্রমিকের খন্ডকালীন বা সময়িক কর্মসংন্থানের ব্যবস্থা হয়।

ওরছ উপলক্ষে আগত জাকের ভক্তদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সেই খাবারের ব্যবস্থা করতে শত শত মণ চাল এবং প্রয়েজনীয় পরিমান আলু, ডাল,

সবজি সহ আনুসঙ্গিক মসলার প্রয়োজন হয়। হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল এর ব্যবস্থা করতে হয়; সেক্ষেত্রেও বড় ধরণের অর্থনৈতিক লেনদেন হয় যা দেশের অর্থনৈতিক সূচকে যুক্ত হয়।

অধিকন্তু উরশ শরীফ করতে পরিবহন, ডেকোরেশন সহ আনুসঙ্গিক বহু খাতে অর্থনৈতিক লেনদেন হয়। এগুলোর সবই দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ফতেহা শরীফ উদযাপন করাঃ

সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী কুঃ ছিঃ আঃ), পীর সুফি শাহ্ জহুরুল হক (রহঃ), তাঁর ৮ জন ছাহেবজাদা পীর এবং নাতি পীর গণের ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরে প্রায় ১৫-২০ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সম্মেলন করা হয়।

এসব পবিত্র সম্মেলনে হাজার হাজার ভক্ত আশেকের ঢল নামে। তাদের মেহমানদারির জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয় তাঁর জন্য ব্যাপক পরিমানে অর্থনৈতিক লেনদেন হয়, যা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সূচকের একটা অংশ হিসেবে গণ্য হয়।

চিত্রঃ সিঙ্গেরগাড়ী [illegible] দরবার শরীফের উরশ শরীফের পোস্টার ও সাজরানামা।

স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ

পূর্বে ‘সিঙ্গেরগাড়ি’ একটি অচেনা অজানা গ্রাম ছিল। সাংসারিক যেকোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করতে কিশোরগঞ্জ, পাগলাপীর এমনকি নীলফামারীও যেতে হতো। ১৯৩৩ সালে উরশ শরীফ চালুর পর থেকে ওরছ উপলক্ষ্যে ‘সিঙ্গেরগাড়ি’ প্রতি বছর অস্থায়ী দোকানপাট বসতে বসতে ধীরে ধীরে তা একটি স্থায়ী বাজারে রুপ নিয়েছে। এখন পার্শ্ববতী গ্রাম গুলো থেকে মানুষ ‘সিঙ্গেরগাড়ি’ গ্রামে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে আসেন। এই বাজারের দৈনন্দিন লেনদেন এখন স্থানীয় বানিজ্যের সূচকের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাজার শরীফ জিয়ারত করতে এবং দরবার শরীফের নানা ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এখন নিত্য সেখানে শতশত মানুষের সমাগম ঘটে। আর বার্ষিক ফাতেহা শরীফ এবং উরশ শরীফ সময়গুলিতে তো এই স্থানীয় বাজারটি একপ্রকার রাজরুপ ধারণ করে। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে তখন এই

বাজারে অধিক পরিমানে মালামাল মজুদ করতে হয়, বেশিসংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং বিক্রি ও মুনাফা বেশি হয়।

নিঃসন্দেহে ইহা পীর শাহ্ সুফি জহুরুল হক (রহঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘সিঙ্গেরগাড়ী নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর প্রভাবেই সংঘটিত হচ্ছে।

তথ্য সংগ্রহের আলেখ্যঃ

‘সিঙ্গেরগাড়ী জহুরিয়া দরবার শরীফ’ এর তথ্য সংগ্রহে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য বর্তমান গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি গোলাম মুরতুজা আজিজি (মাঃ আঃ) ও তাঁর সফর সঙ্গী জনাব মোঃ রকিবুল হাসান আজিজি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী পীরজাদা ড. শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম আজিজি কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ, জয়পুরহাট

৬.১ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম

৬.১.১ বংশ পরিচয়ঃ

সড়াইল দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কামেল ও মোকাম্মেল পীর কুতুবুজ্জামান শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার রহমতুল্লাহি আলাইহি এর পিতার নাম জনাব মৌলভী বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ)। দাদার নাম জনাব ধনি মিঞা মন্ডল (রহঃ)। এবং পরদাদার নাম জনাব বাহাদুর মিঞা (রহঃ)। জনাব বাহাদুর মিঞা ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী ছিলেন। আফগানীস্তান এবং পাকিস্তান হতে যে সমস্ত সুফি ব্যক্তির্বগ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভূখন্ডে আগমন করেছিলেন তাহারা সম্মান সূচক 'মিঞা' নামে সম্বোধিত হইতেন। জনাব বাহাদুর মিঞা (রহঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই মুর্শিদাবাদ হইতে এই বঙ্গ ভূ-খন্ডে আগমন করেছিলেন।

বিধির অভিপ্রায় কখন কিভাবে প্রকাশ পায় তা সব সময় সাধারণের বোধগম্য হয়না। জনাব বাহাদুর মিঞা (রহঃ) মুর্শিদাবাদ থেকে এই এলাকায় আসার পথে এক ব্রাক্ষনের মেয়ে কে বিবাহ করে এনেছিলেন। কালক্রমে অনেক সন্তানাদী জন্মদানের পর পৌঢ় বয়সে সড়াইল গ্রামের একটি জলাশয়ে ডুব দিয়ে ব্রাক্ষনের এই মেয়ে নিরুদ্দেশ হন। তৎক্ষনাত জলাশয়টিতে জাল নামিয়ে এবং সবশেষে পুকুর সেচে শুকানোর পরও তাকে জিবীত বা মৃত অবস্থায় আর পাওয়া যায়নি। সেই থেকে জলাশয়টি বামনীর (ব্রাক্ষনের) কুরী নামে অবিহিত হইত। একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় আমি জলাশয়টি দেখেছি। বংশানুক্রমিক জমির

খন্ডিত মালিকানার জেরে কিছুদিন পূর্বে জলাশয়টি মাটি দ্বারা ভরাট করার ফলে 'বামনীর কুরী' নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

জনাব বাহাদুর মিঞা (রহঃ) এর ছেলের নাম জনাব সুফি ধনা মিঞা (রহঃ), তাঁর ছেলের নাম জনাব বনিজ মোহাম্মদ মন্ডল (রহঃ), যিনি ছিলেন সড়াইল দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কামেল ও মোকাম্মেল পীর কুতুবুজ্জামান শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার রহমতুল্লাহি আলাইহি এর শ্রদ্ধেয় মহান পিতা।

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর মহান পিতা জনাব সুফি বনিজ মোহাম্মদ মন্ডল (রহঃ) সড়াইলের পার্শ্ববতী গ্রাম বেড়াখাই গ্রামের তালুকদারী ক্রয় করে নিয়েছিলেন, সেই থেকে তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ তালুকদার হিসেবে পরিচিত। এখন পর্যন্ত সড়াইল গ্রামের এই তালুকদার বংশ স্থানীয় ৬ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন সহ পুরো পাঁচবিবি উপজেলায় নামযশ এর অধিকারী ও খ্যাতিসম্পন্ন। এই বংশে অনেক বিসিএস ক্যাডার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেকচারার, মাস্টার সহ অনেক পেশাজীবী মানুষ এবং সমাজসেবক রয়েছেন।

৬.১.২ বেলাদাত শরীফ বা পবিত্র জন্ম বৃত্তান্তঃ

দরবার শরীফের দায়িত্বশীলদের সাথে বিভিন্ন সময় কথা বলে জানতে পারা যায় যে, সড়াইল দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কামেল ও মোকাম্মেল পীর কুতুবুজ্জামান শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার রহমতুল্লাহি আলাইহি ১২৫৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাপী তাপী মানুষের উদ্ধার করার জন্য পূণ্যময়ী মাতা মোছাঃ শুকিমন বিবি (রহঃ) এর কোল আলো করে এই ধরাধামে তাশরিফ আনেন। সেদিন বর্তমান বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার সড়াইল গ্রামে ইসলামী সুফিবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ।

৬.১.৩ পাগলা ফকির জঙ্গী দেওয়ান (রহঃ) এর ভবিষ্যৎবাণীঃ

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জন্মের দিন জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার রায়গ্রামের বাকসিদ্ধ ফকির জঙ্গী দেওয়ান (রহঃ) এসে জনাব মৌলভী বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ) কে বলেন, তোমার ঘরে আমার এক বন্ধুর জন্ম হয়েছে, আমার সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ করাও! সদ্যপ্রসূত শিশুকে দেখানোর ইচ্ছা না হওয়ায় জনাব বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ) বলেন, অসূচী শিশুকে কিভাবে দেখাব? ফকির জঙ্গী দেওয়ান (রহঃ) তখন বললেন, আমার বন্ধুর কোন অসূচী নেই, আমি তাহাকে দেখিয়া উপহার দিয়া দোয়া করিয়া যাইব, দেখাও নতুবা ভালো হইবেনা! জনাব বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ) অগত্যা কাপড় জড়িয়ে এই শিশু মহামানব কে ফকিরের কোলে দেন। ফকির সাহেব শিশুর মুখে চুমু দিয়ে রুমাল ও টুপি দান ও দোয়া করিয়া করিয়া বলিলেন,

“কালে এই ছেলে অলি-আল্লাহ হইবে এবং তাঁহার মাধ্যমে তোমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে” ।

ইহা স্পষ্ট যে, পরবর্তীতে এই বাকসিদ্ধ ফকির জঙ্গী দেওয়ান (রহঃ) এর বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

৬.১.৪ শারিরীক গঠন কাঠামোঃ

সত্যের দাস ও গুরু তত্ত্বের প্রকাশক সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) শারিরীক গঠনে শক্তিশালী মাঝারি লম্বা গোছের স্বাস্থ্যবান এবং নূরানী চেহারার অধিকারী ছিলেন। মুখ মণ্ডল স্বাভাবিক বড়, নাকের ডগা মাংশল এবং মোটা, চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ ছোট, ভ্রুযুগল মোটা এবং লম্বা পশম বিশিষ্ট, শরীরের লোম ছিল মোটা। ডান চোখের পাতার উপর ছোট একটি আঁচিল ছিল। মাথার চুল চিকন ও সোজা কিন্তু দাড়ী বেশ মোটা ছিল। দাড়ী এক মুষ্টি রাখিয়া ছাঁটিতেন, মুখে চিরল দন্ত ছিল, হাসার সময় সেগুলি মুক্তার মত দেখাত। ওফাত কালে কিছু চুল কাঁচা ছিল, কিন্তু দাড়ী সর্ম্পূণ পাকা ছিল। হাত দুটি ও আঙ্গুলগুলি

লম্বা এবং আঙ্গুলের মাথাগুলি সামান্য চিকন ও কুনই হতে কবজী পর্যন্ত লোম ছিল। পায়ের আঙ্গুলগুলি সর্বদা জুতা ব্যবহারের জন্য খাটো ও ঝোপা লাগা (একত্র), কণিষ্ঠ আংগুলে সর্বদা পাকুই (সাদাটে ভেজা রোগ) থাকত। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামা লাল বর্ণের ছিল।

তাসাউফের আমলের তাছিরের কারণে তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হত, অর্থাৎ তাকে একেক সময় একেকরুপে দেখা যেত।

(১) পোশাক-পরিচ্ছদঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) লুঙ্গি, গামছা ও গেঞ্জির মত সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। মাথায় কাপড়ের তৈরি গোল টুপি পড়তেন। সফরে গমনের সময় লম্বা পাঞ্জাবি পড়তেন এবং মাথার টুপির উপর গামছা জড়াইতেন। পায়খানা-প্রসাবে সর্বদা কুলুখ ব্যবহার করতেন এবং সবসময় অজুর সহিত থাকতেন।

(২) শিক্ষা জীবনঃ

তৎকালীন বাংলার অবহেলিত এই জনপদে এবং পিছিয়ে পড়া সমাজে কোন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তাঁর মহান পিতার রেখে দেয়া গৃহ শিক্ষকের নিকট বাংলা,আরবী, ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি জানাজা, মিলাদ মাহফিল, এবং এই জাতীয় ধর্মীয় কাজের জন্য গ্রামান্তরে নিমন্ত্রীত হইয়া এইসব কাজ সুসম্পন্ন করতেন।

(৩) কর্ম জীবনঃ

ঐতিহ্যগতভাবে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর পরিবার প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং তাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। প্রচুর আবাদী জমি, পুকুর,

গাছপালা, গরু, বকরি, ছাগল, ভেড়া, হাঁস মুরগী প্রভৃতি তৎকালীন সময়ে একটা জোতদার পরিবারে যা যা থাকার দরকার তাঁর সবই তাদের পরিবারে ছিল। সেই সুবাদে তাঁর আদি ও আসল পেশা ছিল কৃষি। কৃষিকাজের প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখতেন। মুরিদগণকেও চাষাবাদের প্রতি তাগিদ দিতেন। আবাদের মৌসুমে তিনি জাকেরগণকে সড়াইলে থাকতে দিতেননা, চাষাবাদ করার জন্য নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে বলতেন।

(৪) ফয়েজের ফল্গুধারা পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ)ঃ

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল এবং ধীরস্থিরভাবে নিম্ন স্বরে কথা বলতেন। তাঁর ছোট ছোট কথা গুলোতে ফয়েজের তাছিরের বন্যা বয়ে যেত। শিষ্যগণকে শিক্ষাদানকালে তাঁর কথা শিষ্যদের আত্মার উপর বিদ্যুৎ এর মত ক্রিয়া করত, তাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেত এবং জজবা তৈরি হত। হাজার হাজার মুরীদের সমাবেশে মাইক ছাড়াই তাঁর কথা শুনা যেত। তাঁর মাহফিলে কোনদিনই মাইক ব্যবহার করা হয়নি।

(৫) সংসার জীবন ও সন্তান সন্ততীঃ

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) প্রথম বিবাহ মুবারক করেন আলীহাট গ্রামে। সেই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র এবং দুই কন্যার জন্ম হয়। তারা হলেন-

পুত্র- জনাব সুফি ছালামত হোসেন তালুকদার (রহঃ)

কন্যা- ১। জনাবা সুফি শিন্দ্রী খাতুন (রহঃ) এবং

২। জনাবা সুফি জরিনা খাতুন (রহঃ)

তারা সকলেই পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবদ্দশতেই ইন্তেকাল করেন।

প্রথম স্ত্রীর ওফাতের পর তিনি নিজ উপজেলার ঢাকারপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারের জনাবা মোছাঃ শুকিমন বিবি (রহঃ) কে দ্বিতীয় শাদী মুবারক করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ৩ পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন।

পুত্রগণ-

১। পীরজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদত হোসেন তালুকদার (রহঃ)
২। পীরজাদা সুফি হযরত মৌলভি সাখোয়াত হোসেন তালুকদার (রহঃ)
৩। পীরজাদা সুফি হযরত মৌলভি আবু সাইদ তালুকদার (রহঃ)

কন্যাগণ-

১। জনাবা মোছাঃ বছিরননেছা (রহঃ)
২। জনাবা মোছাঃ গোলেজান (রহঃ)
৩। জনাবা মোছাঃ ফয়েজা খাতুন (রহঃ)

৬.১.৫ ইলমে মারেফতে দীক্ষা গ্রহণঃ

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর মহান পিতা মৌলভী সুফি বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ) একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলিকাতার পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর একজন খুবই আশেক মুরিদ ছিলেন। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) মাঝে মাঝে সড়াইল গ্রামে তাঁর প্রিয় মুরিদ সুফি বনিজ উদ্দিন মন্ডল (রহঃ) এর বাড়িতে আসতেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ও রসুল (ﷺ) এর ইশারায় কোন এক শুভক্ষণে মহান পীর সুফি সাধক সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নিজ শাহাদৎ আঙ্গুল মুবারক দিয়ে জনাব সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর কলব দেখিয়ে দিয়ে তাকে বায়াৎ করান। সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) পরবর্তীতে তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী

মেহেদীবাগী (রহঃ) নিকট দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিক সময় যাবৎ সাধনা ও খেদমত করে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত এবং মারেফতের ইলমে কামালিয়াত লাভ করেন।

৬.১.৬ আধ্যাত্মিকভাবে চার তরিকার খেলাফত লাভঃ

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এক দিন সড়াইল গ্রামে নিজ বাড়িতে নামাজান্তে মোরাকাবার হালতে থাকা অবস্থায়-

১. সুলতানুল হিন্দ গরিবে নেওয়াজ মুহিয়ী হকিকত ও মারেফত হযরত খাজা ময়েন উদ্দিন চিস্তী আজমিরী সাঞ্জেরী (রহঃ),

২. পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আযম শায়খ শাহ্ মুহি উদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রহঃ),

৩. মুহিয়ী সুন্নাহ্ ঈমামে রব্বানী কাইয়্যুমে জামানী মাহবুবে সোবহানী শায়খ আহমাদ সেরহিন্দী হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানীফারুকী রহমতুল্লাহি আলাইহি,

৪. প্রখ্যাত আশেকে রসুল (ﷺ) রসুলনোমা পীর ওলিয়ে মোকাম্মেল শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ফত্তেহ্ আলী ওয়ায়েছী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং

৫. খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) হকিকতে তাশরিফ আনেন এবং সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে পর্যায়ক্রমে খেলাফত প্রদান করেন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করা ভালো যে,তাঁকে চিশতিয়া, কাদেরীয়া, মুজাদ্দেদীয়া তরিকার সর্দারগন নিজ নিজ তরিকার খেলাফত প্রদান করেন আর সৈয়দ ফত্তেহ্ আলী ওয়েছী (রহঃ) নকশাবন্দীয়া তরিকার খেলাফত প্রদান করেন।

এরপরই খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) হুজুর কেবলা সড়াইল বাবা কে কলিকাতায় ডেকে একই সাথে প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফার মধ্যে সড়াইলের কাজেম উদ্দিন হুজুর কেবলা (রহঃ) কে চতুর্থ নম্বরে একইসঙ্গেমুজাদ্দেদীয়া-নকশাবন্দীয়া তরিকার খেলাফত প্রদান করেন। আপন

মুর্শিদ কর্তৃক সরাসরি প্রাপ্ত খেলাফত অনুযায়ী তিনি তাঁর দরবার শরীফের নামকরন করেন "সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফ।"

৬.১.৭ আপন পীরের নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্তিঃ

সড়াইল দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কামেল ও মোকাম্মেল পীর কুতুবুজ্জামান শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার রহমতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন কলিকাতা মেহেদীবাগের কামেল ও মোকাম্মেল পীর আওলাদে রসুল (ﷺ) হযরত মাওলানা খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ৬৯ জন খলিফার (প্রথম দফার ৫৬ জন এবং দ্বিতীয় দফার ১৩ জন) মধ্যে প্রাণ প্রিয় চতুর্থ নং খলিফা।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ শে বৈশাখ মোতাবেক ৪ মে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার, খেলাফত প্রদান অনুষ্ঠানে চতুর্থ নং খলিফা হিসেবে খেলাফত প্রদান করে তাঁর প্রাণপ্রিয় মুরিদ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে বললেন, *"দেখো বাবা চার ফেরেস্তা বড়, চার কিতাব বড়, চার আসহাব বড়, তাই তোমাকে চার নং খলিফা করলাম, এ জন্য মনঃক্ষুন্ন হইওনা।"* জবাবে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বলেছিলেন, *"হুজুরের যা মর্জি হয়।"*

খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) সড়াইল দরবার শরীফে "সৈয়দ সাহেব" হুজুর নামে পরিচিত। সম্মান সূচক এই নামের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সড়াইল দরবার শরীফের বর্ণনার অংশের অনেক জায়গায় তাকে 'সৈয়দ সাহেব' বলে অভিহিত করা হলো।

স্বীয় মুর্শিদের খলিফাদের তালিকায় পীর জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ)ঃ

সিঙ্গেরগাড়ীর পীর জনাব শাহ্ সুফি জহুরুর হক (রহঃ), এনায়েতপুরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রঃ) রামশহরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রঃ) এর পীরভাই ছিলেন সড়াইলের পীর জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ)। তিনি তাঁর পীরের প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফার মধ্যে ৪ নং খলিফা ছিলেন।

৬.১.৮ সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার সোনার শেকলসম সিলসিলা বা পরম্পরায় পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন আহাম্মদ তালুকদার (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বটবৃক্ষসম সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)।

২. কুতুবুজ্জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন আহাম্মদ তালুকদার (রহঃ)।

৩. পীরজাদা গদ্দীনশীন পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদত হোসেন তালুকদার (রহঃ)।

৩.১ পীরজাদা গদ্দীনশীন পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

৩.২ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসেন ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

৬.১.৯ হযরত খাজা খিজির আঃ এর খেলাফত লাভঃ

শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কলিকাতার মেহেদীবাগ দরবার শরীফের পুকুরে গোসল করতে নেমে তিন দিন পানিতে ডুবে থাকার পর যখন স্বীয় পীরের সম্মুখে আসলেন, তখন খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কাজেম কয়টা ধরলি? উত্তরে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বললেন, হুজুর 'তিনটি'।

এই 'তিনটি' ছিল আবে হায়াত পান করা হযরত খাজা খিজির আলাইহিস সালাম কর্তৃক শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে প্রদান করা চিশতিয়া, কাদেরীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত। কাশফ্ ওয়ালা ছালেকদের মতে এই 'তিনটি' ছিল রহমত, মাগফেরাত আর নাজাতের ভান্ডার।

৬.১.১০ হযরত খাজা আব্দুল গফুর চিশতী ওরফে বাগমারী পীর (রহঃ) এর মন্তব্যঃ

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সুফি সাধক কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার 'পীর কাশিমপুর দরবার শরীফ' এর গোড়া পত্তনকারী হযরত খাজা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল গফুর চিশতী ওরফে 'বাগমারী পীর' রহঃ (ওফাত ৪ জুলাই ১৯৭৫) জয়পুরহাট এলাকায় তরিকত তাসাউফ প্রচার করতেন। অত্র এলাকার হিন্দা কসবায়, বেগুনগ্রামে এবং আরও কতিপয় স্থানে তাঁর বড় বড় আস্তানা শরীফ আছে এবং এসব আস্তানায় এখনো মহাসমারোহে তরিকতের খেদমত চলছে। একটা সময় তাঁর জাকেরগণ তাকে সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর হক্কানীয়াত সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, "সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উর্দ্ধজগতে অলি-আওলিয়াগণের সমাবেশ হয়, সেখানে সড়াইলের উনি উপস্থিত থাকেন।"

৬.১.১১ সড়াইলে সৈয়দ সাহেবের ঠিকানাঃ

খেলাফত প্রদানের পর খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর এই প্রাণ প্রিয় খলিফা সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে সড়াইল ওরছ শরীফের মাহফিলে চেয়ারে বসাইয়া নিজ রুমাল থেকে এক টাকা (সেই সময়ের বাজার মূল্যে দুই মন ধানের দাম) বের করে নজরানা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে দেখাইয়া বলেছিলেন,

“দেখ মিঞারা আমি ইনাকে পীর বলিয়া স্বীকার করিয়া নজরানা দিলাম, তোমরাও পীর বলিয়া মানিও, ইহা আমার অতি কষ্টে বানানো তরী, তোমরা নিঃসন্দেহে ইহাতে আরোহন করিও, ইহা ডুবিবার নহে, অত্র মাহফিলের শেষে যাইবারওকালে যাইতেছি বলে সড়াইলে রইল আমার ঠিকানা।”

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জয়পুরহাট জেলায় ‘সড়াইল’ নামে দুটি গ্রাম রয়েছে। একটি কালাই উপজেলাতে এবং অপরটি পাঁচবিবি উপজেলাতে। পাঁচবিবি উপজেলার সড়াইল গ্রাম টি ‘পীর সড়াইল’ নামে বহুল পরিচিত।

৬.১.১২ সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর ব্যতিক্রমী এক নসিহতঃ

সেই সময়ে সড়াইলের উরশ শরীফের মাহফিলে নামাজের কাতার করার সময় অন্যান্য ৬৮ জন খলিফা ও তাদের মুরিদদের উদ্দেশ্যে খাজা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) বলতেন, *“দেখ মিয়ারা তোমাদের মুরিদগন যেন সড়াইলের মুরিদদের সামনে না দাঁড়ায়, আর সড়াইলের মুরদিগনও যেন তোমাদের পিছনে না দাঁড়ায়, যদি এমনটি করো তবে উভয়েই গোনাহগার হইবে, কারন তোমরা ৬৮ জন কে আমি খেলাফত দিয়েছি,*

আর সড়াইলের উনাকে খেলাফত দিয়েছেন তোমাদের দাদা পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ফত্তেহ আলী ওয়ায়েছী মানিকতলী (রহঃ), সড়াইলের মুরিদদের হকিকতের জ্ঞান আধিক হইবে।”

খেলাফত প্রদানের পর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) প্রিয় খলিফা সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে নাম ধরিয়া ডাকতেন না।

ইনি, উনি, এনাকে, উনাকে প্রভৃতি সর্বনামে সম্বোধন করিতেন। এমনকি অন্যান্য খলিফারা সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে নাম ধরিয়া ডাকলে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে বলতেন, "ও *মিঞারা তোমরা আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারনা।*"

৬.১.১৩ 'তুমিই আমি, আমিই তুমি' -সৈয়দ সাহেব (রহঃ)

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বর্ণনা করেন, অবশেষে আমি যখন সৈয়দ সাহেব এর সঙ্গে বিলীন হয়েছিলাম (ফানা ফি শায়েখ), তখন তিনি আমাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। মাঝে মাঝেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন বল তুমি কে? ও আমি কে? আমি বলতাম, আমি মেঝ হুজুরের গোলাম, ইহা শুনে তিনি বলতেন ইহা হলো না। বল "আমি আপনি ও আপনিই আমি।" ইহা শুনে আমি কেঁদে কেঁদে বলতাম, তাহা সম্ভব হয় না। আমি মেঝ হুজুর সাহেবের গোলাম (উল্লেখ্য যে এই মেঝ হুজুর হলেন সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী রহঃ এর মেঝ ছাহেবজাদা তালোড়া নিবাসী হাজী গাজী সৈয়দ ডাক্তার মাহমুদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী রহঃ)। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে ছরী দিয়ে প্রহার করতেন। এইভাবে আমাকে কয়েক বার প্রহার করেছিলেন।

সৈয়দ সাহেব মেঝ হুজুর সহ একবার এক সফরে ঘোড়াঘাট উপজেলার কামদীয়া গ্রামে এসছিলেন। সেদিন মিঞা সাহেবদের খানকাতে দরজা বন্ধ করে এই প্রশ্নের ঐ উত্তরে আমাকে এত গুরুতর ভাবে প্রহার করেছিলেন যে, আমি মারের জ্বালায় একটি চৌকির নীচে ঢুকেছিলাম, এবং সৈয়দ সাহেব ঐখানেই আমাকে একটি ছরি দিয়া ঘুতাইয়া আঘাত করতেছিলেন। এই সময় মেঝ হুজুর সাহেব ভীত হয়ে খানকার দড়জা বল পূর্বক খুলে ভিতরে ঢুকে পিতাকে বলতে লাগলেন, আব্বাজান আপনি এ কি করেন? কাজেমকে মেরে

ফেলে জেলে যাবেন না কি? মেঝ হুজুরের কথায় সৈয়দ সাহেব পুত্রকে বললেন, *"হাম উছকো খুন করকে জেল মে যায়ে গা, তুম কোন হ্যায়? তুম ইহাছে নিকল যাও।"* পিতার এই উত্তরে মেঝ হুজুর সাহেব ঘর হতে বাহিরে গেলেন। তিনি আমাকে বার বার একই প্রশ্ন করেন, আমিও কেঁদে কেঁদে একই উত্তর দিতে লাগলাম। অবশেষে সৈয়দ সাহেব বললেন, বুঝা গেল কাজেম আমাকে ও আমার আওলাদগণের কাউকেই ছাড়বে না। সেইদিন হতে সৈয়দ সাহেব আমাকে আর কোনদিন প্রহার করেননি। শেষে এমন হাল হইল যে যদি কোন পীর ভাই আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিত আর তিনার কর্ণ গোচর হইত; তবে তিনি তাহাকে বলিতেন ওমিঞা। আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে পার না!

৬.১.১৪ সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর সঙ্গে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) শেষ সাক্ষাৎঃ

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তাঁর সাথে শেষ সাক্ষাৎকালে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় এই শিষ্য কে বিদায় জানিয়ে বললেন, দেশে যাও, আমার দাফন-কাফনের কাজে অংশগ্রহনের আশা ত্যাগ করো। আমৃত্যু আপন মুর্শিদের হুকুম মান্যকরা সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তখন কাঁদতে কাঁদতে সড়াইলে চলে আসেন।

জানাজায় অংশগ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞেস করায় হকিকতের জ্ঞানে জ্ঞানী একজন ছালেক আমাকে বললেন, সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) যদি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জানাজায় অংশগ্রহন করতেন তবে তো সাধারণভাবে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর নিকট সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) মৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইত, অধিকন্তু হকিকতে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) নিজেই তো সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ), সুতরাং জানাজায় অংশগ্রহণ করাটা জরুরী ছিলনা।

৬.১.১৫ প্রকৃত ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াঃ

শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) ছিলেন নবীজি সা. এর বৈশিষ্ট্য সমূহের ধারক, বাহক ও প্রচারক তথা একজন খাঁটি ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া। নবীজি (ﷺ) যেমন নিজ জীবদ্দশায় কোরআনুল কারীম ও হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ না করায়ে আমলের উপর গুরুত্ব দিতেন, তিনিও তেমনি তরিকতের ছবক সমূহ লিপিবদ্ধ করতে দিতেন না। কারণ ইহাতে মানুষ প্রয়োজনে লিখিত পান্ডুলিপি বের করে দেখবে, নিজ জীবনে চর্চা করে বাস্তবায়ন করবেনা।

তার সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধী সড়াইল দরবার শরীফের ওরছ মোবারকের প্রচারপত্র করা হয়না। দরবার শরীফের কোন প্রকার নিয়মিত প্রকাশনাও নেই।

হযরত কাজেম উদ্দিন পীরসাহেব (রহঃ) এর ইন্তেকালের ১০ বছর পর ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে তদীয় বড় সাহেবজাদা ও গদ্দিনশীন শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদাৎ হোসেন পীরসাহেব (রহঃ) এর ইশারায় এবং শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর নাতি শাহ্ সুফি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর এজাজতে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর একজন জাকের মরহুম আঃ গণি মন্ডল ‘পরশ মণি’ নামে সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবনী কিতাব লিখেন, যার প্রকাশনা ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে মাত্র একটিবার হয়েছে।

৬.১.১৬ কঠিন রিয়াজত ও সাধনায় উত্তীর্নঃ

মোঃ আঃ গণি মন্ডল কর্তৃক লিখিত সড়াইলের পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবনী ‘পরশমণি’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বলেন, সাধনা ও রিয়াজত কালে আমাকে অনেক কঠিন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, জটিল জটিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। জীবন দর্পণ

তৈরি করতে আমাকে অনেক সাধনা করতে হয়েছে। উক্ত দর্পণ মাজিয়া ঘষিয়া যখন পরিস্কার হয়েছিল, তখন উহাতে নিজের দাঁত মুখ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

উক্ত 'পরশমণি' গ্রন্থে পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জবানী হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনা সমূহের উল্লেখ আছে।

ঘটনা একঃ

আমি মাঝে মাঝে জজবা হালে মাতোয়ারা ও বেকারার হয়ে থাকতাম। তখন আমাকে শান্ত করার জন্য সৈয়দ সাহেব আমাকে নিয়ে পীর ফুফি আম্মার (নেসবতে জামেয়ার অধিশ্বর হযরত সৈয়দা জোহরা খাতুন রহঃ) বাড়ি মুর্শিদাবাদের শাহ্‌পুরে নিয়ে যেতেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে অবস্থা স্বাভাবিক হলে মেহেদীবাগে ফিরে আসতেন। একদা অনুরুপ এক সফর শেষে রাত্রিকালে শাহ্‌পুর হইতে গরুর গাড়ীযোগে কলিকাতার মেহেদীবাগে ফেরার পথে বহুদূর চলে আসার পর সৈয়দ সাহেব বললেন, আমার কাপড় শুকানোর দঁড়িটি পাওয়া যাচ্ছেনা। দেখ কেহ আমার দঁড়িটি আনিয়া দাও।

আমার পীরভাই গণের অনেকেই ছিলেন, সকলেই গাড়ির পিছনে হেঁটে হেঁটে চলছিলাম। কিন্তু রাত্রিকালে অচেনা পথে শাহ্‌পুরে গিয়ে দঁড়ি এনে দেওয়ার জন্য কারও আগ্রহ দেখা গেলনা। এক পর্যায়ে সৈয়দ সাহেব বললেন, কাজেম আমার দঁড়িটি আনিয়া দাও।

পীরের আদেশ পাওয়ামাত্র আমি শাহ্‌পুরের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম। শাহ্‌পুরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দঁড়িটি না পেয়ে উক্ত গাড়ির নাগাল ধরার জন্য পূণরায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম এবং গাড়িটির নিকট গিয়ে পৌঁছালাম। গাড়ির নিকট পৌঁছে দেখিলাম, গাড়িতে বিকট ও বিরাটকায় এক দস্যু উঠে সৈয়দ সাহেব কে খেয়ে ফেলেছে। দস্যুটি সৈয়দ সাহেব কে খেয়ে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে একটি রামদাও হাতে নিয়ে গাড়িতে বসে রইল। আগুনের স্তম্ভের মত দেখিতে দস্যুটি এক পর্যায়ে আমাকেও খেয়ে ফেলিল। আমি দেখিতে লাগিলাম, দশ্যুটির পেটের ভেতরে আমি মলে পরিণত হলাম, মলে পোকা হলো।

শুনিতে ও দেখিতে পাইলাম, এই খবর আমার দেশে পৌছেঁছে, আত্মীয় স্বজন বিলাপ ও অনুসূচনা করে বলাবলি করতেছে যে, সৈয়দ সাহেব কাজেমকে নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে গিয়েছিল, সেখানে একটি দস্যু সৈয়দ সাহেব ও কাজেমকে খেয়ে ফেলেছে।

শেষে দেখিলাম দস্যুটি আমাকে মলরুপে বাহির করিয়া ফেলিল। এমন সময় সৈয়দ সাহেব বলিলেন, কাজেম ফিরে এসো বাবা, দঁড়ি পাওয়া গেছে। তখন আমি শুনিতে পাইলাম চারিদিকে মোড়গ ডাকিতেছে, রাত্রি শেষ হয়েছে।

ঘটনা দুইঃ

সৈয়দ সাহেব একবার সড়াইলে আমার বাড়ীতে এসেছেন। আমার অজ্ঞাত কোন ক্রটির জন্য আমার ভিতরের মারেফতের বস্তুগুলি হারিয়ে গেল। তাহাতে আমি খুবই দুঃখিত হইয়া মর্মাহত হলাম। এমন সময় সৈয়দ সাহেব আমাকে কি যেন খেদমতের জন্ম ডাকলেন। আমি এই দুঃখিত অবস্থায় ও ক্ষোভে তাঁহার খেদমতে হাজির না হয়ে ওরছ খানার মসজিদে গোপনে বসিয়া অনুশোচনা করতেছিলাম। এদিকে সৈয়দ সাহেব মহাব্যাস্ত হয়ে আমাকে ডাকাডাকি করতেছেন জন্য অনেকে আমাকে খোঁজাখুঁজি করতেছিল, কিন্তু কেহই আমার সন্ধান পেলনা। সৈয়দ সাহেব বললেন। হাট খোলার ঘরগুলি খুঁজে দেখ। আমাকে খোঁজার জন্য কেহ কেহ সেখানে গেল। আমিও এই সময় দেখতে পেলাম যে, আমার ভিতরের যে বস্তু গুলি হারিয়ে গিয়েছিল, ঐগুলি আমার নিকট ক্রমান্বয় এসে হাজির হলো। যারা আমার সন্ধানে আমার নিকট গিয়েছিল; তারা আমাকে বলিল যে, সৈয়দ সাহেব আপনার জন্য খুবই অস্থির হয়ে আছেন।

ইহা শুনে আমি দ্রত তাঁর নিকট গিয়ে দেখি দুইজন খাদেম তাঁকে বাতাস করতেছে।

সৈয়দ সাহেব ঘর্মাক্ত ও বিবর্ণ কলেবরে ছটপট করতেছেন ও বলতেছেন কাজেমকে পাওয়া গেল না? আমার শরীর জ্বলে গেল। ইহা শুনে ও দেখে আমি দ্রুত হাত পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ সাহেব শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘটনা তিন- পীরের খানা খাওয়াঃ

"খেলাফত লাভের পর আমি যখন কলিকাতার তিনার খেদমতে যাইতাম, সৈয়দ সাহেব খাবার সময় আমাকে ডাকিয়া লইতেন। অন্যান্য পীর ভাইদের সহিত খানা খাইতে দিতেন না। নিজে এক চামুচ খাইয়া নিজ না এবং যে সমস্ত আমেরীখানা আমাকে লইয়া খাইতেন, তাহার প্রস্তুত প্রণালী বলিয়া দিতেন । ক্রীম বা অনুরূপ খাদ্য তিনি খাইতেন এবং নিজ হাতে আমাকেও এক চামুচ খাওয়াইতেন । আমি খানা মুখে লইয়া মুখ ফিরিয়া ফিরিয়া খাইতাম। এইভাবে খানা খাওয়া শেষ করিতেন।

এইরূপে তিনার সংগে খানা খাইতে আমি রাজী ছিলাম না। কেননা আমার এই হালের পূর্বে একদিন আমি তিনার খানা খাওয়ার সময় সামনে দাঁড়ায়েছিলাম। কোথায় কে যেন তিনাকে বলেছিলেন, পীরসাহেব ও আমাদের মতই মানুষ তিনি পানাহার করেন তিনার স্ত্রী পুত্রাদি সবই যখন আছে তখন তিনাতে ও আমাতে তফাত কি?

এই কথার উত্তর সৈয়দ সাহেব খানা খাওয়ার সময় আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। পীরেরা মানুষ তাঁহারা খায় দায় স্ত্রী পুত্র সবই আছে। ইহা বলিতে লাগিলেন ও এক লোকমা খাদ্য ডাহিনে ও অপর লোকমা বামে মুখের পাশ ঘেঁসিয়া ঘারের নিকট উঠাইতে লাগিলেন।

আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম তিনি এক লোকমা খানাও খাইলেন না। এইভাবে খানাগুলি অদৃশ্য হইয়া এই গেল এই ঘটনার পর হইতে আমি আর কোন দিন তাহাকে খাওয়ানোর সময় তাঁহার মুখের দিকে তাকাতাম না।

ইহা ছাড়াও জানিতাম যে পীরের সামনে খানা খাওয়া নিষেধ, এমন কি পীরের খাওয়ার সময় তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখাও নিষেধ। তাই যখন তিনি খানা খাইতেন, আমি তখন মুখ ফিরিয়ে বা নিচের দিকে তাকাইতাম। পীরসাহেব আমাকে খানা খাওয়ার সঙ্গি করিলে উপরোক্ত কারণে আমার বিশেষ লজ্জা ও ভয় হত, কিন্তু তিনি ছারিতেন না। জেদ করিয়া আমাকে লইয়া খানা খাইতেন।”

৬.২ পীর সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর অবদান

৬.২.১ ‘সড়াইল খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠা

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন আহাম্মদ তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) এর লক্ষাধিক জ্বীন ও ইনসান ভক্ত মুরিদ ছিল। তিনি উচ্চমার্গের একজন সুফি সাধক ছিলেন। তিনি কুতুবুজ্জামান বা জামানার কুতুব ছিলেন। এই মুরিদগণের খেদমতগার হিসেবে তিনি স্বীয় মুর্শিদ কলিকাতার পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর হুকুমে এবং সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিজ গ্রাম সড়াইলের বাড়িতে ‘খানকায়ে নক্শবন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া’ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন।

চিত্রঃ সড়াইলের পীর সুফি হায়াদৎ হোসেন (রহঃ) এর দরবার শরীফ এর প্রবেশপথ।

৬.২.২ তরিকত-তাসাউফের খেদমতঃ

শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) সরাসরি কেবলমাত্র নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ছবক প্রদান করতেন তবে তিনি কাদেরীয়া এবং চিশতিয়া তরিকারও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর মুরিদ–মুরিদান গন এই প্রধান চার তরিকার ফয়েজ লাভ করে থাকেন।

তিনি নিজে শরীয়াতের হুকুম আহকামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরন করতেন, মুরিদ–মুরিদান গন কেও এ বিষয়ে কড়া তাগিদ দিতেন। ৪ঠা মে ১৯১৫ তারিখে খেলাফত লাভ করে ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৩ বছরের পীর-মুরিদীর জীবনে লক্ষাধিক পথভোলা জিন-ইনসান কে দ্বীন ইসলাম ও ইলমে তাসাউফে দীক্ষিত করে আল্লাহ্ ওয়ালা বানিয়েছেন।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর প্রিয় খলিফা শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তাঁর মুরিদদের মধ্যে চাষাভূষা, খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি হবে। তিনি সবাইকেই দয়া করবেন, কাউকেই ছাড়বেননা।তাই সড়াইলের জাকেরগণ গায়-

'তার দয়াতে পাপী-তাপী নেইকো আপন পর, সবাই এই তরিকা ধর।'

চিত্রঃ পীর সুফি কাজেম উদ্দীন রহঃ এর খানকা শরীফ এবং সাধারণভাবে সংরক্ষিত বিছানা বা গদ্দী মুবারক

৬.২.৩ তরিকা প্রচারের ভৌগোলিক এলাকাঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বৃহত্তর বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলা, নওগাঁ, রাজশাহী, গাইবান্ধা, রংপুর জেলার অনেক এলাকা এবং পশ্চিম বাংলার কিছু এলাকায় তিনি তাঁর মুর্শিদের কড়া নির্দেশে অনেক কষ্ট স্বীকার করে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সত্য তরিকা প্রচার করেছেন। জ্বিন জাতির মধ্যে তাঁর অসংখ্য মুরিদ,ভক্ত, আশেক ছিল। অধিকন্তু তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর বহু জ্বিন মুরিদ শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা নিতেন।

৬.২.৪ এলমে মারেফাত শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ

সড়াইলের পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর শেখানো পদ্ধতি হবহু অনুসরণ বাইয়াত বা মুরিদ প্রদান করে এলমে লাদূন্নী শিক্ষা প্রদান করতেন। সেই একই পদ্ধতি আজও সড়াইল দরার শরীফের গদ্দিনশীন (মাঃ আঃ) গণ অনুসরণ করে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা প্রদান করছেন।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) বলেছেন, সড়াইলের মুরিদের হকিকতের জ্ঞান অধিক হইবে।

৬.২.৫ তরিকা প্রচারের বাহন বা যতায়াতের মাধ্যমঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর সময়ে রাস্তাপথ এবং যানবাহন তেমন একটা ছিলনা, পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যাতায়াত করতে হত।
এগুলির সবই ছিল সময় সাপেক্ষ এবং রীতিমত ব্যয়বহুল। সাধারণ মানুষ সবাই পায়ে হেঁটে চলাচল করত। প্রথম দিকে তিনি জাকের-মুরিদগণের সঙ্গে পায়ে হেঁটে সফর করে তরিকা প্রচার করতেন। তরিকা প্রচারের এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় পায়ে হেঁটে সময় মত সব জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব হতোনা জন্য জাকের গণ তাকে ঘোড়া ক্রয় করে দেন। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে সফর করতেন। প্রথম দিকে তিনি সাদা রঙ্গের এবং পরবর্তীতে লাল রঙ্গের ঘোড়ায় চড়ে সফর করতেন।

৬.২.৬ বাদশাহী বাহন হাতিঃ

স্বীয় মুরিদগণের নিকট পীর কাজেম উদ্দিন তালুকদার ছিলেন ইহকাল-পরকালের বাদশা । তাই একটা পর্যায়ে জাকের গণ তাকে সফর করার জন্য হাতি ক্রয় করে দেন। তখন তিনি হাতিতে সওয়ার হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সফর করে তরিকতের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করতেন।

তাই সড়াইলের জাকের গণ গজল গায়-

“গাহো গাহো গাহো আশেক সড়াল বলে গাহোরে, ঐ দেখা যায় সড়াল বাবা হাতি নিয়ে আসোছে।
গাহো গাহো গাহো আশেক সড়াল বলে গাহোরে, ঐ দেখা যায় কাজেম বাবা হাতি নিয়ে আসোছে।
গাহো গাহো গাহো আশেক সড়াল বলে গাহোরে”

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, তরিকা ও পীরের প্রতি কতটা মহব্বত থাকলে মুরিদেরা তাঁর পীরের কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে সেই অভাবের আমলে হাতি ক্রয় করে দিতে পারেন।
আবার সেই হাতি সহ যখন কোন মুরিদের বাড়িতে অবস্থান করতেন, তখন পীরসাহেব এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের আতিথেয়তার পাশাপাশি সেই হাতির খাবারের ব্যবস্থা করতে হত। আল্লাহ্ এবং রসুল (ﷺ) এর প্রতি কতটা নিবেদিত প্রাণ হলে একজন নায়েবে নবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এইরকম খেদমত করা সম্ভব তা সাধারণভাবেই অনুমান করা সম্ভব।
তার এন্তকালের বহু বছর পর এখনও সড়াইলের অনেক প্রবীণ জাকের স্বপ্নে দেখেন যে, পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) সাদা রঙ্গের ঘোড়া নিয়ে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন।

৬.২.৭ নামাজের গুরুত্বঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) নিজে পাঁচওয়াক্ত নামাজ খুশু ও খুঁজুর সহিত হুজুরী দেলে কায়েম করতেন, জাকেরগণকে নামাজ কায়েম কড়ার জন্য জোড় তাগিদ দিতেন। নামাজের মধ্যে যেন আল্লাহর খওফ চিন্তা ও জেকের ছাড়া অন্য কোন কথা মনের মধ্যে ঠাঁই না পায়। এই গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তিনি কতগুলি উদাহরণসহ বুঝাতেন।

উদাহরণ ১ঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বলতেন যে, নামাজের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান, চিন্তা ও জেকের ছাড়া অন্য কথা মনে করা গুনায়ে খফিয়া এই গুনা আল্লাহ্ পাক মাফ দিবেন না বলিয়া অঙ্গিকার করেছেন। তোমাদের আপন আপন বিবিগণ যখন তোমাদের খেদমতে হাজির হয় এবং ঐ সময় যদি

তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অপরের দিকে তাকিয়ে দেখে বা অন্যের ভালবাসা কামনা করে, তবে তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইবে।

এরুপ হইবে যে উক্ত বিবিকে খুন করিয়া ফেলিব পরে যায় হয় হবে। তুমি চাও যে উক্ত বিবি তোমার হয়ে থাক, এখন চিন্তার বিষয়, কি দিয়া বা কতটুকু দান উপদানে উক্ত বিবি তুমি খরিদ করিয়াছ, যে তাহার মূল্য তাঁর জানেরও অধিক, যার জন্য তোমার এত বড় রাগ হইল। তুমি তাহাকে এক পেট ভাত ও দুইখানা খানা বস্ত্র দিয়ে থাকো। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যে সমস্ত বস্তু দান করিয়াছেন তাঁর একটি নিয়ামতের মূল্য ছারাজাহান বিক্রয় করিলেও হবে না। যেমনন হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, বল ও শক্তি ইত্যাদি এগুলির একটির অভাব হইলে সমস্ত দুনিয়া বিক্রয় করেও পাওয়া যাবে না। তিনি কত প্রকার নিয়ামতে ও রহমতে আমাদেরকে প্রতিপালিত করিতেছেন। অথচ তিনি স্বীয় অনুগ্রহে বিনা খেসারতে এই বস্তুগুলি আমাদেরকে দিয়াছেন বা দিতেছেন এবং প্রতিপালিত করিতেছেন।

সেই আল্লাহর্ বন্দেগীতে দাঁড়াইয়া যদি আমরা অন্য বস্তুর ভালবাসা মনের মধ্যে পোষণ করি, তবে তাঁর কিরূপ ক্রোধের উদয় হতে পারে। যেহেতু দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদই তিনি আমাদেরকে দিয়াছেন। তাই তাঁর এই ক্রোধ নিবারণের জন্য তিনি ৭ (সাত) টি দোজখ পয়দা করেছেন। এই দোজখেই তিনি তাঁর ক্রোধ নিবারণ করিবেন।

উদাহরণ ২ঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) নামাজ কাজা করা সম্বন্ধে বলিতেন, দেখ বৎসগণ পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ, তাহার যদি একটা আঙ্গুল না থাকে বা অর্ধেক থাকে তবে সেই লোকটি যতই সুন্দর হউক না কেন লোকে তাহাকে টুণ্ডা বলে সম্বোধন করে, যার জন্য সে ঐ হাতটিকে লোক চক্ষুর আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

অনুরূপ নামাজ ছাড়া ইসলামের অন্যান্য সকল আমল করার পরও ঐব্যক্তি টুন্ডা হইয়া থাকে।

উদাহরণ ৩ঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম মজিদের সুরা আযযারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে বলেছেন "ওয়ামা খালাকতাল জিন্নি ওয়াল ইনছি ইল্লা লিয়া'বুদুন"। (আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।) এখন কেহ যদি বলে যে, তবে কি আমরা সমস্ত কাজ কাম বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করিব? না তা করতে হবেনা।
সূরা মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন, " ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু লাতুলহিকুম আমওয়ালুকুম অলা আওলাদুকুম আনজিকরিল্লাহ্ " (অর্থ- হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতিপত্তি, ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততী যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল বা উদাসীন না করে।)
আমরা সকলেই সচরাচর শুনিয়া থাকি, নামাজ ছাড়াও দুনিয়ার যেসব হালাল কাজ আল্লাহ্ পাক করার নির্দেশ দিয়াছেন, তাঁর সবই নেক নিয়তের সহিত আল্লাহ্র রেজা বন্দিতে করিতে পারিলে তাহাও এবাদতের মধ্যে পরিগণিত হবে।

উদাহরণ ৪ঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) নামাজের মধ্যে ছোট খাটো ছুরা-কেরাত পড়িতেন ও সংক্ষেপে মোনাজাত করিতেন। অতি লম্বা নামাজ তিনি ভাল বাসিতেন না।
লম্বা নামাজীদের ব্যাপারে তিনি বলিতেন,
"মন থাক হাটে ঘাটে তাতে ক্ষতি নাই, কেবল নামাজের মধ্যে লম্বা ছুরা কেরাত ও মুনাজাত চাই।"

যাহারা নামাজ কাজা করিত বা হেলা বা শিথিলতা করিত তাহাদের জন্য বলতেন,

“সাধুর গলার মালা অধমের জঞ্জাল।”

প্রতি ওয়াক্তের নামাজের ক্ষেত্রে বলিতেন, নামাজ শেষ করিয়া চটপট উঠয়া যাইও না। নামাজ বাদ আপন আপন কলবের খবর বা হাল দেখিয়া রাস্তা বান্দিয়া লইয়া তৎপর যার যে কাজ কামে হাজির হইবে, ইহাতে বিশেষ ফায়দা আছে।

স্মরণীয় কয়েকটি উক্তি এবং নসিহতঃ

১। *‘বায়ুতে হইলে পাগল আযাব হয় মাফ, আল্লাহর এস্কের পাগল যেন কাল্ সাপ।’*

দুনিয়ার আগুণের থেকে দোজখের আগুন ৭০ গুণ শক্তি সম্পন্ন আর আল্লাহর এস্কের আগুন দোজখের আগুনের থেকেও ৭০ শক্তি সম্পন্ন। আল্লাহর অলিগণ সেই এস্কের আগুনে পোড়া। সুতরাং ইহকালে-পরকালে তাদের কোন ভয় নেই।

২। *“আদমী হো তো কম খা, চারপায়ে হো তো সব খা,*
আধা পেটে ভাত আর পোয়া পেটে পানি, এবাদতে হয় তাতে এহছানী।”

৩। *“শুধু শরিয়ত কাঠের পাও চা বড় দায়, সরো সরো বলিতে টলিয়া পড়ে যায়।”*

৪। *“শরিয়ত সুপথ্য মারেফত ঔষধ, শরিয়ত গ্যাজা হ্যায় মারেফত হাওয়া, শরিয়ত চ্যামান হ্যায় মারেফত দাওয়া।”*

৫। *"পীরগণ যখন কোন মুরিদ কে পরীক্ষা করেন তখন তাহার কলিজায় হাত দিয়ে ওজন করে দেখেন যে, আহ্ উহ্ করে কি ন! "*

৬। *"ভাবিলে ভবসিন্ধু পার, নির্ভাবনায় পাওগাড়াও সাঁতার।"*

৭। *"পীরের অতি সামান্নতম বস্তুর মূল্য সমস্ত দুনিয়ার যাবতীয় দ্রব্যের মূল্যের ও অধিক বলিয়া মুরীদের মনে করা চাই।"*

৮। *"টান দিলে খসিওনা, ডেকে বলিওনা। অর্থাৎ হুটকরে কেউ কিছু বলতেই তা শোনা যাবেনা, ভাবতে হবে, আর পথের পাশে কোন প্রাণী ক্ষেত নষ্ট করলে তা কাউকে ডেকে না বলে নিজেই তাড়াতে হবে, আর কাউকে কোন অপকর্ম করতে দেখলে সেটাও ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা যাবেনা, যথাসম্ভব নিজ উদ্যোগে শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।"*

৯। "হরতরফে নূরেখাহি ছুরতে ইন্সানমে, আগার কো নূরু ওয়া ঈমান হ্যায়।"

১০। "পায়ে ঠেলে তোষামোদী, নীচুতার অনুরোধ।"

১১। *"চুরি করো হারাম খাও, হাঁসতে হাঁসতে বেহেশতে যাও'- এখানে তিনি গোপনে ইবাদত করাকে চুরি, রাগ দমন করাকে হারাম খাওয়া বুঝিয়েছেন।"*

৬.২.৮ সংক্ষিপ্ত নামাজ প্রসঙ্গে পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর জীবদ্দশার একটি ঘটনাঃ

মোঃ আঃ গণি মন্ডল সড়াইলের পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন আহাম্মদ (কুঃ ছিঃ আঃ) এর জীবনী গ্রন্থ 'পরশমণি' তে বর্ণনা করেন, একদা জাকেরগণ ওরছ শরীফ উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বাড়ীতে সমবেত হয়েছেন। যোহরের নামাজের সময়,

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার সৌরা মসজিদ গ্রামের বাসরতুল্লা চৌধুরী সাহেব বৈঠক খানায় ঘুমে আছেন। এমন সময় সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) বাহিরে এসে নামাজের জন্য মসজিদে গেলেন। সকল জাকেরগণ তাঁর অনুসরণ করিলেন। উক্ত চৌধুরী সাহেবকে কেহ ডাকিলেন না। নামাজান্তে সকলে ফিরিয়া আসিলেন, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নামাজান্তে অন্দর মহলে চালিয়া গেলেন। চৌধুরী সাহেব ঘুম হতে উঠিয়া জাকেরগণকে জিঙ্গেস করিয়া জানতে পারলেন যে, জাকেরগণ সহ সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) নামাজ পড়িয়াছেন। চৌধুরী সাহেবকে ডাকার জন্য কাহ্যারও সুযোগ হয় নাই।

ইহা শুনিয়া চৌধুরী সাহেব তাড়াতাড়ী মসজিদে গিয়া তারা হুরার সহিত নামাজ আদায় করিতেছিলেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বাড়ীতেই দোতালা মসজিদ, ঐ মসজিদে মাদ্রাসাও ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ সেখানে থাকিতেন। তাহারা কয়েকজন মৌলবী ও কারী সাহেব চৌধুরী সাহেব এর নামাজ পড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

নামাজ শেষে তাঁহারা চৌধুরী সাহেব কে প্রশ্ন করিলেন, এইরূপ তাড়াহুরা করে নামাজ পড়েন কেন? পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর সংগে থাকেন, নামাজ কিভাবে পড়িতে হয় জানেন না? চৌধুরী সাহেব এর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে এক প্রকার বাকবিতন্ডা হয়।

ইতিমধ্যেই সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) বাহিরে আসিয়া জাকেরগণের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতেছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর নিকট উক্ত ঘটনার বিবরণ পেষ করিলেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তখন চৌধুরী সাহেব কে প্রশ্ন করিলেন, এত তাড়াহুরা করে নামাজ আদায় কর কেন? চৌধুরী সাহেব উত্তর

করিলেন, হুজুর ধীরে ধীরে নামাজ আদায় করিলে বহু কথা মনের মধ্যে জাগে ও উদয় হয়। তদোপরী আমার একটু বেশী হয়। কারণ আমি বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনা জেলার কোর্টে একাধিক মামলায় জড়িত আছি। ঐ সমস্ত চিন্তা চারদিক থেকে আসিয়া আমাকে চাপে ধরে, জন্য আমি ঐ চিন্তাগুলিকে দুইদিকে ধাক্কা মেরে সড়ে দিয়ে ওরই মাঝখানে সময়টুকুর মধ্যে তাড়াহুরা করে কয়েকটি সেজদা করিয়া লই।

উত্তর শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) বলিলেন সাবাস বেটা! তিনি আলেম গণকে বলিলেন কেমন! আপনাদের এ বিষয়ে আর কোন কথা আছে কি? তাঁহারা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া গেলেন।

৬.২.৯ গুনাহ পরিত্যাগের গুরুত্বঃ

সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) গুনাহর কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিতেন দেখ বাবারা তোমরা যে কোন গুনার কাজ তাহা যতই ছোট হউক না কেন তাহা হইতে পারত পক্ষে দুরে থাকিও। বিষধর বা জাত সাপ বাদেও অনেক প্রকারের ছোট ছোট সাপ আছে, সেগুলি দংশন করিলেও কিছুহ বিষক্রিয়া হয়। ছোট ছোট সাপগুলি একাধিকবার দংশন করিলে যদিও মানুষ মরেনা কিন্তু বিষে জর্জরিত হয়। একটি নকল শুনাতেন। যেমন দেখ দেয়শলাই কাঠির পিছনে সামান্য একটু বারুদ থাকে, ঐ সামান্য বারুদে ঠোকা দিয়া কোন জ্বালানী বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে তাহা যতই অধিক হউক না কেন ঐ সামান্য বারুদই ক্ষনেকেই তাহা ভস্ম করিয়া দেয়। অনুরূপ ছোট ছোট গুনার কাজ বলিয়া কখনও তাহা উপেক্ষা করিও না। কেন না ঐগুলি তোমার সমস্ত নেক কাজ বরবাদ করে দিবে।

এতদ প্রসংগে তিনি আরও বলতেন,

"দেখ না বালুকা কণা কত ক্ষুদ্রাকার, একত্র হইয়া ধরে দ্বীপের আকার।"

৬.২.১০ সড়াইলের তেল-পানিঃ

সড়াইলের দরবার শরীফটি শুরু থেকেই তদবির তথা চিকিৎসার দরবার শরীফ হিসেবে পরিচিত। আর এই তদবিরের মূল হাতিয়ার হলো 'সড়াইলের তেল-পানি'। খাঁটি সরিষার তেল আর টিউবওয়েলের পানি দিয়ে প্রায় সর্বরোগের চিকিৎসা করা হয়, এমনকি এই 'তেল-পানি' তে সড়াইলের পীরসাহেবগন দোয়া কালাম পড়ে ফু পর্যন্ত দেননা। জানা যায় যে, পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (১৮২০-১৮৮৬) এর পড়ানো এই 'তেল-পানি' তাঁর গদ্দিনশীন ছাহেবজাদী পীর সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) তাঁর পীরভাই পীর ভাই সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) কে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর প্রণপ্রিয় খলিফা সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) কে এই খাছ 'তেল-পানি' দিয়েছেন। আরও জানা যায় এই খাছ 'তেল-পানি' সড়াইল ছাড়া অন্য কোন দরবার শরীফে নেই। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই তেল এর সঙ্গে তেল এবং পানির সঙ্গে পানি মিশিয়ে নানা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে ওপরওয়ালা হুজুরদের জন্য এবং সড়াইলের ওরছ শরীফের জন্য নজরানার নিয়ত করে বিশেষ পদ্ধতিতে এই খাছ 'তেল-পানি' ব্যবহার করে মানুষ বরাবরই উপকৃত হয়ে আসছেন।

৬.২.১১ জ্বীনে ধরা রোগীর তদবীর করাঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) জ্বীনে ধরা রোগীর একজন অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁর অনেক জ্বীন মুরিদ সড়াইল দরবার শরীফে পীর কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর নিকট আনুগত্য স্বীকার করে থাকতেন।

৬.২.১২ ‘পাঁচ হুজুর’ বা ‘উপরওয়ালা হুজুর’ঃ

কুতুবুল এরশাদ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নয়নের মণি দুই নাতি- সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) ও সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং দোররে মাকনুন হযরত সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর কলিজার টুকরা তিন নাতি- সৈয়দ আব্দুল মতিন ওয়াইসী (রহঃ), সৈয়দ ফেরদৌস আহমদ (রহঃ), ও সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ), এই পাঁচ জন সড়াইল দরবার শরীফের পীরসাহেব গণের নিকট ‘পাঁচ হুজুর’ নামে পরিচিত। সড়াইল দরবার শরীফের পীরসাহেব গণ এই পাঁচ হুজুর কে এবং তাদের আওলাদ গণকে ‘উপরওয়ালা হুজুর’ বলে সম্বোধন করে থাকেন এবং নিয়মিতভাবে যথাসাধ্য হাদিয়া ও নজরানা দিয়ে থাকেন। সড়াইল দরবার শরীফের জাকেরগণও এই পাঁচ হুজুর কে এবং তাদের আওলাদগণকে যথেষ্ঠ তা’জিমসহ নজরানা প্রদান করেন এবং খেদমত করে থাকেন। সড়াইল দরবার শরীফে বিভিন্ন দূরারেগ্য ব্যধীর তদবিরের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে উপরোক্ত পাঁচ হুজুরের জন্য নজরানার বা হাদিয়ার নিয়ত করে তদবির করা হয় এবং সেই নজরানা উপরোক্ত ‘পাঁচ হুজুর’ এবং তাদের আওলাদগণকে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৬.২.১৩ সড়াইল হাট খোলায় দাদাপীর সাহেবের ঘরঃ

পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) সড়াইল ও তাঁর পার্শ্ববতী গ্রাম সমূহে সফরকালীন সময়ে সড়াইল হাটখোলায় মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট একটি ঘরে অবস্থান ও রাত্রীযাপন করতেন। এই মাটির ঘরটি এলাকাবাসীর নিকট ‘দাদাপীর সাহেবের ঘর’ নামে পরিচিত। মূলতঃ এই ঘরটি ছিল সুফি সৈয়দ ওয়াজেদআলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর খানকা শরীফ।

“দাদা পীর সাহেবের ঘর” কথাটি দ্বারা বুঝানা হয় যে, এলাকার পীর হলেন সড়াইলের সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এবং দাদা পীর হলেন কলিকাতার সুফি

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)। এলাকাবাসী বিপদ আপদ ও বালা মুছিবতের সময় এই ঘরে মিলাদ-কিয়াম ও শিরনি মান্নত করে এবং তা পালন করে আশু ফলাফল পেতেন। ঘরটিতে খেজুরের পাতার পাটি বিছানো থাকতে। পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ফয়েজপূর্ণ এই ঘরে মিলাদ মাহফিলে আমি কয়েকবার অংশ গ্রহন করে বরকতময় তাবারক খেয়েছি।

এলাকাবাসী ও জাকেরগণ এই ঘরটি অতিক্রম করার সময় সম্মান জানানোর জন্য ভক্তি সহকারে দাঁড়াতেন। সময়ের পরিবর্তনে, প্রযুক্তির অপশ্রোতে, মানুষ ঐতিহ্যগত অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছে বা ছেড়ে দিচ্ছে। সেই ধারাবাকিতায় 'সড়াইল হাট খোলার দাদাপীর সাহেবের মাটির ঘর' এর এই বিশ্বাস ও প্রচলন বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সড়াইল গ্রামের সমস্ত মুসল্লীগণ বর্তমান পীরসাহেবদের নেতৃত্বে প্রতি বছর পবিত্র শবে বরাতের রজনীতে এশার নামাজান্তে সড়াইলের পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর মাজার সংলগ্ন মসজিদে মিলাদ-কিয়াম করে মাজার শরীফ জিয়ারত করে দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে গ্রামের প্রতিটি কবরস্থানে গমন করে কবর জিয়ারত করে থাকেন। কবর জিয়ারতের মুসল্লীদের এই বিশাল বহর উক্ত "দাদা পীর সাহেবের ঘর" অতিক্রম করার সময় ঘরের সম্মুখে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকেন।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর নাতি পাগলা হুজুর খ্যাত তালোড়ার পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) কে সড়াইলে সফরের সময়ে এই ঘরে অবস্থান ও রাত্রীযাপন করতে আমি দেখেছি।

পরবর্তীতে উক্ত "দাদা পীর সাহেবের ঘর" এর পাশেই জাকেরগণ ওরছখানা মসজিদ নির্মান করেন। বর্তমানে মসজিদটি সড়াইল হাটখোলা জামে মসজিদ

নামে পরিচিত। ২০০০ সালের পূর্বের সময় গুলিতে সড়াইল ওরছ শরীফের সময় জাকেরগণের রাত্রী যাপনের জন্য মসজিদটি খোলা রাখা হত।সড়াইলের মেঝ হুজুর খ্যাত পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) ১৯৮৭ সালে সড়াইল হাটখোলা মসজিদের পাশে সৈয়দা জহুরা খাতুন ওয়াইসী (রহঃ) এর ছাহেবজাদা সৈয়দ এহছান আহমদ (রহঃ) এর নামে 'মাদ্রাছায়ে এহছানিয়া' স্থাপন করেন। মাদ্রাসার ঘরে ছাত্র-শিক্ষক দিবা-রাত্রী অবস্থান করতেন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদ্রাসার ঘরে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় সিনিয়র কিছু ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা উক্ত "দাদা পীর সাহেবের ঘর" এ করা হয়।

ঘরটির খড়ের ছাউনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পীর হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) ১৯৯০ সালের দিকে ঘরটিতে টিনের ছাউনির ব্যবস্থাও করেন।

সেই সময় তালোড়ার পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) সড়াইলে ছফরে এসে "দাদা পীর সাহেবের ঘর" এ মাদ্রাসার ছাত্রদের অবস্থানের এই দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হন এবং অত্যন্ত রাগ করেন। উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক কে তিনি ক্রোধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করেন কার হুকুমে এই ঘরে ছাত্রদেরকে রাখা হয়েছে? কেন রাখা হয়েছে? ছাত্র-শিক্ষকেরা নিজেদের দোষ ঢাঁকতে 'হেলাল হুজুরের' নাম বলে সে যাত্রায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদেরকে আসবাপত্রসহ সেই ঘর থেকে সরিয়ে মাদ্রাসার ঘরে নেয়া হয়।

নিয়মিত ব্যবহার ও যত্ন না হওয়ায় ইঁদুরের অক্রমণে ঘরের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং গাছের ডালপালার আঘাতে ছাউনি নষ্ট হয়ে ঘরটি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ২০২০ সালের দিকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর পবিত্র স্মৃতি বিজরিত এই মাটির ঘরটির জায়গায় 'সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) খানকা শরীফ' নামে পাকা ভবন নির্মান করা হয়।

চিত্রঃ স্মৃতি বিজড়িত সড়াইল ওরছখানা মসজিদ ও দাদাপীর সাহেব (রহঃ) এর ঘরের আধুনিক ভবন

তালোড়া কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর সৈয়দ গাজনাফুর রহমান ইউসুফ জামিল গরিবুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাঃ আঃ) এই 'সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) খানকা শরীফ' এর পাকা ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। অনিবার্য কারণবশতঃ উক্ত পাকাভবনে বর্তমানে পূর্বোক্ত 'মাদ্রাছায়ে এহছানিয়া' এর কার্যক্রম চলমান। 'সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) খানকা শরীফ' এর কোন ক্রিয়াকলাপ হয়না। ভবনের সম্মুখের একটি দানবাক্সের গায়ে 'সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) খানকা শরীফ' লেখা রয়েছে। এই দানবাক্সের জমাকৃত নজরানা তালোড়া কলকাতা মেহেদীবাগ দরবার শরীফের বার্ষিক ওরছ মুবারকে পৌঁছনো হয়।

চিত্রঃ দাদাপীর সাহেবের মাটির ঘরের স্থলে নির্মিত আধুনিক ভবন, সময়ের ব্যবধানে হয়তো এইরূপও বদলাবে।

৬.২ ১৪ সড়াইল ওরছ শরীফ প্রতিষ্ঠাঃ

পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর কলিকাতা মেহেদীবাগের দরবার শরীফে বার্ষিক ওরছ শরীফ করতেন। তাঁর পর উত্তর বঙ্গে সর্বপ্রথম ১৩০৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ওরছ শরীফ চালু করেন তাঁর প্রাণপ্রিয় মুরিদ ও খলিফা পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর বাড়ি সড়াইল (পাঁচবিবি) গ্রামে। ২০২৫ খ্রীস্টাব্দে সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবারশরীফে ১২৩ তম ওরছ শরীফ উদযাপিত হয়েছে।

সড়াইল ওরছ শরীফের তারিখ পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) নিজে নির্ধারন করতেন এবং তাঁর মুরিদ ও প্রায় ৫৫ জন খলিফা ও তাদের মুরিদ সহ উপস্থিত থাকতেন। তাঁর অপরাপর খলিফাগণ ও মুরিদেরা রহমত-বরকত লাভের আশায় সড়াইল ওরছ শরীফের খেদমত করতেন।

রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবারদরবার শরীফের পীর ডাক্তার কহুরুল্লাহ্ (রহঃ) এর নাতি দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সুফি মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ) বলেন, “আমার দাদাহুজুর ডাক্তার কহুরুল্লাহ্ (রহঃ) এবং বগুড়া ঝোপগাড়ী গ্রামের তাঁর এক পীর ভাই সড়াইলের ওরছ শরীফের রান্নার জন্য পানি পুকুর থেকে তেলের টিনে ভরে বাঙ্কার ভার দিয়ে কাধেঁ করে বহন করেছেন। সারারাতে সানবাধাঁনো পুকুর ঘাটের ‘সোয়া ঘাট’ (এক ঘাট এবং অপর ঘাটের এক চতুর্থাংশ) পানি শুকিয়ে যেত। তাহলে সেই সময় কত পরিমানে রান্না হত যে, রান্নায় এত পানি লাগতো!”

বগুড়ার রামশহরী পীর ডাক্তার কহুরুল্লাহ্ (রহঃ) এ সম্পর্কে ছন্দাকারে বলেন-

“নূরের বাগান যেন শড়ালের ঠাট, প্রথমে ওরছ তথা বসাইল হাট।
তথায় বসতি আর বড়া নেক নাম, তরিকার নেছবত ছলুক তামাম।
জোল মতে আঁধার দূর অছিলায় যাঁর, সে পাক জনাবে মেরা ছালাম হাজার।”

পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ওফাতের পর তাঁর বড় ছাহেবজাদা গদ্দিনশীন হযরত মাওলানা সুফি সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) সড়াইল ওরছ শরীফের তারিখ নির্ধারন করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর মেঝ ভাই তালোড়া নিবাসী হাজী গাজী ডাক্তার মাহমুদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী সড়াইল ওরছ শরীফের তারিখ নির্ধারন করতেন এবং উপস্থিত থাকতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ছাহেবজাদা সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) সড়াইল ওরছ শরীফের তারিখ নির্ধারন করতেন এবং উপস্থিত থাকতেন। বর্তমানে তাঁর ছাহেবজাদা সৈয়দ নাসরুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (মাঃ আঃ) খুলনা উরশ শরীফের দিন সড়াইল ওরছ শরীফের তারিখ নির্ধারন করেন এবং প্রায় বছরই সড়াইল ওরছ শরীফে উপস্থিত থাকেন। আনুগত্যের ধারাবাহিকতার এমন নজির অন্যান্য দরবার শরীফে দেখতে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, এখনো সড়াইলে অনুষ্ঠিত ওরছ শরীফ কে সৈয়দ সাহেবের ওরছ বলা হয়। তিনি ছাড়াও সড়াইলের উরশ শরীফে পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর আওলাদগণ উপস্থিত থাকেন।

চিত্রঃ সড়াইল ওরছখানা মসজিদের আধুনিক ভবন।

সড়াইল পুরাতন খানকা শরীফ ও জামে মসজিদ

উল্লেখ্য যে, পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর ওফাতের পর তাঁর গদ্দিনশীন ছাহেবজাদা পীর মৌলভি সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর তত্ত্বাবধানে এই উরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হত। তিনি এন্তকালের পর তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীর সুফি মৌলভি বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) ঐতিহ্যমত খুলনা উরশ শরীফ থেকে তারিখ গ্রহণ করে প্রতিবছর চৈত্রমাসে এবং মেঝ ছাহেবজাদা পীর সুফি মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) তাঁর পিতার এন্তকাল বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর চৈত্র মাসের ২৪-২৫ তারিখে পৃথকভাবে উরশ শরীফ উদযাপন করে থাকেন।

সড়াইল উরশ শরীফের ঝান্ডা মুবারকঃ

সড়াইল উরশ শরীফের আখেরি মোনাজাতের পর ত্রিকোণাকার চারটি সাদা কাপড়ে লাল রং দিয়ে আরবিতে

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ

লিখে কাপড় গুলো চারটি বাঁশের মাথায় বেঁধে সড়াইল গ্রামের চারি কোণায় (পতাকা উত্তোলনের মত) স্থাপন করা হয়। বিশেষ নিয়মে জাকের গণ দলগতভাবে দরুদে রহমত পড়তে পড়তে গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে শুরু করে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে উত্তর পূর্বকোণে গিয়ে এই ঝান্ডা স্থাপনের কাজ শেষ করেন। ইহাকে সড়াইলের উরসের ঝান্ডি গাড়া বা পোতা বলে। ঝান্ডি গাড়া শেষ হলে জাকেরগণ সম্মিলিতভাবে এস্ক ও মহব্বতের সহিত দেওয়ানে ওয়াইসী এবং মুজাদ্দেদিয়া গজল সহ অন্যান্য গজল গাইতে গাইতে দরবার শরীফে আসেন।

সড়াইল উরশ শরীফ ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় সড়াইল দরবার শরীফের তত্ত্বাবধানে এবং হুকুমে যে সকল উরশ শরীফ হয় সেসকল উরশ শরীফেও একই নিয়মে ঝান্ডি স্থাপন করা হয়।

এই সময় নিম্নে উল্লেখিত **বিশেষ গজলটি গাইতে দেখা যায়–**

চার মুরা চার ঝান্ডা গেরে বাবা মধ্যে লাগাও সাধের হাট বাজার (২বার)।
এক এক দোকানে দুই দুই মুহরী বাবা দুইজনা লেখে তারা দুই প্রকার।
বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি বাবা সেই হাটের তুমি ইজারদার।
মরিয়াই গেলে কাফন করবে বাবা তিন খানার বেশি তো আর দিবেনা।
চার মুরা চার ঝান্ডা গেরে বাবা মধ্যে লাগাও সাধের হাট বাজার (২বার)।
তোমার নামে হজ্ব করে বাবা এমন সাধ্য আছে কার।
আরবের মাটির কাবা বানাইয়াছেন খলিলুল্লাহ, আদমের দেহেতে কাবা বানাইয়াছেন আল্লাহ্।
বছরে একবার হজ্ব হয় বাবা আরবের মাটির কাবায়, দমে দমে হজ্ব হয় বাবা আদমেরও দেল কাবায়।
ছেলে মেয়ের হজ্ব হয় বাবা মাতা-পিতার চরণ সেবায়, সতী নারীর হজ্ব হয় বাবা স্বামীরও চরণ সেবায়,
মুরিদ লোকের হজ্ব হয় বাবা কামেল পীরের চরণ সেবায়, তোমার নামে হজ্ব করে বাবা এমন সাধ্য আছে কার।
কি আগুন জ্বালাইয়া দিছো বাবা আশেকেরও ছিনাতে, কি আগুন জ্বালাইয়া দিছো বাবা আশেকেরও ছিনাতে।
জ্বলিয়া গেলো আশেকের ছিনা বাবা অন্য কেই তো দেখিলনা (২বার)।

৬.২.১৫ সড়াইল নবান্ন উৎসব এর প্রচলনঃ

আবহমান কাল ধরে বাংলার ইতিহাসে নবান্ন উৎসব চলে আসছে। অগ্রহায়ন মাসে নতুন ধান উঠলে সেই ধানের চাউলের ভাত অনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম খাওয়ার অনুষ্ঠানের নাম নবান্ন।

এই নবান্নের দিন গৃহস্থগণ সাধ্যমত মুরব্বি,গুরুজন এবং আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত করে থাকেন। জাকেরগণের আত্মার আত্মীয় এবং গুরুজন পীর শাহ্

সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে এই নবান্নের দিন তারা নিজ নিজ বাড়িতে দাওয়াত করতেন। তিনিও তাদের বাড়িতে দাওয়াত গ্রহন করতেন। পর্যায়ক্রমে অনেক জাকের নবান্নের দিন স্বীয় মুর্শিদকে তাদের বাড়িতে নিতে থাকেন। ফলে তাদের নবান্ন করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কারও কারও ভক্তি শ্রদ্ধা এতো বেশি ছিল যে, নতুন চাউলের ভাত পীরসাহেব কে না খাওয়াইয়ে নিজে খাবেননা।

কেউ কেউ নতুন ধানের প্রথম চাউল শুরুতে সড়াইলে তাঁর বাড়িতে দিয়ে যেতেন। এটা একপ্রকার জটিলতা তৈরি করল কারণ সকলের বাড়িতে তো দুরের কথা প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে নবান্ন করতে গেলেও সারা বছর লেগে যাবে, এমনকি বছরের মধ্যে শেষ নাও হতে পারে। এমন অবস্থা কিছুদিন চলার পর তিনি জাকেরদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, একটা নির্দিষ্ট দিনে সবাই নতুন চাউল নিয়ে সড়াইলে এলে সকল জাকের সহ একসঙ্গে নবান্ন করা সম্ভব হত। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর অগ্রহায়ন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা করা হয়। তখন থেকে প্রতিবছর এই দিনে সড়াইল গ্রামে সকল জাকেরগণ নতুন চাউল, ডাল, আলু, নারিকেল, হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল এবং আনুসঙ্গিক খরচাদি সহ উপস্থিত হয়ে নবান্ন অনুষ্ঠান করতে থাকেন।

জাকেরদের সাথে যুক্ত হন গ্রামবাসী। সড়াইলের এই নবান্ন অনুষ্ঠানে উরশ শরীফের ন্যায় সকল ইবাদত বন্দেগী করা হয়।

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর ওফাতের পর তাঁর গদ্দিনশীন ছাহেবজাদা সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (মাঃআঃ) এর তত্তাবধানে এই নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হত। তিনি এন্তকালের পর তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীর সুফি মৌলভি বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) অগ্রহায়ন মাসের প্রথম বুধবার এবং পীর সুফি মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) অগ্রহায়ন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার পৃথকভাবে নবান্ন উৎসব উদযাপন করে থাকেন। সড়াইলের নবান্ন

উৎসবে পীর সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এবং পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর আওলাদগণ উপস্থিত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, সড়াইল দরবার শরীফের সকল অনুষ্ঠানের খানা ও তাবারক বন্টনের জন্য কোন প্রকার টিকিট এর ব্যবস্থা নেই এবং মূল্য গ্রহণ করা হয়না। সম্পূর্ণ ফ্রি খাবার খাওয়ানো হয়।

৬.২.১৬ সড়াইলের হাট এর গোড়াপত্তনঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর সড়াইল গ্রামে আগমন, অবস্থান এবং ও উরশ শরীফ চালু করার কারণে অত্র গ্রামে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। ওরছ উপলক্ষে তিনদিন যাবৎ মেলা বসে। সেই মেলার স্থলে এলাকাবাসীর উদ্যোগে সড়াইল গ্রামে সপ্তাহে দুই দিন (শনিবার ও বুধবার) হাট বসার ব্যবস্থা করা হয়। বগুড়ার রামশহরী পীর ডাক্তার রুহুরুল্লাহ্ (রহঃ) তিনি ছন্দাকারে লিখেছেন-

"নূরের বাগান যেন শড়ালের ঠাট, প্রথমে ওরছ তথা বসাইল হাট।"

সড়াইলের ওরছ শরীফের অসিলায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সড়াইলের হাট এর সূচনা হয়। এলাকাবাসির বিশ্বাস উক্ত হাটের জন্য পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর দোয়া রয়েছে।

তাই কোন এক সময় সড়াইলের হাট ভাঙ্গার জন্য/চিরতরে বন্ধ করার জন্য শত্রুতা হয়। তখন সড়াইল গ্রামের প্রবীণরা বলতেন, হাতির হাতে বান্ধা সড়াইলের হাট, ভাঙ্গবে কে!

সুতরাং বলা যায় সড়াইলের হাট এর গোড়াপত্তনকারী পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ)।

সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়িা দরবার শরীফে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ), তাঁর ছাহেবজাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওফাত বার্ষিকী

এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বছরে প্রায় ৬-৮ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সমাবেশ করা হয়।

৬.২.১৭ গদ্দিনশীন নিযুক্তকরণঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) কে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত প্রদান করে গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

তার অন্যান্য দুই পুত্রকে খেলাফত দেয়ার বিষয়ে জাকেরগণ তাকে বলেন, বাবাজান, বাগান বড়, আপনার আরও দুইজন যোগ্য ছেলে রয়েছেন, তাদেরকেও খেলাফত দিতে পারেন।

জবাবে তিনি বলেছেন, একটি জঙ্গলে একটি বাঘই যথেষ্ট, লোকে জানবে যে, সেই জঙ্গলে বাঘ আছে। একটি কোষে দুই তরবারি রাখা যায়না, একটিই রাখতে হয়।

৬.২.১৮ তরিকত-তাসাউফ প্রচারে স্ববংশীয় আওলাদগণের ভূমিকা

১। মোকাম্মেল পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি কুঃ ছিঃ আঃ) এর বড় ছাহেবজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ)

হযরত মাওলানা পীর কাজেম উদ্দিন তালুকদার (কুঃ ছিঃ আঃ) তাঁর এই বড় ছাহেবজাদা সর্ম্পকে বলতেন, 'আমার ছায়াদৎ হোসেন আটলান্টিক মহাসাগর সম মারেফতের অধিকারী, সাগর যেমন মউজ মারেনা বা পচেনা, তাঁর মারেফতও তেমন নষ্ট হবার নয়'।

শারীরিক গঠনঃ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর শারীরিক গঠন প্রায় হুবহু তাঁর বাবার মত ছিল।

সংসার জীবনঃ পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার কাঁশিয়াতলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারের জনাবা মোছাঃ আয়মনা খাতুন কে বিবাহ করেন। তাঁর চার পুত্র এবং চার কন্যা। সকলেই নিষ্কলুষ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

তাঁর চার পুত্রঃ

১.১। জনাব সুফি মাস্টার মোঃ শামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ)

১.২। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসেন ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

১.৩। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

১.৪। সুফি ডাঃ আমিনুল ইসলাম তালুকদার (মাঃ আঃ), এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)।

কন্যাগণঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর চার কন্যার সকলেই জাকের ভক্ত আশেকদের জন্য স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং এলমে মারেফতে গভীর তত্ত্বজ্ঞানী। চারজনেরই উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ হয়।

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর গদ্দিনশীন নাতি পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) নিজে তাঁর একমাত্র ছেলে হযরত মাওলানা সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) এর সঙ্গে সড়াইলের ১ম গদ্দিনশীন পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর ছোট কন্যার শুভ বিবাহ দেন।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর সহবত লাভঃ

কলিকাতার পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) (১৩০০-১৩২৬ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত যখন সড়াইল আসতেন তখন পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) দীর্ঘ দিন যাবৎ তাঁর সহবত লাভ করেছিলেন। আওলাদে রসুল (ﷺ) এর সহবতের এই তাছির পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর মধ্যে সারা জীবন পরিক্ষিত হত। সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর মত তাঁর মাথাতেও টাক পড়েছিল তথা চুল ছিলনা।

মোজাদ্দেদ আল ফেসানী(রহঃ) কর্তৃক খেলাফত লাভঃ

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর জীবনী কিতাব ‘পরশমণি’ তে উল্লেখ আছে, তাঁর এক মুরিদ জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার ঝাঞ্জর গ্রামের মৌঃ মোঃ জোয়াহের আলী চৌধুরী (রহঃ) বর্ণনার করেন,

“আমি এক রাতে খাবযোগে দেখছি, আমি এবং বড় হুজুর সাহেব (মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার রহঃ) হাত ধরাধরী একটি ময়দানে ঘুরাফিরা করছি।

ময়দানটির একখানে একটি সিঁড়ি নীচ হতে উপরে উঠেছে, হুজুর সাহেবের অনিচ্ছাতেও আমি তাঁকে নিয়ে উপরে উঠে দেখলাম, সেখানে প্রথমোক্ত ময়দান হতেও একটি বড় ময়দান, সেখানে মহাফিলের জন্য বহু লোকজন জমায়েত হয়ে মাটিতে বসে আছেন।

মহাফিলের একজায়গায় পাশাপাশি দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল রাখা আছে। শুনলাম, সভাপতির অপেক্ষায় সভার কাজ বন্ধ আছে। এমন সময় দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হতে নূরের রশ্মি দেখা গেল ও তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়ে আসতে লাগল, এতে ময়দানের সকলেই ঐ দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই একটি পালকী সেখানে এসে থেমে গেল। বুঝা গেল ঐ পালকী হতেই নূরের রশ্মি বিকিরণ হচ্ছিল। ঐ পালকী হতে কয়েকজন জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ অবতরণ করলেন। তাঁদের তাজিমের উদ্দেশ্যে মহাফিলের সকলেই দাঁড়ালেন।

তাঁরা সকলকে বসতে অনুমতি দিয়ে উল্লেখিত চেয়ার দুটির একটিতে হুজুর সাহেবকে ও অপরটিতে আমাকে বসায়ে তাঁদের সরদার এসে বড় হুজুর সাহেব (মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার রহঃ) এর মাথায় একটি চমকপ্রদ তাজ (দেস্তার মোবারক) দিয়ে সভার কার্য্য সমাধা করলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন গৈরিক পোশাকধারী ছিলেন। এরপর আমরা পুনশ্চ পূর্ববর্তী ময়দানে অবতরণ করলাম এবং মুর্হুতের মধ্যে হুজুর সাহেব আমার নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খুজেও তাকে আর পেয়ে ঘুম হতে জাগ্রত হলাম।

এই স্বপনের বিবরণ আমি যখন পীর বাবার (সুফি কাজেম উদ্দিন রহঃ) নিকট ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেন-রুহানীতে হজরত মুজাদ্দেদ আলফেসানি (রহঃ) তাকে (মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার রহঃ কে) খেলাফত দিয়েছেন, আর যাঁকে গেরুয়া বেশধারী দেখেছো, তিনি ছিলেন হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (রহঃ)।”

তরিকতের খেদমতে নিজেকে সমর্পণঃ

পীর মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) স্বীয় পিতা ও পীরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি নিজেকে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর তরিকতের বাগানের ‘মালি’ বা পরিচর্যা কারী বলে পরিচয় দিতেন। বলতেন, ‘মেহেদীবাগী হুজুরের কদম ও জুতা মুবারক আমার মাথায়, যতদিন এই কদম ও জুতা মুবারক আমার মাথায় থাকবে, ততদিন তরিকতের জ্বীন-ইনছান দুশমনেরা আমার নিকট পরাজিত থাকবে’।

মৌমাছি যেমন মধু আহরণের জন্য ফুলের নিকট ছুটে যায়, তেমনি হাজার হাজার মানুষ তাঁর নিকট ভক্ত মুরিদ হয়ে মারেফত শিক্ষা করে ইহকালীন-পরকালীন কামিয়াবী হাসিল করেন। অনেক জ্ঞানী, গুনী ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিবট বয়াৎ হয়ে এলমে মারেফাত হাসিল করেছেন।

ইন্তেকালের পরও তিনি মুরিদানদের ছবক পরিবর্তন করে দিয়েছেন, অনেককে তাঁর মুরিদ হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন, এমন বহু নজির রয়েছে।

২০১৬ সালের ১লা মে রাতে আমি আমার কর্মস্থল বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা সদরের ভাড়া বাসায় ঘুমে আছি। স্বপ্নের মধ্যে পীর মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) আমাকে নফি এসবাত জিকির করার এজাজত প্রদান করেন।

পীর হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর কয়েকটি উক্তিঃ

পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর মুখে বহুল আওড়ানো কয়েকটি উক্তি-

১। *``Someone will come desiring very muchto knowthe secret, my wishthat you willtake fivethousand /tenthousandtaka from him andtellthe secret.”*

২। *“Time is short but art is long. ”*

৩। *“দোস্তেরো ফুলবাগের বুলবুলও সাজিবো, তবু গুল ফুল তোর সঙ্গেতে মিশিব।”*

৪। *“আশেকো ছে কিয়া মজা হ্যায় মাশেকো ছে পুঁছিও, শাহে গুল মে কিয়া মজা হ্যায় বুলবুলি ছে পুঁছিও।”*

৫। *“মান্না গুনজাম দরজমিনো আসমা, লেখে গুনজাম দরকুলুবে মো’মেনা।”*

৬। *“আসমানও জমিনের মাঝে ফেরেস্তারা যত, জাকেরে খুজিয়া তারা ফেরেনও শতত।”*

৭। *“জাহাজ ভর্তি মালামাল ঘাটে পড়ে রয়েছে, মালামাল নেওয়ার কোন লোক নেই।”*

৮। *"আল্লাহ্ পাক যখন যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন, কিন্তু আল্লাহর পাগলেরা নিজ ইচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন।"*

৯। *"আমার এই মুখ যদি প্রকাশ করে তবে আগুন ধরে যাবে, আর সেই আগুনে দুনিয়া পুরে ছাড়খার হয়ে যাবে।"*

১০। *"আল্লাহ্ এবং আল্লাহর মহব্বত ছাড়া কোনকিছুই কাজে আসবেনা, বাকি সবই মূল্যহীন।"*

১১। *"পীর মিলে ঘরে ঘরে মুরিদ মিলা ভার; আল্লাহার অলি হওয়া সহজ কিন্তু তাঁর হুকুম মানা খুব কঠিন।"*

১২। *"দোয়া চাইলে দোয়া পাওয়া যাবেনা, দোয়ার কাজ করতে হবে, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে দয়া বা রহমত নাজিল হবে।"*

তিনি জাকেরগণের সাথে সমবেতকন্ঠে নিচের গজলটি গাইতেন-

"জেকের করোনা মনোরা, জেকের করোনা; জেকেরেতে আল্লাহ্ রাজি, জেকেরেতে আল্লাহ্ রাজি;

কেনো বুঝোনা না, মনোরা জেকের করোনা।

জেকের করলো মদিনাবাসী, জেকের করলো মদিনাবাসী; যেই জেকেরে আল্লাহ্ রাজি, জেকের করোনা;

"জেকের করোনা মনোরা, জেকের করোনা।

জেকেরেতে মওলা রাজি, জেকেরেতে মওলা রাজি; কেনো বুঝোনা না, মনোরা জেকের করোনা।"

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর কারামতঃ

পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) তাঁর বাবার মতই জ্বীনে ধরা রোগীর একজন দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। কখনো ধমক দিয়ে, কখনো বুঝিয়ে, কখনো শাসন করে আবার কখনো জ্বীনের বাদশা কে হাজির করে তিনি জ্বীনের ধরা রোগীর চিকিৎসা করতেন।

(১) পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর খাদেম ও মুরিদ খেতলাল থানার বশতা গ্রামের জনাব মোঃ হযবর আলী সাহেব সড়াইলের ওরছ মাহফিলে বর্ণনা করেন যে, পীরসাহেব সড়াইলে বসে আর আমি সড়াইল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে খেতলাল থানার বস্তা গ্রামে বসে। দুজন এমনভাবে গল্প করেছি যেন দুজন মুখোমুখি বসে গল্প করছি।

(২) পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর নিকট মনে মনে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর উত্তর দিতেন। এটা নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর গণের একটি কারামত। তাঁর এক মুরিদ বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চিলইল গ্রাম নিবাসী মাস্টার মোঃ মোজাম্মেল হক মুন্সি সড়াইলের উরস শরীফে ওয়াজ করার সময় বর্ণনা করেন, একবার ঘোড়ায় চড়ে সফর করে সড়াইল ফেরার পথে বাবাজান দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছাড়লেন, আমরা হেঁটে হেঁটে রওনা দিলাম। আমরা জাকেরগণ হেঁটে হেঁটে এসে যখন তাঁর নাগাল ধরলাম তখন তিনি মাঠের মাঝখানে এসে দুপুরবেলা রোদের মধ্যে ঘোড়া দ্বাঁড় করে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন। তিনি কিছু একটা মোড়ানো আছে এমন পুটলিমত একটি রুমাল আমাকে দিয়ে পূণরায় ঘোড়া ছাড়লেন। সড়াইল পৌছে দেখলাম বগুড়া ঝোপগাড়ির উপরওয়ালা সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ) হুজুর এসেছেন। জানতে পারলাম চিকিৎসার জন্য তিনি বাবাজানের নিকট ২৩০০০ (তেইশ হাজার টাকা) চেয়েছেন। নব্বই এর দশকে ২৩০০০ টাকার ব্যবস্থা করা খুব সহজ ছিলনা।

আমরা ভাবলাম এই চৈত্র মাসের এই অভাবের সময় এত টাকা কিছুতেই দেয়া সম্ভব হবেনা। বাবাজান আমাকে ডেকে বললেন, মুন্সি সাহেব, আপনাকে যে রুমালটা দিলাম সেটা বের করেন। আমি রুমাল বের করে তাকে দিতে গেলে তিনি সেটা আমাকে খুলতে বললেন। আমি রুমাল খুলে দেখি পুটলির মধ্যে বেশ কিছু টাকা। তিনি আমাকে টাকা গুলো গুনতে বললেন। আমি গুনে সেখানে ২৩০০০ (তেইশ হাজার টাকা) পেলাম। টাকা গুলো তিনি নজরানা হিসেবে উপরওয়ালা সৈয়দ আবুল বাশার (রহঃ) হুজুর কে দিলেন। তখন আমি মনে মনে ভাবছি এই টাকা গুলো তো সফরে কোন জাকের বাবাজান কে দেয়নি, আবার মাঠের ভেতর রুমালটা কোথা থেকে আসলো? তৎক্ষনাৎ বাবাজান আমাকে বললেন, 'মুন্সি সাহেব, মাঠের ভেতর এসে আমি জ্বীনদের কে বলেছিলাম, বাড়িতে উপরওয়ালা হুজুর এসেছেন, তাঁর তেইশ হাজার টাকা দরকার, আমার নিকট কোন টাকা নেই, তখন তারা পুরো ২৩০০০/- টাকার ব্যবস্থা করে দেয়।' বর্ণনাকারী বলেন, বাড়িতে যে উপরওয়ালা হুজুর এসেছেন আর তাঁর তেইশ হাজার টাকা দরকার সেটা তিনি কিভাবে জানলেন, নিশ্চয় এটা কাশফ্ এর খবর। আর কত বড় অলি হলে জ্বীন মুরিদগণ তাৎক্ষণিক এত টাকা নজরানা দিতে পারে।

(৩) পাঁচবিবি উপজেলার আটাপুর গ্রামের স্বনামধন্য গ্রাম্য ডাক্তার জনাব মোঃ রোস্তম আলী শেষ বয়সে জ্বীন বশ করে চিকিৎসা করতেন। তিনি একবার সড়াইল কোন রোগী দেখে ফেরার পথে দরবারের ৩ জন জ্বীন ভক্ত কে কৌশলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর একজন মজ্জুব জাকের আব্দুর রহমান (পরকাস্টো) সড়াইল হাটখোলার দাদাপীর সাহেবের ঘরে থাকতেন। ডাক্তার মোঃ রোস্তম আলী জ্বীন সহ যখন সেই ঘর অতিক্রম করছিলেন, তখন আব্দুর রহমান (পরকাস্টো) ঘর থেকে বের হয়ে আঞ্চলিক ভাষায় ডাক্তার কে বলেন, "আপনে হামার লোকজন গুলা নিয়ে যাওছেন ক্যান বাহে, থুয়ে যাও।" ডাক্তার সাহেব প্রথমে পাত্তা না দিলেও বিষয়টি যখন বুঝতে পারেন, তখন এরিয়ে যাওয়ার জন্য হাসতে হাসতে

বলেন, নিয়ে যাইনি, ওদের সাথে গল্প করছি, ফলে তিনি সেই জীনদেরকে রেখে যেতে বাধ্য হন।
উক্ত ডাক্তার সাহেব এই ঘটনা অনেকের নিকট বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, জ্বীনের তদবীর করার ক্ষেত্রে সড়াইলের পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর নিকট তো দূরের কথা তাঁর একজন পাগল জাকেরের নিকটও আমি কিছুইনা।

(৪) সড়াইল গ্রামের উত্তর পাড়ার মরহুম লালমিয়া আকন্দের ছেলে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ১৯৯২ সালে খুবই অসুস্থ্য হন। অনেক চিকিৎসার পরও সুস্থ্য করতে না পেরে লক্ষণ এর ভিত্তিতে ডাক্তারগণ বলেন কিডনি নষ্ট হয়েছে, বাঁচানো যাবেনা। তখন তিনি একটা পর্যায়ে ডাক্তার মোঃ রোস্তম আলীর সরনাপন্ন হন। ডাক্তার সাহেব জ্বীন উপস্থিত করলে জ্বীনে বলেন যে, রোগীর বাড়িতে ১৪ টি জ্বীন হাত পা ও চোখ বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, তাদের কুদৃষ্টিতে রোগ আরোগ্য হচ্ছেনা। তখন ডাক্তার সাহেব রোগীকে বলেন, এই তদবীর আমার দ্বারা হবেনা, সড়াইলের পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর নিকট যান। অতপর তিনি পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর নিকট আমল ও দোয়া তদবির গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতে সমপূর্ণ সুস্থ্যতা লাভ করে আজও বেঁচে আছেন।

ওফাত লাভঃ

পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) সারা জীবন নিজেকে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বাগানের পরিচর্যাকারী বা মালি হিসেবে পরিচয় দিতে দিতে সড়াইলে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর ওরছ শরীফ উদযাপনের মাস চৈত্র মাসে এবং ওফাতের বার মঙ্গলবারে তাঁর এই ধরাধামের যাত্রা শেষ করেন। ১৪০৯ বঙ্গাব্দের ২৫ শে চৈত্র মোতাবেক ২০০৩ সালের ৮ এপ্রিল, রোজ মঙ্গলবার তিনি পরিবার পরিজন, আশেকজন সকলকে কাঁদিয়ে মহান মালিক এর ডাকে সারা দিয়ে খাতেমাবিল খায়ের প্রাপ্ত হয়ে ওফাতলাভ করেন। তাঁর শেষ গোসল মুবারক করিয়ে দেন তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীর হযরত মৌলভি

বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)। তাঁর বড় ছাহেবজাদার নির্দেশনায় এবং মেঝ ছাহেবজাদার পরামর্শে তাঁর কাফন মুবারকের সাড়ে দশ গজ কাপড় পাঁচবিবির হাট থেকে নিয়ে আসার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার (লেখক-মোঃ রফিকুল ইসলাম এর) হয়েছিল।

মাজার শরীফঃ পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) জীবনের শেষ দশকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন খানকা শরীফের যে স্থানে অবস্থান করতেন। ঠিক সেই গদী মোবারকের স্থানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে।
তার জানাজা নামাজের ইমামতি করেন তাঁর মেঝ ছাহেবজাদা পীর হযরত মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

মাজার শরীফে গাওয়া গজলঃ

সড়াইলের জাকেরগণকে মাজার শরীফে নিম্নোক্ত গজল গাইতে দেখা যায়-
ওঠো সড়াইল বাবা সালাম লও ডাকে গোলাম তোমারি, ওঠো সড়াইল বাবা সালাম লও ডাকে গোলাম তোমারি,
গোলাম তোমারিগো বাবা খাদেম তোমারি, গোলাম তোমারিগো বাবা খাদেম তোমারি।
হালকা সালাম লওনা কেন আমার সোনার মেহেদীবাগী, হালকা সালাম লওনা কেন আমার সোনার মেহেদীবাগী,
ওঠো দাদা হুজুর সালাম লও ডাকে জাকের তোমারি, ওঠো দাদা হুজুর সালাম লও ডাকে জাকের তোমারি,
জাকের তোমারিগো বাবা আশেক তোমারি, জাকের তোমারিগো বাবা আশেক তোমারি।
ওঠো শাহ্পুরী সালাম লও ডাকে পাগল তোমারি, ওঠো শাহ্পুরী সালাম লও ডাকে পাগল তোমারি,
পাগল তোমারিগো কেবলা মুরিদ তোমারি, পাগল তোমারিগো কেবলা মুরিদ তোমারি ।

ওঠো সড়াইল বাবা সালাম লও ডাকে গোলাম তোমারি, ওঠো সড়াইল বাবা সালাম লও ডাকে গোলাম তোমারি

২। পীরজাদা সুফি হযরত মৌলভি সাখোয়াৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর মেঝ ছাহেবজাদা সুফি হযরত মৌলভি সাখাওয়াৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) অত্যন্ত শান্তশিষ্ট এবং নরম স্বভাবের ধৈর্য্যশীল মানুষ ছিলেন। নিচু স্বরে কথা বলতেন। অধিকাংশ কথা বলার সময় তিনি চোখ বন্ধ রাখতেন। ছোট বড় সবাইকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন।

তিনি বাবার সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তরিকতের বাগানের একজন উপযুক্ত নেগাহবান ছিলেন।

বাবার নিকট থেকে এলমে তাসাউফে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং বাবার তরিকতের বাগানের একজন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন । তিনি অনেক

উচুঁ স্তরের বুজুর্গ অলি-আল্লাহ্ ছিলেন, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ না করে লুকিয়ে রাখতেন। এলাকাবাসীর নিকট তিনি *'মাঝলা মিঞা'* নামে পরিচিত ছিলেন। বড় ভাই পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর হুকুমে তরিকা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার জাকেরদের বাড়িতে এবং খানকা সমূহে সফর করে তরিকতের তালকিন ও তা'লিম দিতেন।

তিনি 'সড়াইল-বড়াইল' এর বিশাল ঈদগাহ্ ময়দানে ঈদের নামাজের জামাআতে ইমামতি করতেন এবং খুতবা দিতেন। এন্তকালের পর তাকে তাঁর বাবা পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর কবর মুবারক ঘেঁষে পূর্বপাশে সমাহিত করা হয়েছে।

৩। পীরজাদা সুফি হযরত মৌলভি আবু ছাইদ তালুকদার (রহঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর ছোট ছাহেবজাদার সুফি হযরত মৌলভি আবু ছাইদ তালুকদার (রহঃ) একজন বাকশিদ্ধ অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। সমাজসেবক সুফি হযরত মৌলভি আবু ছাইদ তালুকদার (রহঃ) পেশায় একজন হোমিও ডাক্তার ছিলেন। তাঁর মধ্যে কিছুটা সংসার বৈরাগ্য ভাব ছিল এবং সীমিত পরিসরে সেবামূলক চিকিৎসা কার্যক্রম চালাতেন। বাবার নিকট থেকে এলমে তাসাউফ শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বাবার তরিকতের বাগানের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। এলাকাবাসীর নিকট তিনি *'ছোটা মিঞা'* নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মধ্যবয়সে ইন্তেকাল করেন। এন্তকালের পর তাঁর বাবা পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর মাজার শরীফের দক্ষিণ প্রান্তে তাকে সমাহিত করা হয়েছে।

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর আওলাদগণঃ

১. জনাব হযরত সুফি মাস্টার মোঃ শামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ)ঃ

সুফি মোঃ শামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ) তরিকত জগতের উচুঁ স্তরের একজন সাধক ছিলেন। তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে বিএসসি, বিএড পাশ করেছিলেন এবং স্থানীয় নিকড়দিঘী নান্দুলা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও ব্যক্তিত্বগুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। গ্রামবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নে এবং শৃঙ্খলাবোধ প্রতিষ্ঠায় তিনি খুবই স্বজাগ ছিলেন। বৈবাহিক বা সংসার জীবন শুরু করার পূর্বেই তিনি দূরারোগ্য ব্যাধীতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৫ বঙ্গাব্দে ইন্তেকাল করেন। পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর মাজার শরীফের পূর্ব-উত্তর কর্ণারে সুফি মোঃ সামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ) এর মাজার শরীফ রয়েছে। তাঁর ইন্তেকাল সম্পর্কে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) বলেন, আমার বড় নাতি ‘শামসুল হুদা’ কে সৈয়দ মেহেদীবাগী হুজুর (রহঃ) খাদেম হিসেবে কবুল করেছেন। সড়াইল দরবার শরীফের প্রবীণ জাকেরগণ এখনও ছামা-গজলে সুফি মোঃ শামসুল হুদা (রহঃ) এর নাম নিয়ে সালাম জানায়।

“দয়া করে এসো মুর্শিদ সড়াইলের চান, একাই যদি নাহি আসো গো, শামসুল হুদা কে সঙ্গে নিও”

সুফি মোঃ শামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ) কে যারা দেখেছেন, তাদের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে তিনি অমায়িক ভদ্রব্যবহারের মানুষ ছিলেন। শিক্ষকতা করতে স্কুলে যাতায়াতের সময় বা অন্য যে কোন সময়ে তিনি জমির আইল থেকে নেমে অন্যকে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিতেন। তাঁর ভয়ে গ্রামের যুবকেরা তাশপাশা তো দূরের কথা মার্বেল পাথর পর্যন্ত খেলতে পারতেন না।

সড়াইল গ্রামবাসী তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য 'সড়াইল এস হুদা ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সড়াইল দরবার শরীফের বর্তমান প্রজন্মের জাকেরগণের কেহই সুফি মোঃ শামসুল হুদা (রহঃ) কে জীবদ্দশায় দেখেননি বিধায় সড়াইল দরবার শরীফে পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর দ্বিতীয় ছাহেবজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসেন ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) কে বড় হুজুর হিসেবে এবং তৃতীয় ছাহেবজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) কে মেঝ হুজুর হিসেবে জানেন এবং মানেন।

২. পীর শাহ্ সুফি হযরত মৌলভী বেলায়েত হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর দ্বিতীয় ছাহেবজাদা বড় হুজুর খ্যাত পীর শাহ্ সুফি হযরত মৌলভী বেলায়েত হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)।

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) নিজে পাকিস্তানের পেশওয়ার হতে আগত স্থানীয় ঢাকারপাড়া গ্রামের অধিবাসী স্বনামধন্য পীর হযরত মাওলানা শাকিরুল্লাহ্ পেশওয়ারী রহমতুল্লাহ আলাইহি (ঢাকারপাড়া জামে মসজিদে যার মাজার শরীফ রয়েছে) এর বড় নাতনি জনাবা মোছাঃ আজিমা খাতুন (মাঃ আঃ) এর সঙ্গে তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীর শাহ্ সুফি হযরত বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর বিবাহ দেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি সড়াইল গ্রামের নিজ বাড়িতে পৃথক দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করে তরিকত তাসাউফ প্রচার করছেন। তাঁর বিনয়ী স্বভাবের ব্যক্তিত্বগুণে হাজার হাজার মানুষ তাঁর ভক্ত মুরিদ হয়ে এলমে তাসাউফে কামিয়াবী হচ্ছেন।

তিনি নিজেকে পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর গোলাম বলে পরিচয় দেন।

'আপনাকে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়।'

- এই উক্তিতে তিনি বিশ্বাসী। কেউ তাঁকে 'পীরসাহেব' বলে পরিচয় করিয়ে দিলে বা সম্বোধন করলে তিনি বলেন, "আমি পীর নই বাবা, আমার দাদা পীর ছিলেন, আমার বাবা পীর ছিলেন, আমার মেঝ ভাই পীর, আমি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) হুজুরের গোলাম, আমি আব্বাজানের হুকুমে তরিকার গোলামী করি মাত্র।"

বাইয়াত করার করার সময় তিনি মুরিদদের কে নিয়ত করতে বলেন যে, পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর হুকুমে তাঁর রুহানী হাতে তাঁর বড় ছাহেবজাদার নিকট বাইয়াত হচ্ছি।

তিনি খুলনা 'খানকায়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া মেহেদীবাগী দরবার শরীফ' এর বর্তমান গদ্দিনশীন পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ নাসরুল্লাহ মাহমুদ মেহেদীবাগী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) এর এজাজৎক্রমে 'সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরিফ' এ পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বার্ষিক উরশ শরীফ, পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ, পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ পালন করেন।

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা বেলায়েত হোসেন ওরফে বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) পিতার জীবদ্দশায় সংসারের তত্বাবধান করার পাশাপাশি রাত জেগে তরিকতের সাধনা করতেন, পিতার হুকুমে সময়ান্তরে বিভিন্ন এলাকার জকেরদের বাড়িতে এবং খানকা শরীফ সমূহে উরশ শরীফ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তরিকতের তালকিন ও তা'লিম দিতেন।

জানা যায়, শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) তাঁর বড় ছাহেবজাদা বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) কে সড়াইল উরশ

শরীফের মুতাওয়াল্লী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন, এবং যতক্ষণ না তাঁর এই বড় ছাহেবজাদা উপস্থিত হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি উরশ শরীফের কুরবানী করার হুকুম দিতেন না।

শেষ বয়সে বড় বড় জ্বীনে ধরা রোগীর তদবীর সহ জাকেরদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি তাঁর এই বড় ছাহেবজাদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জাকেরগণ যে কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) নিকট এলহৈ তিনি বলতেন, 'আমার বড় ছেলে বেলাল এর কাছে যাও বাবা'।

তিনি তাঁর দাদা এবং বাবার মতই জ্বীনে ধরা রোগীর একজন দক্ষ চিকিৎসক। মহাপুরুষগণকে চিরদিনই শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দফায় দফায় মানব এবং দানবের শত্রুতার সম্মুখীন হয়ে পীর শাহ্সুফি বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) উভয় চোখে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা গ্রহন করেও চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় তরিকতের খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তিনি ২০২৫ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন এবং মদীনা শরীফ জিয়ারত করেন।

সড়াইল দরবার শরীফের ঐতিহ্যবাহী 'তেল-পানি' দ্বারা চিকিৎসা করা ছাড়াও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়েও তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুরিদ-মুরিদান ছাড়াও সাধারণ মানুষকে তিনি এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। তাঁর তিন পুত্র এবং দুই কন্যা।

৩. পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর তৃতীয় ছাহেবজাদা মেঝ হুজুর খ্যাত পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম

ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ)। তিনি বগুড়া জামিল মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন এবং কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। তিনি পীর হযরত মাওলানা শাকিরুল্লাহ্ পেশওয়ারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এর নাতনি জনাবা মোছাঃ পরিবানু বিবি (মাঃ আঃ) কে বিবাহ করেন।

পিতার বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে নায়েবে সাজ্জাদানশীন হিসেবে দরবার শরীফের দায়িত্ব পালন শুরু করেন এবং পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

পিতার গদীতে আসীন হয়ে তিনি খুব সুন্দরভাবে তরিকতের খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং পিতার সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। এখানে তিনি বার্ষিক ওরছ মাহফিল, ৭ই আশ্বিন পীর শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ, ২৪ শে চৈত্র পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর ফাতেহা শরীফ যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপন করে থাকেন। পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর এক পুত্র এবং তিন কন্যা।

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মুনিরুল ইসলাম ওরফে হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) সড়াইল হাট খোলায় একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে কিছুদিন এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতাও করেছিলেন। অদ্যাবধী তিনি এই মাদ্রাসার সভাপতি। তিনি পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর তৃতীয় জামাতা, দোররে মাখনুন হযরত সৈয়দা জহুরা খাতুন শাহ্পুরী (রহঃ) এর ছেলে পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ এহসান আহমদ মুর্শিদাবাদী (রহঃ) এর নামে এই মাদ্রাসার নামকরণ করেন 'মাদ্রাসায়ে এহসানিয়া'।

৪. পীরজাদা সুফি ডাঃ আমিনুল ইসলাম তালুকদার (মাঃ আঃ), এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর চতুর্থ ছাহেবজাদা সুফি হযরত মৌলভি ডাঃ আমিনুল ইসলাম তালুকদার (মাঃ আঃ)। তিনি বিসিএস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত।

তিনি দানশীল এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সমাজসেবক। গরীব দুঃখী দরিদ্র মানুষকে ফ্রী চিকিৎসাসেবা ছাড়াও আর্থিক সাহায্য সহযোগীতা করে থাকেন। তিনি সড়াইল হাটখোলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (সাবেক ওরছখানা জামে মসজিদ) এর সভাপতি।

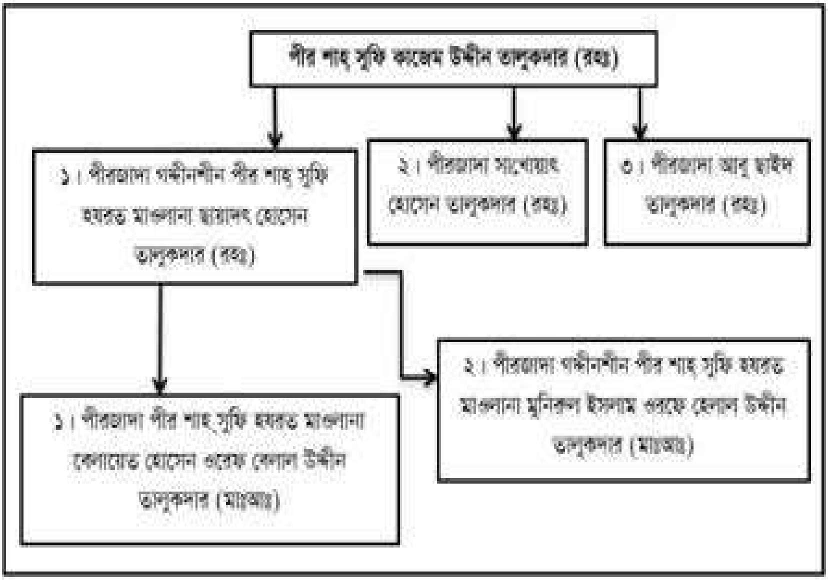

চিত্রঃ সড়াইল দরবার শরীফের গদ্দীনশীন পরম্পরা ও অধস্তন আওলাদবৃন্দ।

৬.২.১৯ খেলাফত প্রদানঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (রহঃ) জীবদ্দশায় তাঁর কোন মুরিদ কে প্রকাশ্যে খেলাফত দিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়না। তবে জানা যায় যে, বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর গ্রামে তাঁর বহু ভক্ত মুরিদ ছিল। সড়াইল থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সেখানে তিনি সমব সময় যেতে পারতেননা। তাই সেই এলাকার সাধারণ মানুষ ও জাকেরগণকে তরিকতের তালিম তরবিয়ত দেয়ার জন্য শিক্ষাদাতা হিসেবে তিনি গোপালপুর গ্রামের তাঁর প্রিয় শিষ্য জনাব সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) কে হুকুম দিয়েছিলেন। সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) তাঁর পীরভাইদের নিকট গরিবুল্লাহ্ দরবেশ নামে পরিচিত ছিলেন।

সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) কে তাঁর পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) আদর করে আমিনুল্লাহ্ বলে ডাকতেন।

জনাব সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) পরবর্তীতে বাইয়াত-মুরিদ করতে শুরু করেন এবং এই খবর যখন তাঁর পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) নিকট যায়,তখন তিনি বলেন যে, 'তার ক্ষমতা থাকলে সে তো মুরিদ করবেই।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তরিকত তাসাউফের জগতে পীরের নিকট থেকে প্রকাশ্য খেলাফত না পেয়েও পরবর্তীতে পীর-মুরিদী করার এরুপ দৃষ্টান্ত বহু আছে এবং তারা সফলভাবে পীর-মুরিদী করেছেন। খুবই নিকট অতীতের এরকম একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়, আর তা হলো, পীর শাহ্ সুফি খাজা মোঃ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ্যভাবে কাউকে খেলাফত দেননাই। কিন্তু তাঁর প্রতিথযশা মুরিদগণ পরি-মুরিদী করে আজ সারা বিশ্বে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ডঙ্কা আদি ও আসলরুপে বাজাচ্ছেন।

সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ (রহঃ) এর তরিকতের খেদমতঃ

জনাব সুফি গরিবুল্লাহ্ শাহ্ ওরফে আমিনুল্লাহ্ (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর বহু মানুষকে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকায় বাইয়াত করিয়েছেন, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন এমনকি খেলাফত ও দিয়েছেন। তাঁর মুরিদগণের নিকট তিনি নূরে বেলায়েত শাহ্ মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ গোপালপুরী (রহঃ) নামে পরিচিত।

তার পাঁচজন ছেলে । সকলকেই তিনি খেলাফত দিয়েছেন।

তারা হলেন-

১. জনাব সুফি মোঃ তোতা আকন্দ (রহঃ)
২. জনাব সুফি মোঃ আঃ সালাম আকন্দ (রহঃ)
৩. মোঃ আফাজ্জল আকন্দ (রহঃ)
৪. জনাব সুফি মোঃ তোফাজ্জল আকন্দ
৫. জনাব সুফি মোঃ সোলাইমান আকন্দ

নিজ জেসমানি আওলাদগণ ছাড়াও তিনি মুরিদগণের মধ্য হতে যোগ্য ৬ জন কে খেলাফত দিয়েছেন। তারা হলেন-

১. জনাব সুফি প্রফেসর মোঃ আফসার আলী, উদয়সাগর, অভিরামপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
২. জনাব সুফি মোঃ আক্কাছ আলী মোল্লা, লাংলুহাট, গাবতলী, বগুড়া।
৩. জনাব সুফি মোঃ ইদ্রিস আলী, ইসলামপুর, পঞ্চগড়।
৪. জনাব সুফি মোঃ জিয়ার উদ্দিন প্রাং, কেশরীপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৫. জনাব সুফি মোঃ আঃ ছালাম, জগন্নাথপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৬. জনাব সুফি মোঃ আবু সাইদ, আটকড়িয়া, সোনাতলা, বগুড়া।

৬.২.২০ পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর ওফাত লাভঃ

আল-কুরআন এর ঘোষণা-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অনুবাদঃ "প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।" (আলে ইমরান: ৩ঃ১৮৫) মহান মালিকের সেই অমোঘ বিধানের সত্যতা বিধানে সড়াইল দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কামেল ও মোকাম্মেল পীর কুতুবুজ্জামান শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা কাজেম উদ্দিন তালুকদার রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয় স্বজনদেরকে এতিম করে বিশেষ করে যাদের জন্য তাঁর এই ধরাধামে আগমন সেই হাজার হাজার জাকের, মুরিদ-মুরিদান, আশেক,ভক্ত, সাগরেদ জিন ও ইনসান কে শোক সাগরে ভাসিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ৭ ই আশ্বিন, রোজ মঙ্গলবার এই ধরাধামের সফর শেষ করে মহান মাশুকের ডাকে সাড়া দিয়ে তারই সান্নিধ্যে অনন্তকালের সেই শান্তিময় স্থানে যাত্রা করেন, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই, কোন অন্তর উপলব্ধি করিতে পারেনাই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। "আলা ইন্না আওলিয়াল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্জানুন" সুরা ইউনুসের ৬২ নং এই আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, "জেনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, এবং তারা চিন্তিতও হবেন না।"

পীর হযরত কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তাঁর ওফাতের খবর খবরের কাগজে প্রচার করিতে নিষেধ করেছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় হকিকতের জ্ঞানে জ্ঞানী একজন জাকের আমাকে বললেন, তিনি তো মরেন নাই, তাই সংবাদপত্রে তাকে মৃত বলে প্রচার করা হয়নি!

আল্লাহ্ পাক মহান রাব্বুল আলামীন জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর এই বন্ধুর মর্যাদা আবাদাল আবাদ তক বৃদ্ধি করুন; জিন-ইনসান সহ সকল সৃষ্টির প্রতি, যারা এই লেখনীর প্রচার, প্রকাশ, এবং সম্পাদনার সাথে জড়িত বিশেষ করে আমি

অধম গোনাহগারের প্রতি এই মহান অলির ফায়েজ ও তায়াজ্জোহ্ নসীব করুন, আমীন।

৬.২.২১ পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর মাজার শরীফঃ

পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) কে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ শরীফের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত মসজিদের (যে মসজিদটি তাঁর বাবা সুফি বনিজ উদ্দিন তালুকদার রহঃ নির্মান করেছিলেন) দক্ষিণ পাশে অবস্থিত তাদের পারিবারিক কবরস্থানে মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালের সাথে তাঁর বাবা সুফি বনিজ উদ্দিন তালুকদার রহঃ এর কবরের পূর্বপাশে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর বাবার কবরের পশ্চিম পাশে অর্থাৎ একবারে উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে সুফি বনিজ উদ্দিন তালুকদার রহঃ এর বড় ছেলের কবর।

আল্লাহর অলিগণের কবর মুবারকের উপর মাজার শরীফ নির্মিত হবে এটাই স্বাভাবিক। পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর কবর মুবারকের উপর তথা তাদের এই পারিবারিক ছোট পরিসরের কবরস্থানটির উপর বড় পরিসরে একটি ছাদ ঢালাই করা রয়েছে। ফয়েজে ভরপুর এই মাজার শরীফ একেবারেই সাদামাটা করে রাখা হয়েছে। কবর মুবারক উঁচু নয়, বরং মাটির সমতল, বাশেঁর চাটাই ও ধুলোমাটি দেখা যায়। কবরের মাটির উপরে কালিমায়ে তায়্যিবা লেখা কাপড় বিছানো এবং উপরে চাঁদোয়া টানানো থাকে।

১৯৯০ সালের দিকে মাজার শরীফের ছাদের পিলারের সাথে সাটানো ছোট একটি টিনে লেখাছিল-

“মরিয়া না মরে যারা আল্লাহর আওলিয়া,
দেশে দেশে ফিরে তারা কায়া বদলায়া।”

এই মাজার শরীফে আরও যারা শায়িত আছেনঃ

সরেজমিনে দেখা গেছে আশেক ভক্ত জিয়ারতকারীরা মাজার শরীফ জিয়ারতে এসে কবরগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। তাদের সুবিধার্থে এই মাজার শরীফে শায়িত ব্যক্তিগণের বিবরণ দেয়া হলো।

পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর কবর মুবারকের পূর্বপাশ ঘেষেঁ রয়েছে তাঁর মেঝ ছাহেবজাদা জনাব সুফি সাখাওয়াত হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর পবিত্র কবর। তাঁর পূর্বপাশে অনতিদূরে রয়েছে পীর হযরত ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর সহধর্মিণীর পবিত্র কবর।

তার পূর্বপাশে রয়েছে অলিয়ে কামেল জনাব হযরত শামসুল হুদা তালুকদার (রহঃ) এর পবিত্র কবর। এই কবরের ঠিক দক্ষিণ পাশে অর্থাৎ একবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর সহধর্মিণীর পবিত্র কবর। তাঁর পশ্চিম পাশে রয়েছে পীরজাদা জনাব হযরত আবু সাঈদ তালুকদার (রহঃ) এর পবিত্র কবর, এবং তাঁর পশ্চিম পাশেই রয়েছে তাঁর সহধর্মিণীর কবর।

পীর হযরত সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর কবর মুবারকের ঠিক দক্ষিণ পাশে কিছু নাবালেগ শিশুদের কবর রয়েছে। সম্ভবতঃ এগুলো তাঁর প্রথম স্ত্রীর সন্তান-সন্ততীর কবর অথবা পরিবারের অন্য কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের কবর।

৬.৩ সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) তথা সড়াইল দরবার শরীফ এর প্রভাব

৬.৩.১ সামাজিক প্রভাব

সুমহান ব্যক্তিত্বঃ

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) খুবই উচুঁ স্তরের সুমহান ব্যক্তিত্ব গুণসম্পন্ন এবং মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই উন্নত স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেক নামকরা এবং সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন। চব্বিশ পরগণার স্বনামধন্য **ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্** একবার তাঁর সাক্ষাতে এসেছিলেন।

তার সমালোচনা কারীদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'তারা আমার বিনা পয়শার সাবান, আমার পাপগুলি তারা বিনা খরচে মোচন করতেছে'।

পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর সমাজ সেবাঃ

পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, অত্যন্ত দানশীল এবং সমাজ সেবক ব্যক্তি ছিলেন। সংসারের দায়িত্ব বড় ছাহেবজাদা সুফি মোঃ বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) কে দিয়ে তিনি তরিকতের খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখতেন। প্রায় একশত একর জমিতে ধান চাষ করতেন। শত শত মন ধান হতো। বড় ছাহেবজাদা কে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সনে ধান বিক্রি করতে নিষেধ করেন এবং সেগুলি গোলাঘরে মজুদ রাখতে বলেন। ১৯৯৫ সনে এলাকায় বড় ধরনের বন্যা হয়। এলাকার ফসল এবং ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ দিশেহারা হয়। সে সময় তিনি উদার হস্তে সংরক্ষিত সমুদয় ধান বন্যাকবলিত মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন।

তিনি জীবনে নিজ খরছে বহু কন্যা দায়গ্রস্থ বাবা-মায়ের মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। এসকল বিবাহ ছিল যৌতুক বিহীন।

বহু গৃহহীন মানুষকে বাড়ি তিনি ঘর বাড়ি নির্মান করে দিয়েছেন। মিথ্যা মামলায় জড়িতদের কে টাকা পয়সা খরচ করে মামলা থেকে উদ্ধার করেছেন। নিজের গরু ছাগল এবং ভেড়া অকাতরে গরীব দুঃখী মানুষকে দান করতেন।

পানিয়াল ছায়দাতিয়া দাখিল মাদ্রাসাঃ

এতদ্ব অঞ্চলের সমাজে সড়াইল দরবার শরীফের প্রথম গদ্দিনশীন পীর ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর অবদান ও প্রভাবের জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আয়মা রসুলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ছাতিনালী বাজারের পাশে অবস্থিত ‘পানিয়াল ছায়দাতিয়া দাখিল মাদ্রাসা’ (ইআইআইএন/EIIN- ১২১৯০৬)। প্রতিষ্ঠানটি ১ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে।

মানব সেবায় সড়াইল দরবার শরীফের প্রভাবঃ

কৃষিনির্ভর উত্তর বাংলার উন্নয়নে বরাবরই গবাদীপশুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন তালুকদার (রহঃ) এর বাড়িতে শত শত গরু, ছাগল এবং ভেড়া থাকতো। তিনি জাকের ভক্ত এবং এলাকার সাধারণ মানুষকে তাদের প্রয়োজনে এসব গরু, ছাগল এবং ভেড়া লালনপালনের জন্য বিনামূল্যে দিয়ে দিতেন।

অভাবী মানুষজন এসব গবাদী পশু লালনপালন করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেন। লালন পালনের উদ্দেশ্য ছাড়াও গরীব মানুষের বিবাহ বা এই ধরণের কোন অনুষ্ঠানের জন্য এসব গরু ছাগল দান করতেন।

সড়াইল দরবার শরীফে এখনো শত শত গরু, ছাগল ও ভেড়া রয়েছে এবং দান খয়রাতের সেই ঐতিহ্য চলমান রয়েছে।

৬.৩.২ সাংস্কৃতিক প্রভাব

সুফি সংস্কৃতি সংরক্ষণাগার সড়াইল দরবার শরীফঃ

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সেই মাটির দেয়াল আর টিনের ছাউনি বিশিষ্ট খানকাহ্ ঘরটি এখনো রয়েছে। সেই ঘরের ভেতরে রয়েছে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) এর ব্যবহৃত কাঠের তৈরি পালংক। সেই পালংকের গায়ে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর ওফাতের বাংলা সন ১৩২৬ লেখা রয়েছে। খানকাহ্ শরীফের বারান্দায় রয়েছে পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর ব্যবহৃত চৌকি ও বালিশ সহ বিছানাপত্র। এইসকল পবিত্র আসবাবাদীর সবকিছুই রাখা হয়েছে একেবারে সাদামাটাভাবে।

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর সিলসিলার গদ্দিনশীন (মাঃ আঃ) গণের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে সৈয়দ সাহেব (রহঃ) এর ব্যবহৃত লাঠি, চাদর, রুমাল, আস্কান ও খেলাফতের পাগড়ি মুবারক।

সড়াইল দরবার শরীফের গজল প্রসঙ্গঃ

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কুঃ ছিঃ আঃ) একদা সড়াইল ওরছ মাহফিলের শেষে বলেছেন, যাইবারওকালে যাইতেছি বলে সড়াইল রইল আমার ঠিকানা। 'কেহ যদি আমাকে খোঁজো তবে সড়াইলে এলে আমাকে পাবে।'

তাই সড়াইলের জাকেরগন এ সম্পর্কীত একটি গজল গায়-

চলো হে জাকেরগণ যাই সড়াইলে, চলো হে জাকেরগণ যাই সড়াইলে
সড়াইল হলো আমার ঠিকানা, জাকের সড়াইল হলো আমার ঠিকানা,
যাইবারও কালে সৈয়দ সাহেব গিয়াছেন বলিয়া, যাইবারও কালে মেহেদীবাগী গিয়াছেন বলিয়া,
সড়াইল হলো আমার ঠিকানা, জাকের সড়াইল হলো আমার ঠিকানা,
তিনারো এস্কে জলিতাছে আগুন, তিনারো এস্কে জলিতাছে আগুন,
বাবা আমারে বানাইয়াছে দিওয়ানা, বাবা আমারে বানাইয়াছে দিওয়ানা।
আদব করে চলো কদম চেপে ধরো, আদব করে চলো কদম চেপে ধরো,
বেয়াদবী কভু জাকের করিওনা, বেয়াদবী কভু জাকের করিওনা।
চলো হে জাকেরগণ যাই সড়াইলে, সড়াইল হলো আমার ঠিকানা।
জাকের সড়াইল হলো আমার ঠিকানা।

এছাড়াও সড়াইল দরবার শরীফে বহুল গাওয়া কতিপয় গজলের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো।

বিশেষ কাসিদাঃ

সড়াইল দরবার শরীফে মিলাদ শরীফের শেষে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সময়ে নিম্নোক্ত বিশেষ কাসিদাটি খুব মহব্বতের সহিত বহুলভাবে গাওয়া হয় এবং ইহা গাওয়ার সময়ে প্রচুর ফয়েজ ওয়ারেদ হয়।

"ছাইয়্যাদেজম লা জমিলা আহমাদে মাহবুবে হক, হুব্বে ওয়াবাছ রাহবারেমা এস্কে ওয়াবাছ পীরেমা
নাইবা তায়াত এবতে খায়রু নাইবা তাকওয়া পোস্তেমা, বরনেগাহে রহমাতুল্লিল আলামীনা জীমেমা
ইয়া এলাহী কালবে মজনু নামছে গায়রাশ বাছেদার, হুব্বেওয়াকুন বান্দেমায়ে এস্কেও জিনজিরেমা।"

এর সাথে যুক্ত করে গাওয়া হয়-
ইয়া এলাহী দে রহমত এই মিসকিনের দেলেতে, সড়াইলের পাক দেলেতে আমার দেল মিশায়েদে।

পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর স্মরণে গাওয়া হয় এভাবে-

মেহেদীবাগী খোদাকা পিয়ারা, আজতুনে এরশাদ ফরমায়া
অছিলা ছাহেব সড়াইল, দেখাদে নূরে জামালী।

অন্যান্য গজল সমূহ এবং কিছু গজলের অংশবিশেষঃ

১। পাগল মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন, অবুঝ মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন
পীরেরও দরবারে গেলে আল্লাহ নবীর সম্মিলন, চিনলিনা তুই পীর কি রতন
আদম দেলে রসুল আছে ঐ দেলেতে খোদা পাক, পীর ধরিলে দেখতে পাবে যখন তুমি হবে পাক
পাগল মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন, অবুঝ মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন
যার দেলেতে পীর নাই ভাই তাঁর পীর শয়তান, পীর ধরিয়া শ্মশান দেহ বানাইয়া লও ফুল বাগান

পাগল মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন, অবুঝ মন আমার চিনলিনা তুই পীর কি রতন
পীরেরও দরবারে গেলে আল্লাহ নবীর সম্মিলন, চিনলিনা তুই পীর কি রতন

২। অবুঝও মনরে আমার বেবুঝও মনরে আমার সদায় থাকো একীনে
এস্কোভাবে করো জেকের লোকের কথা না শুনে, এস্কোভাবে করো জেকের লোকের মানা না শুনে,
কর্মকারে লোহা চেনে আগুন চেনে আঙ্গারে, জাঙ্গারেতে এঁতই চেনে সাফাই করে সেইজনে
এস্কোভাবে করো জেকের লোকের কথা না শুনে, এস্কোভাবে করো জেকের লোকের মানা না শুনে,
বাবার লাইন ছাড়া হইওনা মন দাগা দিবে শয়তানে, বাবার কদম হারা হইওনা মন দাগা দিবে শয়তানে
অবুঝও মনরে আমার বেবুঝও মনরে আমার সদায় থাকো একীনে

৩। আজ দেখো সড়াইলের গাওছুল আজম এসেছে, আজ দেখো সড়াইলের গাউছুল আজম এসেছে
সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে, সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে
দেলের ঝুলি পাতিয়া রাখো পীর বাবার পাক কদমে
আজ দেখো সড়াইলের গাওছুল আজম এসেছে, আজ দেখো সড়াইলের গাউছুল আজম এসেছে
তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী, তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী
রওশন জ্বালাইয়া দিছেন মেহেদীবাগের নূরাণী

সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে, সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে
দেলের ঝুলি পাতিয়া রাখো পীরবাবার পাক কদমে
আজ দেখো সড়াইলের গাওছুল আজম এসেছে, আজ দেখো সড়াইলের গাউছুল আজম এসেছে
তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী, তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী
রওশন জ্বালাইয়া দিছেন মানিকতলার নূরাণী
সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে, সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে
দেলের ঝুলি পাতিয়া রাখো পীরবাবার পাক কদমে
তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী, তরিকার ছরদার শাহ্ মুজাদ্দেদ আল-ফেছানী
রওশন জ্বালাইয়া দিছেন মদিনারও নূরাণী।
সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে, সেই চরণো নিতে কারও আশা থাকে দেলেতে
দেলের ঝুলি পাতিয়া রাখো পীরবাবার পাক কদমে

৪। দেখো আসিয়াছে সড়াইলের পীরধন নূর জ্বালাইছে, ধীরে ধীরে এসেছে নবীর কিরণ হেসেছে
ইয়া মুরিদু ইয়া মুরিদু মুখে বলতাছে, দেখো আসিয়াছে সড়াইলের কেবলা নূর জ্বালাইছে
তার দয়াতে পাপী তাপী নেইকো আপন পর সবাই এই তরিকা ধর।

৫। সোনামুখে সড়াল বাবা বল আশেকের দল, সদাই মুখে সড়াল বাবা বল
সড়ালেরও দেশে পাগলেরো বেশে বাবা জাকের জকের কয় আশেকের দল
সোনামুখে সড়াল বাবা বল আশেকের দল, সদাই মুখে সড়াল বাবা বল।

৬। আগে আল্লাহর নাম লও সালাম দরুদ নবিজী, পীর অলি গাওছ যত সালাম জানাই শত শত
সড়াইলের পাক কদমে হাজারে হাজার সালাম, আগে আল্লাহর নাম লও সালাম দরুদ নবিজী।

৭। পিরীতি সহজ কথা নয়, পিরীতি সহজ কথা নয়;
মজিলে পিরীতের প্রেমে জীবন দিতে হয়, পিরীতি সহজ কথা নয়
যে মজে পিরীতের প্রেমে সেই জ্বলে এস্কেও আগুনে; জ্বলে পুড়ে নূরের বাতি ছিনাতে জ্বালায়
পিরীতি সহজ কথা নয়, পিরীতি সহজ কথা নয়
লাইলী মজনু পিরীত কইরা রাজ্য ছেড়ে যায় চলিয়া; পিরীতের দায়ে রাজ্য ছাড়ে তবু পিরীত ছাড়েনা
পিরীতি সহজ কথা নয়, পিরীতি সহজ কথা নয়।

৮। আল্লাহর প্রেমের মানুষ মরলে মরেনা;
ও তুমি সুজন দেইখা কইরো পিরীত মরলে যেন ভোলেনা দরদী; আল্লাহর প্রেমের মানুষ মরলে মরেনা।
আদম হাওয়া প্রেম করিল, বেহেস্ত ছেড়ে দুনিয়ায় আইলো;
আদম হাওয়া প্রেম করিল, বেহেস্ত ছেড়ে দুনিয়ায় আইলো
স্বর্গ সুখ ভুইলা গেলো তবু প্রেম ভোলেনা দরদী; আল্লাহর প্রেমের মানুষ মরলে মরেনা

প্রেম করিল রহিমা বিবি যার প্রেমেতে আইয়ুব নবী; আঠারো সাল কিরায় খাইলো, প্রেমের দায়ে বনে গেল
তবু প্রেম ভোলেনা দরদী, আল্লাহর প্রেমের মানুষ মরলে মরেনা।
আল্লা নবী প্রেম করিয়া মারেফতে রয় ডুবিয়া, আল্লা নবী প্রেম করিয়া মারেফতে রয় ডুবিয়া
প্রেমের তরে জগৎ সৃজন, প্রেমের তরে জগৎ সৃজন
তবু প্রেম ভোলেনা দরদী; আল্লাহর প্রেমের মানুষ মরলে মরেনা।

৯। এলাই কি তোমার ভালোবাসার নীতিরে মোর দরদী, যেদিন আসবে সমন বাধঁবে কষে,
সেদিন দেখব তোমার ভালোবাসার নীতিরে মোর দরদী, কঠিনও মউতের কালে ও সড়ালের পীরধন বিনে,
কে আমারে তরাইগো নিবে, নিদানকালে, পাই যেন তোমারে
সেদিন বুঝব তোমার ভালোবাসার নীতিরে মোর দরদী, অন্ধকার কবরের মাঝে ও সড়ালের মুর্শিদ বিনে,
কে আমারে তরাইগো নিবে, নিদানকালে, সেদিন দেখব তোমার ভালোবাসার নীতিরে মোর দরদী।
এলাই কি তোমার ভালোবাসার নীতিরে মোর দরদী।

১০। আমি ঘুরি নানা ছলেরে মওলা তোর লাগিয়া, আমি ফিরি নানা ছলেরে মওলা তোর লাগিয়া
লাহুত দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলারে মওলা তোর লাগিয়া,
পাথর ভাসিয়া চলে ডুবে মরে শোলারে মওলা তোর লাগিয়া

১১। শুধু কালির লেখা আলেম নয় বাতেনের এলেম যাহার নাই,
ছিলেন নবী দ্বীন পয়গাম্বর, জানতেননা তিনি কালির অক্ষর।

উম্মী নবী কোরআন পড়েন, কোনই এলেম বাকি নাই,
কালো কালির কোরআন লেখা নূর কালিতে অজুদ মাখা
যে পেয়েছে ঐ নূরের দেখা কালির কোরআন পড়েনাই,
শুধু কালির লেখা আলেম নয় বাতেনের এলেম যাহার নাই।
অজুদ কোরআন না হইলে মানব কোরআনে কি কথা কয়,
যখন মৌলভী কোরআন পড়েন তখন কোরআন জিন্দা হয়।
যখন মৌলভী কোরআন বান্ধেন তখন কোরআন বোবা হয়,
অজুদ কোরআন না হইলে মানব কোরআনে কি কথা কয়।

৬.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফে বছরে ২ টি অনেক বড় পরিসরে বার্ষক উরশ শরীফ, ২ টি নবান্ন উৎসব, পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ), তাঁর ছাহেবজাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওফাত বার্ষিকী এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বছরে প্রায় ৬-৮ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সমাবেশ করা হয়।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান গুলোতে হাজার ভক্ত অনুসারি এবং সাধারণ মানুষের সমাগম ঘটে। সেসকল মানুষের আপ্যায়ণের আয়োজনের জন্য শত শত মন চাউল, ডাল, আলু, মসলা সহ অনুসঙ্গিক অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়। এসবের ব্যবস্থা করতে লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থনৈতিক লেনদেন হয়, যা স্থানীয় ও আঞ্চলিক বাজারে প্রভাব ফেলার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের সূচকে যুক্ত হয়। সকল কার্যক্রমেই ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, পর্যটন এবং কর্মস্থান জড়িত আছে।

এছাড়াও সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার শতশত জাকের ভক্ত এবং রোগব্যাধীগ্রস্থ সাধারণ মানুষ সড়াইল নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফে রোগারোগ্যের

তদবিরের জন্য আসেন যা বছরব্যাপী স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিবহন খাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ), পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এবং পীর সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) তিনজনই সঙ্গলবার দিন ইন্তেকাল করেন।

আবার পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর তিন জন ছাহেবজাদার মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার, পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এর তিন জন ছাহেবজাদার মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন এবং পীর সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর তিন জন ছাহেবজাদার মধ্যে একজন বিসিএস ক্যাডার ডাক্তার, এবং সড়াইলের বড় হুজুর খ্যাত পীর মৌলভি বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর তিন জন ছাহেবজাদার মধ্যে একজন বিসিএস ক্যাডার ডাক্তার হয়েছেন। কি অপূর্ব সাদৃশ্য। এর হকিকত আল্লাহ্ এবং তাঁর অলি গণই ভালো জানেন। তবে এই সাদৃশ্যতা ভাবুক জাকেরগণকে সৈয়দ মেহেদীবাগী (রহঃ) এর সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

" যাইবারও কালে যাইতেছি বলিয়া সড়াইলে রইল আমার ঠিকানা।"

পীর সুফি কাজেম উদ্দিন (রহঃ) এবং পীর সুফি ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) উভয়েই দৃষ্টিশক্তি হীন অবস্থায় প্রায় দশ বছর করে জীবন যাপন করেছিলেন। সড়াইলের বড় হুজুর খ্যাত পীর মৌলভি বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) ও ইতিমধ্যেই উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

তাই আশেক জাকেরগণ নিজেদের অজান্তেই গেয়ে উঠেন-

'সড়াইল নয় এ যেন কূহে তুর, প্রতিটি ধূলিকণা শুধু নূর আর নূর'

এ প্রসঙ্গে জাকেরগণ গজল গায়-

শাহানশাহ্ সড়াইল বাবা বাদশা সারা দুনিয়ার, রহমতেরই ঝর্ণা ঝরে,দেখলে তাহার পাক মাজার।

কেউ যদি তাঁর দামন ধরে, ডাকে আল্লার হাবিবেরে, তরাইবেন রোজ হাশরে, রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) নামটি যার।

যার তাওয়াজ্জু এত্তেহাদী, ওয়ারেদ হয় দেহেতে জারী, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির জারী, হয় তারি ক্বলবের মাজার।

চিত্রঃ পুণ্যভূমি সড়াইলে পীর সুফি কাজেম উদ্দীন তালুকদার রহঃ এর মাজার শরীফ

সড়াইল দরবার শরীফের তথ্য সংগ্রহের ইতিবৃত্তঃ

সড়াইল দরবার শরীফের যাদের নিকট থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, সড়াইল দরবার শরীফের প্রথম গদ্দিনশীন পীর

হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ)। আমি ১৯৯৬-২০০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর বিভিন্ন সময় সুযোগ পেলেই তাঁর সঙ্গে সময়ান্তরে অবস্থান করেছি, পাঁচবিবি, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তাঁর সঙ্গে তাঁর কারগাড়িতে বসে সংক্ষিপ্ত সফর করেছি।
তার সঙ্গে অনেক রাত্রি যাপনের সুযোগও হয়েছে। সেই সুবাদে তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এই গবেষণায় তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। একইভাবে উক্ত সময়ও এলাকা গুলোতে সড়াইল দরবার শরীফের দ্বিতীয় গদ্দিনশীন মেঝ হুজুর খ্যাত পীর হযরত মাওলানা হেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর সঙ্গেও সফর করার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে তাঁর সঙ্গে খুলনা মেহেদীবাগী খানকা শরীফে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর বার্ষিক ওরছ শরীফে অংশ গ্রহন করার সুযোগ হয়েছিল।
২০০৩-২০০৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ বছর বিভিন্ন সময়ে সড়াইল দরবার শরীফের প্রথম গদ্দিনশীন পীর হযরত মাওলানা ছায়াদৎ হোসেন তালুকদার (রহঃ) এর দ্বিতীয় ছাহেবজাদা বড় হুজুর খ্যাত পীর হযরত মাওলানা বেলাল উদ্দিন তালুকদার (মাঃ আঃ) এর সঙ্গে জয়পুরহাটের বিভিন্ন এলাকা সহ সুদূর নীলফামারী পর্যন্ত সফর করার সুযোগ হয়েছিল। এই সময় গুলোতে তাদের নিকট থেকে দূর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি।

যে সকল প্রবীণ জাকেরগণের নিকট থেকে দূর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি তারা হলেন, পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন আহমদ (রহঃ) এর মুরিদ ও সড়াইল ওরছখানা (হাটখোলা) জামে মসজিদের দীর্ঘ ১৪ বছরের খতিব সড়াইল উত্তর পাড়া (রশিদপুর) নিবাসী মরহুম মুন্সি মোতরাজ আলী আকন্দ সাহেব, পীর আল্লামা কাজেম উদ্দিন আহমদ (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ 'পরশ মনি' এর লেখক আটাপুর (পাঁচবিবি) নিবাসী মরহুম আঃ গণি মন্ডল, আটাপুর (পাঁচবিবি) নিবাসী মরহুম মমতাজ উদ্দিন মন্ডল, পীর ছায়াদৎ হোসেন (রহঃ) এর মুরিদ,

আজীবন সফর সঙ্গী ও বক্তার আঁওড়া (কালাই) নিবাসী জনাব শাহ্াদৎ হোসেন মুন্সি, আটাপুর (পাঁচবিবি) নিবাসী মরহুম ছুরৎ জামাল মাস্টার, জনাব মোঃ আবুল কাশেম মন্ডল, সড়াইল উত্তর পাড়া (রশিদপুর) নিবাসী মুন্সি মোঃ আলতাফ হোসেন আকন্দ প্রমূখ।

সপ্তম অধ্যায়

রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফ, গোকুল, বগুড়া

৭.১ পীর শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম

৭.১.১ বংশ পরিচয়ঃ

পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বগুড়া সদর উপজেলার গোকুল উত্তরপাড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। পারিবারের সবাই লেখাপড়া জানা মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সুফি জনাব মোঃ পন্ডীতুল্লা মন্ডল (রহঃ) এবং মাতার নাম জনাবা মোছাঃ শেওলা খাতুন, দাদার নাম জনাব সুফি উন্দি মন্ডল (রহঃ)। সকলেই সুফিমনা এবং অত্যন্ত ধর্মভিরু ছিলেন। পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর এক ভাই এবং দুই বোন ছিলেন। ভাই এর নাম জনাব মুহাম্মদ কসির উদ্দিন মন্ডল (রহঃ)। বোনের নাম (১) জনাবা মোছাঃ ফজলা খাতুন (রহঃ) ও (২) জনাবা মোছাঃ সাবানা খাতুন (রহঃ)।

শুভ আর্বিভাবঃ

উম্মতে মোহাম্মদীর (ﷺ) এর পাপী তাপী মানুষদের কে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে পীর শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর

শুভ আর্বিভাব হয় ১২৫৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে বগুড়া সদর উপজেলাধী গোকুল উত্তরপাড়া গ্রামে।

শারীরিক গঠনঃ

পীর শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) ছিলেন বিশাল দেহের অধিকারী। গায়ের রং ছিল শ্যাম বর্ণের। ঘাড়ের উপরে ছিল একটি বড় মাংশল পিন্ড, মুখ ভর্তি চাপদাড়ি ছিল।

পোশাক পরিচ্ছদঃ

পীর শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) পাঁচ কল্লি টুপি পরতেন, পাগড়ী ও যুব্বা ব্যবহার করতেন। আতর ব্যবহার ভাল বাসতেন। তিনি কানের লতি বরাবর লম্বা লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) সেকালে প্রচলিত মাইনর বৃত্তিপাশ ছিলেন। তাঁর নাতি রামশহর দরবার শরীফের বর্তমান এবং তৃতীয় গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ) বলেন, আমার দাদাজান ছাত্র হিসেবে খুবই তুখোর ছিলেন, তিনি তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিলেন।

বিশেষ গুণাবলীঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) সাধারণ মানুষের মত সৎভাবে চলাফেরা করতেন, বলে তাকে মানুষ গরিব বলে জানতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের ধনি বা সম্পদশালী। রংপুর পীরগাছার এতসব সম্পদ রেখে এবং

গোকুল গ্রামের নিজ বসত ভিটা ছেড়ে তিনি রামশহর গ্রামের শশুরালয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

৭.১.২ সংসার জীবন ও সন্তান সন্ততীঃ

পীর সুফি ডাঃ কুাহরুল্লাহ্ (রহঃ)-এর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৫ জন। একেক জন স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি একেকটি বিবাহ করেন।

তাঁর ৫ জন স্ত্রীর নামঃ

১. জনাবা মোছাঃ ফুলজান (রহঃ), ২. জনাবা মোছাঃ সামিরন (রহঃ), ৩. জনাবা মোছাঃ হায়াতন (রহঃ), ৪. জনাবা মোছাঃ আবেদন (রহঃ), ও ৫. জনাবা মোছাঃ মছিরন (রহঃ পীর সুফি ডাঃ কুাহরুল্লাহ্ (রহঃ) কে মহান আল্লাহ্ পাক ৬ জন পুত্র ও ৭ জন কন্যা সন্তান দান করেন।

পুত্রগণ হলেন-

১. অলি-ই-কামিল আলহাজ্ব সলীম উদ্দিন,

২. অলি-ই-কামিল শহিদ পন্ডিত দবির উদ্দিন,

৩. অলি-ই-কামিল শহিদ মৌলভী বিলাইত হুসাইন,

৪. অলি-ই-কামিল শহিদ হাবিবুর রহমান,

৫. অলি-ই-কামিল পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, এবং

৬. অলি-ই-কামিল আলহাজ্ব তবিবুর রহমান ।

কন্যাগণ হলেন-

(১). জনাবা চলো বেগম (রহঃ), (২). জনাবা সহিদুন খাতুন (রহঃ), (৩). জনাবা সুরুতুন বেগম (রহঃ), (৪). জনাবা আয়েশা (রহঃ), (৫). জনাবা রেজিয়া খাতুন (রহঃ), (৬). জনাবা রাবেয়া বেগম (রহঃ), এবং (৭). জনাবা রোকেয়া আখতার (রহঃ)।

কর্ম জীবনঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) পরিবারের আদি পেশা ছিল কৃষি এবং ব্যবসা। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি কৃষি এবং ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তবে তিনি চাকুরিও করতেন। বহু গুণে গুণান্বিত এই মহাপুরুষ একাধারে ছিলেন, ডাক্তার, শিক্ষক, মুক্তার (আইন পেশাবিদ) ও আমিন (ভূমি পরিমাপক)। তিনি গোকুল বোর্ড'স এমই স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ছিলেন।

৭.১.৩ এলমে মারেফাতে দীক্ষা গ্রহণের প্রেক্ষাপটঃ

সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) গোকুল গ্রামে অবস্থানকালে হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কোঃ ছেঃ আঃ) গোকুল জামে মসজিদে যোহর নামাজ পড়ে বয়াত দিচ্ছেন। পরের দিন তাঁহার স্বপ্ন বাস্তব হলো। সত্যিই সত্যিই তিনি দেখলেন পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কোঃ ছেঃ আঃ) গোকুল জামে মসজিদে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন ঘোলাগাড়ী পাইকড় ইউনিয়নের মাষ্টার মোঃ বহর উল্লাহ্ মুনসি (রহঃ)। ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) স্বপ্নের ঘটনা পীর শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কোঃ ছেঃ আঃ) কে বললেন, তখন ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) কে মেহেদীবাগী পীর (রহঃ) বললেন, বাবা তুমি বয়াত গ্রহন কর।

তারপর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) বয়াত গ্রহন করলেন এবং মেহেদীবাগী পীর (রহঃ) কে বললেন, হুজুর! 'এখন আমার করণীয় কি, আপনার বাড়ী কলিকাতায়, আমি এখন শিক্ষা পড়া কোথায় কিভাবে নেব? তখন মেহেদীবাগী পীর (রহঃ) বললেন, বাবা তুমি ঘোলাগাড়ীর মাষ্টার সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিও। এভাবে কিছুদিন চলার পর নিজ মেহেদীবাগী পীর (রহঃ) এর হুকুমে দীক্ষা গ্রহণের জন্য রামশহর থেকে খালিপায়ে ১০ দিন হেঁটে সুদুর

মহানগরী কলিকাতার মেহেদীবাগে পীর সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ) এর মুজাদ্দাদীয়া দরবার শরীফে পৌঁছেন।

সেখানে ৩ দিন অবস্থান করার পর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহন শেষে জজবা হালতে আবার খালিপায়ে ১০ দিন হেঁটে বগুড়ার রামশহরে ফিরে আসেন। ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এভাবে বহু বছর যাবৎ নিজ পীরের কাছ যাতায়াত করে তরিকার সুলুক সাড়ে চব্বিশদায়রা পর্যন্ত আয়ত্ব করে কামালিয়াত অর্জন করেন।

৭.১.৪ খেলাফত লাভঃ

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (কোঃ ছেঃ আঃ) তাঁর প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফাকে খেলাফত প্রদানের দিন ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২১ শে বৈশাখ তাঁর প্রিয় শিষ্য ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দাদিয়া তরিকার মেহেদীবাগী সিলসিলার খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

স্বীয় মুর্শিদের খলিফাদের তালিকায় পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ)ঃ

সড়াইলের পীর জনাব শাহ্ সুফি কাজেম উদ্দিন (রঃ), সিঙ্গেরগাড়ীর পীর জনাব শাহ্ সুফি জহুরুর হক (রহঃ), এনায়েতপুরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ইউনুছ আলী (রঃ) এর পীরভাই ছিলেন রামশহরের পীর জনাব শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রঃ)। তিনি তাঁর পীরের প্রথম দফার ৫৬ জন খলিফার মধ্যে ১৩ নং খলিফা ছিলেন।

রামশহর দরবার শরীফের সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সুফি তরিকার সোনার শেকলসম সিলসিলা পরম্পরায় পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (কুঃ ছিঃ আঃ) এর বটবৃক্ষসম সাজারা মুবারক বা পবিত্র সনদনামা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রাঃ)।
২. কুতুবুজ্জামান ওয়া শাহে কাশফ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (কুঃ ছিঃ আঃ)
৩. গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব ছলিম উদ্দিন (রহঃ)।
৪. গদ্দিনশীন শহীদ পীর বেলায়েত হুসাইন (রহঃ)।
৫. গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান (রহঃ)।
৬. গদ্দীনশীন পীর জনাব হযরত মাওলানা মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ)।

৫.৪ উত্তর বাংলায় নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দাদিয়া সুফি ধারার প্রচারে পীর শাহ্ সুফি কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর অবদান

৭.২.১ রামশহর নকশাবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠাঃ

নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার উজ্জ্বল নক্ষত্র কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর অন্যতম খলিফা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) 'রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা। বগুড়া জেলার, সদর উপজেলার গোকুল ইউনিয়নের নিভৃত গ্রামে রামশহর দরবার শরীফটি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী

(রহঃ) এর জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত। এই দরবার শরীফে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর অন্যান্য খলিফা সহ আসতেন।

পীর ডাঃ কুহরুল্লাহ (রহঃ) এর গদ্দী মুবারক

১ম গদ্দীনশীন পীর সলীম উদ্দীন রহঃ এর বাড়ী

অবস্থানঃ

উত্তর বঙ্গের প্রবেশ দ্বার বগুড়ার ঐতিহাসিক মহাস্থানগড় এবং পৌরাণিক বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর বলে কথিত গোকুল মেধ এলাকা সংলগ্ন রামশহর গ্রাম। বগুড়া শহর থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার উত্তরে, সদর উপজেলার গোকুল ইউনিয়নে সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর রামশহর দরবার শরীফ অবস্থিত।

তরিকা প্রচার এর ভৌগোলিক এলাকাঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং ভারতের পশ্চিবঙ্গেও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া’ তরিকার প্রচার করেছেন। এইসব এলাকায় তাঁর হাজার হাজার গুণমুগ্ধ ভক্ত শিষ্য ছিল।

৭.২.৩ খেলাফত প্রদানঃ

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় এবং তরিকত তাসাউফ এর ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) তাঁর হাজার হাজার মুরিদগণের মধ্য থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ৩০ জন কে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁর খলিফাগণের প্রাপ্ত তালিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১। আলহাজ্ব আমির উদ্দিন(রহঃ), বরকতপুর, রংপুর।

২। আলহাজ্ব ছলিম উদ্দিন (রহঃ), (শাহ্ সুফি ডাঃ কহর উল্ল্যাহ রঃ-এর ১ম পুত্র।

৩। মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন (রহঃ), শাহ্ সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ রঃ-এর ৩য় পুত্র।

৪। মোঃ আব্দুর রহিম (রহঃ), হাজরাদিঘী, বগুড়া সদর।

৫। মৌঃ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ), হাজরাদিঘী, বগুড়া সদর।

৬। মুন্সী কিনি ফকির (রহঃ)।

৭। মৌঃ বোরহান উদ্দিন (রহঃ), আশোকোলা, বগুড়া সদর।

৮। আলহাজ্ব তমিজ উদ্দিন (রহঃ), রামশহর (মধ্যপাড়া), বগুড়া সদর।

১। মাওলানা ছমির উদ্দিন (রহঃ), ঝোপগাড়ী, বগুড়া সদর।

১০। মৌলভী কেয়াম উদ্দিন (রহঃ), আড়লা, নারহট্ট, বগুড়া জেলা।

১১। হযরত উল্লাহ্ পিরব (রহঃ), শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১২। মৌলভী ওসমান গণী, ছিহালী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১৩। মৌলভী ফজলুর রহমান (রহঃ), শিবপুর, বগুড়া জেলা।

১৪। মুন্সী হায়েছ উদ্দিন (রহঃ)।

১৫। হাজি মোহাম্মদ (রহঃ), বেনোহালী।

১৬। আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ (রহঃ), গুড়ম্বা, নশরতপুর, বগুড়া।

১৭। মুন্সী আব্দুর রহমান (রহঃ), আলিয়ারহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১৮। মুন্সী নাজেম উদ্দিন (রহঃ), ফেনীগ্রাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১৯। মুন্সী মোজাহার হোসেন (রহঃ), দিঘলকান্দি, গাবতলী, বগুড়া।
২০। মৌলভী তকাব্বর হোসেন (রহঃ), বাটিকামরী।
২১। মৌলভী জাফর উদ্দিন হরিপুর (রহঃ), গাইবান্ধা।
২২। গণী শাহ্াদৎ উল্লাহ্ (রহঃ)।
২৩। হাফিজ উদ্দিন লোহাগাঁও (রহঃ), দিনাজপুর।
২৪। মৌলভী ফেরাজ উদ্দিন (রহঃ), মীর্জাপুর, দিনাজপুর।
২৫। আজিম উদ্দিন (রহঃ) গোপীনাথপুর, কালাই জয়পুরহাট।
২৬। মৌলভী হোসেন আলী (রহঃ), শিবগঞ্জ, বগুড়া।
২৭। মুন্সী মোহার উষা (রহঃ), ক্রোড়গাছা।
২৮। মুন্সী ইউনুছ উদ্দিন (রহঃ)।
২৯। মুন্সী ইসমত উল্লাহ্ (রহঃ), পাইকড়গাছা গ্রাম।
৩০। নবীর উদ্দিন বাঘোপাড়া (রহঃ), বগুড়া।

রামশহর দরবার শরীফ এর বর্তমান গদ্দিনশীন পীরসাহেব (মাঃ আঃ) এর নিকট জানা যায় উপরোক্ত ৩০ জন খলিফার ৩০ টি দরবার শরীফের মধ্যে ১০/১২ টি দরবার শরীফ বর্তমানে চালু আছে।

৭.২.৪ গদ্দিনশীন নিযুক্ত করণঃ

দরবার শরীফের খেলাফতের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই বড় ছাহেবজাদা আলহাজ্ব মুহাম্মদ সলীম উদ্দিন (রহঃ) কে খেলাফত প্রদান করে রামশহর দরবার শরীফের গদ্দিনশীন নিযুক্ত করেন।

রামশহর দরবার শরীফের গদ্দিনশীন পরম্পরাঃ

৭.২.৫ তরিকার খেদমতে নিয়োজিত খেলাফত প্রাপ্ত স্ববংশীয় আওলাদগণঃ

১। অলি-ই-কামিল আলহাজ্ব সলীম উদ্দিন (রহঃ)ঃ পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর রামশহর দরবার শরীফের প্রথম গদ্দিনশীন হন তাঁর ছাহেবজাদা অলি-ই-কামিল আলহাজ্ব সলীম উদ্দিন (রহঃ)। বাবার গদীতে আসীন হয়ে জাকেরদের খেদমতে যথাসাধ্য নিয়োজিত থেকে দরবার শরীফের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তাঁর ছেলে পীরজাদা হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম নান্টু (মাঃ আঃ) এখন তরিকতের খেদমত তথা পীর মুরিদী করছেন।

২। অলি-ই-কামিল শহীদ মৌলভী বিলাইত হুসাইনঃ

অলি-ই-কামিল আলহাজ্ব সলীম উদ্দিন (রহঃ) এর ওফাতের পর রামশহর দরবার শরীফের দ্বিতীয় গদ্দিনশীন হন তাঁর ভাই অলি-ই-কামিল শহীদ মৌলভী বিলাইত হুসাইন (রহঃ)। তাঁর ছেলে হযরত মাওলানা মোঃ ওবায়দুর রহমান ওরফে রানা (মাঃ আঃ) বর্তমানে রামশহর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) দাখিল মাদ্রাসার সুপারেন্টেনডেন্ট। তিনিও তরিকতের খেদমত তথা পীর মুরিদী করেন।

৩। অলি-ই-কামিল পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমানঃ

অলি-ই-কামিল শহীদ মৌলভী বিলাইত হুসাইন (রহঃ) কে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ সালে শহীদ করে দেয়। তারপর রামশহর দরবার শরীফের তৃতীয় গদ্দিনশীন পীর হন তাঁর ভাই অলি-ই-কামিল পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান (রহঃ)। তিনি ৫০ বছর দরবার শরীফের গদ্দিনশীনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দয়িত্বকালে রামশহর দরবার শরীফের বহুল প্রসার ঘটে। তাঁর ছাহেবজাদা ও রামশহর দরবার শরীফের বর্তমান গদ্দিনশীন পীর আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ) বলেন, আমার বাবার খলিফার সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন। আমার নিকট তাদের তালিকা তৈরি করা নেই। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ১৮ জন খলিফার নাম বলেন।

তারা হলেন-

১. হযরত মাওলানা আকবর হোসেন, আলীয়ারহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া। (উপাধ্যক্ষ, সরসার দিঘী ডিইউএস ফাজিল মাদ্রাসা)
২. জনাব সুফি মোঃ সুলতান মাহমুদ, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।
৩. জনাব সুফি মোঃ নজমুল হক দেওয়ান, হরগ্রাম, বাজশাহী।
৪. জনাব সুফি মোঃ রেজাউল হক দেওয়ান, হরগ্রাম, বাজশাহী।
৫. জনাব আলহাজ্ব মোঃ রোস্তম আলী সরদার রহঃ (কনিষ্ঠ জামাতা)

৬. হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল মনয়েম (সুপারেন্টেনডেন্ট, ভূগোইল হিজবুল্লাহ্ দাখিল মাদ্রাসা, কালাই, জয়পুরহাট)।
৭. হযরত মাওলানা মোঃ লোকমান হোসেন (শিক্ষক, শারুঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা, জয়পুর হাট)।
৮. হযরত মাওলানা মোঃ আঃ আমিদ, মোলামগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৯. হযরত মাওলানা কারী মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোলামগাড়ী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
১০. হযরত মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান বেরঞ্জ, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।
১১. হযরত মাওলানা কারী মোঃ বাবলু হোসেন, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।
১২. জনাব কারী বেলাল উদ্দিন, কাহ্‌লু, বগুড়া, (শিলকোমর দাখিল মাদ্রাসা)।
১৩. হযরত মাওলানা মোঃ আঃ রহমান- পীরখঞ্জ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা।
১৪. জনাব হাজী মোঃ শাহ্‌জাহান আলি বিবির পকুর, কাহ্‌লু, বগুড়া।
১৫. জনাব হাজী-আঃ বাছেদ মুন্সী-নিশ্চিন্তপুর, কাহ্‌লু, বগুড়া।
১৬. জনাব সুফি আজিজুর রহমান, কাহ্‌লু, বগুড়া।
১৭. জনাব হাজী মুনছুর আলী খলিফা (অবসরপ্রাপ্ত বিএডিসি কর্মকর্তা, বগুড়া)।

অলি-ই-কামিল পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান ১ আগস্ট ২০১৮ খ্রীস্টাব্দে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৪। আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদ হোসেন রাজুঃ

অলি-ই-কামিল পীর আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান ইন্তেকালের পর তাঁর ছাহেবজাদা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদ হোসেন রাজু (মাঃ আঃ) রামশহর দরবার শরীফের চতুর্থ গদ্দিনশীন পীর হন। তিনি হাদিস বিষয়ে কামিল পাশ। তিনি বগুড়া শহরের ইসলামপুর হাইস্কুলে মৌলভি শিক্ষক হিসেবে

চাকুরি করেন এবং রামশহরের পার্শ্ববতী ঘোড়াধাপ বাজারের পাশের জামে মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭.২.৬ রামশহর উরস শরীফ প্রতিষ্ঠাঃ

শাহ্ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) একদিন তাঁর কলিকাতা দরবার শরীফে পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) কে বললেন, "*বাবা তুমি তোমার বাড়ি রামশহরে উরস শরীফ কর,*" তখন উপস্থিত অন্যান্য খলিফাগণ বললেন, হুজুর! ডাক্তার গরীব মানুষ, তিনি তো পানির ব্যবস্থাই করতে পারবেন না, তাহলে কেমন করে তিনি উরস শরীফ করবেন? বরং উরস শরীফ করার ভার আমাদের কাউকে দেন, তখন মেহেদীবাগী (রহঃ) বললেন, "*যেখানে সেখানে 'কাবা' হয় না এ 'কাবা' রামশহরেই হবে এবং আল্লাহর রহমতে কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে কেউ নষ্ট করতে পারবে না।*" এই উরশ শরীফে সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) তাঁর অন্যান্য খলিফা সহ আসতেন। পরবর্তীতে তাঁর ছাহেবজাদা হাজী গাজী ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদ উল্লাহ্ মেহেদীবাগী (রহঃ) এবং নাতি সৈয়দ হাবিব উল্লাহ্ মেহেদীবাগী ওরফে পাগলা হুজুর (রহঃ) আসতেন। ২০২৫ সালে রামশহর দরবার শরীফে ১০৯ তম উরশ শরীফ উদযাপন হয়েছে। সেই হিসেবে বলা যায় ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া দরবার শরীফে উরস শরীফ শুরু করেন।

।

৭.২.৭ শাহে কাশফ্ পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর অছিয়ত অনুসরণঃ

শাহে কাশফ্ পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর বংশের অধঃস্তন আওলাদবৃন্দ তাঁর অছিয়ত নামার ৪ নং আদেশ, *“রামশহর উরস সম্বন্ধে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবে, কারণ উহাই আমার স্মৃতি। তোমরা ভাই ভাই বিরোধ ও হিংসার সৃষ্টি করিয়া উহা বিরান করিলে আল্লাহর অভিসম্পাত ভোগ করিতে হইবে এবং তরীক্বার ফায়দা ফায়েজ বন্ধ হইয়া যাইবে”* মেনে এখনো একত্রভাবে উরস শরীফ উদযাপন করে থাকেন। উরশ শরীফের দাওয়াতপত্রের আহ্বানকারী

হিসেবে বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী চারজনের নাম উল্লেখ থাকে। উত্তরাধিকারীগণের একত্রে মিলেমিশে ওরছ মুবারক করার এ নজির অন্য কোনো দরবারে দেখা যায়না।

৭.২.৮ পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর অছিয়ত নামাঃ

নিজ মুরিদদের উদ্দেশ্যে পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) নিম্নোক্ত ৩০ টি অছিয়ত করেছেন-

১। (ক) নামাজ কাজা করিওনা, (খ) হারাম মাল খাইওনা, (গ) গোনাহের কাজ করিওনা । উক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটি শর্ত অমান্য করিলে সে আমার মুরীদ নয়।

২। তোমরা শরীয়তের পুরো পায়রবি করিয়া চলিও। চাল চলনে, আদব-কায়দায়, সাজ-পোষাকে তোমরা যেন ওয়ারেসাতুন্নবি (ﷺ) বলিয়া পরিচয় দিতে পার, তাহার প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকিবে।

ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(ক) ধূমপান নিষেধ। (খ) বিজাতীয় লেবাস ও দাড়িমুন্ডন নাজায়েজ। (গ) টেরিকাটা ও আলফ্রেড ছাঁট চুনকাটা নাদুরস্ত। (ঘ) সর্বদা পেশাব পায়খানায় কুলুপ ব্যাবহার করিবে। (ঙ) পাজামা, তহবন, কল্লিদাড়-পাঞ্জাবী ব্যবহার করিবে। (চ) সর্বদা মাথায় টুপি রাখিবে। (ছ) ইজ্জত-আবরু ও পুশীদার জন্য পায়খানার ব্যবস্থা করিবে। (জ) স্বীয় স্ত্রী কে এবং বাটীস্থ সকল মা-ভগ্নীদের পর্দার ভিতরে রাখার কঠোর ব্যবস্থা করিবে।

(ঝ)নিজ ছেলে-মেয়েদিগকে গান, বাজনা, টকি থিয়েটার এবং বিজাতির পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলার উৎসবে যাইতে দিবে না। (ঞ) সদা সর্বদা নরম জবানে কথাবার্তা বলিবে এবং উপদেশ দিবে।

৩। আমর অভাবে তোমাদের মধ্যে শিক্ষাপড়া যা অন্য কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে, তাহা হইলে তোমরা আমার দরবারের গদ্দিনশীনের মধ্যস্থতায় সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার মীমাংসা করিবে।

৪। রামশহর উরস সম্বন্ধে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবে, কারণ উহাই আমার স্মৃতি। তোমরা ভাই ভাই বিরোধ ও হিংসার সষ্টি করিয়া উহা বিরান করিলে আল্লাহর অভিসম্পাত ভোগ করিতে হইবে এবং তরীক্বার ফায়দা ফায়েজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

৫। মাতৃজাতির শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে যেন শরীয়তের কোনরুপ বরখেলাপ না হয়। যদি তাহাদের জজবা হয় তাহলে শীঘ্র তসকিনের ফায়েজে বসাইয়া ঠান্ডা করিবে।

৬। প্রকাশ্য ভাবে তরীক্বার গজল ব্যতীত অন্য গজল চর্চা করা বা গাওয়া নিষেধ। রাগ রাগিনীযুক্ত গান, হাততালি বুক থাবড়াইয়া গজল গাওয়া নিষেধ।

৭। মুরাকাবা ও মুশাহ্দা করিবার সময় আহ্ উহ্ ইত্যাদি শব্দ করা একে বারেই নাদুরস্ত। কৃত্রিম জজবার তীব্র শাসন করিবে।

৮। প্রত্যেক জকেরকে আজু, গোছল, পাক-নাপাক, হালাল, হারাম ইত্যাদির মাসয়ালা জানিতে হইবে।

৯। জাকেররা যেন গোবর দিয়ে বাড়ীঘর না লেপে।

১০। স্ত্রীলোকদের ঋতুর সময় প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অজু করিয়া জায়নামাজে বসিয়া ৭০ বার আসতাগুফিরুল্লাহ্ পড়িতে হইবে।

১১। সুদখোর, ঘুষখোর, জেনাকার ও বে-নামাজীর বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেনা এবং হারামের টাকা লইবেনা।

১২। জমার ধার্যকৃত পর পুকুরের মাছ, পরের জমির যাবতীয় শষ্য না বলিয়া লওয়া বা ভক্ষণ করা নিষেধ।।

১৩। মানুষের অন্যায় যুলুম ও নিন্দা নীরবে সহ্য করিবে।

১৪। তোমরা নিজের মুরিদের নিকট 'বাবাজান' ডাক লইবেনা, কারণ ইহাতে আত্মগরিমা জন্মে।

১৫। ছেলেমেয়েদের বিবাহে যৌতুক/পণ দেয়া নেওয়া নিষেধ।

১৬। গরু, বকরী, মুরগী ইত্যাদি বর্গা দিবে না।

১৭। মুরগী তিনদিন আবদ্ধ না রাখিয়া জবেহ করিবেনা।

১৮। কাহ্রাও উপর যুলুম করিয়া কোন কিছু আদায় করিবেনা। ।

২০। নর্দমাযুক্ত কুপের পানি পান করিবে না।

২১। টাকা কামায়ের মানসে কোথাও বাহির হইওনা। যদি মনে কর, আমি শিক্ষা দিতে যাইতেছি, তাহা হইলে লোকের গালি খাইয়া নিজে শিক্ষা পাইয়া আসিতে হইবে।

২২। প্রতি নামামের সময় মেসওয়াক করিবে।

২৩। জাকেরগণ যেন ৪০ দিনের মধ্যে ফোন মুরদার দাওয়াত না খায়।

২৪। জাকেরগণ কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়া তেলাওয়াৎ করিবে এবং নিজ ছেলেমেয়েকে ও অপরকে শিক্ষা দিবে।

২৫। তোমরা ভাই ভাই বিরোধ করিয়া যদি আমার এই 'সাধের বাগানকে' বরবাদ করিয়া কওমের ক্ষতি সাধন কর, তাহা হইলে আল্লাহ পাক ইহার জাজা দিয়ে দিবেন।

২৬। গরীব-দুঃখী বেওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনকে যথারীতি সাহায্য করিবে।

২৭। স্কুল, মক্তব-মাদ্রাসাতে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিবে। তাবিবুল ইলমকে জায়গীর দিবে।

২৮। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে আহার করিবে।

২৯। কবরের হিফাযত অবশ্যই করিবে।

৩০। তদবীরের নজরানা যদি কেহ আত্মসাৎ করে, তবে তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

৭.২.৯ কারামতনামাঃ

পীর সুফি ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) ছিলেন শাহে কাশ্‌ফ। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তিনি অগ্র-পশ্চাতের বহু কিছু বলে দিতে পারতেন। তাঁর জীবনটি কারামতে পরিপূর্ণ। তবে যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে সেগুলি দিনে দিনে হারিয়ে গেছে। তাঁর জীবন দর্শন আর কর্ম অবদান বর্ণনায় বিষয়টি উপেক্ষা করা মোটেই শুভনীয় হবেন। তাই নমুনা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

কারামত ১ঃ

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বগুড়া সরকারি আজীজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী জ্বর রোগে খুবই অসুস্থ্য হন। সব সময় জ্বর লাগিয়াই থাকিত, দীর্ঘদিন শহরের বড় বড় চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করেও সুস্থ হচ্ছিলেননা। একটা পর্যায়ে তিনি রামেশহর দরবার শরীফের পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর খোঁজ পেয়ে রোগ আরোগ্যের আশায় রামশহর দরবার শরীফে যান। পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) তাকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন "হাতির পা কেন ফকিরের বাড়ীর দিকে?" তখন ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁহার স্ত্রীর রোগের কিছু বিবরণ দিতেই পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) বলিয়াছিলেন আপনার স্ত্রীর জ্বর ভাল হইয়াছে। এই ভাল হইয়াছে শুনিয়া ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মনে এই ভেবে সংশয় হয় যে, রোগের বিবরণ পুরোপুরি না শুনহে বললেন, 'ভালো হইয়াছে' । রামশহর দরবার শরীফ থেকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন বিদায় নিচ্ছিলেন তখন পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) তাকে বলিলেন আপনার স্ত্রীর স্তনে যে দাগ আছে উহা কিসের দাগ? এই কথা শুনিয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আশ্চর্য হইলেন এবং বললেন যে, ছোট কালে আমার শাশুড়ী তরকারীকাটার সময় সে কোল হইতে বটিতে (কাটার) পড়িয়াছিল সেই দাগ। এই প্রশ্নোত্তরের পর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মনের সন্দেহ কিছুটা দূর হইয়াছিল। তারপর বাড়ীতে আসিয়া সর্ব প্রথমে তাঁহার স্ত্রীর অসুখ কেমন জানিতে চাহিলেন, স্ত্রী বলিলেন যে, আপনি যখন রামশহর দরবার শরীফে পৌঁছিয়াছেন সেই সময় আমার জ্বর ভাল হইয়াছে। এই কারামত দেখিয়া ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রামশহরী পীরসাহেবকে একজন শ্রেষ্ঠ অলি জানিয়াছেন। এরপর আর কোনদিন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর স্ত্রীর আর সেই জ্বর রোগ হয়নাই।

কারামত ২ঃ

কোন এক হজ্জের সময় পীর সাহেবের কয়েক জন মুরীদ হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন হজ্জ সমাপনান্তে। তাঁহারা বাড়িতে ফেরার পর পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে আসিলে দেখে যে, পীরসাহেব তাঁহার কতকগুলো মুরীদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন।

তখন উক্ত হাজীগণ পীরসাহেবকে বলিতেছে, "হুজুর আপনি কবে মক্কা হইতে আসিয়াছেন?" তখন পীরসাহেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি বল বাহে তোমরা কবে আসিয়াছ সেটা বল। তাঁর কারণ তাঁহারা পীরসাহেবকে হজ্জের দিনে জামাতে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন এবং পরে বহু খুজে আরপীর সাহেবের দেখা পাইয়া ছিল না। তবুও তাদের সন্দেহ হইতেছে হুজুর হজ্জে গিয়াছিল, অথচ বলিতেছে না তাই পুনরায় বলিয়াছিল "হুজুর আপনাকে আমরা ময়দানে নামাজ পড়িতে দেখেছি পরে বহু খুজেও আপনার দেখা পাইলাম না। তখন পীরসাহেব যে সকল মুরীদদের সাথে গল্প করিতেছিলো তাহাদেক লক্ষ্য করিয়া বলেছিল ওদেক বলে দেখ বাহে আমি হজ্জের দিনে ওদেক নিয়ে এখানেই নামাজ পড়িয়াছিলাম"। পরিশেষে হাজীগণ আর কিছু না বলিয়া একজন অলির কি ক্ষমতা তাহাই বুঝিলেন। পাঠক সমাজ- তাই বলি হজ্জ শুধু মক্কা গেলেই হয় না।

৭.২.১০ বেসালে হক বা ওফাত প্রাপ্তিঃ

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১১ শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ১২.০০ ঘটিকায় ৯৬ বছর বয়সে হিক্কা রোগে (হিক্কা বা হেঁচকি হলো মধ্যচ্ছদার (diaphragm) একটি অনৈচ্ছিক সংকোচন, যা ফুসফুসের নিচের একটি পেশী) আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। অলি-আল্লাগণের দেহ মোবারক তাজা থাকে।

তাঁকে শেষ গোসল দেয়ার সময় তাঁর বাম উরুতে থাকা একটি ফোঁড়া (ঘা বিশেষ) পরিষ্কার কালে সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল যা দাফন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পীর সাহেবের জানাজার নামাজ হয়েছিল বাদ আসর, ঈমামতি করেচিলেন তাঁর ৩য় পুত্র শাহে কাশফে পীর শহীদ মোঃ বিলায়েত হোসেন।

৭.২.১১ মাজার শরীফঃ

রামশহর জামে মসজিদের পূর্বপাশেই পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) এর এক গম্বুজ এবং আট কোণ বিশিষ্ট মাজার শরীফ অবস্থিত। মাজার শরীফটি খুবই মসমুগ্ধকর খুশবুময় এবং ফয়েজে পরিপূর্ণ। তরিকত তাসাউফের ছালেকমাত্রই তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারতে অফুরন্ত ফয়েজ পেয়ে থাকেন। মাজার শরীফ এর ভেতরের দক্ষিণ দেয়ালে টাইলসে খোদাই করে লেখা রয়েছে-

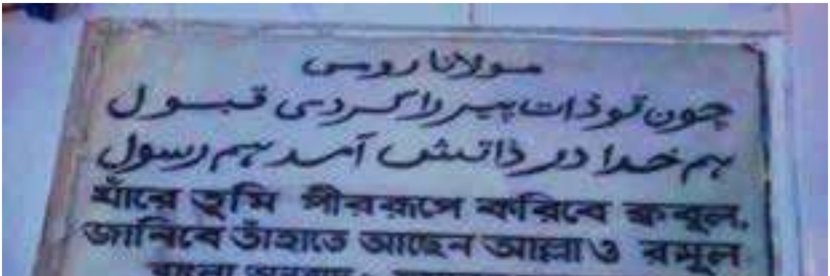

রামশহরী পীর ডাক্তার মুহাম্মদ কহর উল্যাহ্ (রহঃ) এর মাজার শরীফ

মাজার শরীফ এর বাহিরের উত্তর দেয়ালে টাইলসে খোদাই করে লেখা রয়েছে-

৭.৩ উত্তর বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পীর শাহ্ সুফি কহর উল্ল্যাহ নকশবন্দি-মুজাদ্দেদি (কুঃ ছিঃ আঃ) এর প্রভাব

৭.৩.১ সামাজিক প্রভাবঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) তাঁর কাশফ্, নীতি নৈতিকতা, মানবতাবোধ প্রভৃতি গুণে সমসাময়িক সমাজে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারি প্রভাব ফেলতে

পেরেছিলেন। তাঁর সেই প্রভাবে রামশহর গ্রাম আজ পীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত। তাঁর পরিবার এখন পীর পরিবার হিসেবে পরিচিত।

রাম শহর দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্লাহ্ এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাম শহর গ্রামে দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামে মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয়- 'রামশহর পীর ডাক্তার মুহাম্মদ ক্বহরুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা' । মাদ্রাসাটি ইতিমধ্যেই এমপিও ভুক্ত হয়েছে।

তার পরবর্তী প্রজন্ম মাদ্রাসাটির পরিচালনা করেন এবং তাঁর নাতি হযরত মাওলানা মোঃ ওবায়দুর রহমান ওরফে রানা (মাঃ আঃ) বর্তমানে রামশহর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) দাখিল মাদ্রাসার সুপারেন্টেনডেন্ট।

সমাজ সেবাঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্লাহ (রহঃ) একজন সমাজ সেবক ছিলেন। দান খয়রাতের পাশাপাশি তাঁর সমাজ সেবার অন্যতম হাতিয়ার ছিল হোমিও চিকিৎসা সেবা প্রদান। সব শ্রেণী পেশার মানুষকে তিনি নাম মাত্র মূল্যে আবার অনেক সময় বিনামূল্যে হোমিও চিকিৎসা প্রদান করতেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধীকারীগণ এখনো সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

পানীয় জলের জন্য ইন্দিরা বা কূপ এর ব্যবস্থাঃ

পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) এর বাড়ি বগুড়ার গোকুল গ্রামে হলেও তিনি রংপুর জেলার পীরগাছা থানার চন্ডিপুর গ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে তাঁর ৬০ বিঘা আবাদী জমি এবং ১৮ বিঘা জমির একটি পুকুর ছিল। সেখানে অনেক বড় একটি ইন্দিরা বা কূপ ছিল যার নাম ছিল 'শ্রী কাহ্রুল্লাহ্ কূপ'। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এই কূপের পানি পান করতেন এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতেন।

৭.৩.২ সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ

রচনাবলীঃ পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ্ (রহঃ) তাছাওফের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চারটি বই রচনা করে এলমে বাতেনে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর সমূর প্রসারী প্রভাব রেখেছেন। সেগুলো হলো-

১. চার তরিকার সেজরা শরীফ-১৩৩৪,
২. তাছাওফ দর্পন,
৩. জাকেরের ধোকা বঞ্জন,
৪. মহাস্থন -১৩৪১

ছন্দের কবি পীর ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ)ঃ

ডাক্তার কহর উল্ল্যাহ (রহঃ) তাঁর পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ) এর ৫৬ জন খলিফার তথা তিনি সহ তাঁর অপর ৫৫ জন পীর ভাইয়ের নাম ঠিকানা ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আত্মসমালোচনা তথা নিজেকে ছোট বলে উপস্থাপন করতে গিয়ে সেখানে তিনি নিজেকে অতি কঠিন দেলওয়ালা, দেও (দস্যু/ দানব), মহা মুর্খ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

"অধীনের পরিচয় দিতেছি বলিয়া, হুজুর খেতাব দিলা ডাক্তার বলিয়া।
সোনা মুখে ডাকিতেন ডাক্তার বলিয়া, এত যে কঠিন দেল যাইত গলিয়া।
সঞ্জীবন সুধা ঢালি দিয়া মৃত দেলে, জেন্দা করি দিয়াছেন আল্লার ফজলে।
বিদ্যা হীন গুণ হীন না আছে তাছির, অযোগ্যরে উচ্চাসন দিয়াছেন পীর।
আমা হতে দেখাইলা প্রমাণ করিয়া, দেও কেও দিতে পারেন মানুষ বানায়া।
বগুড়া জিলার মাঝে গোকুল ডাকঘর, রয়েছে গরিবখানা গ্রামে রামশহর।
অতি হীন মহা মূর্খ কহরউল্লা নাম, সবার জনাবে মেরা হাজার ছালাম।"

৭.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

রামশহর নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেয়িা দরবার শরীফে বর্ষিক উরশ শরীফ ছাড়াও পীর সুফি ডাক্তার কহর উল্লাহ্ (রহঃ) সহ তাঁর ছয় জন ছাহেবজাদার ওফাত বার্ষিকী, অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান কর্তন উপলক্ষ্যে বরকতান অননুষ্ঠান এবং শহীদ পীরজাদাগণের শহীদ দিবস সহ বিভিন্ন ইসালমী সম্মেলন উপলক্ষ্যে বছরে প্রায় ৮-১০ বার ফাতেহা শরীফ সহ বিভিন্ন ধরণের জাকের সমাবেশ ও জিকিরের মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এসকল ফাতেহা শরীফে হাজার হাজার ভক্ত আশেকের ঢল নামে। এই বিশাল লোকসমাগমের ফলে দেশের

অর্থনীতির খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ট্যুরিজম খাতে, অস্থায়ী কর্মসংস্থান এবং পরিবহন খাতে ব্যাপক অর্থলেনদেন হয় যার সবই দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের সূচকে যুক্ত হয়।

৭.৩.৪ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রামশহর দরবার শরীফের অবদানঃ

প্রকৃত সুফি সাধক ও ঈমানদারের রক্ত কখনোই জালিমের সঙ্গে আপস করতে পারে না। মাতৃভূমির সংকট মুহূর্তে তারা ভূমিকা রাখেন বীরের বেশে । উনিশ শত একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে করা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে রামশহরের পীর সাহেব (রহঃ) এর উত্তরসূরীগণ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের।

এই ভূখন্ডের স্বাধীনতার আবহমান কালের ইতিহাসের স্বাক্ষী ফকির মজনু শাহ্, হাজী শরয়িত উল্লাহ্, শহীদ তিতুমীরের সাথে রাম শহরের পীর শহীদ বেলায়েত হোসেন (রহঃ) ও তাঁর সঙ্গী শহীদরা আবারও প্রমান করে দেখিয়েছেন যে, বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে আপামর জনতার রক্তের সাথে সুফি সাধকের পবিত্র খুশবুও যুক্ত আছে।

রামশহর গ্রাম তথা দরবার শরীফের গণহত্যার ঘটনাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি দলিল।

দশ খণ্ডে প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানকোষের নবম খণ্ডে রাম শহরের পীর পরিবারের জীবন উৎসর্গের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 'মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করাও ইমানের অঙ্গ'- এই ব্রতে রাম শহর দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর ডাক্তার কহুরুল্লাহ (রহঃ) এর ছাহেবজাদা ও তৎকালীন গদ্দিনশীন পীর শহীদ বেলায়েত হোসেন (রহঃ) এর ছেলে জনাব শহীদ মাকসুদুর রহমান ঠান্ডু, ভাতিজা শহীদ আব্দুস সালাম লালু, জিল্লুর রহমান জলিল ও ভাগ্নে তোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ সরাসরি যোগ দেন

মুক্তিযুদ্ধে। পীর বাড়ির সদস্য ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করছেন—এই খবরটি পাকিস্তানি বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকারদের জন্য হজম করা কঠিন ছিল। কারণ, তারা চেয়েছিল পীর-মাশায়েখদের ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু রামশহরের পীর পরিবার ওই কালো ছকে পা দেননি।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ভোর রাতে রামশহরের পীর বাড়িতে ঢুকেই পাকিস্তানী হায়েনারা চিৎকার করে বলতে থাকে,

"মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়? বন্দুক কোথায়?"

ঘটনার আকস্মিকতায় ভদ্রপরিবারের অন্দর মহলের সবাই হতভম্ব হয়ে যান। শহীদ পীর বেলায়েত হোসেন (রহঃ) এর ছোট ভাই জনাব সুফি মোঃ তবিবুর রহমান (রহঃ) পরিস্থিতি বুঝে সেহেরীর খাবার রেখেই বাড়ির প্রাচীর টপকে পালানোর চেষ্টা করেন। হানাদাররা তাকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি ছোড়ে। অলৌকিকভাবে গুলিবিদ্ধ না হয়ে তিনি বেঁচে যান এবং অন্ধকারের জন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনিই পরবর্তীকালে এই লোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হন এবং বর্ণনা দেন।

পরিবারের বাকি সদস্যরা বাড়িতে রয়ে যান। পাকিস্তানি সেনারা পীর বাড়ির প্রতিটি ঘর তছনছ করে। একে একে ধরে আনে পীর বাড়ির ৭ জন পুরুষ সদস্যদের এবং রামশহর গ্রামের আরও ৪ মুক্তিযোদ্ধাকে।

শহীদ পীর বেলায়েত হোসেন (রহঃ), তাঁর ভাই সুফি দবির উদ্দিন (রহঃ), সুফি হাবিবুর রহমান (রহঃ), এবং সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোর জাহিদুর রহমান মুকুল (রহঃ), সহ মোট ১১ জনকে পিঠমোড়া করে বেঁধে যখন উঠানে দাঁড় করানো হয়। তখন ফজরের আজান হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শহীদ পীর বেলায়েত হোসেন (রহঃ), হানাদারদের কাছে শেষ মিনতি করলেন, *"আজান হয়েছে, আমাকে অন্তত দুই রাকাত ফজরের নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। আমি আমার রবের পায়ে সিজদা দিয়ে মরতে চাই।"* পাকিস্তানি জল্লাদরা

ওই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে একজন রোজাদার পীরসাহেবকে ফজরের নামাজটুকুও পড়তে দেয়নি।

আজান শেষ হওয়ার আগেই পীর বাড়ির পুকুর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয় ১১ জন মানুষকে। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে ওঠে অটোমেটিক মেশিনগান। ব্রাশফায়ারের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে রামশহরের মাটি। ১১টি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ে পুকুর পাড়ের মাটিতে। পুকুরের পানি আর ভোরের শিশিরভেজা ঘাস লাল হয়ে যায় শহীদের রক্তে। লাশগুলো ওভাবেই ফেলে রেখে উল্লাস করতে করতে চলে যায় হানাদাররা।

স্থানীয় রাজাকার ও জামায়াত নেতা মাওলানা আবু তাহের ও ওসমান গনি সেদিন গণহত্যার স্থলে বোরকা পড়ে উপস্থিত ছিল বলে পীর ডা. কহর উল্লাহর (রহঃ) এর পঞ্চম পুত্র জনাব সুফি মোঃ তবিবুর রহমান (রহঃ) ‘পীর বাড়িতে গণহত্যা’ শিরোনামে একটি লেখায় বর্বরোচিত ওই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন।

মোঃ তবিবর রহমান লিখেছেন, ‘মর্মান্তিক সেই হত্যার ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ১৩ই নভেম্বর, রমজান মাস। হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও স্থানীয় আলবদর এবং রাজাকারদের সহায়তায় সেদিন পীরবাড়ির মোট ৭ জন পুরুষ সদস্য ও সেই গ্রামের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আরো ৪ জনসহ মোট ১১ জনকে পুকুর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এদের সবাইকে ধরা হয়েছিল সেহেরি খাওয়ার সময়, হয়তো কেউ খাওয়া শেষ করেছিল, আবার কয়েকজনকে অর্ধ সমাপ্ত সেহেরীতে থেকে তুলে নেওয়া হয়। ওই শহীদ ১১ জনের মধ্যে সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া এক কিশোরও ছিল। তৎকালীন গদ্দিনশীন শহীদ পীর বেলায়েত হোসেন (রহঃ) নরপশুদের কাছ থেকে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য একটু সময় চেয়েছিলেন কিন্তু, ইসলাম রক্ষার শপথ নেয়া তথাকথিত খাঁটি মুসলমান পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দালালরা সেই সুযোগ পীরসাহেবকে দেননি।’

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী রামশহর পীর পরিবারের শহীদগণের মাজার শরীফ

উপসংহার (Conclusion)

সুফিবাদ মানুষকে আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়। মানুষের মধ্যে এই শিক্ষা থাকলে পার্থিব-অপার্থিব কোন বিষয়েই আর কোন অপূর্ণতা থাকে না। সুফিবাদের ভাষায় বলা যায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি বা পীর ছিলেন রসুল আকরাম (ﷺ) আর সেরা জাকের বা মুরিদ ছিলেন তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। সুফিবাদ তথা তরিকত তাসাউফের সিলসিলায় সেই আদি ও আসল ইসলাম অবিকল বা হুবহু রক্ষা হয়েছে এবং অনুকরণ ও অনুসরন করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির বর্তমান সময়ে সুফিবাদেরও অনেক বিকাশ হয়েছে, বেড়েছে এর গুরুত্ব।

বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেসব বিষয় আর ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে না, ইলমে তাসাউফে তাঁর সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সাধারণভাবে এই মহাবিজ্ঞান ‘ইলমে লাদূন্নীর’ উৎস আল-কুরআন হলেও ‘ইলমুল মুকাশাফা’র অধিকারী অলি-আল্লাহ্ গণকে প্রয়োজন ও সময়সাপেক্ষে ইল্হামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্পাক এতদ্ববিষয়ে অধিকতর সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়াবলী অবহিত করে থাকেন।

এত স্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার অধিকারী তরিকত তাসাউফ পন্থীরা তথা সুফিবাদীরা আজ অনেকটা কোণঠাশা এবং একপ্রকার উপেক্ষিত, এমনকি অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, তাদেরকে বলা হয় অন্ধবিশ্বাসী বা কুসংস্কারপন্থী। অবশ্য এর জন্য উত্তরাধিকারসুত্রে মারেফাতের দাবিদার সুফি নামধারীরাই দায়ী। কারণ এই উপমহাদেশে মাত্র ১৫৯ বছর পূর্বে যাদের সূচনা সেই দেওবন্দীরা (দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয় মে, ১৮৬৬) আজ পৃথিবীর অনেক দেশের পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, তাদের মতাদর্শের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, মাত্র ৯৯ বছর পূর্বে প্রচলন হওয়া তাবলীগ জামাতের অনুসারীরা (১৯২৬ সালে বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) উপমহাদেশের প্রায় সব দেশের প্রতি জেলায় জেলায় এমনকি উপজেলা পর্যায়েও তাদের আদর্শ প্রচারের তাবলীগী মার্কাজ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, অথচ ১৪১৫ বছর পূর্বে জন্ম হওয়া ইলমে নববী (ﷺ) তথা বেলায়েতের অনুসারী বা সুফিবাদীরা (রসুল (ﷺ) ৬১০ খ্রীস্টাব্দে নবুয়্যত লাভ করেন) সেই তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমানে তাদের তরিকত প্রচারের দৃশ্যমান অবকাঠামো তথা খানকা শরীফ কায়েম করতে পারেননি।

পূর্বপুরুষদের কায়েম করা পীরত্বের উত্তরাধিকারের দাবিদার হোক বা মুর্শিদের এত্তেবা করে খেলাফত লাভ করে পীরপনার অধিকারীই হোক উভয় পক্ষই তাদের পূর্বসুরীদের কায়েম করা স্টেট থেকে আর্থিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন কিন্তু তাসাউফ চর্চা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেননা বা চর্চা করেন না, এমনকি তাঁর ওয়ালেদ বা তর্দুদ্ধ অনেক অলিয়ে কামেলের আক্বিদা ভুল ছিল বলে মনে করেন, আমার এই গবেষণাকাজে এমন কিছু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আর এগুলোই সুফিবাদের তথা ইলমুল ক্বলবের দৈন্যদশার জন্য দায়ী। তবে আশার বিষয় হচ্ছে আলোচ্য দরবার শরীফ সমূহের মূল ধারার গদ্দিনশীনগণ এই দৈন্যতা থেকে মুক্ত রয়েছেন।

এসবের গন্ডি থেকে বের হয়ে, সংশ্লিষ্ট সকলেই জগৎবিখ্যাত তাসাউফ বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ, সেগুলোর জ্ঞান আহরণ ও চর্চা করে প্রকৃত বেলায়েতের জ্ঞানের অধিকারী হয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে উম্মতে মোহাম্মদী (ﷺ) এর মধ্যে দীক্ষাদান অব্যাহত রাখলে আত্মার এই মহা বিজ্ঞান তথা ইলমে বাতেন আবার মূলরুপে সৌরভ ছড়াবে বা প্রতিষ্ঠিত হবে, জগৎবাসী তাঁর সুফল ভোগ করবে এবং সেই সাথে মহান রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, আখেরি পয়গম্বর (ﷺ) এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র প্রথম অহীর প্রথম কথা,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অনুবাদঃ “পড়ো তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভূর নামে।” (সূরা আলাক: ৯৬:১)

এই মহান আদেশের পরও কেউ যদি পড়াশোনা না করেন সেটা তার ব্যাপার।

মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষের গঠন বৈশিষ্ঠ্য বিষয়ে বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

অনুবাদঃ “আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম (দৈহিক ও মানষিক গুনাবলীর) অবকাঠামোয়।” (সূরা ত্বীন: ৯৫:৪)

এইরকম শক্ত ঘোষণার পরও কোনো মানুষ যদি নিজের গঠন বৈশিষ্ঠ্যে অসন্তুষ্ট হয় সেটাও তাঁর নিজস্ব বিষয়।

আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামিন শোকরগোজার হওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অনুবাদঃ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনেক নেয়ামত দান করব, যদি তোমরা শোকরগোজার হও। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি হবে খুবই কঠিন।” (সূরা ইব্রাহিম: ১৪:৭)

এই প্রতিজ্ঞা আল্লাহ পাক এর নিজের। ইহা কারও নিজস্ব মতাদর্শের বিষয় নয়। সুতরাং আল্লাহ্ কে স্বীকার করলে, তাঁর রহমত পেতে হলে, শুকরগোজার না হয়ে উপায় নেই। নচেৎ গজব আর আজাবে পতিত হতে হবে।

মানুষের কর্মবৈশিষ্ট্য ও ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

অনুবাদঃ "সময়ের শপথ! (তাকাও মহাকালের দিকে। তাহলেই বুঝতে পারবে), বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল ছাড়া প্রতিটি মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে নিমজ্জিত। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পরকে সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করে। আর (প্রতিকূলতার মুখে) ধৈর্যের (সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিরলস প্রয়াস চালানোর) উপদেশ দেয়।" (১০৩:সূরা আসর)

স্পষ্টীকরণের জন্য এখানে বলতে হয় যে, যেসকল মানুষ (১) ঈমান আনে, (২) সৎ কর্ম করে, (৩) সত্যের দাওয়াৎ দেয় এবং (৪) ধৈর্য্য ধারণের আহ্বান করে। এই চার শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আছেন।

সুতরাং আমরা যেন মহান রাব্বুল আলামীন এর শুকরগোজার বান্দা হিসেবে উপরোক্ত চার শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত হয়ে

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي

অনুবাদঃ "(অপরদিকে সৎকর্মশীলদের বলা হবে) হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো। তোমরা আজ তৃপ্ত। আমিও তোমাদের ওপর

সন্তুষ্ট। আমার অন্য নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।" (সূরা ফজর: ৮৯:২৭-৩০)

মহান আল্লাহ পাকের এই মধুময় আহ্বান বা ডাকে সারা দিয়ে খাতেমাবিল খায়ের প্রাপ্ত হয়ে কাঙ্খিত মহান মাশুক মওলা আল্লাহ্ পাক এর সান্নিধ্যে প্রস্থান করতে পারি। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

গ্রন্থপঞ্জী (References)ঃ

১. Bari, Dr Sazzadul. (2024) *Emergence of Radicalization and Militancy A study ontheocratic ventures in politices andthe formation of socal fabric in Bangladesh*, Rajshahi. *Pages 1-309.*

২. Bari, Dr Sazzadul. (2024) t*hresds of Extremism Unravelingthetheocratictapestry in Bangladesh,* LAMBERT London. *Pages 1-162.*

৩. Akhtari, Zainul Abedin. (2009). *Hayat-e-Waysi (Urdu Version).* Kankholi Sharif, Garden Reach, Kolkata –24, 2nd Edition, 2009.

৪. Hossain, Nasreen, (2014) *Sayyid Fath Ali Waysi (1825-86) and His Contributions To Persian Na'ṭ.* The Department of Arabic & Persian University of Calcutta. Pages 1-110.

৫. Feroze, Dr. M. (1982-83). *Waysi - A Persian Poet of Nineteenth Century Bengal*, Arabic-Persian Studies; Journal of the Deptt. Of Arabic & Persian Calcutta University, Volume II, No. 2, University of Calcutta.

৬. *Dastagir, Golam. (2006)the Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy, Oxford University Press.*

৭. *Dastagir, Golam (2018) Islam & Multiculturalism in Bangladesh: A Reflection International Institute of Advanced Islamic Studies.*

৮. *Dastagir, Golam. (2002) Some Aspects of Khwaja Enayetpuri's Sūfism.*

৯. Edward William Lane. *An Arabic-English Lexicon.*

১০. Hoyland, R. G., *Arabia andthe Arabs: Fromthe Bronze Agetothe Coming of Islam*.

১১. Irving M. Zeitlin,t*he Historical Muhammad*- ISBN 978-0-7456-3999-4.

১২. Javierteixidor, (1979) t*he Pantheon of Palmyra,* Brill Archive.

১৩. Jonathan A.C. Brown. (2011) Muhammad: A Very Short Introduction Oxford.

১৪. মহাজাতক, শহীদ আল বোখারী। (২০১৪)। *আল-কোরআন বাংলা মর্মবাণী*, কোয়ান্টাম মেথড,্ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৮৩১।

১৫. সুরেশ্বরী, বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল। (২০২১)। *কুরআনুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা ৩।* পৃষ্ঠা ১-১৪৭। কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। সুফিবাদ প্রকাশনালয়। *কুরআনুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা* ৪, পৃষ্ঠা ১-২৫৬।

১৬. সুরেশ্বরী, বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল। (২০১২)। কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। সুফিবাদ প্রকাশনালয়। *কুরআনুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা* ৪, পৃষ্ঠা ১-২৫৬।

১৭. বোখারী, ইমাম মুহাম্ম ইবনে ইসমাইল। (২০১৩), *সহীহ্ বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ*, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৭১৪।

১৮. মান্নান, মাওলানা আ ন ম আবদুল। (২০১২) *বড়পীর হযরত আদুল কাদের জিলানী (রহঃ)*। ঢাকা, বাংলাদেশ। খোশরোজ কিতাব মহল। পৃষ্ঠা ১-১৪৩।

১৯. হক, মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল। *আকওয়ালুল আখইয়ার ফি মাওলুদিন নাবিয়্যিল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীলাদ শরীফের ৩ শতাধীক দলীল*। (২০১৪)। ঢাকা, বাংলাদেশ। আল-আমিন প্রকাশন। পৃষ্ঠা ১- ৫৭৬।

২০. আলী, মীর হাসান, (১৮৯৮) *ফার্সি দিওয়ানে ওয়াইসী*, কলিকাতা, ভারত। পৃষ্ঠা ১-৩৫২।

২১. আলম, সৈয়্যদ মুহাম্মদ জানে. (২০০১) *দিওয়ানে ওয়াইসী*, ঢাকা, বাংলাদেশ। নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী। পৃষ্ঠা ১-২৫০।

২২. গণি মোঃ আঃ মন্ডল, (১৩৮৫) *পরশমণি*, জয়পুরহাট, বাংলাদেশ। পৃষ্টা ১-৫২৬।

২৩. জিলানী, আব্দুল কাদের. (২০০৫) *সিররুল আসরার*, ঢাকা, বংলাদেশ। ইকরা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১০৪।

২৪. জিলানী, আব্দুল কাদের. (২০০০) *গুণিয়াতুত ত্বালিবীন*, ঢাকা, বাংলাদেশ। সম্পা. মাওলানা মিজানুর রহমান জাহেরী। পৃষ্ঠা ১-৩৯২।

২৫. রুমী, আল্লামা জালাল উদ্দিন. (২০০০) *মসনবী শরীফ*, ঢাকা, বাংলাদেশ । আলহাজ আল আমীন চৌধুরী। সোলেমানিয়া বুক হাউস। পৃষ্ঠা ১-৬৫৮।

২৬. সা'দী, হযরত শেখ. (২০০৫) *গুলিস্তাঁ ও বোস্তা*, ঢাকা, বাংলাদেশ। মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান খান। মোহাম্মদ আবু জাফর। মীনা বুক হাউস। পৃষ্ঠা ১-২৮৮।

২৭. আশ-শারিকি, ড. মুহাম্মদ ইবরাহিম. (২০২০) *ইসলামের ইতিহাস-নববী যুগ থেকে বর্তমান*, ঢাকা, বাংলাদেশ । পৃষ্ঠা ১-৩৫৬।

২৮. মাদানী, মাও. হোসাইন আহমদ । আখতার, মাও. হাকীম মুহাম্মদ উসমানী, জাস্টিস মুফতী তাকী। (২০১৩)। *পীর ধরবো কেন?* ঢাকা, বাংলাদেশ। আল এছহাক প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১৯২।

২৯. হোসেন, মোজাম্মেল. *জহুরুল হক (রহঃ) এর জীবনী*, ছমির-নগর, সিঙ্গেরগাড়ি, রংপুর, বাংলাদেশ । শামসুলিয়া পাবলিকেশনস।

৩০. আজিজি, ড. শাহ মুহাম্মদ গোলাম গাউসুল আজম। (২০২৬)। *রূহানী আওয়াজ।* সম্পা. আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজি। ছমির-নগর, সিঙ্গেরগাড়ি, রংপুর, বাংলাদেশ: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আতিউর রহমান খলিফা, শামসুলিয়া পাবলিকেশনস। আইএসবিএনঃ ৯৭৮-৯৮৪-৩৫-৮৯৩২-৩। পৃষ্ঠা ১-২২৪।

৩১. হান্নান, মোঃ আব্দুল ও সোহেল, মোঃ আসাদুজ্জামান (২০১৯) *রামশহরী পীর ক্বিবলাহ্ ডাঃ কারুল্লাহ (কোঃ আঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কারামত*। বগুড়া, বাংলাদেশ । পৃষ্ঠা ১-৪৭।

৩২. ইদরীস, মুফতী ফয়জুল্লাহ বিন। (২০১৪)। *মুমিনের হাতিয়ার।* ঢাকা, বাংলাদেশ। মুজাহিদ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১৯২।

৩৩. খান, মোঃ আব্বাছ আলী. *সুফি ছাহেবের জীবনী*, বগুড়া, বাংলাদেশ।

৩৪. রহমান, মোঃ ফজলার. *প্রাথমিক জেকের ও মোরাকেবা শিক্ষা নকশেবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া*, বগুড়া, বাংলাদেশ ।

৩৫. জান, আহমদ. *এরশাদে মাবুদিয়া বা খোদা প্রাপ্তির সরল পথ*, পাবনা, বাংলাদেশ।

৩৬. আলী, আহাম্মদ. *ছাইফুল হুজ্জাত*, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ ।

৩৭. ছাইফুদ্দিন, মুহাম্মদ. *আদর্শ মুর্শিদ*, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ ।

৩৮. সিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন. *চলন বিলের ইতিহাস*, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।

৩৯. উদ্দিন, মুহাম্মদ হাসার. (১৩৮৩) *সৌভাগ্যের সোপান*, নাটোর, বাংলাদেশ ।

৪০. চৌধুরী, মীর মকবুল আলী. (১৩৩১) *মকবুলচ্ছালেকিন*, জয়পুরহাট, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৪৫।

৪১. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৮) *সীরাতে হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ । হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-৯৬১৯২।

৪২. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৭) *সীরাতে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ । হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-৯৬।

৪৩. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৭) *সীরাতে সুফি ফতেহ আলী ওয়সী (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-৯৬।

৪৪. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৭) *সীরাতে সুফি নূর মোহাম্মদ (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২২৩।

৪৫. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৮) *সিরাতে সৈয়দ খাজা বাহাউদ্দিন (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২৭১।

৪৬. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৮) *সিরাতে সৈয়দা জোহরা খাতুন (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১২৬।

৪৭. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৮) *রাবেতায়ে মুর্শিদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২২৩।

৪৮. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৯) *অলি আওলিয়ার পরিচয়*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২৭০।

৪৯. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৯) *সিরাতে খাজাবাবা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রঃ)*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১৯১।

৫০. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৯) *ছবকের হাকিকত*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২৪০।

৫১. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০২৪) *শারহায়ে দেওয়ান-ই-ওয়াইসী*, ঢাকা, বাংলাদেশ। হাজী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-২২৩।

৫২. মিয়া, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ. (২০১৭) *তরিকতের মোকাম মঞ্জিল*, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-২৪০।

৫৩. ইসলাম, মোঃ নুরুল. *তরিকত দর্পণ*, ঢাকা, বাংলাদেশ।পৃষ্ঠা ১- ২৯

৫৪. রহমান, ডক্টর সৈয়দ এম সাইদুর রহমান আল-মাহবুবী। (২০১০) *ওয়াজিফা*, ঢাকা। সূফী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১- ৭২।

৫৫. কবির, মোঃ রেফাউল। (২০২২)। *হারিয়ে যাওয়া অলি-আল্লাহ্‌দের খোঁজে*, ঢাকা, বাংলাদেশ। যুলফিকার-ই-মুর্তজা, তাসমিয়া ও মুন্নি। খাজা রওনক রশনি লাইব্রেরী। পৃষ্ঠা ১-৪৯৮।

৫৬. মন্ডল, মোঃ সুরত জামাল. *তোহফাতুয জাকেরীন*, জয়পুরহাট, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-১৭।

৫৭. সোলায়মান, মোহাম্মদ. *খাস মুজাদ্দেদীয়ার নূর*, (২০১২) ঢাকা, বাংলাদেশ। কে. এম রায়হান সিদ্দিক। পৃষ্ঠা ১-১১।

৫৮. নেছারী, আলহাজ্ব হা. মাও. আঃ মতিন। (১৯৯৬)। রসুলপুর, রাজবারী, ঢাকা, বাংলাদেশ। বেগম নেছারী। পৃষ্ঠা ১-১৪৪।

৫৯. আনছারী, আবুল কাশেম. *কারামাতে কামেলীন।*
৬০. উল্লাহ্, ডাক্তার কহর. (১৩৪১) *চার তরিকার সেজরা শরীফ*, বগুড়া, বাংলাদেশ।
৬১. উল্লাহ্, ডাক্তার কহর। (১৩৪১)। *মহাস্থান।* বগুড়া, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-১৪৯।
৬২. উল্লাহ্, ডাক্তার কহর. *তাসাউফ দর্পন*, বগুড়া, বাংলাদেশ।
৬৩. উল্লাহ্, ডাক্তার কহর. *জাকেরের ধোকা বঞ্জন*, বগুড়া, বাংলাদেশ ।(অপ্রকাশিত)
৬৪. রহমান,আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবর রহমান। (১৯৯০)। *ত্বরিকত দর্পণ।* বগুড়া, বাংলাদেশ ।পৃষ্ঠা ১-১২৮।
৬৫. আহমদ, মোঃ মহিউদ্দিন আহমদ। (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)। ওজিফা শরীফ।টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। সুফি সালাহ উদ্দিন আহমদ। পৃষ্ঠা ১-৩২।
৬৬. সিরাজী, আছমত আলী. (২০১৬), *আমলের শক্তি জাকেরের মুক্তি*
৬৭. সিরাজী, আছমত আলী. (২০১৬), *ভাবে ভক্তি-ভক্তিতে মুক্তি।*
৬৮. সিরাজী, আছমত আলী. (২০১৬), *তরিকতের আহবান ও প্রয়োজন।*
৬৯. চৌধুরী, মীর মকবুল আলী. (১৩৩১), *মকবুলচচ্ছালেকিন*, জয়পুরহাট।
৭০. আজিজি, শাহ্ সুফি শামসুল আলম. (১৯৭৯), *এরশাদে আজিজিয়া*। প্রথম খণ্ড। প্রকাশক: পীরজাদা শাহ নজরুল ইসলাম (বুলু)। প্রকাশনাস্থল: আস্তানায়ে আজিজিয়া, সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ, ছমির-নগর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, রংপুর, বাংলাদেশ। প্রথম সংস্করণ: ১৪ মাঘ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ১-১৫৪।
৭১. আজিজি, শাহ্ সুফি শামসুল আলম। *এরশাদে আজিজিয়া*। দ্বিতীয় খণ্ড (অপ্রকাশিত)। আস্তানায়ে আজিজিয়া, সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ, ছমির-নগর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, রংপুর, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৫৩৪।
৭২. মুরতুজা, পীরজাদা শাহ মুহাম্মদ গোলাম (২০০০), এজাজতক্রমে জ্ঞানসিন্ধু, শ্রুতিধর পণ্ডিত আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ সুফি শামসুল আলম আজিজি। *বাবে জান্নাত*। প্রকাশক: মোঃ আসাদুল্লাহ। প্রকাশনাস্থল: আস্তানায়ে আজিজিয়া, সিঙ্গেরগাড়ি জহুরিয়া দরবার শরীফ, ছমির-নগর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, রংপুর, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৩৬।
৭৩. আজিজি, শাহ্ মুহাম্মদ শামসুল আলম. (২০০৬), *মসজিদ সমাচার*, প্রকাশকঃ আলহাজ্ব বাবলু সরকার খলিফা, আস্তানায়ে আজিজিয়া, সিঙ্গেরগাড়ি, কিশোরগাঞ্জ, নিলফামারী, রংপুর। পৃষ্ঠা ১-৫২।
৭৪. আজিজি, শাহ্ মুহাম্মদ মুরতুজা, আজিজি, শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন.(২০১৪), *রাহাতুল আশেকীন*, বগুড়া, বাঙলাদেশ। এম.এ.মোত্তালিব খলিফা। শামসুলিয়া পাবলিকেশনস। পৃষ্ঠা ১-৪০।
৭৫. আজিজি, শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন. (২০১৯) *কদমবুচি*। মোং ইলিয়াস শাহ। বগুড়া। শামসুলিয়া পাবলিকেশনস। পৃষ্ঠা ১-২০।

৭৬. আখতার, হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ, (২০০৬), আল্লাহর প্রেমের সন্ধানে, ঢাকা, বাংলাদেশ। মাওলানা আঃ মতিন বিন হুসাইন। হাকিমুল উম্মত প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১-১১১২।
৭৭. নিজামী, ছায়েদ হোসেন আল চিশতী, ৯০ *তালিমে আত্ম দর্শন বা সাধনা ও সিদ্ধি।* জামালপুর ছায়েদিয়া পাক দরবার শরীফ। পৃষ্ঠা ১-২৯২।
৭৮. চিশতি, কাজী মোহাম্মদ বেনজীর হক, ((২০০৮), *তরিকার দিক নির্দেশনা*, ঝাউগড়া দরবার শরীফের সকল ভক্ত বৃন্দ। ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৪৮।
৭৯. ইসলাম, মোঃ রফিকুল, (২০১২), *আল্লাহর ভয়ে কাঁদা*, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিস পালিকেশন। পৃষ্ঠা ১-৯৪।
৮০. আহমদ, ছুফি ছদর উদ্দীন, (২০১৮), *ওলি বিবির কাহিণী*। জশোহর, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা ১-৪৮।
৮১. সুরেশ্বরী, বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল। (১৯৭৮)। *মারেফতের গোপন কথা*, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ । মোঃ আঃ হালিম। পৃষ্ঠা ১-২৩৫।
৮২. সুরেশ্বরী, বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল। (১৯৯১)। *মারেফতের গোপন আলাপ*, চুনকুটিয়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ । । পৃষ্ঠা ১-৯৫।
৮৩. সালাউদ্দিন, মোহাম্মদ, (২০২১), *হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী*, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্টা ১-৩৩৫।
৮৪. রহমান, মোহাম্মদ মতিউর, *আয়না-ই-ওয়েসি*, পাটনা, ভারত।
৮৫. মুজাদ্দিদিয়া তরিকা *বাংলাপিডিয়া*।
৮৬. https://dewanbagsharif.org/bn/
৮৭. http://kutubbaghdarbar.org.bd/
৮৮. https://allahwala13.blogspot.com/2012/05/blog-post_06.html
৮৯. https://aponkhobor.com/?p=1681
৯০. https://sufibad24.com/post/9886/
৯১. https://alerasul.com/product/
৯২. https://www.alkawsar.com/bn/article/2875/
৯৩. https://sufibad24.com/post/8301/
৯৪. https://sufibad24.com/post/23433/
৯৫. *sufismjournal.org (2019), Sufism Journal: Community: Sufism in Bangladesh*

মো: রফিকুল ইসলাম মানবসেবা, জ্ঞানচর্চা ও আত্মশুদ্ধিও সাধনায় নিবেদিত এক অনুসন্ধানী মানুষ। বাল্যকাল ও যৌবনে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহ.) এর প্রশিষ্য ও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার সড়াইলের নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার পীর ছায়াদাৎ হোসেন তালুকদার (রহ.)-এর সান্নিধ্যে গড়ে ওঠে তার আধ্যাত্মিক জীবন। পরবর্তীতে ধুনটের প্রত্যন্ত এলাকার শ্রমজীবী চারণ পীর আফজাল হোসেন আল কাদেরী (রহ.) এর শিষ্য ও খলিফা হিসেবে পথচলা অব্যাহত রাখেন।

জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা-অ্যাকশন এন্ড লাইট এর তত্ত্বাবধায়নে তিনি দীর্ঘদিন ধরে পীর সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহ.) এর জীবন ও সাধনা নিয়ে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করে আসছেন। পেশাগত জীবনে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে একটি ডিগ্রী কলেজে শিক্ষকতা করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যায় তিনি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর।

ACTION & LIGHT
978-984-35-8850-0